



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
January 2023

"অব্যক্ত বর্ষে লক্ষ্য এবং লক্ষণকে সমান বানাও"

আজ নিরাকারী এবং আকারী বাপদাদা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের আকার রূপে এবং সাকার রূপে দেখছেন। সাকার রূপী তোমরা সব আত্মাও বাবার সমুখে আছ আর আকারী রূপধারী বাচ্চারাও সমুখে আছে। উভয়কে দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হচ্ছেন। সবার হৃদয়ে একই সঙ্কল্প থাকে, উৎসাহ থাকে - আমরা সবাই বাবা সমান সাকারী তথা আকারী এবং আকারী তথা নিরাকারী বাবা সমান হই। বাপদাদা সকলের এই লক্ষ্য আর লক্ষণ দেখছেন। কী দেখা গেছে? মেজরিটির লক্ষ্য খুব ভালো, দূঢ় কিন্তু লক্ষণ কখনো দূঢ়, কখনো সাধারণ থাকে। লক্ষ্য আর লক্ষণের মধ্যে সমতা আসা - এই নিদর্শন সমান হওয়ার। কিছু আছে যারা তাদের লক্ষ্যের শতকরা ৯৯ ভাগ ধারণ করেছে, বাকিরা নম্বরক্রমে। কিন্তু তোমরা কতটা পর্যন্ত তোমাদের ন্যাচারাল নেচারে সদা এবং সহজভাবে লক্ষণ ধারণ করেছে, তাতে মাইনরিটি শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত রয়েছে, বাকি অন্যান্যরা নম্বরানুক্রমিক। তো লক্ষ্য আর লক্ষণে এবং সেই লক্ষণও তোমাদের ন্যাচারাল নেচার বানানোয় প্রভেদ কেন? সময়ানুসারে, সার্কমস্ট্যান্স অনুসারে, সমস্যা অনুসারে কিছু বাচ্চা তাদের পুরুষার্থ দ্বারা নিজের লক্ষ্য আর লক্ষণকে সমানও বানায়। কিন্তু সেটা ন্যাচারাল আর তোমাদের নেচার হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আরও অ্যাটেনশন প্রয়োজন। এই বর্ষ অব্যক্ত ফরিস্তা স্থিতিতে স্থিত থাকার বর্ষ হিসেবে উদযাপন করছ। বাচ্চাদের ভালোবাসা আর পুরুষার্থ এই দুটো দেখতে দেখতে বাপদাদা খুশি হন, তিনি গীতও গান, "বাঃ বাচ্চারা বাঃ।" সেইসঙ্গে তিনি এখন এবং ভবিষ্যতে সব বাচ্চার লক্ষ্য আর লক্ষণের মধ্যে সমতা দেখতে চান। তোমরা সবাই সেটাই দেখতে চাও তো না। বাবাও চান, তোমরাও চাও, তাহলে মাঝখানে বাকি কী আছে? সেটা তোমরা ভালোভাবেই জানো। নিজেদের মধ্যে ওয়ার্কশপ করো, করো তো না!

লক্ষ্য আর লক্ষণের মধ্যে প্রভেদ হওয়ার একটা বিষয়ই বাপদাদা দেখেছেন। তা' আকারী ফরিস্তা হোক বা নিরন্তর নিরাকারী, তার মূল আধার হলো ন্যাচারাল নেচার তৈরি করা এবং নিরহঙ্কারী হওয়া। অনেক রকম অহঙ্কার আছে। বলতে গেলে, সবচেয়ে বিশেষ যদিও একটা শব্দ 'দেহ-অভিমান', কিন্তু দেহ-অভিমানের বিস্তার অনেক। এক হয় স্থূলভাবে দেহ-অভিমান, যা অনেক বাচ্চার মধ্যে নেইও। হতে পারে তা' নিজের দেহ বা অন্যের দেহ, যদি অন্যদের দেহেরও আকর্ষণ থাকে, সেটাও দেহ-অভিমান। কিছু বাচ্চা এই স্থূল রূপে পাস হয়েছে, স্থূলভাবে দেহের আকারের প্রতি সম্বন্ধ কিংবা অভিমান নেই। তথাপি এর সাথে তাদের নিজেদের দেহ-সম্বন্ধের প্রতি নিজস্ব সংস্কার বিশেষ থাকে, বুদ্ধি বিশেষ, গুণ বিশেষ, কোনো প্রতিভা বিশেষ, কোনো শক্তি বিশেষ থাকে, এ'সবের অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কার, নেশা, প্রতাপ - এ' হলো সূক্ষ্ম দেহ-অভিমান। এই সূক্ষ্ম অভিমানের কোনও অভিমান যদি থাকে তাহলে না আকারী ফরিস্তা ন্যাচারাল-নিরন্তর হতে পারে, না নিরাকারী হতে পারে। কারণ আকারী ফরিস্তাতেও দেহভাব থাকে না, তারা ডবল লাইট। দেহ-অহংকার নিরাকারী হতে দেবে না। সবাই এই বছর ভালো অ্যাটেনশন রেখেছে, উৎসাহ-উদ্দীপনাও আছে, আকাঙ্ক্ষাও খুব ভালো, তোমরা চাও তো বটেই, কিন্তু সামনের দিকে অ্যাটেনশন প্লিজ! চেক করো, "কোনো প্রকারের অভিমান কিংবা অহংকার ন্যাচারাল স্বরূপ থেকে পুরুষার্থী স্বরূপ বানিয়ে দেয় না তো? কোনো সূক্ষ্ম অভিমান অংশরূপেও থেকে যায়নি তো, যা সময় অনুসারে আর কোথাও সেবা অনুসারে ইমার্জ হয়ে যায়?" কারণ, অংশ মাত্রও সময়কালে বিভ্রান্ত করে দেয়, সেইজন্য বাপদাদা এটাই চান যে, এই বর্ষে সেবার যে লক্ষ্য রেখেছ, সেই লক্ষ্যে তোমাদের সম্পন্ন হতেই হবে।

চলতে চলতে, স্থূল রূপে কোনো দিন, কোনো সময় যদি বিশেষ কোনও ভুল না করো, তবুও কখনো কখনো এটা অনুভব করো তো না যে, "জানি না কী হয়েছে, যে খুশি থাকা উচিত ছিল আজ বা এখন সেরকম নেই, জানি না আজ একাকী, নিরাশা আর ব্যর্থ সঙ্কল্পের তুফান হঠাৎ কেন আসছে! অমৃতবেলাও করেছি, ক্লাসও করেছি, সেবাও, জবও (job) করেছি, তবুও এটা কেন হচ্ছে?" কারণ কী হয়, স্থূল রূপকে তো চেক করে নাও আর তা'তেই মনে করে নাও যে কোনো ভুল হয়নি। কিন্তু অভিমানের সূক্ষ্ম রূপের অংশ সূক্ষ্মভাবে প্রকট হয়ে যায়, সেইজন্য কোনও কাজে মন লাগবে না। বৈরাগ্য, উদাস-উদাস ফিল হবে, নয়তো ভাববে কোনও একান্ত স্থানে চলে যাই, অথবা ভাববে ঘুমিয়ে পড়ি, রেস্ট নিই, নতুবা কিছু সময়ের জন্য পরিবারের থেকে সরে যাই। এই সব স্থিতির কারণ হলো অংশের বিস্ময় উৎপন্ন হওয়া। বিস্ময় ব'লো না, অস্থিরতাই ব'লো। সুতরাং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী হওয়া অর্থাৎ সহজে আকারী-নিরাকারী হওয়া। যেমন, কখনো কখনো মন চায় না, তোমরা ভাবো যে, সদা কী একইরকম দিনচর্যা চলতে হবে? চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন তো না? না চাইলেও এই স্থিতি

এসে যায়।

যখন তোমরা নিরহঙ্কারী হয়ে যাবে তখন আকারী আর নিরাকারী স্থিতি থেকে নিচে আসতে চাইবে না। তা'তেই লাভলীন অনুভব করবে, কারণ তোমাদের অরিজিনাল অনাদি স্টেজ নিরাকারী তো না। নিরাকার আত্মা এই শরীরে প্রবেশ করেছে। শরীর আত্মার মধ্যে প্রবেশ করেনি, আত্মা শরীরে প্রবেশ করেছে। তাহলে তোমাদের অনাদি অরিজিনাল স্বরূপ নিরাকারী, তাই তো না? নাকি শরীরধারী? শরীরের আধার নিয়েছ কিন্তু নিয়েছে কে? তুমি আত্মা, নিরাকার সাকার শরীরের আধার নিয়েছ। তাহলে অরিজিনাল কী হলো? আত্মা নাকি শরীর? আত্মা। এই ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত? তাহলে, অরিজিনাল স্থিতিতে স্থিত হওয়া সহজ নাকি আধার নেওয়া স্থিতিতে সহজ?

অহঙ্কার আসার দরজা হলো এক শব্দ, সেটা কী? 'আমি।' অতএব, এই অভ্যাস করো যখনই 'আমি' শব্দ আসবে তখনই অরিজিনাল স্বরূপ সামনে আনো, 'আমি' কে? আমি আত্মা নাকি অমুক-অমুক? অন্যদের স্তান দাও তো না কীভাবে 'আমি' শব্দই উড়িয়ে নিয়ে যায়, আর কীভাবে 'আমি' শব্দই নিচে নামিয়ে আনে। যদি বলো 'আমি' তবে তোমাদের অরিজিনাল স্বরূপ যেন স্মরণে এসে যায়, এটা ন্যাচারাল হয়ে গেলে তখন প্রথম পাঠ সহজ হয়, তাই না? তো এটা চেক করো, অভ্যাস গড়ে তোলা 'আমি' ভাবা মাত্র নিরাকারী স্বরূপ স্মৃতিতে এসে গেল। কত বার 'আমি' শব্দ বলো! 'আমি' এই বলেছি, 'আমি' এটা করবো, 'আমি' এটা ভাবি... অনেকবার 'আমি' শব্দ ইউজ করো। সুতরাং এটা নিরাকারী বা আকারী হওয়ার সহজ বিধি, যখনই 'আমি' শব্দ ইউজ করবে তৎক্ষণাৎ নিজের নিরাকারী অরিজিনাল স্বরূপ যেন সামনে আসে। এটা কঠিন নাকি সহজ? আর তো তোমাদের লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান হয়েই আছে। নিরহঙ্কারী হওয়ার সহজ উপায় এই যুক্তি শুধু ব্যবহার করে দেখ। দেহভাবের 'আমি' সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, 'আমি' শব্দই দেহবোধে নিয়ে আসে। আর যদি স্মৃতিতে নিয়ে আসো 'আমি' নিরাকারী আত্মাস্বরূপ, তাহলে এই 'আমি' শব্দই দেহবোধের উর্ধ্বে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে তো না। সারাদিনে ২৫-৩০ বার তো অবশ্যই বলে থাকবে। হয়তো বলছ না কিন্তু ভাববে তো 'আমি' এটা করবো, আমাকে এটা করতে হবে...। যদি প্ল্যানও বানাও ভাবো তো না। সুতরাং এত বারের অভ্যাস, আত্মা স্বরূপের স্মৃতি কী বানিয়ে দেবে? নিরাকারী। নিরাকারী হয়ে, আকারী ফরিস্তা হয়ে তোমার কার্য করলে আর তখনই নিরাকারী! কর্ম-সম্বন্ধের স্বরূপে সম্বন্ধে আসো, সম্বন্ধকে বন্ধনে এনো না। দেহ-অভিমাণে আসা অর্থাৎ কর্ম-বন্ধনে আসা। দেহ সম্বন্ধে আসা অর্থাৎ কর্ম-সম্বন্ধে আসা। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রভেদ রয়েছে দেহের আধার নেওয়া আর দেহের বশ হওয়ার মধ্যেও। ফরিস্তা বা নিরাকারী আত্মা দেহের আধার নিয়ে দেহের বন্ধনে আসবে না, সম্বন্ধ রাখবে কিন্তু বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। তো এই বর্ষে বাপদাদা রেজাল্টে দেখবেন যে, নিরহঙ্কারী, আকারী ফরিস্তা আর নিরাকারী স্থিতিতে লক্ষ্য আর লক্ষণ কতটা সমান হয়েছে!

মহত্বের নিদর্শন নম্রতা (নির্মাল)। যত নম্রতা ততই আপনা থেকে আত্মা মহান হবে সবার হৃদয়ে। বিনা নম্রতায় সকলের জন্য মাস্টার সুখদাতা হতে পারবে না। নম্রতা সহজে নিরহঙ্কারী বানায়। নম্রতার বীজ আপনা থেকেই মহত্বের ফল প্রাপ্ত করায়। নম্রতা সবার হৃদয়ে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করানোর সহজ উপায়। নম্রতা সবার মনে নিরহঙ্কারী আত্মার জন্য সহজে ভালোবাসার স্থান বানিয়ে দেয়। নম্রতা আপনা থেকেই মহিমা যোগ্য বানায়। সুতরাং নিরহঙ্কারী হওয়ার বিশেষ নিদর্শন - নম্রতা। বৃত্তিতেও নম্রতা, দৃষ্টিতেও নম্রতা, বাণীতেও নম্রতা, সম্বন্ধ-সম্পর্কেও নম্রতা। এ'রকম নয় যে, আমার বৃত্তিতে ছিল না কিন্তু বোল বেরিয়ে গেছে। না। তোমার যে বৃত্তি হবে, সেই অনুযায়ী তোমার দৃষ্টি হবে, যেমন দৃষ্টি হবে তেমনই বাণী হবে, যেমন বাণী হবে সেটাই সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে। চারের মধ্যেই নম্রতা থাকতে হবে। একেই বলা হয়ে থাকে ফরিস্তা। যদি তিনের মধ্যে থাকে, একের মধ্যে নেই তাহলেও অহঙ্কার আসার মার্জিন থাকে। সুতরাং বুঝেছ, বাপদাদা কী চান আর তোমরা কী চাও? উভয়ের 'ইচ্ছা' এক, এখন 'ক্রিয়াকর্ম' একরকম হতে দাও। আচ্ছা!

ভবিষ্যতে সেবার জন্য কী কী নতুন প্ল্যান বানাবে? কিছু বানিয়েছ, কিছু বানাবে। হয় এই বছরের জন্য, না হয়, ভবিষ্যতের বছরগুলোর জন্য যেভাবে প্ল্যান ভাবো যে তোমরা ভাষণ দেবে, সম্বন্ধ-সম্পর্কও বাড়াবে, বড় প্রোগ্রামও করবে, ছোট প্রোগ্রামও করবে; এ' তো তোমরা ভাবোই, কিন্তু বর্তমান সময়ের গতি অনুসারে এখন সেবারও ফাস্ট গতি প্রয়োজন। সেটা কীভাবে হবে? বাণী দ্বারা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা তো সেবা করছই, মন্সা সেবাও করো, কিন্তু এখন অল্প সময়ে সেবার সফলতা বেশি হওয়া প্রয়োজন। সফলতা অর্থাৎ রেজাল্ট। তার বিধি হলো, বাণীর সাথে সাথে প্রথমে নিজের স্থিতি এবং স্থানের ভাইব্রেশন পাওয়ারফুল বানাও। যেমন, তোমাদের জড় চিত্র কী সেবা করছে? ভাইব্রেশন দ্বারা কত ভক্তকে প্রসন্ন করে! ডবল বিদেশিরা তাদের মন্দির দেখেছে? তোমাদেরই মন্দির তো না! নাকি শুধু যারা ভারতের

তাদের মন্দির আছে? তোমাদের চিত্র সেবা করছে তো না! সুতরাং বাণী দ্বারা অবশ্য করো, কিন্তু এখন এমন প্ল্যানিং করো, বাণীর সাথে সাথে ভাইব্রেশনের এমন বিধি বানাও যাতে বাণী আর ভাইব্রেশন ডবল কাজ করে। ভাইব্রেশন বহুকাল থাকে। বাণী দ্বারা শুনে কখনো কখনো অনেকে ভুলেও যায় কিন্তু ভাইব্রেশনের ছাপ বেশি সময় চলে। যেমন তোমরা নিজেদের জীবনে অনুভবী হও যে, কারও উল্টো ভাইব্রেশন যদি তোমাদের মনে কিংবা বুদ্ধিতে বসে যায়, তাহলে সেই উল্টো ভাইব্রেশনের প্রভাব কত সময় ধরে চলে! ভাইব্রেশন তোমাদের ভিতরে বসে যায়, তাই না! আর বোল তো সেই সময়ই ভুলে যাবে কিন্তু ভাইব্রেশন রূপে মন আর বুদ্ধিতে ছাপ লেগে যায়। আর কত সময় সেই ভাইব্রেশনের বশ থাকো, সেই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহারে আসো? ভাইব্রেশন ভুল হোক বা ঠিক হোক, তা' সরানো কঠিন হয়।

কিন্তু এই রুহানী ভাইব্রেশন ছড়ানোর জন্য প্রথমে নিজের মনে, বুদ্ধিতে ব্যর্থ ভাইব্রেশন সমাপ্ত করলে তবেই তুমি রুহানী ভাইব্রেশন ছড়াতে পারবে। যদি কারও প্রতি ব্যর্থ ভাইব্রেশন তুমি ধারণ করে আছ, তাহলে রুহানী ভাইব্রেশন ছড়াতে পারবে না। রুহানী ভাইব্রেশনের সামনে ব্যর্থ ভাইব্রেশন এক প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। সূর্য যতই প্রকাশময় হোক না কেন, যদি সামনে দেওয়াল এসে যায়, মেঘ এসে যায় তাহলে সূর্যের প্রকাশকে প্রচ্ছলিত হতে দেয় না। যে ভাইব্রেশন পাকাপোক্ত তা' প্রাচীরের মতো আর হালকা ভাইব্রেশন হলো হালকা মেঘের মতো অথবা কালো মেঘ! রুহানী ভাইব্রেশনকে সেসব আত্মাদের কাছে পৌঁছাতে দেবে না। যেমন সাগরে কোনো জাল দিয়ে অনেক জিনিসকে একবারে একত্রিত করে দেয় অথবা কোথাও নিজেদের জাল ছড়িয়ে একটা সময় অনেককে নিজের বানিয়ে নেয়, তাইতো ভাইব্রেশনস্ একই সময়ে অনেক আত্মাকে আকর্ষণ করতে পারে। ভাইব্রেশনস্ বায়ুমন্ডল তৈরি করে। অতএব, ভবিষ্যতে যখন সেবা করবে তখন একসাথে তোমাদের বৃত্তি দ্বারা রুহানী ভাইব্রেশন দ্বারা সেবা করো, তবেই ফাস্ট হবে। ভাইব্রেশন আর বায়ুমন্ডলের সাথে সাথে যদি বাণী দ্বারা সেবা করো তবে একই সময়ে অনেক আত্মার কল্যাণ করতে পারো।

বাকি সব প্রোগ্রামের জন্য প্রস্তুত স্টেজের প্রয়োগ আরও বেশি করো, তা' আরও বাড়ো। যারা তোমার সম্পর্কে আছে তাদের থেকে এই সহযোগ নিয়ে এই সেবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত করতে পারো। সহযোগীদের সহযোগ যে কোনও বিধি দ্বারা বাড়িয়ে চলো তবে আপনা থেকেই সেবাতে সহযোগী হওয়ার কারণে সহজ যোগী হয়ে যাবে। এমন অনেক আত্মা আছে যারা সহজযোগী হবে না কিন্তু তাদের সহযোগ নিয়ে চলো, সহযোগী বানিয়ে চলো। তখন সহযোগ দিয়ে এগোতে এগোতে সহযোগ তাদেরকে যোগী বানিয়ে দেয়। সুতরাং সহযোগী আরও আত্মাদেরকে স্টেজে নিয়ে এসো, তাদের সহযোগ সমন্বয়যোগী করো। বুঝেছ, কী করতে হবে? কোনো এক আত্মাও যদি সহযোগী হয় তাহলে সেই আত্মা প্র্যাকটিক্যালি সহযোগ নিয়ে এবং দিয়ে, প্রত্যক্ষ আশীর্বাদে সহজে সামনে এগিয়ে যায় এবং অনেকের সেবার নিমিত্ত হয়।

সেইসঙ্গে বছরের মধ্যে থেকে কিছু মাস নিশ্চিত করো নিজেদের বিশেষ পুরুষার্থ বা শ্রেষ্ঠ শক্তি ধারণ করার অভ্যাসের জন্য, যাকে তোমরা তপস্যা, রিড্রিট অথবা ভাউ বলো। সব দেশ অনুসারে দু' মাস দু' মাস করে ফিক্স করো সীজন অনুযায়ী। দু'মাস তপস্যার, দু'মাস ছোট ছোট সেবার, দু' মাস বড় আকারের সেবার - এভাবে ফিক্স করো। এমন নয় যে, ১২ মাস সেবায় এতই বিজি হয়ে যাও যে নিজের প্রগতির জন্য টাইম কম পেলো। দেশ এবং সেই দেশের সীজন এমন হয় যে, অনেক সময় বাইরের বিশেষ সেবা করতে পারো না, সেই সময়টা বিশেষভাবে নিজেদের প্রগতির জন্য রাখো। সারা বছর সেবা করবে না এটাও হতে পারে না, সারা বছর শুধু তপস্যা করবে সেটাও হতে পারে না, সেইজন্য একসাথে দুটোই তোমাদের লক্ষ্য হিসেবে রেখে নিজের স্থান অনুযায়ী নিশ্চিত করো যাতে সেবা আর নিজের উন্নতি দুইই একসাথে চলে।

আচ্ছা। এই বর্ষের সীজনের সমাপ্তি। সমাপ্তিতে কী করা হয়ে থাকে? সমাপ্তিতে এক তো সমারোহ করা হয়ে থাকে আরেক হলো আধ্যাত্মিক বিষয়তে স্বাহা করা হয়ে থাকে। তাহলে এখন কী স্বাহা করবে? একটা বিশেষ জিনিস মন-বুদ্ধি থেকে স্বাহা করো, বাণী দ্বারা নয়, শুধু পড়ে নিয়েছ তা' নয়, মন-বুদ্ধি থেকে স্বাহা করো। তারপরে দেখ, স্ব আর সেবায় তীব্রগতি কীভাবে হয়! সুতরাং আজকের তরঙ্গ হলো কোনও আত্মার প্রতি ব্যর্থ ভাইব্রেশন স্বাহা করো। স্বাহা করতে পারো? নাকি অল্প অল্প থাকবে? এমন ভেবো না যে সে এরকমই, তাহলে ভাইব্রেশন থাকবে তো না! যেমনই হোক, তোমরা কিন্তু নেগেটিভ ভাইব্রেশনকে বদলে পজিটিভ ভাইব্রেশন রাখবে তাহলে সেই আত্মাও অবশ্যই নেগেটিভ থেকে পজিটিভে পরিবর্তন হয়েই যাবে, হতেই হবে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যর্থ ভাইব্রেশন মন-বুদ্ধিতে থাকবে, ততক্ষণ ফাস্ট গতির সেবা হতেই পারে না।

বৃত্তি দ্বারা রুহানী ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দিতে হবে। বৃত্তি হলো রকেট, যেটাতে এখানে বসে বসেই যেখানে চাও, যতটাই পাওয়ারফুল পরিবর্তন করতে চাও তা' করতে পারো। এটা রুহানী রকেট। তোমরা যতদূর পর্যন্ত, যত আত্মাকে

তোমাদের পাওয়ারফুল বৃত্তি দ্বারা ভাইব্রেশন পৌঁছাতে চাও, ভাইব্রেশন দ্বারা ততটাই বায়ুমন্ডল তৈরি করতে পারো। হয়তো তা' বাস্তবে (রিয়াল) রংও হতে পারে কিন্তু তোমরা সেটার রং (ভুল) ধারণ ক'রো না। তোমরা রং কেন ধারণ করো? এটা কি শ্রীমং? বুঝতে পারা আলাদা জিনিস। যদিও তোমরা নলেজফুল, কিন্তু নলেজফুলের সাথে পাওয়ারফুল হয়ে সেটা সমাপ্ত করো। অর্থ বোঝা আলাদা জিনিস, সমাহিত হওয়া আলাদা জিনিস, আর সমাপ্ত করা আরও আলাদা জিনিস। যদি বা তোমরা বুঝতেও পারো এটা রং, এটা রাইট, এ' এরকম, কিন্তু ভিতরে সেটা সমাহিত ক'রো না। তোমরা জানো কীভাবে সমাহিত করতে হয়, কিন্তু সমাপ্ত করতে জানো না। জ্ঞান অর্থাৎ বোধ। কিন্তু বুঝদার তাকে বলা হয়ে থাকে যে অর্থ উদ্ধার করতে পারে আর মুছে ফেলতেও জানে, পরিবর্তন করতেও জানে।

এই বছরে মন আর বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ থেকে ফ্রি করো। এটাই ফাস্ট গতিকে সাধারণ গতিতে নিয়ে আসে, সেইজন্য এই সমাপ্তি সমারোহ করো অর্থাৎ স্বাহা করো। সম্পূর্ণ ক্লীন। যে যেমনই হোক, কিন্তু তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো। শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার বৃত্তি দ্বারা শুভ ভাইব্রেশন ধারণ করো, কারণ লাস্টে এগিয়ে চলার সাথে সাথে তোমাদের এই বৃত্তি-ভাইব্রেশন তোমাদের সেবা বৃদ্ধি করবে, তখন শিঘ্রাতিশীঘ্র কমপক্ষে ৯ লাখ বানাতে পারবে। বুঝেছ কী স্বাহা করতে হবে? ব্যর্থ বৃত্তি, ব্যর্থ ভাইব্রেশন স্বাহা! তারপরে দেখ, ন্যাচারাল যোগী আর নেচারে কীভাবে তোমরা ফরিস্তা হয়েই আছ। এই অনুভবের ভিত্তিতে রিড্রিট করো, ওয়ার্কশপ করো। "কীভাবে হবে সেই ব্যাপারে নয়", কিন্তু এভাবে হবে।"

সদা বারবার নিজের অরিজিনাল স্বরূপ "আমি নিরাকারী" - এইরকম নিশ্চয় আর নেশায় যারা ওড়ে, সদা নম্রতার দ্বারা মহত্বের প্রাপ্তির অনুভাবী সেই আত্মাদের, তেমন নম্র, সদা মহান আর সদা আকারী নিরাকারী স্থিতিকে যারা নেচার আর ন্যাচারাল বানায় সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার অনেক-অনেক-অনেক স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- এই মরজীবা জীবনে সদা সন্তুষ্ট থেকে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব
তোমরা বাচ্চারা মরজীবা হয়েছই সন্তুষ্ট থাকার জন্য। যেখানে সন্তুষ্টতা সেখানে সর্বগুণ আর সর্বশক্তি আছে, কারণ রচয়িতাকে আপন বানিয়ে নিয়েছ, বাবাকে পেয়েছ তো সবকিছু পেয়ে গেছ। এমনকি, তোমাদের সব ইচ্ছা একত্র করলেও তার থেকেও পদম্ গুণ বেশি প্রাপ্ত হয়েছে। এর তুলনায় ইচ্ছা এমনই যেন সূর্যের সামনে প্রদীপ। কোনো ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়ার বিষয় তো বাদই দাও, এমনকি, ইচ্ছার মতো কোনো কিছু হওয়ার কোশ্চেনও উঠতে পারে না। তোমরা সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন সেইজন্য তোমরা ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা, সদা সন্তুষ্ট মণি।

স্নোগান:- যাদের সংস্কার ইজি তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মোন্ড করে নেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2

Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে রাজাধি, অসীম জগতের পিতা তোমাদের সম্পূর্ণ দুনিয়ার সন্ধ্যাস শেখান, যার দ্বারা তোমরা রাজস্ব পদের অধিকারী হতে পারো"

*প্রশ্নঃ - এই সময় কোনো মানুষের কর্ম অকর্ম হতে পারে না, কেন ?

*উত্তরঃ - কেননা সম্পূর্ণ দুনিয়ায় এখন মায়ার রাজস্ব । সকলের মধ্যেই পাঁচ বিকারের প্রবেশ, তাই মানুষ যেই কর্মই করে, তা বিকর্মই হয়ে যায় । সত্যযুগেই কর্ম অকর্ম হয়, কেননা ওখানে মায়া থাকে না ।

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা খুব ভালো প্রাইজ পায় ?

*উত্তরঃ - যারা শ্রীমতে চলে পবিত্র হয়ে অন্ধের লাঠি হয় । কখনোই পাঁচ বিকারের বশীভূত হয়ে কুল কলঙ্কিত করে না, তারা খুব ভালো প্রাইজ প্রাপ্ত করে । কেউ যদি বারবার মায়ার কাছে হেরে যায়, তাহলে তার পাসপোর্টেই ক্যাম্পেল (বাতিল) হয়ে যায় ।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । সবথেকে উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ পরম আত্মা । তিনি হলেন রচয়িতা । প্রথমে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে রচনা করেন, তারপরে এসো নীচে অমরলোকে, ওখানে আছে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য । সেটা হলো সূর্যবংশীর রাজ্য, চন্দ্রবংশীর নয় । একথা কে বোঝাচ্ছেন ? স্ত্রানের সাগর । মানুষ কখনোই মানুষকে বোঝাতে পারবে না । বাবা হলেন সবথেকে উচ্চ, যাঁকে ভারতবাসী মাতা - পিতা বলে থাকে । তাহলে অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে মাতা - পিতার প্রয়োজন । গায়ন যখন আছে তাহলে অবশ্যই কোনো সময় তাঁরা ছিলো । তাই সবার প্রথমে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ওই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, বাকি তো প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মা আছে । আত্মা যখন শরীরে থাকে তখন দুঃখী বা সুখী হয় । এ খুবই বোঝার মতো কথা । এ কোনো কিস্তিদলি গল্প - কাহিনী নয় । বাকি গুরু - গোঁসাই ইত্যাদিরা যা শোনান, সেসব কিস্তিদলি (জনশ্রুতি) গল্পকথা । ভারত হলো এখন নরক । সত্যযুগে একে স্বর্গ বলা হয় । সেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজস্ব করতেন এবং সবাই সৌভাগ্যশালী থাকতেন । সেখানে কোনো দুর্ভাগ্যশালী ছিলেনই না । কোনো দুঃখ বা রোগও ছিলো না । এ হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া । ভারতবাসী স্বর্গবাসী ছিলো, সেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজস্ব ছিলো । শ্রীকৃষ্ণকে তো সবাই মানে । দেখো, তাঁকে দুটি গোলা দিয়ে দিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণের আত্মা বলে, এখন আমি নরককে লাঠি মারছি । স্বর্গ হাতে করে নিয়ে এসেছি । প্রথমে ছিলো কৃষ্ণপুরী, এখন কংসপুরী । এখানে এই শ্রীকৃষ্ণও আছেন । ওনার ৮৪ জন্মের অন্তিম এই জন্ম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ওই রূপ এখন আর নেই । একথা বাবা বসে বোঝান । বাবা এসেই ভারতকে স্বর্গ বানান । এখন নরক, বাবা তাই স্বর্গ বানাতে এসেছেন । এ হলো পুরানো দুনিয়া । যা নতুন দুনিয়া ছিলো, এখন তা পুরানো । বাড়িও নতুন থেকে পুরানো হয় । অবশেষে ভেঙ্গে ফেলার মতো হয়ে যায় । বাবা এখন বলছেন, আমি বাচ্চাদের স্বর্গবাসী বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাই । তোমরা হলে রাজাধি । রাজস্ব প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা বিকারের সন্ধ্যাস করো । জাগতিক সন্ধ্যাসীরা গৃহত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায়, তবুও তারা এই পুরানো দুনিয়াতেই থাকে । অসীম জগতের পিতা তোমাদের নরকের সন্ধ্যাস করান আর স্বর্গের সাক্ষাৎকার করান । বাবা বলেন, আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি । বাবা সবাইকে বলেন, তোমরা তোমাদের জন্মকে জানো না । যে যেমন কর্ম করবে, ভালো বা মন্দ, সেই সংস্কার অনুসারে সে অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে । কেউ বিত্তবান, কেউ গরীব, কেউ রোগী, কেউ আবার স্বাস্থ্যবান হয় । এ হলো পূর্ব জন্মের কর্মের হিসাব । কেউ যদি স্বাস্থ্যবান হয় তাহলে অবশ্যই পূর্ব জন্মে হাসপিটাল ইত্যাদি বানিয়ে থাকবে । অনেক বেশী দান - পুণ্য করলে বিত্তবান হয় । নরকে মানুষ যে কর্মই করে তা অবশ্যই বিকর্ম হয়ে যাবে, কেননা সকলের মধ্যেই পাঁচ বিকার বর্তমান । এখন সন্ধ্যাসীরা পবিত্র হয়, তারা পাপ কর্ম ত্যাগ করে, জঙ্গলে গিয়ে থাকে কিন্তু এমন নয় যে তাদের কর্ম অকর্ম হয়ে যায় । বাবা বোঝান, এই সময় হলো মায়ার রাজ্য, তাই মানুষ যে কর্মই করবে তা পাপই হবে । সত্যযুগ, ত্রেতাতে মায়া থাকে না, তাই কর্ম, বিকর্ম হয় না । না সেখানে দুঃখ থাকবে । এই সময় এক তো হলো রাবণের শৃঙ্খল, তারপর ভক্তিমার্গের শৃঙ্খল । জন্ম - জন্মান্তর ধরে ধাক্কা খেয়ে এসেছে । বাবা বলেন, আমি পূর্বেও বলেছি, এই জপ - তপ ইত্যাদির দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত করা যায় না । আমি তখনই আসি যখন ভক্তির অন্ত হয় । দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু হয় । মানুষ যখন দুঃখী হয়, তখন স্মরণ করে । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে মানুষ থাকে সৌভাগ্যশালী আর এখানে দুর্ভাগ্যশালী । মারধোর - কান্নাকাটি করতে থাকে । এখানে অকাল মৃত্যু হতে থাকে । বাবা বলেন, আমি তখনই ফিরে যাবো যখন নরক স্বর্গ হয়ে যাবে । ভারত প্রাচীন দেশ, যা প্রথমে ছিলো তাই অন্ত পর্যন্ত থাকতে হবে । ৮৪ র চক্রের গায়ন আছে । গভর্নমেন্ট যে

ত্রিমূর্তি বানায়, তাতে থাকা উচিত ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর কিন্তু সেখানে জন্তুর চিত্র দিয়ে দিয়েছে। রচয়িতা বাবার কোনো চিত্র নেই আবার নীচে চক্রও ঐকে দিয়েছে। ওরা মনে করে, এ হলো চরখা কিন্তু এ হলো ড্রামার সৃষ্টিচক্র। এখন সেই চক্রের নাম রেখে দিয়েছে অশোক চক্র। এখন তোমরা এই চক্রকে জানলেই অশোক হয়ে যেতে পারো। কথা তো ঠিকই কিন্তু উল্টাপাল্টা করে দিয়েছে। তোমরা এই ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করলেই ২১ জন্মের জন্য চক্রবর্তী রাজা হয়ে যেতে পারো। এই দাদাও ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন। এ হলো শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম জন্ম। এনাকে বাবা বসে বোঝান। বাস্তবে তোমাদের সকলেরই অন্তিম জন্ম, যাঁরা ভারতবাসী দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলো, তাঁরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম ভোগ করেছে। এখন তো সকলেরই চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। তোমাদের তন এখন ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছে। এই দুনিয়াই ছিঃ ছিঃ, তাই তোমাদের এই দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস করান। এই কবরখানায় তোমরা মন লাগিও না। এখন তোমরা বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারের প্রতি মন দাও। তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী, তোমাদের এই শরীর বিনাশী। এখন তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে 'অন্তিম কলে যেমন মতি তেমনই গতি' হয়ে যাবে। এমন গায়নও আছে যে -- অন্তিমকালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে... বাবা এখন বলেন, অন্তিমকালে যে শিব বাবাকে স্মরণ করে সে নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করতে পারে। নারায়ণ পদ প্রাপ্ত হয় সত্যযুগে। বাবা ছাড়া কেউই এই পদ প্রাপ্ত করতে পারেন না। এই পাঠশালা হলো মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার পাঠশালা। এখানে বাবা পড়ান। যাঁর মহিমা শুনেছো - ওঁম নমঃ শিবায়। তোমরা জানো যে, আমরা তাঁর বাচ্চা হয়ে গেছি। এখন উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি।

তোমরা এখন আর মনুষ্য মতে চলো না। মনুষ্য মতে চলে তো সবাই নরকবাসী হয়ে গেছে। শাস্ত্রও মনুষ্যের গায়ন বা লেখন। সমস্ত ভারত এই সময় ধর্মব্রষ্ট এবং কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছে। দেবতারো তো পবিত্র ছিলো। বাবা এখন বলেন, যদি সৌভাগ্যবান হতে চাও তাহলে পবিত্র হও, প্রতিজ্ঞা করো -- বাবা আমরা পবিত্র হয়ে তোমার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। এই পুরানো পতিত দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। এখানে লড়াই - ঝগড়া কি কি লেগে আছে। মানুষের কতো ক্রোধ। কতো বড় - বড় বস্তু বানিয়ে রেখেছে। এখানে কতো ক্রোধী এবং লোভী। ওখানে কৃষ্ণের জন্ম গর্ভ মহলে হয়, সে তো বাচ্চার সাক্ষাৎকার করেছেই। এখানে হলো গর্ভ জেল, বাইরে বের হলেই মায়া পাপ করতে থাকে। ওখানে তো গর্ভ মহল থেকে বাচ্চার জন্ম হয়, তখন রোশনাই হয়ে যায়। খুব আরামে থাকে তারা। গর্ভ থেকে বের হলেই দাসীরা কোলে তুলে নেয়, বাজনা বাজতে থাকে। এখানে আর ওখানের মধ্যে কতো তফাৎ।

বাচ্চারো, এখন আমি তোমাদের তিন ধাম বুঝিয়েছি। শান্তিধাম থেকেই আত্মারা আসে। আত্মা তো স্টারের মতো, যা ভ্রুকুটির মধ্যে বিরাজমান থাকে। আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট ভরপুর আছে। না ড্রামা কখনো বিনাশ হয়, না পার্টের কোনো পরিবর্তন হতে পারে। এও আশ্চর্যের -- কতো ছোটো আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ এবং সঠিকভাবে ভরপুর হয়ে আছে। এ কখনোই পুরানো হয় না। নিত্যনতুন। আত্মা হুবহু আবারও নিজের ওই পার্ট শুরু করে। এখন তোমরা বাচ্চারো, আত্মাই পরমাত্মা, এমন কথা আর বলতে পারো না। 'আমিই সেই' এই অর্থ বাবাই যথার্থ রীতি বুঝিয়ে বলেন। ওরা তো উল্টো অর্থ করে দেয়, অথবা বলে থাকে - 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি', আমিই পরমাত্মা, মায়াকে রচনা করি। এখন বাস্তবে এই মায়াকে রচনা করা যায় না। মায়া হলো পাঁচ বিকার। এই বাবা কখনো মায়া রচনা করেন না। বাবা তো নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। আমি সৃষ্টির রচনা করি, একথা আর কেউই বলতে পারে না। অসীম জগতের পিতা একজনই। 'ওম্' শব্দের অর্থও বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলা হয়েছে। আত্মা হলোই শান্ত স্বরূপ। আত্মা শান্তিধামে থাকে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। এই মহিমা আত্মার জন্য করা হবে না। হ্যাঁ, আত্মার মধ্যে জ্ঞান প্রবেশ করে। বাবা বলেন, আমি একবারই আসি। আমাকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রদান করতে হয়। আমার উত্তরাধিকারে ভারত একদম স্বর্গ হয়ে যায়। সেই স্বর্গে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছুই ছিলো। এ হলো অসীম জগতের পিতার সদা সুখের উত্তরাধিকার। ওখানে পবিত্রতা ছিলো তাই সুখ - শান্তিও ছিলো। এখন অপবিত্রতা, তাই দুঃখ আর অশান্তি। বাবা বসে বোঝান যে, তোমরা আত্মারা প্রথম - প্রথম মূল বতনে ছিলে। তারপর দেবী - দেবতা ধর্মে এসেছিলে, তারপর ক্ষত্রিয় ধর্মে এসেছিলে, তোমাদের ৮ জন্ম সত্যপ্রধান অবস্থায়, ১২ জন্ম সত্যোত্তে, তারপর ২১ জন্ম দ্বাপর যুগে আর ৪২ জন্ম কলিযুগে। এখানে এখন শূদ্র হয়ে গেছো,, এখন আবার তোমাদের ব্রাহ্মণ বর্ণে আসতে হবে, তারপর দেবতা বর্ণে যাবে। এখন তোমরা ঈশ্বরের দণ্ডক সন্তান। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। ৮৪ জন্ম জানলে এরমধ্যেই সবকিছু এসে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে। তোমরা এও জানো যে, সত্যযুগে থাকে এক ধর্ম। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য। তোমরা এখন লক্ষ্মী - নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করছো। সত্যযুগ হলো পাবন দুনিয়া, ওখানে অতি অল্পসংখ্যক থাকে। বাকি সব আত্মারা মুক্তিধামে থাকে। সকলের সঙ্গতি দাতা একমাত্র বাবাই। তাঁকে কেউ জানেই না, আর এও বলে দেয় যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী। বাবা বলেন, তোমাদের কে বলেছে? তখন বলে, গীতাতে লেখা আছে। গীতা কে লিখেছে?

ভগবান উবাচঃ -- আমি তো এই ব্রহ্মার সাধারণ তনের আধার নিই । লড়াইয়ের ময়দানে এক অর্জুনকে কিভাবে জ্ঞান শোনাবেন । তোমাদের কোনো লড়াই বা জুয়া ইত্যাদি তো শেখানোই হয় না । ভগবান তো মানুষ থেকে দেবতাই তৈরী করেন । তিনি কিভাবে বলবেন যে, জুয়া খেলো বা লড়াই করো । আবার বলে যে, দ্রৌপদীর পাঁচ পতি ছিলো । এ কিভাবে হতে পারে ! পূর্ব কল্পে বাবা স্বর্গ বানিয়েছিলেন । আবারও তিনি তা তৈরী করছেন । শ্রীকৃষ্ণের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, যথা রাজা - রানী তথা প্রজা, সকলেরই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । তোমরা এখন শূদ্র থেকে পরিবর্তন হয়ে ব্রাহ্মণ হয়েছে । যাঁরা ব্রাহ্মণ বর্ণে আসবে তারাই "মাম্মা - বাবা" বলবে । যদিও কেউ মানুক বা না মানুক, তাদের ইচ্ছা । কেউ কেউ মনে করে যে, আমাদের জন্য লক্ষ্য খুব উচ্চ । তবুও কিছু না কিছু শুনলে অবশ্যই স্বর্গে এসে যাবে, কিন্তু পদ কম প্রাপ্ত করবে । ওখানে যথা রাজা - রানী তথা প্রজা সবাই সুখী থাকে । নামই হলো স্বর্গ । হেভেনলী গড ফাদার হেভেন স্থাপন করেন, এ হলো হেল । এখানে সব সীতাকে রাবণ জেলে বেঁধে রেখেছে । সবাই শোকে থেকে ভগবানকে স্মরণ করছে যে, এই রাবণের থেকে মুক্ত করো । সত্যযুগ হলো অশোক বাটিকা । যতক্ষণ না তোমাদের সূর্যবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে ততক্ষণ বিনাশ হতে পারবে না । রাজধানী স্থাপন হবে, বাম্বাদের কর্মাতীত অবস্থা হবে, তখনই ফাইনাল লড়াই হবে, ততক্ষণ রিহার্সাল হতে থাকে । এই লড়াইয়ের পরে স্বর্গের গেট খুলবে । বাম্বারা, তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হতে হবে । বাবা পাসপোর্ট দেন । যতো পবিত্র হবে, অন্ধের লাঠি হবে, তাহলে প্রাইজও ভালো পাবে । বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে -- মিষ্টি বাবা, আমরা অবশ্যই তোমার স্মরণে থাকবো । মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতার । তোমাদের অবশ্যই পাঁচ বিকারের দান করতে হবে । কেউ আবার হেরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে । যদি দুই - চারবার মায়ার ঘুমি খেয়ে পড়ে যাও তাহলে ফেল করে যাবে । তখন পাসপোর্ট ক্যান্সেল হয়ে যায় । বাবা বলেন - বাম্বারা, কুল কলঙ্কিত করো না । তোমরা বিকারকে ত্যাগ করো । আমি তোমাদের অবশ্যই স্বর্গের মালিক করবো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য বাবার কাছে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হবে । এই ছিঃ ছিঃ পতিত দুনিয়াতে মন লাগিও না ।

২) কখনো মায়ার ঘুমি খেও না । কুল কলঙ্কিতকারী হয়ো না । উপযুক্ত হয়ে বাবার থেকে স্বর্গের পাসপোর্ট নিতে হবে ।

বরদানঃ:- মনকে বিজি রাখার কলার দ্বারা ব্যর্থ থেকে মুক্ত থেকে সদা সমর্থ স্বরূপ ভব
আজকালকার দুনিয়াতে যেমন বড় পজিশনের মানুষ নিজের কাজের দিনচর্যা সময় অনুযায়ী সেট করে, তেমনই তোমরা, যারা বিশ্বের নব নির্মাণের আধারমূর্তি, অসীম জগতের এই ড্রামাতে হিরো অভিনেতা, হিরে তুল্য জীবন সম্পন্ন, তোমরাও তোমাদের মন এবং বুদ্ধিকে সমর্থ স্থিতিতে স্থির করার প্রোগ্রাম সেট করো । মনকে ব্যস্ত রাখার কলা সম্পূর্ণ রীতিতে ব্যবহার করো, তাহলে ব্যর্থ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । কখনোই আপসেট হবে না ।

স্লোগানঃ:- ড্রামার প্রতিটি দৃশ্য দেখে প্রফুল্লিত থাকো, তাহলে কখনোই ভালো বা মন্দের আকর্ষণে আসবে না ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সৃষ্টি বা দুনিয়া হলো দুঃখের, এর থেকে নষ্টমোহ হও, নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো, বুদ্ধিযোগ এই দুনিয়ার থেকে বের করে নতুন দুনিয়ার দিকে দাও"

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য তোমরা কোন্ প্রস্তুতি নাও এবং (প্রস্তুতি) করিয়ে থাকো?
- *উত্তরঃ - কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য কেবল এই অস্তিম জন্মে সমস্ত বিকারকে পরিত্যাগ করে পবিত্র হতে এবং অন্যদের তৈরী করতে হবে। পবিত্র হওয়াই হলো দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার প্রস্তুতি। তোমরা সকলকে এই সমাচার-ই দাও যে এ হলো ডার্টি (নোংরা) দুনিয়া। এখান থেকে বুদ্ধিযোগ বের করো তবেই সত্যযুগীয় দুনিয়ায় চলে যাবে।
- *গীতঃ- আমায় আশ্রয় দিলেন যিনি অন্তর চায় তাঁকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিতে.....

ওম্ শান্তি । এই গানে বাচ্চারা বলে যে 'বাবা'। বাচ্চাদের বুদ্ধি চলে যায় অসীম জগতের বাবার দিকে। যে বাচ্চাদের এখন সুখ প্রাপ্ত হচ্ছে অথবা সুখধামের রাস্তা পাচ্ছে, তারা মনে করে অবশ্যই বাবা স্বর্গের ২১ জন্মের সুখ প্রদান করতে এসেছেন। এই সুখের প্রাপ্তির জন্য স্বয়ং বাবা এসে শিক্ষা দিচ্ছেন। বোঝাচ্ছেন যে এই যে দুনিয়ায় অর্থাৎ এত যে মানুষ রয়েছে তারা কিছুই দিতে পারবে না। তারাঐ সবাই হলো রচনাই অংশ ! পরম্পরের ভাই বোন। তাহলে রচনা একে অপরকে সুখের উত্তরাধিকার কিভাবে দিতে পারে? সুখের উত্তরাধিকার প্রদানকারী অবশ্যই একমাত্র রচয়িতা বাবাই হবেন। এই দুনিয়ায় এইরকম কোনো মানুষ নেই যে কাউকে সুখ দিতে পারে। সুখ-দাতা, সদগতি দাতা হলেনই এক সদ্গুরু। এখন কি রকম সুখ চায়? এ তো সকলেই ভুলে গেছে যে স্বর্গে অনেক সুখ ছিল। আর এখন নরকে রয়েছে দুঃখ। তাহলে অবশ্যই সমস্ত বাচ্চাদের উপর মালিকেরই দয়া থাকবে। অনেকেই রয়েছে যারা সৃষ্টির মালিককে মানে কিন্তু তিনি কে ! ওঁনার থেকে কি পাওয়া যায়, তার কিছুই জানে না। এমন তো নয় যে মালিকের থেকে আমরা দুঃখ পেয়েছি। স্মরণ করাই হয়ে থাকে সুখ শান্তির জন্য। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে অবশ্যই প্রাপ্তির জন্য। তারা দুঃখী, তবেই তো সুখ-শান্তির জন্য স্মরণ করে থাকে। অসীম জগতের সুখপ্রদানকারী হলেন একজন। এছাড়া জাগতিক অল্পকালের সুখ তো একে অপরকে দিতেই থাকে। এ কোনো বড় কথা নয়। ভক্তরা সকলেই আহ্বান করে একজনকে। অবশ্যই ভগবান সকলের থেকে বড়। ওঁনার মহিমাও অনেক বড়। তাহলে অবশ্যই অত্যন্ত সুখপ্রদানকারী হবেন। বাবা কখনও বাচ্চাদেরকে বা দুনিয়াকে দুঃখ দিতে পারে না। বাবা বোঝান, তোমরা ভেবে দেখো -- আমি যে সৃষ্টি অথবা দুনিয়ার রচনা করি তা কি দুঃখ দেওয়ার জন্য ? আমি তো রচনা করে থাকি সুখ দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই ড্রামা সুখ-দুঃখের তৈরি হয়েই রয়েছে। মানুষ কত দুঃখী। বাবা বোঝান যে যখন নতুন দুনিয়া, নতুন সৃষ্টি হয় তখন তাতে সুখ থাকে। দুঃখ পুরানো সৃষ্টিতে থাকে। সবকিছু পুরানো জরাগ্রস্ত হয়ে যায়। প্রথমে আমি যে সৃষ্টি রচনা করি তাকে সত্যপ্রধান বলা হয়ে থাকে। সেই সময় সকল মানুষ কত সুখী থাকে। এখন সেই ধর্ম প্রায় লুপ্ত হওয়ার কারণে কারোর বুদ্ধিতে নেই।

বাচ্চারা তোমরা জানো নতুন দুনিয়া সত্যযুগ ছিল। এখন পুরানো, তাই আশা রাখে যে বাবা অবশ্যই নতুন দুনিয়া নির্মাণ করবেন। প্রথমে নতুন সৃষ্টি, নতুন দুনিয়ায় অত্যন্ত অল্পসংখ্যক ছিল আর অত্যন্ত সুখী ছিল, যে সুখের কুলকিনারা ছিল না। নামই বলা হয়ে থাকে স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, নতুন দুনিয়া। তাহলে অবশ্যই তাতে নতুন মানুষই থাকবে। অবশ্যই সেই দেবী দেবতাদের রাজধানী আমি স্থাপন করেছি, তাই না ! নাহলে যখন কলিযুগে একজনও রাজা নেই, সকলেই কাঙ্গাল হয়ে গেছে। তারপর একেবারে সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব কোথা থেকে এলো ? এই দুনিয়া কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে? কিন্তু সকলের বুদ্ধি এত ভ্রষ্ট হয়ে গেছে যে কিছুই বোঝেনা। বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান - মানুষ মালিকের উপরে দোষারোপ করে যে তিনি সুখ-দুঃখ দেন। কিন্তু ঈশ্বরকে তো স্মরণই করে যে আমাদের সুখ শান্তি দাও, সুইট হোমে নিয়ে চলো। তারপর ভূমিকা পালন করতে তো অবশ্যই পাঠাবে, তাই না ! কলিযুগের পরে সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। মানুষ তো রাবণের মতোই চলে। শ্রেষ্ঠ মত হলোই শ্রীমৎ। বাবা বলেন আমি সহজ রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। আমি গীতার কোনো শ্লোক ইত্যাদির গাই না, যা তোমরা গেয়ে থাকো। বাবা কি বসে বসে গীতা শেখাবেন ? আমি তো সহজ রাজযোগ শেখাই। স্কুলে কি গান কবিতা শোনানো হয়ে থাকে? স্কুলে তো পড়ানো হয়। বাবাও বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের পড়াছি, রাজযোগ শেখাচ্ছি। আর আমার সাথেই কারোর যোগ নেই। আমাকে ভুলে গেছে। এই ভুলে যাওয়াও ড্রামায় নির্ধারিত। আমি এসে পুনরায় স্মরণ করিয়ে থাকি। আমি হলাম তোমাদের পিতা। তোমরা মানোও যে ইনকর্পোরিয়াল গড

নিরাকার ঈশ্বর) আছেন তাহলে তোমরাও হলে ওঁনার ইনকর্পোরিয়াল সন্তান (নিরাকারী সন্তান)। নিরাকার আত্মারা, তোমরা পুনরায় এখানে আসো ভূমিকা পালন করতে। সমস্ত নিরাকার আত্মাদের নিবাস স্থান হল নিরাকারী দুনিয়া। যা হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ)। এটা হলো সাকারী দুনিয়া, তারপর হলো আকারী দুনিয়া আর ও'টা হল নিরাকারী দুনিয়া। সবথেকে উপরে তৃতীয় স্তরে। বাবা সম্মুখে বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন। আমিও হলাম ওখানকার বাসিন্দা। যখন নতুন দুনিয়া ছিল তখন সেখানে এক ধর্ম ছিল। যাকে হেভেন বলা হয়ে থাকে। বাবাকে বলাই হয়ে থাকে হেভেনলি গডফাদার। কলিযুগ হলো কংসপুরী, সত্যযুগ হলো কৃষ্ণপুরী। তাই জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তোমরা কি এখন কৃষ্ণপুরীতে যাবে? যদি তোমরা কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাও তাহলে পবিত্র হও। যেভাবে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার জন্য, তেমনি তোমরাও করো। তার জন্য অবশ্যই বিকার ত্যাগ করতে হবে। এ হলো সকলের অন্তিম জন্ম। এখন সকলকে ফিরে যেতে হবে। তোমরা কি ভুলে গেছো -- পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও কি এই ভীষণ মহাযুদ্ধ হয়নি? যাতে সকল ধর্ম সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল আর এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল। সত্যযুগে দেবী-দেবতারা ছিল, তাই না ! কলিযুগে নেই। এখন হল রাবণ রাজ্য, আসুরী মানুষেরা রয়েছে। তাদের পুনরায় দেবতায় পরিণত করতে হবে। সেইজন্য আসুরী দুনিয়ায় আসবে নাকি দৈবী দুনিয়ায় আসবে? বা দুইয়ের সঙ্গমে আসবে? গাওয়াও হয়ে থাকে, প্রতিকল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে-যুগে এসে থাকি। বাবা আমাদের এইভাবেই বুঝিয়ে থাকেন। আমরা ওঁনার শ্রীমতে রয়েছে। বলেও থাকেন -- আমি গাইড হয়ে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। সেইজন্য আমাকে কালেরও কাল বলা হয়ে থাকে। কল্প পূর্বেও ভীষণ মহাযুদ্ধ লেগেছিল যার ফলে স্বর্গের দ্বার খুলেছিল। কিন্তু সকলেই তো ওখানে যায়নি, কেবল দেবী-দেবতারা ছাড়া। বাকি সকলেই শান্তি ধামে ছিল। সেইজন্য আমি নির্বাণধামের মালিক এসেছি, সকলকে নির্বাণধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমরা হলে রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া বিকারী ছিঃ ছিঃ (অবগুণ) আসুরীয় গুণ-সম্পন্ন। কাম-বিকার হলো প্রথম নশ্বরের নোংরা (অবগুণ)। তারপর হলো ক্রোধ, লোভ নশ্বরের ক্রমানুসারে খারাপ হয়ে থাকে। সমগ্র দুনিয়ার থেকে নষ্টমোহ হতে হবে তবে তো স্বর্গে যাবে। যেমন বাবা যখন জাগতিক ঘরবাড়ি তৈরি করে তখন বুদ্ধি তার মধ্যে আটকে পড়ে। বাচ্চারা বলে বাবা, এখানে এটা বানাও, একটা সুন্দর বাড়ি বানাও। তেমনই অসীম জগতের বাবা বলেন আমি তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া, স্বর্গ কেমন সুন্দর করে তৈরি করি। তাহলে তোমাদের বুদ্ধিযোগ পুরোনো দুনিয়ার থেকে সরে যাওয়া উচিত। এখানে কিইবা রাখা আছে ? দেহও পুরানো, আত্মাতেও খাদ পড়ে রয়েছে। তা বেরোবে তখনই যখন তোমরা যোগে থাকবে। জ্ঞানও ধারণ করতে পারবে। এই বাবা তোমাদেরকে ভাষণ দিচ্ছেন তো না যে, হে বাচ্চারা তোমরা সমস্ত আত্মারা হলে আমার রচনা! আত্মার স্বরূপে তোমরা হলে ভাই ভাই। এখন তোমাদের সকলকে আমার কাছে আসতে হবে। এখন তোমরা সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এ হলো রাবণ রাজ্য, তাই না? তোমরা প্রথমে জানতে না যে রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়। সত্যযুগে হয় ১৬ কলা, তারপর ১৪ কলা হয়ে যায়। এইরকম নয় যে একদম দুই কলা কম হয়ে যায়। ধীরে ধীরে নামতে থাকে। এখন তো কোনো কলা নেই। সম্পূর্ণ গ্রহণ লেগে গেছে। এখন বাবা বলেন - দান করো তবেই গ্রহণ ছাড়বে। ৫ বিকারকে দান করে দাও আর কোন পাপ করো না। ভারতবাসীরা রাবণকে জ্বালিয়ে থাকে, অবশ্যই রাবণ রাজ্য। কিন্তু রাবণ-রাজ্য কাকে বলা হয়, রাম-রাজ্য কাকে বলা হয়, এও জানে না। বলে যে রামরাজ্য হোক, নতুন ভারত হোক কিন্তু একজনও জানে না যে নতুন দুনিয়া, নবভারত কখন হয়। সকলেই কবরে শুয়ে রয়েছে।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের সত্যযুগী বৃক্ষ (কল্পবৃক্ষ) দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে তো কোনো দেবতা নেই। বাবা এসে এ'সবই বুঝিয়ে থাকেন। মাতা-পিতা হলেন তিনিই, স্থূলে(সাকারে) আবার এই মাতা-পিতা আছে। তোমরা মাতা পিতা ওঁনাকেই বলে থাকো। সত্যযুগে তো এইরকম ভাবে গাইবে না। ওখানে কৃপার কোনো কথা নেই। এখানে মাতা-পিতার হয়ে আবার সুযোগ্যও হতে হবে। আবার স্মরণ করান যে হে ভারতবাসী তোমরা ভুলে গেছো, তোমরা দেবতারা কত ধনবান ছিলে, কত সম্বাদার ছিলে। এখন বোধবুদ্ধি-হীন হয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছো। মায়া রাবণ তোমাদের এমন বোধ-বুদ্ধিহীন বানিয়ে দিয়েছে, তবেই তো রাবণকে জ্বালিয়ে থাকো। শত্রুর কুশপুতলিকা তৈরি করে তাকে জালানো হয়ে থাকে, তাই না ! বাচ্চারা, তোমরা কত নলেজ পেয়ে থাকো। কিন্তু বিচার সাগরমন্ডন করো না, বুদ্ধি এদিকে ওদিকে ঘুরতে থাকে। সেইজন্য ভাষণের সময় এরকম-এরকম পয়েন্ট শোনাতে ভুলে যায়। সম্পূর্ণ বোঝায় না। তোমাদের বাবার সমাচার দিতে হবে যে বাবা এসেছেন। এই ভীষণ মহাযুদ্ধ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলকে ফিরে যেতে হবে। স্বর্গ স্থাপিত হচ্ছে। বাবা বলেন -- দেহ-সহ দেহের সব ধর্মকে ভুলে আমায় স্মরণ করো। এছাড়া কেবল এ'কথা বোলো না যে ইসলামী, বৌদ্ধ প্রভৃতির হালো সকলেই ভাই-ভাই। এ সবই তো হলো দেহের ধর্ম, তাই না ! সবেই (সব ধর্মেরই) যে আত্মারা আছে, তারা হলো বাবার সন্তান। বাবা বলেন -- দেহের ধর্ম পরিত্যাগ করে মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। বাবার এই মেসেজ দেওয়ার জন্য আমরা শিব জয়ন্তী পালন করছি। আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হলাম শিবের পৌত্রপৌত্রী। ওঁনার থেকে আমাদের স্বর্গের রাজধানীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবা আমাদের মেসেজ দেন যে 'মন্মনাভব'। এই যোগ

অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। অশরীরী হও। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস -

বাচ্চারা, এখন তোমরা স্থূললোক, সূক্ষ্মলোক আর মূললোকে ভালোভাবে বুঝে গেছো। কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই নলেজ পেয়ে থাকো। দেবতাদের এর প্রয়োজনই নেই। তোমাদের এখন সমগ্র বিশ্বের নলেজ রয়েছে। তোমরা প্রথমে শূদ্র বর্ণের ছিলে তারপর ব্রহ্মাকুমার হয়ে যাওয়ায় তখন এই নলেজ দেওয়া হয়, যার দ্বারা ডিটি ডিনায়েস্টি (দৈবী-রাজবংশ) স্থাপিত হতে চলেছে। বাবা এসে ব্রাহ্মণকুল, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ডিনায়েস্টি স্থাপনা করেন। সেও এই সঙ্গমেই স্থাপনা করে থাকেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সাথে সাথেই ডিনায়েস্টি স্থাপন করে না। তাদের গুরু বলা যায় না। বাবাই এসে ধর্ম স্থাপন করেন। বাবা বলেন - মাথায় চিন্তা রয়েছে বাবাকে স্মরণ করার যা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। পুরুষার্থ করে হেলদি থাকার জন্য, কাজকর্মও করে আর স্মরণও করে থাকে। বাবা খুব বড় রকমের উপার্জন করান। সেইজন্য সবকিছুই ভুলে যেতে হয়। আমরা আত্মারা চলে যাচ্ছি - এইরকম অভ্যাস করানো হয়ে থাকে। যখন খাবার খাও, তখন কি বাবাকে স্মরণ করতে পারো না? কাপড় সেলাই করার সময়ও যেন বুদ্ধিযোগ বাবার দিকে থাকে। ময়লা তো বের করতে হবে। বাবা বলেন শরীর নির্বাহের জন্য অবশ্যই কাজ-কর্ম করো। হলো অত্যন্ত সহজ (বিষয়)। বুঝে গেছো যে ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবা রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি এই সময় রিপিট হয়। কল্প-পূর্বের মতনই রিপিট হচ্ছে। রিপিটেশনের (পুনরাবৃত্তি) রহস্য বাবা-ই বুঝিয়ে থাকেন। এক ঈশ্বর, এক ধর্ম বলা হয়ে থাকে, তাই না! ওখানে শান্তি থাকবে। ওটা হল অদ্বৈত রাজ্য, দ্বৈত মানে আসুরী রাবণ রাজ্য। ওঁনারা হলেন দেবতা, এরা হলো দৈত্য। আসুরী রাজ্য এবং দৈবী রাজ্যের খেলা ভারতের উপরেই তৈরি হয়েছে। ভারতেই আদি সনাতন দেবতা ধর্ম ছিল, পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। বাবা এসে পুনরায় পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ গঠন করেন। আমরাই দেবতা ছিলাম তারপর কলা কম হয়ে গেছে। আমরাই আবার শূদ্র বংশে এসেছি। বাবা এমন ভাবে পরিচয় থাকেন যেমন ভাবে টিচাররা পড়ান, স্টুডেন্টরা শোনে। ভালো স্টুডেন্টরা সম্পূর্ণরূপে ধ্যান দেয়, মিস করে না। পড়াশোনা রেগুলার করা চাই। এইরকম গডলি ইউনিভার্সটিতে অ্যাবসেন্ট (অনুপস্থিত) থাকা উচিত নয়। বাবা গোপনীয় গোপনীয় কথা শোনাতে থাকেন। আচ্ছা, গুড নাইট। আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দেহের সকল ধর্মকে পরিত্যাগ করে, অশরীরী আত্মা মনে করে অদ্বিতীয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যোগ আর জ্ঞানের ধারণার দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করতে হবে।

২) বাবা যে নলেজ দেন, তার উপরে বিচার সাগর-মন্ডন করে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বুদ্ধিকে এদিকে-ওদিকে ছোটানো উচিত নয়।

বরদান:- বাবার কদমে কদম রেখে পরমাত্ম আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী আঞ্জাকারী ভব আঞ্জাকারী অর্থাৎ বাপদাদার আঞ্জারূপী কদমে কদম রেখে যে চলে। এ'রকম আঞ্জাকারীরই সর্ব সম্বন্ধ থেকে পরমাত্ম আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। এটাই হলো নিয়ম। সাধারণ রীতিতেও কেউ যদি কারোর ডায়রেকশন অনুসারে 'হ্যাঁ ঠিক আছে' বলে কার্য করে, তখন যার কাজ করে থাকে তার আশীর্বাদ সে অবশ্যই প্রাপ্ত করে। এ হলো পরমাত্ম আশীর্বাদ যা আঞ্জাকারী আত্মাদের সর্বদাই ডবল-লাইট করে দেয়।

স্লোগান:- দিব্যতা আর অলৌকিকতাকে নিজের জীবনের শৃঙ্গার করে নাও, তবেই সাধারণত্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে মুক্তো চয়নকারী হংস, তোমাদের হলো হংসমন্ডলী, তোমরা ভাগ্যবান তারকা, স্বয়ং জ্ঞান সূর্য বাবা তোমাদের সম্মুখে এসে পড়াচ্ছেন"

*প্রশ্ন:- বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের কোন্ আলো দিয়েছেন, যার ফলে পুরুষার্থ আরও তীব্র হয়ে গেছে?

*উত্তর:- বাবা আলোকপাত করেছেন, বাচ্চারা এখন এই ড্রামা শেষ, তোমাদের নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। এমন নয় যে যা পাওয়ার সেটা প্রাপ্ত হবে। পুরুষার্থ হলো ফার্স্ট। পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র করে তোলা, অনেক বড় সেবা। এই আলো আসাতেই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পুরুষার্থ তীব্র হয়ে গেছে।

*গীত:- তুমি হলে ভালোবাসার সাগর....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে প্রেমের সাগর, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর অসীমের পিতা সামনে বসে আমাদের পড়াচ্ছেন। কত ভাগ্যবান তারকা আমরা, যাদের সামনে জ্ঞান সূর্য বাবা এসে পড়াচ্ছেন। যারা বকের দলভুক্ত ছিল, তারাও এখন হাঁসের দলভুক্ত হয়ে গেছে। মুক্ত চয়ন করতে শুরু করেছে। এখানে ভাই-বোন সবাই হংস, একে হংস মন্ডলীও বলা যায়। কল্প পূর্বের যারা তারা এই সময় এই জন্মেও একে অপরকে চিনতে পারছে। আত্মিক পারলৌকিক মা বাবা আর ভাই বোন নিজেদের মধ্যে একে অপরকে চেনে। স্মরণ আছে যে ৫ হাজার বছর আগেও আমরা নিজেদের মধ্যে এই নাম রূপে মিলিত হয়েছিলাম? এইকথা তোমরা এখন বলতে পারো, আর কখনও কোনো জন্মে এমন বলতে পারবে না। যারাই ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়, তারাই একে অপরকে চিনতে পারবে। বাবা তুমিও সেই আর আমরা তোমার বাচ্চারাও তাই, আমরা ভাই-বোন আবারও নিজেদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। এখন বাবা আর বাচ্চারা সামনে বসে আছে তারপর এই নাম-রূপ সব বদলে যাবে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ কখনো এমন বলবে নাকি যে আমরাই কল্প পূর্বের সেই লক্ষী-নারায়ণ,

নাকি প্রজারা এমন বলবে যে এরাই কল্প পূর্বের লক্ষ্মী-নারায়ণ। না। এটা শুধু এই সময় তোমরা বাচ্চারা জানো। এই সময় তোমরা অনেক কিছুই জানতে পারো। প্রথমে তোমরা কিছুই জানতে না। আমিই কল্পের সঙ্গম যুগে এসে নিজের পরিচয় দিই। এইকথা শুধু অসীমের বাবাই বলতে পারেন। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে সুতরাং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। এই সময় হচ্ছে দুইয়ের সঙ্গম যুগ। খুব কল্যাণকারী এই যুগ। সত্যযুগ বা কলিযুগকে কল্যাণকারী বলা যায় না। তোমাদের এখনকার এই জীবনকেই অমূল্য বলা হয়েছে। এই জীবনে কড়ি থেকে হীরা তুল্য হয়ে উঠতে হবে। তোমরা বাচ্চারা সত্যি-সত্যি ঈশ্বরের সহযোগী। ঈশ্বরের সেলভেসন আর্মি তোমরা। ঈশ্বর এসে মায়া থেকে তোমাদের মুক্ত করেন। তোমরা জানো বিশেষ করে আমাদের আর দুনিয়াকে ইনজেনারেল (সাধারণভাবে) মায়ার শিকল থেকে মুক্ত করেন। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। এখন বাহবা কাকে দেওয়া হবে? যার অ্যাক্টিং ভালো হয়, তারই নাম হয়। সুতরাং বাহবাও পরমপিতা পরমাত্মাকেই দেওয়া হয়। ধরিগ্রীতে এখন পাপ আত্মাদের অনেক বোঝা হয়ে গেছে। সরষের মতো অসংখ্য মানুষ। বাবা এসে বোঝা নামান। ওখানে তো কিছু লক্ষ মানুষ থাকে, অর্থাৎ কোয়ার্টার পার্সেন্টও (এক চতুর্থাংশ) নয়। এই ড্রামাকে যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে। পরমাত্মাকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। ড্রামাতে ওঁনারও পার্ট আছে। বাবা বলেন আমিও ড্রামায় বাঁধা। যদা যদাহি ধর্মস্য লিখিত আছে। এখন সেই ধর্মের গ্লানিও ভারতেই প্রকৃতপক্ষে হয়। আমারও গ্লানি হয়, দেবতাদেরও গ্লানি করে, সেইজন্যই অসংখ্য পাপ আত্মা হয়ে গেছে। ওদেরও এটাই হওয়ার ছিল। সতোঃ, রজোঃ, এরপর তমোঃ হতেই হবে। তোমরা এই ড্রামাকে বুঝতে পেরেছ। তোমাদের বুদ্ধিতে চক্র ঘুরতেই থাকে। বাবা এসে তোমাদের আলো দিয়েছেন। এখন এই ড্রামা শেষ হয়ে আসছে। এখন তোমরা আবার নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। এমন নয় যে যা পাওয়ার সেটা প্রাপ্ত হবে। না। ফার্স্ট হলো পুরুষার্থ। সম্পূর্ণ শক্তি পবিত্রতার মধ্যে। পবিত্রতার প্রতি বলিপ্রদত্ত হতে হবে। দেবতারা পবিত্র তবেই অপবিত্র মানুষ তাদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে। সন্ন্যাসীদের কাছেও মাথা ঠেকায়। মৃত্যুর পরে তাদের স্মারক তৈরি করা হয় কেননা ওরা পবিত্র। কেউ-কেউ শারীরিক কাজও অনেক করে। হাসপাতাল খোলে বা কলেজ তৈরি করে তখন তাদেরও নাম বেরিয়ে আসে। সবচেয়ে বড় নাম হয় তাদের যিনি সবাইকে পবিত্র করে তোলেন আর যারা তাঁর সহযোগী হয়ে ওঠে। তোমরা পবিত্র হয়ে উঠছ, ঐ চির-পবিত্রের সাথে যোগযুক্ত হওয়ার জন্য। যত তোমরা যোগযুক্ত হবে ততই তোমরা পবিত্র হবে এবং শেষে অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি প্রাপ্ত করবে। বাবার কাছে চলে যাবে। ওরা যখন তীর্থ যাত্রায় যায় তখন এমন মনে করে না যে বাবার

কাছে যেতে হবে। তবুও পবিত্র (শুদ্ধ) থাকে। এখানে তো বাবা সবাইকে পবিত্র করে তোলেন। ড্রামাকে বোঝাও কত সহজ। অনেক পয়েন্টস দিয়ে বাবা বোঝাতেই থাকেন। তিনি বলেন শুধু বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। মৃত্যুর সময় সবাই ভগবানকে স্মরণ করার কথা মনে করিয়ে দেয়। আচ্ছা ভগবান কি করবে? তারপর কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলে যে স্বর্গবাসী হয়েছে। যদিও পরমাত্মার স্মরণে শরীর ত্যাগ করলে বৈকুণ্ঠে যেতে পারবে। ওরা তো বাবাকেই জানে না। এটাও কারো বুদ্ধিতে নেই যে বাবাকে স্মরণ করলে আমরা বৈকুণ্ঠে পৌঁছে যাব। ওরা শুধু বলে পরমাত্মাকে স্মরণ করো। ইংরেজিতে গডফাদার বলা হয়। এখানে তোমরা বল পরমপিতা পরমাত্মা। ওরা প্রথমে গড তারপর ফাদার বলে। আমরা প্রথমে পরমপিতা তারপর পরমাত্মা বলি। তিনি হলেন সবার পিতা। যদি সবাই ফাদার হয় তবে ও গডফাদার বলতে পারে না। সামান্য কথাটাও বোঝে না। বাবা তোমাদের কত সহজ করে বুঝিয়েছেন। মানুষ যখন দুঃখী হয় তখন পরমাত্মাকে স্মরণ করে। মানুষ হচ্ছে দেহ-অভিমানী আর স্মরণ করে দেহী (আত্মা) যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হয় তবে আত্মা (দেহী) কেন স্মরণ করে? যদি আত্মা নির্লেপ হয় তারপরও কেন দেহী অথবা আত্মা কি স্মরণ করে? ভক্তি মার্গে আত্মাই পরমাত্মাকে স্মরণ করে কেননা দুঃখী হয়ে পড়েছে। যত সুখ পেয়েছে ততটাই স্মরণ করতে হয়।

এ হলো (ঐশ্বরীয়) পড়া, এইম অবজেক্টও ক্লিয়ার। এর মধ্যে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা সকল ধর্ম সম্বন্ধে জেনেছ - এই সময় সবাই উপস্থিত আছে। এখন আবারও দেবী-দেবতা ধর্মের হিস্ট্রি-রিপিট হবে। এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। কল্পে-কল্পে আমরা রাজ্য নিয়ে থাকি। যেমন হদের (সীমিত) খেলা রিপিট হয় তেমনি এটা হলো বেহদের (অসীমের) খেলা। অর্ধেক কল্প ধরে আমাদের শত্রু কে হয়? রাবণ। আমরা কোনো লড়াই করে রাজ্য নিই না। না কোনো হিংসার লড়াই করি, না বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য কোনো সেনাবাহিনী নিয়ে লড়াই করি। এ হলো হার জিতের খেলা। কিন্তু এখানে হারও (পরাজয়) সূক্ষ্ম, জিতও সূক্ষ্ম। মায়ার কাছে হেরে যাওয়া পরাজয়, মায়াকে জয় করা জয়ী হওয়া। মানুষ মায়ার পরিবর্তে মন শব্দ ব্যবহার করেছে সুতরাং উল্টো হয়ে গেলো। এই ড্রামার খেলা আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। বাবা স্বয়ং বসে পরিচয় দেন। রচয়িতাকে মানুষ জানেই না, সুতরাং পরিচয় কিভাবে দেবে। রচয়িতা একমাত্র বাবা, আমরা হলাম তাঁর রচনা। অবশ্যই আমাদের রাজ্য-ভাগ্য পাওয়া উচিত। মানুষ তো বলে থাকে পরমাত্মা সর্বব্যাপী সুতরাং সবই তাঁর রচনা হয়ে গেল। রচনাকেই উড়িয়ে দিয়েছে, কত পাথরবুদ্ধি, দুঃখী হয়ে গেছে। শুধু নিজেদের মহিমা করে যে আমরা বৈষ্ণব অর্থাৎ আমরা হলাম অর্ধ দেবতা। ওরা মনে করে দেবতারা বৈষ্ণব ছিল। বাস্তবে ভেজিটেরিয়ান এর মুখ্য অর্থ হলো অহিংসা পরম ধর্ম। দেবতাদের সম্পূর্ণ বৈষ্ণব বলা হয়। এমনিতে তো নিজেকে বৈষ্ণব বলে এমন লোক অনেক আছে। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় পবিত্রও ছিল। এখন ঐ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাজ্য কোথায়? তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী, তবে তো নিশ্চয়ই ব্রহ্মাও থাকবেন, সেইজন্যই তো নাম রাখা হয়েছে শিব বংশী প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। গায়নও আছে শিববাবা এসেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেছিলেন, যে ব্রাহ্মণরা দেবতা হয়েছিল। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো তবেই ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলা হয়। বিরাট রূপের চিত্র দিয়ে বোঝানো ভালো। বিষ্ণুরও বিরাট রূপ দেখিয়েছে। বিষ্ণু এবং তার রাজধানীই (এখানে সন্তানদের কথা বলা হয়েছে) বিরাট চক্রে আসে। এ'সব বাবার (ব্রহ্মা) বিচার চলে। তোমরাও বিচার সাগর মন্ডন করার অভ্যাস করলে রাতে ঘুম আসবে না। এই চিন্তন চলতেই থাকবে। ভোরবেলা উঠে কাজকর্মে লেগে পড়বে। বলাও হয় ভোরবেলার সাঁই.... তোমরাও যদি কাউকে বসে বোঝাও তো বলবে - আহা! এ তো আমাকে মানুষ থেকে দেবতা, বেগর থেকে প্রিন্স বানাতে এসেছে। প্রথমে অলৌকিক সেবা করা উচিত, স্থূল সার্ভিস পরে। আগ্রহ থাকা উচিত। বিশেষ করে মাতা'রা ভালোভাবে সার্ভিস করতে পারে। মাতাদের কেউ ধিক্কার দেবে না। সবজি বিক্রেতা, আনাজ বিক্রেতা, ভূত্য ইত্যাদি যারা আছে সবাইকেই বোঝাতে হবে। কেউ-ই যেন বাদ না পড়ে, যাতে দোষ দিতে না পারে। সার্ভিস করার জন্য অন্তরে সত্যতা প্রয়োজন। বাবার সাথে সম্পূর্ণ যোগ থাকা চাই তবেই ধারণা হবে। অনেকেই সামগ্রী নিয়ে স্টিমার ভর্তি করে এবং তারপর পোর্টে (বন্দরে) ডেলিভারি করতে যায়। বাড়ি ফিরেও তারা সুস্থির হতে পারে না, ছুটোছুটি করতে থাকে। এই চিত্রও অনেক সাহায্য করবে। কত পরিষ্কার বিষয় - শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুত্রী স্থাপনা করাচ্ছেন। এ হলো রুদ্র গুণান যজ্ঞ, কৃষ্ণ গুণান যজ্ঞ নয়। এই রুদ্র গুণান যজ্ঞেই বিনাশের লাভা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ রচনা করতে পারে না। সে ৮৪ জন্ম নেবে সুতরাং নাম-রূপ তো বদলে যাবে অতএব কোনো রূপেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের পাট তো তখনই হবে যখন সেই রূপে আসবে আর তখনই রিপিট হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্যতা সত্যতার সাথে ঈশ্বরের সহযোগী হয়ে অথবা ঈশ্বরীয় সেলভেশন আর্মি হয়ে সবাইকে মায়ার থেকে মুক্ত করতে হবে। এই জীবনে কড়ি থেকে হীরা তুল্য হয়ে উঠতে হবে আর অন্যদের করে তুলতে হবে।

২) বাবা যেমন বিচার সাগর মন্বন করেন, তেমনি জ্ঞানের বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। কল্যাণকারী হয়ে অলৌকিক সেবায় তৎপর হতে হবে। অন্তরে সত্যতার সাথে সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- ছোট-ছোট জিনিসকে অমান্য (অবজ্ঞা) করার বোঝাকে সমাপ্ত করে সদা সমর্থ শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান ভব যেমন অমৃতবেলায় ওঠার আঙা আছে সুতরাং উঠে বসে যাও কিন্তু বিধি পূর্বক সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে পারো না, সুইট সাইলেন্সের সাথে নিদ্রার সাইলেন্স মিশ্র হয়ে যায়। ২- বাবার আঙা হলো কোনো আত্মাকে না দুঃখ দেবে, না দুঃখ নেবে, দুঃখ তো এখানে দাও না কিন্তু নিয়ে নাও। ৩- ক্রোধ করো না কিন্তু কর্তৃত্ব দেখাও, এমনই ছোট-ছোট অবজ্ঞা মনকে ভারি করে দেয়। এখন একে সমাপ্ত করে আঙাকারী চরিত্রের চিত্র তৈরি করো তবেই বলা হবে সদা সমর্থ চরিত্রবান আত্মা।

সম্মানঃ:- সম্মান চাওয়ার পরিবর্তে সবাইকে সম্মান দাও তবেই সকলের সম্মান পেতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - ভক্তদের উপরে যখন বিপদ-আপদ, দুর্যোগ আছড়ে পড়ে, তখন বাবা আসেন, জ্ঞানের দ্বারা গতি সন্ধান করতে”

- *প্রশ্নঃ - বিকর্মাজিত কে হতে পারে? যে বিকর্মাজিত হবে তার লক্ষণগুলি কেমন হবে?
- *উত্তরঃ - বিকর্মাজিত সে-ই হতে পারবে যে কর্ম-অকর্ম বিকর্মের গতিকে জেনে শ্রেষ্ঠ কর্ম করবে। যে বিকর্মাজিত হবে সে কখনও কর্ম করে অনুশোচনা করবে না। তার কর্ম, বিকর্ম হবে না।
- *প্রশ্নঃ - এই সময় বাবা কোন্ ডবল সেবা করেন?
- *উত্তরঃ - আত্মা আর শরীর দুটিকেই পবিত্র বানান আর পুনরায় সাথে করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই দিব্য ভূমিকা একমাত্র বাবার-ই। কোনও সাধারণ মানুষের এই ভূমিকা হতে পারে না।
- *গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । এই গান বাচ্চারা শুনেছে। যারা ভক্ত, তারা এই গান করে। ঘোর অন্ধকার থেকে আলোতে যেতে চায় আর দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করতে থাকে। তোমরা তো হলে শিব বংশী ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। এটা তো হলো বোঝার মতো কথা। এতো বাচ্চা কুখ-বংশাবলী (গর্ভজাত) তো হতে পারেনা। অবশ্যই মুখ-বংশাবলী হবে। শ্রীকৃষ্ণের তো এতো রানী বা সন্তান ছিল না। গীতার ভগবান তো রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তো অবশ্যই মুখ-বংশাবলী হবে। প্রজাপিতা শব্দটি হল সুপরিচিত। বাবা এসে এনার মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করেন। প্রজাপিতা নাম বাবার ক্ষেত্রেই শোভা পায়। বাস্তবে এখন তোমরা সেই বাবার হয়েছো। তারা তো বলে দেয় যে – শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ছিলেন, শিবও ভগবান ছিলেন। রুদ্র ভগবানের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। বলেও থাকে শঙ্কর পার্বতী, রুদ্র পার্বতী বলে না। শিব শঙ্কর মহাদেব বলে থাকে। এখন শ্রীকৃষ্ণকে রুদ্র বা শঙ্কর তো বলা হয় না। ভক্তরা গান করতে থাকে কিন্তু ভগবানকে জানেনা। বাস্তবে ভারতে সত্যিকারের ভক্ত হল তারা, যারা পূজ্য ছিলেন তারাই এখন পূজারী হয়েছেন। তাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে আছে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রম আছে। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ আর ওরা হল শূদ্র। দেবতা ধর্মের আত্মারাই অনেক দুঃখী হয় কারণ তারা অনেক সুখও ভোগ করেছে। এখন তোমাদের দরজায় দরজায় উদ্ভ্রান্ত হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, অর্ধকল্পের জন্য। এই রহস্য তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো, সেটাও নম্বরের ক্রমানুসারে। কল্প পূর্বে যারা যতটা পুরুষার্থ করেছিল এখন ততটাই করবে। এমন নয় যে, ড্রামাতে যা আছে তাই হবে... তথাপি পুরুষার্থের নাম এসেই যায়। ড্রামাকে বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করাতেই হবে । যেরকম পুরুষার্থ সেইরকম পদ প্রাপ্ত হবে। আমরা জানি যে কল্প পূর্বে আমরা এইরকমই পুরুষার্থ করেছিলাম। এইরকমই উৎপীড়ন হয়েছিল, যজ্ঞে বিঘ্ন পড়েছিল।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে বাবা পুনরায় এসেছেন। কল্প পূর্বেও এইরকম সময় এসেছিল যখন ইংরেজদের রাজ্য ছিল। কংগ্রেস যাদের থেকে এই রাজ্য উদ্ধার করলো তারপর পাকিস্তান হল। এসব কল্প পূর্বেও হয়েছিল। গীতাতে এসব কথা নেই। অবশেষে বোঝা যায় যে অবশ্যই এখন হল সেই সময়। কেউ কেউ মনে করে যে ঈশ্বর এসে গেছেন। যখন মহাভারতের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন ভগবান এসেছিলেন। তারা ঠিকই বলছে, কেবল নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। রুদ্রের নাম বললে তবুও বলা যায় ঠিক বলছে। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছিলেন যার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব বিপদ মুক্ত হয়েছিল। এটাও ধীরে-ধীরে তোমাদের দ্বারাই সবাই জানতে পারবে। এরজন্য এখনও অনেক সময় আছে। নাহলে তো এখানে এত ভীড় হয়ে যাবে যে তোমরা পড়াশোনা করতে পারবে না। এখন এখানে ভীড় হওয়া ড্রামাতে নেই। গুপ্ত বেশে কাজ চলতে থাকবে। এখন কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি যদি এখানে আসে তাহলে বলবে এনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাচ্চারা এখানে তো বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। দেবতা ধর্ম তো ভগবান এসেই রচনা করবেন তাই না। তিনি এখন এসেছেন নতুন দুনিয়া রচনা করতে, ভক্তদের বিপদ মোচন করতে। বিনাশের পর তো কোনও দুঃখ হবে না। সেখানে সত্যযুগে কোনও ভক্ত থাকবে না। না কেউ এমন কর্ম করবে যে দুঃখী হবে।

(মুন্সাই থেকে রমেশ ভাই-এর ফোন এসেছে) বাপদাদা এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তো বাচ্চারা উদাস হয়ে যায়। যেরকম পতি বিদেশে গেলে, স্ত্রী স্মরণ করার সময় ক্রন্দন করে। সেটা হল লৌকিক সম্বন্ধ। এখানে বাবার সাথে হলো আত্মিক সম্বন্ধ। বাবার থেকে দূরে গেলে তো প্রেমের অশ্রু এসে যায় । সার্ভিসেবল বাচ্চা যারা বাবা তাদের কদর করেন।

আবার সুপুত্র যারা তারাও বাবার কদর করে। শিব বাবার সাথে সম্বন্ধ তো অনেক উচ্চ থেকেও উচ্চ। তার থেকে উচ্চ সম্বন্ধ তো আর কিছু হয় না। শিববাবা তো বাচ্চাদেরকে তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন। পবিত্র তো তোমরাই হও, কিন্তু বাবার সমান এভার পিওর হতে পারবে না। হ্যাঁ পবিত্র দেবতা হবে। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। আমরা সবথেকে বেশীই জ্ঞান শুনলেও জ্ঞানের সাগর হতে পারবো না। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, বাচ্চাদেরকে আনন্দময় বানাচ্ছেন। অন্যরা তো কেবল নাম রেখে দেয়। এইসময় ভক্তের মালা অনেক লম্বা চওড়া আছে। তোমাদের হল ১৬১০৮ এর মালা। ভক্তের সংখ্যা তো কয়েক কোটি। এখানে ভক্তির কথা নেই। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়। এখন তোমাদেরকে ভক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা হচ্ছে। বাবা বলছেন যে যখন সকল ভক্তের উপর বিপদ আছড়ে পরে, তখন আমাকে আসতে হয়, সবাইকে সঙ্গতি করার জন্য। স্বর্গের দেবতারা অবশ্যই এইরকম কর্ম করেছিলেন, তবেই তো এত উচ্চপদ প্রাপ্ত করেছেন। কর্ম তো মানুষকে করতেই হয়। কিন্তু সেখানে কর্ম করে অনুশোচনা করতে হয় না। এখানে কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়, কেননা মায়া আছে। সেখানে মায়া থাকে না। তোমরা বিকর্মাজিত হচ্ছে, যে বাচ্চাদেরকে এখন কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি বোঝাচ্ছি তারাই বিকর্মাজিত হবে। কল্প পূর্বেও বাচ্চারা তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছিলাম, এখন সেটাই পুনরায় শেখাচ্ছি। কংগ্রেসীরা ফিরিঙ্গিদের (ইংরেজদের) বহিঃস্মৃত করে রাজাদের থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে রাজা নামটাই মুছে দিল। ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত রাজস্থান ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। দেবতাদের রাজ্য ছিল তো পরিস্থান ছিল। অবশ্যই তাদেরকে ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তবেই তো তারা ভগবতী ভগবান হয়েছে। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে জ্ঞান আছে তাই আমরা ভগবতী ভগবান বলতে পারবো না। নাহলে তো যথা রাজা-রাণী তথা প্রজারাও ভগবতী ভগবান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এইরকম হওয়া অসম্ভব। প্রজারাও নিজেদের নাম কখনও লক্ষ্মী-নারায়ণ রাখতে পারবে না, এমন ল' নেই। বিদেশেও রাজার নামে কেউ নিজেদের নাম রাখতে পারবে না। তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে ৫ হাজার পূর্বে বাবা এসেছিলেন। এখনও বাবা এসেছেন - দৈবী রাজস্থান স্থাপন করতে। শিববাবার আসার সময়ও হল এখনই। তিনি হলেন পান্ডবদের পতি, না কি শ্রীকৃষ্ণ। বাবা পাণ্ডা হয়ে এসেছেন বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর নতুন সত্যযুগী দুনিয়া রচনা করার জন্য। তো অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচনা করবেন। মুখ্য গীতাকেই খন্ডন করে দিয়েছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন আমি শ্রীকৃষ্ণ নই। আমাকে রুদ্র বা সোমনাথ বলা যেতে পারে। তোমাদেরকে জ্ঞান সোমরস পান করাচ্ছি। এছাড়া লড়াই ইত্যাদির কোনও কথা নেই। যোগবলের দ্বারা তোমরা মাখন প্রাপ্ত করে থাকো। শ্রীকৃষ্ণের অবশ্যই মাখন প্রাপ্ত হয়। ইনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম জন্মের আত্মা। এনাদেরকেও (ব্রহ্মা-সরস্বতীকেও) বাবা এইরকম কর্ম শেখাচ্ছেন, যারা ভবিষ্যতে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণই শৈবের রাধাকৃষ্ণ হন এইজন্য লক্ষ্মী-নারায়ণের সাথে রাধা-কৃষ্ণের চিত্র দেখিয়েছে। এছাড়া এদের এমন কিছু মহত্ব নেই। প্রধান ভূমিকা হল গীতার ভগবানের। এই শিববাবা বাচ্চাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন সাফাংকার করাচ্ছেন। এছাড়া মানুষের কোনও ভূমিকা নেই। ক্রাইস্ট ইত্যাদি ধর্মাত্মারা এসে নিজেদের ধর্ম স্থাপন করেছে, সেটা তো সবাইকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতেই হবে, এতে চরিত্রের তো কোনও কথাই নেই। তারা কারোরই গতি করতে পারবে না। এখন অসীম জগতের বাবা বলছেন যে বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে ডবল সেবা করতে এসেছি, যার দ্বারা তোমরা আত্মারা আর তোমাদের শরীর দুটোই পবিত্র হয়ে যায়। সবাইকে পুনরায় নিজেদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। পুনরায় সেখান থেকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে এখানে আসবে। কত ভালো ভাবে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের উপর বোঝানো বড়ই সহজ। ত্রিমূর্তি আর শিববাবার চিত্রও আছে। কেউ বলে ত্রিমূর্তি বলা যাবে না। আবার কেউ বলে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রে ৮৪ জন্মের কাহিনী থাকবে না। কিন্তু আমরা তো প্রমাণ করে বলছি, অবশ্যই প্রথম নম্বরের শ্রীকৃষ্ণকে সবথেকে বেশী জন্ম নিতে হবে। নতুন নতুন পয়েন্টস্ তো প্রতিদিনই আসে, কিন্তু ধারণাও করতে হবে। সবথেকে সহজ হল লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের উপর বোঝানো। সাধারণ মানুষ খোড়াই কোনও চিত্রের অর্থ বুঝতে পারবে। উল্টো পাল্টা চিত্র বানিয়ে দেয়। নারায়ণের দুটি হাত তো লক্ষ্মীর চারটি হাত দিয়ে দেয়। সত্যযুগে এত হাত থাকবে না। সূক্ষ্ম বতনে তো আছেনই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। তাদেরও এতোগুলি হাত থাকবে না। মূলবতনে আছেই নিরাকারী আত্মারা। তাহলে এই ৮-১০ বাহু বিশিষ্ট দেবতা কোথায় থাকবেন। মনুষ্য সৃষ্টিতে সর্বপ্রথমে বসবাস করেন দুই বাহু বিশিষ্ট লক্ষ্মী-নারায়ণ। কিন্তু তাদের চার ভূজা দেখিয়ে দিয়েছে। নারায়ণকে শ্যাম বর্ণ আর লক্ষ্মীকে গৌর বর্ণ দেখিয়েছে। তো তাদের যে সন্তান হবে, সে কেমন এবং কয়টি বাহু বিশিষ্ট হবে? পুত্র সন্তানের চারটি বাহু আর কন্যা সন্তানের দুটি বাহু হবে কী? এইরকম - এইরকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে সর্বদা মনে করবে আমাকে শিববাবা মুরলী শোনাচ্ছেন। কখনো ইনিও (ব্রহ্মা) শোনান। শিববাবা বলেন আমি গাইড হয়ে এসেছি। এই ব্রহ্মা হল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। বলা হয় ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা। ত্রিমূর্তি শংকর বা বিষ্ণু বলা হয় না। মহাদেব শংকরকে বলা হয়। তাহলে আবার ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা কেন বলে? ইনি প্রজা রচনা করেছেন তাই ইনি হলেন শিববাবার যুগল। শংকর বা বিষ্ণুকে যুগল বলা হবে না। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়, বোঝার জন্য। এখানে কেবল বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। ব্যস্, এতেই পরিশ্রম

আছে। এখন তোমরা কতোই না বুঝদার হয়ে গেছো। অসীম জগতের বাবার দ্বারা তোমরা অসীম জগতের মালিক তৈরী হও। এই ধরিত্রী, এই আকাশ সব তোমাদের হয়ে যাবে। ব্রহ্মাও তোমাদের হয়ে যাবে। অলমাইটি অথোরিটি রাজ্য হবে। ওয়ান গভর্নমেন্ট হবে। যখন সূর্যবংশী গভর্নমেন্ট ছিল, তখন চন্দ্রবংশী ছিলো না। আবার চন্দ্রবংশীর সময় সূর্য বংশী থাকবে না। তারা পাস্ট হয়ে যাবে। ড্রামা পাল্টে যাবে। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। বাচ্চাদের খুশীর পারদ কতোই না উর্ধ্বমুখী হওয়া উচিত। অসীম জগতের বাবার থেকে আমরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার অবশ্যই নেবো। লৌকিক পতিকে কতোই না স্মরণ করে। আর ইনি অসীম জগতের বাদশাহী প্রদান করেন। এইরকম পতিদেরও পতিকে কতোটা স্মরণ করতে হবে! কতো শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হয়। সেখানে তোমরা কারো থেকে কখনো ভিক্ষা প্রার্থনা করবে না। সেখানে গরীব থাকবেই না। অসীম জগতের বাবা ভারতের বুলি ভরপুর করে দেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকে গোল্ডেন এজ বলা হয়। এখন হল আয়রণ এজ। কতোটা পার্থক্য হয়ে গেছে দেখো। বাবা বলছেন যে আমি বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। তোমরাই সেই দেবী-দেবতা ছিলে, পুনরায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছো। এখন পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ হয়েছো, পুনরায় সেই দেবী-দেবতা হবে। এই ৮৪ র চক্রকে স্মরণ করো। চিত্র দেখিয়ে বোঝানো খুবই সহজ। যখন দেবী-দেবতার রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনো রাজ্য ছিল না। একটাই রাজ্য ছিল, জনসংখ্যা খুবই অল্প ছিল। তাকে বলা হয় স্বর্গ, সেখানে পবিত্রতাও ছিল, সুখ-শান্তিও ছিল। পুনর্জন্ম নিতে নিতে তোমরা নিচে চলে গেছো। ইনিও ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, ইনিই সর্বপ্রথম তমোপ্রধান হয়েছেন। পুনরায় তাকেই প্রথম সতোপ্রধান হতে হয়। সতোপ্রধান কিভাবে হওয়া যায়, সেটা শেখানোর জন্য অবশ্যই কাউকে চাই। এক বাবা ছাড়া কেউ শেখাতে পারবে না। তোমরা জানো যে শিববাবা এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। বাবা কতো পরিস্কার করে বোঝাচ্ছেন।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এক বাবার সাথেই সকল প্রকারের আত্মিক সম্বন্ধ রাখতে হবে। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের কদর রাখতে হবে। নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে।

২) অসীম জগতের বাবার দ্বারা আমাদের অসীম বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হচ্ছে। ধরিত্রী আকাশ সবকিছুর উপরে আমাদের অধিকার হবে - এই নেশা আর খুশীতে থাকতে হবে। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- বালক আর মালিকতাবের ব্যালেন্স (সমতা) বজায় রেখে পুরুষার্থ আর সেবাতে সদা সফলতার মূর্তি ভব সর্বদা এই নেশা রাখো যে আমি হলাম অসীম জগতের বাবা আর অসীম জগতের উত্তরাধিকারের বালক তথা মালিক। কিন্তু যখন কোনও রায় দেওয়ার থাকে, প্ল্যান করতে হয়, কাজ করতে হয় তখন মালিক হয়ে করো আর যখন বেশীরভাগ আত্মা বা নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের দ্বারা কোনও কথা ফাইনাল হয়ে যায় তখন সেই সময় বালক হয়ে যাও। কোন সময় রায় বাহাদুর হতে হবে, কোন সময় রায় মান্য করতে হবে - এই কায়দা শিখে নাও তাহলে পুরুষার্থ আর সেবা দুটিতেই সফল থাকবে।

স্লোগান:- নিমিত্ত আর নির্মাণচিত্ত হওয়ার জন্যে মন আর বুদ্ধিকে প্রভু অর্পণ করে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - ক্রোধ অত্যন্ত দুঃখদায়ী, নিজেকেও দুঃখী করে আর অন্যকেও দুঃখী করে, তাই শ্রীমৎ অনুসরণ করে এই ভূত গুলির উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো”

*প্রশ্নঃ - কল্প-কল্পের দাগ কোন্ বাচ্চাদের উপরে লেগে যায়? তাদের গতি কেমন হবে?

*উত্তরঃ - যারা নিজেদেরকে অনেক বুদ্ধিমান ভাবে, শ্রীমৎ পুরোপুরি অনুসরণ করে না, ভিতরে কোনো না কোনো গুপ্ত বা প্রত্যক্ষ রূপে বিকার রয়েছে, সেগুলিকে দূর করে না, মায়া আক্রমণ করতেই থাকে। এমন বাচ্চাদের উপরে কল্প-কল্পের দাগ লেগে যায়। তাদেরকে পরে শেষ সময়ে খুব অনুতাপ করতে হবে। তারা নিজেদের ক্ষতি করে ফেলে।

*গীতঃ- আজ অন্ধকারে আছে মানুষ....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে অসীম জগতের বাবা যাঁকে হেভেনলি গড ফাদার বলা হয় উনি হলেন সকলের বাবা। উনি বাচ্চাদেরকে সম্মুখে বসিয়ে বোঝান। শিববাবা তো সকল বাচ্চাদের এই চোখের দ্বারা দেখেন (ব্রহ্মাবাবার চোখ দিয়ে)। সন্তানদের দেখার জন্য তাঁর দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন নেই। বাবা জানেন পরমধাম থেকে উনি বাচ্চাদের কাছে এসেছেন। এই বাচ্চারাও দেহধারী রূপে পাট প্লে করছে, এই বাচ্চাদেরকে সম্মুখে বসিয়ে পড়াই। বাচ্চারাও জানে অসীম জগতের পিতা স্বর্গের স্থাপন কর্তা, উনি পুনরায় আমাদের ভক্তিমার্গের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে আমাদের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করছেন। সব সেন্টারের বাচ্চারা বুঝেছে যে, এখন আমরা ঈশ্বরীয় কুলের বা ব্রাহ্মণ কুলের। সৃষ্টির রচয়িতা বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মাকে। সৃষ্টির রচনা কীভাবে হয়, সেসব বাবা বসে বোঝান। বাচ্চারা জানে মাতা-পিতা ব্যতীত কখনও মনুষ্য সৃষ্টি রচনা সম্ভব নয়। এমন বলা যাবে না যে, পিতার দ্বারা সৃষ্টি রচনা হয়, না। গায়নও আছে তুমি মাতা-পিতা... এই মাতা-পিতা সৃষ্টি রচনা করে পরে তাদেরকে উপযুক্ত করে তোলেন। এ হল বিরাট বিশেষত্ব। এমন তো নয় যে উপর থেকে দেবতারা এসে ধর্ম স্থাপন করবে। যেমন ক্রাইস্ট বা খ্রীষ্ট খ্রীষ্টান ধর্মের স্থাপনা করেন। তাই খ্রীষ্টকে খ্রীষ্টানরা ফাদার বলে। যদি তিনি ফাদার হন তবে মাদারও চাই। তারা মাদার বলে "মেরী"কে। তাহলে মেরী কে ছিল? খ্রীষ্টের নতুন আত্মা এসে দেহে প্রবেশ করেছিল যার মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তার মুখ দিয়ে প্রজা রচনা হয়েছে। তারা হল খ্রীষ্টান। এই কথাও বোঝানো হয়েছে যে নতুন আত্মা যে উপর থেকে আসে, তার এমন কোনও কর্ম থাকে না যে দুঃখ ভোগ করতে হবে। পবিত্র আত্মা আসে। যেমন পরম পিতা পরমাত্মা কখনও দুঃখ ভোগ করতে পারেন না। মানুষ দুঃখ অথবা কটুকথা ইত্যাদি সব সাকারকে দিয়েছে। অতএব খ্রীষ্টকেও যখন ক্রুসে চড়ানো হয়েছিল, তখন যে দেহে খ্রীষ্টের আত্মা প্রবেশ করেছিলেন তাকেই এই দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল। খ্রীষ্টের পবিত্র আত্মা তো দুঃখ সহ্য করতে পারে না। তাই খ্রীষ্ট হলেন ফাদার। মাতা আসবে কোথা থেকে! তখন মেরীকে মাদার বানিয়ে দিয়েছে। দেখানো হয়েছে মেরী কুমারী ছিল তার দ্বারা খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছে। এইসব শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত। দেখানো হয়েছে না যে কুম্ভী কুমারী কন্যা ছিল, কর্ণের জন্ম দিয়েছিল। এইসব হল দিব্য দৃষ্টির কথা। কিন্তু তারা কপি করে দিয়েছে। অতএব এখানে যেমন ব্রহ্মা হলেন মাদার। মুখের দ্বারা সন্তানের জন্ম দিয়ে প্রতিপালনের জন্য মাষ্ট্রাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। খ্রীষ্ট প্রবেশ করে ধর্মের স্থাপনা করেন। তাদেরকে বলা হবে খ্রীষ্টের মুখ বংশী ভাই ও বোন। খ্রীষ্টানদের প্রজাপিতা হয়ে গেলো খ্রীষ্ট। যার মধ্যে প্রবেশ করে সন্তান জন্ম হয় সে হলো মাতা। পরে প্রতিপালনের জন্য মেরীকে দিয়েছে, তারা মেরীকে মাতা রূপে স্বীকার করে নিয়েছে। এখানে তো বাবা বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে মুখ সন্তান রচনা করি। তাই তাতে এই মাষ্ট্রাও মুখ সন্তান হলেন। এ হল ডিটেলে বুঝবার কথা।

দ্বিতীয়তঃ - বাবা বোঝাচ্ছেন আজ একটি পার্টি আবুতে আসবে - ভেজিটেরিয়ানের (নিরামিষাশী হওয়ার) প্রচার করতে। তাই তাদের বোঝাতে হবে অসীম জগতের পিতা এখন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন যারা পাঙ্কা ভেজিটেরিয়ান (নিরামিষাশী) ছিল। অন্য কোনও ধর্ম এতখানি ভেজিটেরিয়ান হয় না। এখন বলা হবে বৈষ্ণব হওয়ার কতখানি লাভ। কিন্তু সবাই তো হবে না কারণ সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। (অভ্যস্ত হয়ে গেছে) ছাড়া কঠিন হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বোঝাতে হবে যে অসীম জগতের পিতা হেভেন স্থাপন করেছেন, সেখানে সবাই বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুর বংশাবলী ছিল। দেবতারা ভাইসলেস অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। আজকাল ভেজিটেরিয়ানরাও পতিত। খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিল। এমন এমন কথা বলে বোঝাতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা ব্যতীত এমন কোনও মানুষ নেই যে জানে যে স্বর্গ কি? কবে

স্থাপন হয়েছে? সেখানে কারা রাজত্ব করেছে? লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যদিও যায়, ব্রহ্মাবাবাও যেতেন কিন্তু এই কথা জানতেন না যে স্বর্গে এনাদের রাজত্ব থাকে। শুধুমাত্র মহিমা গান করে কিন্তু কে তাদেরকে রাজ্য প্রদান করেছে, সে কথা জানেনা। এখনও পর্যন্ত অনেক মন্দির নির্মাণ করে কারণ তারা ভাবে লক্ষ্মী এত ধন দিয়েছেন তাই দীপমালায় ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মীর পূজা করে। এই মন্দির নির্মাণকারীদেরও বোঝানো উচিত। যেমন ফরেনাররা যারা ভারতে আসে তাদেরকে ভারতের মহিমা বলা উচিত যে খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত এমন ভেজিটেরিয়ান ছিল, তেমন আর কেউ হতে পারে না। তাদের অনেক শক্তি ছিল। গড গডেসের রাজত্ব বলা হয়। এখন সেই রাজ্য পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। এ হল সেই সময়। শঙ্করের দ্বারা বিনাশ হবে সে কথাও গায়নে আছে, পরে বিষ্ণুর রাজ্য হবে। পিতার কাছে স্বর্গের বর্সা নিতে হলে এসে প্রাপ্ত করতে পারো। রমেশ ঊষা দুইজনেরই সার্ভিস করার অনেক শখ আছে। এরা ওয়ান্ডারফুল যুগল, খুব সার্ভিসেবল। দেখো নতুনরা এসে পুরানোদের চেয়েও এগিয়ে যায়। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন, কিন্তু কোনোরকম বিকারের নেশা থাকলে মায়া এগোতে দেয় না। কারো কাম বিকারের অল্প অংশ থাকে, কারোর ক্রোধের অংশ থাকে। পরিপূর্ণ তো কেউই হয়নি। সবাই তৈরী হচ্ছে। মায়াও ভিতরে ভিতরে কাটতে থাকে। যখন থেকে রাবণের রাজ্য আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে এই মায়া রূপী ইঁদুর কাটতে আরম্ভ করেছে। এখন তো ভারত একেবারে কাঙাল হয়ে পড়েছে। মায়া সবাইকে পাথরবুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে। ভালো ভালো বাচ্চাদেরও মায়া এমন ভাবে ঘিরে নেয় যে তারা জানতেও পারে না যে তাদের কদম পিছনে যাচ্ছে কীভাবে। তখন সঞ্জীবনী বুটির দ্বারা জাগ্রত করা হয়। ক্রোধও এমনই দুঃখদায়ী। নিজেকেও দুঃখী করে, অন্যকেও দুঃখী করে। কারো মধ্যে গুপ্তরূপে, কারো মধ্যে প্রত্যক্ষ রূপে রয়েছে। যতই বোঝাও, বুঝবে না। এখন নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবছে। পরে অনুশোচনা করতে হবে। কল্প-কল্পের দাগ লেগে যাবে। শ্রীমৎ অনুসরণ করলে লাভও অনেক। নাহলে ক্ষতি অনেক হবে। দুটি মতই প্রসিদ্ধ। শ্রীমৎ এবং ব্রহ্মা মত। তারা বলে ব্রহ্মাও যদি নেমে আসেন তবুও মানবে না.... শ্রীকৃষ্ণের নাম নেয় না। এখন তো পরমপিতা পরমাত্মা নিজেই মত দিচ্ছেন। ব্রহ্মাও তাঁর থেকে মত প্রাপ্ত করেন। বাচ্চাদের প্রতি পিতার অনেক স্নেহ আছে। বাচ্চাদের মাথায় তুলে রাখেন। বাবার মুখ্য লক্ষ্য হল বাচ্চার উঁচু স্থান অর্জন করুক তাতে বংশের নাম প্রখ্যাত হোক। কিন্তু বাচ্চা না বাবার কথা শোনে, না দাদার কথাও শুনবে না অর্থাৎ তাহলে সে বড় মায়ের কথাও শুনবে না। সেই বাচ্চার কি অবস্থা হবে! বলার কথা নয়। বাকি সার্ভিসেবল বাচ্চারা তো বাপদাদার হৃদয়ে স্থান অর্জন করে। বাবা স্বয়ং তাদের মহিমা গান করেন। তাই তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, এই ভারতে বিষ্ণুর বংশীদের রাজত্ব ছিল যা পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। এখন বাবা এই ভারতকে বিষ্ণুপুরী বানাচ্ছেন।

তোমাদের অনেক নেশা থাকা উচিত। তারা তো এই সুযোগে নিজেদের নাম বিখ্যাত করার জন্য মাথা ঠুকতে থাকে। খরচ তো গভর্নমেন্টের থেকেই পেয়ে যায়। সল্যাসীদের অনেক অর্থ প্রাপ্ত হয়। এখন তো বলে তারা ভারতের প্রাচীন যোগ শেখাবে, সাথে সাথেই মানুষ তার জন্য তৎক্ষণাৎ অর্থ ব্যয় করতেও প্রস্তুত। বাবার তো কোনও অর্থ বা ধনের দরকার নেই। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ দুনিয়াকে সাহায্য করেন ভোলা ভাগুরী, সাহায্য প্রাপ্ত হয় বাচ্চাদের। সাহসী বাচ্চাদের সাহায্য করেন বাবা। যখন কেউ বাইরে থেকে আসে তখন তারা অভ্যস্ত থাকে, ভাবে আশ্রমে কিছু দান করতে হবে। কিন্তু তোমাদের বলতে হবে কেন দাও? জ্ঞান তো কিছুই শোনেনি। কিছুই জানেনা। আমরা বীজ বপণ করি স্বর্গে ফল প্রাপ্ত হবে, এই কথাও তখন জানবে যখন জ্ঞান শুনবে। এমন কোটি মানুষ আসবে। এটাই ভালো যে বাবা গুপ্ত রূপে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপে এলে তো বালির মতো একত্রিত হয়ে যাবে, সংযুক্ত হয়ে যাবে, কেউ ঘরে বসতে পারবে না। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। এই কথাটি ভুলবে না। বাবার হৃদয়ে আছে যে বাচ্চারা যেন সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্ত করে। স্বর্গে তো অনেক আসবে, কিন্তু সাহস করে উঁচু পদ তারাই পাবে কোটিতে কেউ কেউ। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১৫-০৬-১৯৬৮

পাস্টে যা হয়ে গেছে সেসব রিভাইজ করলে যাদের দুর্বল হৃদয় তাদের হৃদয়ের দুর্বলতাও রিভাইজ হয়ে যায় তাই বাচ্চাদেরকে ড্রামার পয়েন্টে স্থির করা হয়েছে। মুখ্য লাভ হয়ই স্মরণের দ্বারা। স্মরণের দ্বারাই আয়ু বৃদ্ধি পায়। ড্রামাকে যদি বাচ্চারা বুঝে নেয় তো কখনও চিন্তা থাকবে না। ড্রামায় এই সময় জ্ঞান শেখার এবং শেখানোর পার্ট চলছে। পরে এই পার্ট বন্ধ হয়ে যাবে। না বাবার পার্ট থাকবে, না আমাদের পার্ট থাকবে। না তাঁর জ্ঞান প্রদানের পার্ট থাকবে, না আমাদের জ্ঞান অর্জনের পার্ট থাকবে। অর্থাৎ এক সমান হয়ে যাবে তাইনা। আমাদের পার্ট নতুন দুনিয়ায় হয়ে যাবে। শিববাবার পার্ট হয়ে যাবে শান্তিধামে। পার্টের রীল ভরা আছে তাইনা, আমাদের প্রারব্ধের পার্ট, বাবার শান্তিধামের পার্ট। দেওয়ার

এবং নেওয়ার পাট পূর্ণ হয়েছে, ড্রামা পূর্ণ হয়েছে। পুনরায় আমরা রাজত্ব করতে আসবো, সেই পাট চেঞ্জ হবে। জ্ঞান স্টপ হয়ে যাবে। আমরা সেই রূপে পরিণত হয়ে যাবো। পাট সম্পূর্ণ হয়ে যায় আর কিছু তফাৎ থাকে না। বাচ্চাদের সঙ্গে বাবার পাটও থাকবে না। বাচ্চারা পুরোপুরি জ্ঞান প্রাপ্ত করে। তখন তাঁর কাছে আর কিছু থাকে না। না দাতার কাছে দেওয়ার কিছু থাকে, না প্রাপ্তকারীর অপ্রাপ্তি কিছু থাকে, তখন দুইজনেই সমান হয়ে যায়। এতেই বিচার সাগর মন্থন করার বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। বিশেষ পুরুষার্থ হল স্মরণের যাত্রা। বাবা বসে বোঝান। মুখে বলতে গেলে তো সেটা স্থূল হয়ে যায়, কিন্তু বুদ্ধিতে তো সূক্ষ্ম তাইনা। ভিতরে ভিতরে জানে যে শিব বাবার রূপ কেমন। বোঝাতে গেলে স্থূল রূপ হয়ে যায়। ভক্তি মার্গে বিশাল লিঙ্গ রূপ বানিয়ে দিয়েছে। আত্মা তো হল সূক্ষ্ম তাইনা। এ হল প্রকৃতি। অন্ত কোথায় পাবে? পরে বলে দেয় অন্তহীন। বাবা বুঝিয়েছেন সম্পূর্ণ পাট আত্মায় ভরা আছে। এ হল প্রকৃতি। অন্ত পাওয়া যাবে না। সৃষ্টি চক্রের অন্ত তো পাওয়া যায়। রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তকে তোমরা জানো। বাবা হলেন নলেজফুল। তবুও আমরা ফুল (ভরপুর) হয়ে যাবো, পাওয়ার জন্য কিছু বাকি থাকবে না। শিববাবা এনার (ব্রহ্মা বাবার) মধ্যে প্রবেশ করে পড়ান। উনি হলেন বিন্দু স্বরূপ। আত্মা বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে খুশীর অনুভব হয় না। পরিশ্রম করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। শিববাবা বলেন আমার জ্ঞান বন্ধ হলে তোমরাও জ্ঞান বন্ধ হয়ে যাবে। নলেজ প্রাপ্ত করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। সর্ব প্রাপ্তি হওয়ার পরেও পিতা তো হলেন পিতা, তাইনা। তোমরা আত্মারা, আত্মাই থাকবে, পিতা রূপে থাকবে না। এ হল জ্ঞান। পিতা সর্বদা থাকেন পিতা, সন্তানরা সর্বদা সন্তান। এইসব হল বিচার সাগর মন্থন করে গভীরে যাওয়ার বিষয়। এই কথাও জানে যে, সবাইকেই যেতে হবে। সবাই ফিরে যাবে। আত্মারা গিয়ে বাস করবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো শেষ হবেই, এতে নির্ভয় থাকতে হবে। পুরুষার্থ করতে হবে, নির্ভীক থাকার জন্য। শরীরের বোধ যেন না আসে, সেই অবস্থায় স্থির হতে হবে। বাবা নিজ সম করে তোলেন, তোমরা বাচ্চারাও নিজ সম বানাতে থাকো। এক পিতার স্মরণ যেন থাকে এমন পুরুষার্থ করতে হবে। এখন সময় আছে। এই রিহার্সাল তীর গতিতে করতে হবে। প্র্যাক্টিস না থাকলে থেমে যাবে। পা দুটি এগোবে না হঠাৎ হার্ট ফেল হবে। তমোপ্রধান শরীরের হার্টফেল হতে দেরি লাগে না। যত অশরীরী হতে থাকবে, বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে ততো কাছে আসতে থাকবে। যোগ যুক্ত থাকে যারা তারাই নির্ভয়ে থাকবে। যোগের দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়। বাচ্চাদের চাই শক্তি। অতএব শক্তি প্রাপ্তির জন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জেন। উনি কখনও পেশেন্ট হবেন না। এখন বাবা বলেন তোমরা নিজের অবিনাশী ওষুধ সেবন করতে থাকো। বাবা এমন সঞ্জীবনী বুটি দেন যে কেউ কখনও অসুস্থ হবে না। কেবল পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে। দেবতারা সর্বদা নিরোগী পবিত্র থাকে, তাইনা। বাচ্চাদের এই দৃঢ়নিশ্চয় তো অবশ্যই হয়েছে আমরা কল্প কল্প বর্ষা প্রাপ্ত করেছি। অসংখ্য বার বাবা এসেছেন, যেমন বর্তমানে এসেছেন। বাবা যা শেখান, যা বুঝিয়ে বলেন তারই নাম রাজযোগ। ওই গীতা ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মার্গের। এই জ্ঞান মার্গের কথা একমাত্র বাবা বলে দেন। বাবা এসে নীচের থেকে উপরে উঠিয়ে দেন। যারা পাক্কা নিশ্চয় বুদ্ধি হয় তারাই মালার দানা হয়। বাচ্চারা বুঝেছে ভক্তি করতে করতে আমরা নীচে নেমেছি। এখন বাবা এসে প্রকৃত সত্য উপার্জন করচ্ছেন। লৌকিক পিতা এতখানি উপার্জন করান না যত পারলৌকিক পিতা করান। আচ্ছা - বাচ্চাদের গুড নাইট এবং নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সার্ভিসেবল হওয়ার জন্য বিকারের অংশ গুলিকে সমাপ্ত করতে হবে। সার্ভিসের প্রতি উৎসাহিত থাকতে হবে।

২) আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, শ্রীমৎ অনুসারে ভারতকে বিষ্ণুপুরী বানাচ্ছি, যেখানে সবাই পাক্কা বৈষ্ণব হবে এই নেশায় থাকতে হবে।

বরদান:- দুঃখের চক্র থেকে সদা মুক্ত থাকতে আর সবাইকে মুক্ত করতে সক্ষম স্বদর্শন চক্রধারী ভব
যে বাচ্চারা কর্মেন্দ্রিয়ের বশে বশীভূত হয়ে বলে যে, আজ মুখ বা দৃষ্টি ধোঁকা দিয়েছে, তো ধোঁকা খাওয়া অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি হওয়া। দুনিয়ার মানুষ বলে - আমরা তো চাইনি কিন্তু চক্রে ফেঁসে গেছি। কিন্তু যারা স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চা তারা কখনও কোনও ধোঁকার চক্রে পড়তে পারে না। তারা তো দুঃখের চক্র থেকে মুক্ত থেকে অন্যদের মুক্ত করতে সাহায্য করে, মালিক হয়ে সর্ব কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করায়।

স্লোগান:- অকাল তখতে আসীন হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠ গৌরবে থাকো তাহলে কখনই অস্থির অনুভব হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার মাধ্যমে বাবার লীলা অর্থাৎ অনন্ত এই ড্রামার আদি মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান পেয়েছো।
তোমরা জানো যে এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, আমরা সকলে ঘরে ফিরে চলছি"

*প্রশ্ন:- নিজেকে বাবার কাছে রেজিস্টার করাতে হলে কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে?

*উত্তর:- বাবার কাছে রেজিস্টার হওয়ার জন্য ১ - বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে। ২ - নিজের সর্বস্ব ভারতকে স্বর্গ করে গড়ে তোলার সেবায় সফল করতে হবে। ৩ - সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে এবং তারপর তা হয়েও দেখাতে হবে। এমন বাচ্চাদের নাম সর্বশক্তিমান সরকারের রেজিস্টারে নিয়তই এসে যাবে। তাদের এই নেশা থাকে যে তারা ভারতকে স্বর্গ অর্থাৎ রাজস্বান করে তুলছে। আমরা ভারতের সেবার জন্য বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিই।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি। যাঁর মহিমা কীর্তনে এই গান রচনা হয়েছে, তিনিই বসে নিজের রচনার মহিমা শোনাচ্ছেন। একেই লীলা বলা হয়ে থাকে। লীলা বলা হয় নাটককে আর মহিমা হয় গুণবান ব্যক্তির। সুতরাং তাঁর মহিমা সবথেকে ভিন্ন। মানুষ তো তা জানেই না। বাচ্চারা জানে যে সেই পরমপিতা পরমাত্মারই এত মহিমা গায়ন রয়েছে। তাঁরই শিব জয়ন্তী আসতে চলেছে। শিব জয়ন্তীর জন্য এই গীত অতি সুন্দর। বাচ্চারা তোমরা তাঁর লীলা এবং তাঁর মহিমা দুইই জানো, এ তো তাঁরই লীলা। একে আবার নাটকও (ড্রামা) বলা হয়। বাবা বলেন - দেবতাদের থেকেও আমার এই লীলা ভিন্ন। প্রত্যেকের লীলা পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। ঠিক যেমনভাবে গভর্নমেন্টে প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদা এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদা পৃথক পৃথক হয়। যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হতেন, তবে তো সকলেরই অ্যাক্ট (ভূমিকা) একই হয়ে যেত। তাকে সর্বব্যাপী বলার জন্যই ক্ষুধার্ত হয়েছে। কোনো মানুষ না বাবাকে জানে, আর না বাবার অসীম অনন্ত মহিমাকে জানে। যতদিন পর্যন্ত তারা বাবা কি জানবে না ততদিন পর্যন্ত তারা তাঁর রচনাকেও জানতে পারবে না। বাচ্চারা এখন তোমরা সেই রচনা কেউ জেনেছো। ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টলোক এবং মনুষ্যসৃষ্টির এই চক্র বুদ্ধিতে আবর্তিত হতে থাকে। এ হলো লীলা অর্থাৎ রচনার আদি মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান। এই সময় জগতের মানুষ নাস্তিক হয়ে আছে। তারা কিছুই জানেনা অথচ আশাটে গল্প বলে দিতে থাকে। সাধু ব্যক্তিরও সভা কনফারেন্স ইত্যাদি করতে থাকেন, বেচারারা এটাও জানে না যে এখন এই অনন্তের নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন যখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে তখন তারা তার কিছু ইঙ্গিত পায়। এখন সকলেই বলে যে রাম রাজস্ব চাই। খ্রীস্টানদের রাজস্বের সময় কেউ এমন বলত না যে নতুন ভারত চাই। এখন সমগ্র দুনিয়া দুঃখময়। তাই সকলেই আর্তনাদ করছে যে, হে প্রভু দুঃখ থেকে মুক্ত করো। কলিযুগের অন্তিমকাল অবশ্যই অত্যধিক দুঃখময় হয়ে উঠবে। দিন দিন দুঃখের বৃদ্ধি হতেই থাকবে। ওরা ভাবে যে সকলেই নিজ নিজ রাজ্যে রাজস্ব করতে থাকবে। কিন্তু এই মহাবিনাশ যে অবশ্যস্বাবী, তা কেউ জানে না।

বাচ্চারা তোমরা অত্যন্ত আনন্দে থাকবে। তোমরা যে কাউকে এটা বলতে পারো যে, অসীম অনন্তের পিতা এই স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং তাঁর বাচ্চাদেরও স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ ভারতবাসী এই কারণেই তাঁকে স্মরণ করে। তারা ভক্তি করে তাই ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, শ্রীকৃষ্ণপুরীকে স্বর্গ বলে মনে করে তাই তারা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যেতে চায়। কিন্তু তারা জানেনা যে সত্য যুগেই শ্রীকৃষ্ণের রাজস্ব ছিল। পুনরায় এই কলিযুগ সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এরপর যখন সত্যযুগ আসবে তখন আবার শ্রীকৃষ্ণের রাজস্ব শুরু হবে। সকলেই জানেন যে সকলে শিব পরমাত্মার সন্তান। সুতরাং পরমাত্মা যখন নতুন সৃষ্টির রচনা করবেন, তা অবশ্যই ব্রহ্মা বাবার মুখ দ্বারা রচনা করবেন। ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী অবশ্যই ব্রাহ্মণ কুলভূষণ হবে এবং তা হবে এই সঙ্গমযুগে। সঙ্গম যুগ হলো কল্যাণকারী যুগ, কারণ এই সময়ে পরমাত্মা এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন। এখন আমরা সকলে হলাম ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। এখন তোমরা বলবে যে - পরমাত্মা ব্রহ্মাবাবার শরীরে প্রবেশ করে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন - এটা আমরা কি করে মেনে নেব? যখন তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী হয়ে রাজযোগ শিখবে, তখন আপনা থেকেই তোমাদের এই অনুভব হয়ে যাবে। এখানে কোনো নকল অথবা অঙ্ক শ্রদ্ধার কোনো বিষয় নেই। সমগ্র জগতে অঙ্ক শ্রদ্ধা রয়েছে, বিশেষতঃ ভারতে মূর্তি পূজা বহুল প্রচলিত। ভারতকে মূর্তির আলয় বলা হয়। ব্রহ্মাকে চতুর্ভুজ দেখানো হয়। তা কি করে সম্ভব? তবে হ্যাঁ, ব্রহ্মার অনেক সন্তান আছে। বিষ্ণুর যখন চতুর্ভুজ দেখানো হয়, তার মধ্যে ২ ভুজ লক্ষ্মীর আর ২ ভুজ নারায়ণের। ঠিক সেইভাবে

ব্রহ্মারও অনেক সন্তান। ভেবে দেখা যদি ৪ কোটি সন্তান হয়, তাহলে ব্রহ্মার ৮ কোটি ভূজ হবে। কিন্তু তা হয় না। অনেক প্রজা হবে। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বাবা এসে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দেন। তারা তো বুঝতে পারে না যে শেষে কি হবে, তাই নানান রকমের কত পরিকল্পনা করতে থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের জন্য বাবার শুধু একটাই পরিকল্পনা আছে। আর এখন এই রাজধানীও স্থাপন হচ্ছে। যে যত পরিশ্রম করে নিজের মত অন্যদেরকে তৈরি করতে পারবে সে ততই উচ্চ পদ লাভ করবে। বাবাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ, আনন্দে পরিপূর্ণ, করুণাময় বলা হয়। বাবা বলেন যে - এই ড্রামাতে আমারও পাট আছে, এখন মায়া সকলের প্রতি অত্যাচার করছে, আমি এসে তাদেরকে দয়া করি, বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি রাজযোগও শেখাই, সৃষ্টি চক্রের এই রহস্য আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিই। যে জ্ঞানে পরিপূর্ণ তাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা তা জানো আর অন্যদেরকে তা বোঝাতেও পারো। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপারই নেই। আমরা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে মানি। সবার প্রথমে তাঁর মহিমা কীর্তন করা উচিত, তিনি এসে রাজযোগের দ্বারা স্বর্গের রচনা করেন। অতঃপর স্বর্গবাসীদের মহিমা কীর্তন করা উচিত। ভারত ছিল স্বর্গ তাই সকলেই সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। এ হলো ৫ হাজার বছরের কথা। পরমাত্মার মহিমা সবার থেকে পৃথক, তার পরেই আসে দেবতাদের মহিমা। এতে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। এখানে তো সকলেই বাবার সন্তান। কেউ ফলোয়ার্স (অনুসরণকারী) নয়, এতো তাঁরই পরিবার, আমরা সকলে ঈশ্বরের পরিবারের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে সকল আত্মারাই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান সুতরাং এতো এক বৃহৎ পরিবার। তিনি নিরাকার কিন্তু সাকারে আসেন। এখন এ হলো এক অসাধারণ পরিবার, এতে সন্দেহের কোনো ব্যাপার নেই। সকলেই শিবের সন্তান, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানের কথাও পুরাণে উল্লেখিত আছে। আমরা সকলে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী, এখন এক নতুন সৃষ্টি স্থাপিত হচ্ছে, পুরাতন সৃষ্টি আমাদের সামনেই রয়েছে। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে, ব্রহ্মা বংশী না হলে, শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। ব্রহ্মার কাছে এই জ্ঞান নেই। জ্ঞানের সাগর হলেন শিববাবা, তার কাছ থেকেই আমরা উত্তরাধিকার পেয়ে থাকি, আমরা হলাম মুখ বংশাবলী, সকলেই এখন রাজযোগ শিখছে। আমাদের সবাইকে যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন শিব বাবা, তিনি এই ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে আমাদেরকে পড়ান। যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা ব্যক্তরূপে ছিলেন, তিনি যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান তখন তিনি ফরিস্তা হয়ে যান। সূক্ষ্মবতনে কোনো হাড়-মাংসের ব্যাপার নেই, সূক্ষ্মবতনবাসীদেরকে ফরিস্তা বলা হয়ে থাকে। কিছু বাচ্চারা তা সাক্ষাৎকার করেছে। বাবা বলেন ভক্তি মার্গে স্বল্পকালের সুখও তোমরা আমার দ্বারাই পেয়ে থাকো। আমিই একমাত্র দাতা, তাই ওরা ঈশ্বর অর্পণ করে থাকে। ওরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তার ফল প্রদান করেন, সাধুসন্তদের কেউ নাম নেয় না কারণ তারা জানে যে দেবেন তো একমাত্র বাবাই। তিনি অন্য কাউকে সেই কাজের নিমিত্ত করতে পারেন তার মহিমা বৃদ্ধি করানোর জন্য। কিন্তু সে সবই হল স্বল্পকালের সুখ। কিন্তু এ হল অনন্ত সুখ। যখন নতুন নতুন বাচ্চারা আসে তখন তারা ভাবে - যে পথে তারা এতদিন ছিল, সেই মতাদর্শীদের এখন আমরা এই জ্ঞান বোঝাবো। এখন তো সকলেই মায়ার দেখানো মত অনুযায়ী চলছে। এখানে তোমরা ঈশ্বরীয় মতাদর্শ প্রাপ্ত করো। অর্ধেক কল্প ধরে এই মতই চলে, কারণ সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগে আমরা এই ঈশ্বরীয় মতে চলার প্রলব্ধ ভোগ করি। যেহেতু ওখানে মায়া থাকে না তাই সেখানে কোনো উল্টোপাল্টা মতও থাকে না। তার পরবর্তীকালে উল্টো মত এর যাত্রা শুরু হয়। এখন বাবা আমাদেরকে তাঁর সমান তাঁর মতো করে ত্রিকালদর্শী ত্রিলোকীনাথ বানিয়ে তুলছেন। প্রথমে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হই, তারপর সৃষ্টির মালিকও আমরাই হই। বাবা তাঁর বাচ্চাদের মহিমা, নিজের থেকেও অনেক উঁচুতে দেখিয়েছেন। সমগ্র সৃষ্টিতে এমন বাবা কেউ কখনো দেখেনি, যিনি বাচ্চাদের প্রতি এত যত্ন এত পরিশ্রম করেন আর তারপর তাদেরকে নিজের থেকেও এত মহান করে গড়ে তোলেন! তিনি বলেন - বাচ্চারা, এই সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব আমি ভোগ করবো না, এ আমি তোমাদেরকেই দিলাম। এছাড়া দিব্যদৃষ্টির চাবি আমি নিজের হাতেই রাখছি। ভক্তি মার্গেও এটি আমার কাজে আসে। এখনো আমি তোমাদেরকে ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার করিয়ে থাকি, যাতে তোমরা এই ব্রহ্মার কাছে এসে রাজযোগ শিখে ভবিষ্যতের রাজকুমার হতে পারো। এই সাক্ষাৎকার বহু জনই করেছে। প্রিন্সদের সকলেরই রাজমুকুট থাকে। তাই বাচ্চারা এটা বুঝতে পারে না যে সূর্যবংশী রাজকুমার নাকি চন্দ্রবংশী রাজকুমারের সাক্ষাৎকার হলো। যে বাচ্চারা বাবার হয়ে গিয়েছে, তারা তো রাজকুমার রাজকুমারী অবশ্যই হবে - কেউ আগে আর কেউ পরে। যদি ভালোভাবে পুরুষার্থ করে, তাহলে সে সূর্যবংশী রাজকুমার হবে, নাহলে চন্দ্রবংশী রাজকুমার হবে। সুতরাং শুধু রাজকুমারকে দেখে আনন্দিত হয়ে যেও না। এ সবই পুরুষার্থের উপরে নির্ভর করেছে। বাবা সমস্ত বিষয়টাই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন, এতে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। এ হল ঈশ্বরীয় পরিবার। এই হিসেব অনুযায়ী তো ওরাও ঈশ্বরীয় সন্তান কিন্তু ওরা কলিযুগে বাস করছে আর তোমরা সঙ্গম যুগে রয়েছে। যে কারোর কাছেই যাওনা কেন তাকে বলা যে - আমরা হলাম শিববংশী। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণেরাই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। কাউকে আবার ভালো করে বোঝানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। ৫০ - ১০০ জনকে বোঝানো হলে তাদের মধ্যে হয়তো একজন আসবে। যাদের ভাগ্যে রয়েছে তারাই কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকেও বেরিয়ে আসবে। নিজের মতো কাউকে বানাতে টাইম লাগে। কিন্তু ধনী ব্যক্তির

আওয়াজ অনেককে প্রভাবিত করে। যখন তোমরা কোনো মিনিষ্টারের কাছে যাও তখন প্রথমেই তারা জিজ্ঞাসা করে - আপনাদের কাছে কি অন্য মন্ত্রীরা আসেন? যখন তোমরা জানাবে যে হ্যাঁ অন্য মন্ত্রীরাও আসেন তবে এরা বলবে যে, ঠিক আছে তবে আমরাও যাব।

বাবা বলেন যে, আমি অতি সাধারণ তাই ধনী ব্যক্তিরা খুব কমই আসেন। তারা আসবে অবশ্যই কিন্তু অন্তিম সময়ে। বাচ্চারা তোমাদের খুব নেশায় থাকতে হবে। ওদেরকে বোঝাতে হবে যে, আমরা তো তন-মন-ধন দ্বারা ভারতের সেবা করছি। তোমরা এই ভারতের সেবা করার জন্যই তো সমর্পিত (বলি চড়েছো) হয়েছো, তাই না। এমন ফেল্যানথ্রফিস্ট (পরোপকারী) আর কেউ হয় না। ওরা টাকা পয়সা সম্বল করে ঘরবাড়ি ইত্যাদি তৈরি করতে থাকে, অন্তিমে এই সমস্ত কিছু ধুলায় মিশে যাবে। তোমাদেরকে তোমাদের সর্বস্ব বাবার কাছে সমর্পণ করতে হবে। ভারতকে স্বর্গ করে গড়ে তোলার এই সেবাতে সবকিছু স্বাহা করতে হবে। তাই উত্তরাধিকার তোমরাই পাবে। তোমরা এই নেশায় মগ্ন হয়ে আছো যে আমরা সেই এক সর্বশক্তিমান এর সন্তান। আমরা সবাই তাঁর কাছে রেজিস্টার হয়ে গিয়েছি। বাবার কাছে রেজিস্টার হতে অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন। যখন সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে আর তা হয়েও দেখাবে তবেই বাবা তাকে রেজিস্টার করেন। বাচ্চাদের এই নেশা থাকতে হবে যে আমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি অর্থাৎ রাজস্থান গড়ে তুলছি আর তারপর তাতেই রাজত্ব করবো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমরা সবাই ঈশ্বরীয় পরিবারের ঈশ্বরীয় সন্তান। এই আত্মিক নেশায় থাকতে হবে যে আমরা এখন ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করছি, উল্টো মতে কখনো চলো না।

২) ভারতের সেবা করার জন্য ব্রহ্মাবাবার মতো তোমাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে। ভারতকে স্বর্গ করে গড়ে তোলার জন্য তোমাদের তন-মন-ধন কাজে লাগিয়ে তা সফল করে তুলতে হবে। সম্পূর্ণ দানী হতে হবে।

বরদানঃ:- পরমাত্ম ভালোবাসার ছত্রছায়ায় সদা সেফ (সুরক্ষিত) থেকে দুঃখের ঢেউ থেকে মুক্ত ভব পদ্মফুল যেমন পাঁকে থেকেও তার থেকে পৃথক হয়ে থাকে, আর যতটা পৃথক হয়ে থাকে ততই সকলের প্রিয় হয়ে থাকে। ঠিক তেমনভাবে বাচ্চারা তোমরাও এই দুঃখের সংসার থেকে পৃথক হয়ে বাবার প্রিয় হয়ে গেছো, এই পরমাত্ম ভালোবাসা তোমাদের ছত্রছায়া হয়ে গেছে। আর যার উপরে পরমাত্ম ভালোবাসার ছত্রছায়া রয়েছে, তার কি কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে! সেই কারণেই এই নেশায় থাকো যে, আমরা পরমাত্ম ছত্রছায়ায় নিচে রয়েছি, দুঃখের কোনো ঢেউ আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

স্লোগানঃ:- যে নিজের শ্রেষ্ঠ চরিত্রের দ্বারা বাপদাদা তথা ব্রাহ্মণ বংশের নাম উজ্জ্বল করে সে-ই হলো বংশের প্রদীপ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নিশ্চয়বুদ্ধি ভব, অমর ভব"

আজ বাপদাদা অতি স্নেহী আত্মাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন, যারা আদি থেকে যন্তু স্থাপনের সহযোগী হয়েছে, বিভিন্ন রকমে আসা বিভিন্ন সমস্যার পেপারে নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী হয়ে সেসব পার করেছে এবং আদি থেকে যারা স্নেহী, সহযোগী, অটল, অনড় থেকেছে। নিশ্চয়ের সাবজেক্টে পাস করে অগ্রচালিত হওয়া বাচ্চাদের কাছে এসেছেন। এই নিশ্চয় পুরানো এই জীবনে এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও সদাসর্বদা বিজয়ের অনুভব করাতে থাকবে। 'নিশ্চয়'-এর এবং 'অমর ভব'-র বরদান সদা তোমাদের সাথে থাকে। যারা বহুকালের অনুভাবী অভিজ্ঞ আত্মা, তাদের স্মরণ আর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, আজ বিশেষভাবে বাবা এসেছেন। নিশ্চয়ের জন্য অভিনন্দন!

একদিকে যন্তু অর্থাৎ পাণ্ডবদের দুর্গের যে ভিত অর্থাৎ ফাউন্ডেশন আত্মারা আছে তারাও সবাই সামনে রয়েছে এবং অপরদিকে, তোমরা অনুভাবী আদি আত্মারা পাণ্ডবদের এই দুর্গ-প্রাচীরের প্রথম প্রস্তর (ইঁট)। ফাউন্ডেশনও সামনে আর আদি প্রস্তর, যাদের আধারে এই কেলাস মজবুত হয়ে বিশ্বের ছত্রছায়া হয়েছে, তারাও সামনে আছে। সুতরাং বাবা যেমন বাচ্চাদের স্নেহে "জী হজুর, হাজির" হয়ে দেখিয়েছেন, সেভাবেই সদা বাপদাদা আর নিমিত্ত আত্মাদের শ্রীমং বা ডিরেকশনে সদা 'জী হাজির' করতে থাকো। কখনও ব্যর্থ মনমত বা পরমত মিলিয়ে দিও না। হাজির হজুরকে জেনে শ্রীমং অনুসারে উড়ে চলো। বুঝেছ? আচ্ছা!

মধুবন নিবাসীদের সেবার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বাপদাদা বলেন -

আচ্ছা, বিশেষ মধুবন নিবাসীদের অনেক অনেক অভিনন্দন। সারা সীজন নিজের মধুরতা আর অক্লান্ত সেবার দ্বারা সকলের সেবার নিমিত্ত হয়েছে। সুতরাং সবার আগে পুরো সীজনে নিমিত্ত সেবাধারী বিশেষ মধুবন নিবাসীদের অনেক অভিনন্দন। মধুবন তো মধুই অর্থাৎ মধুরতা। তাইতো মধুরতা সবাইকে বাবার স্নেহে নিয়ে আসে, সেইজন্য তারা হলে বসে থাক বা চলে যাক কিন্তু সবাইকে বিশেষভাবে একেকটা ডিপার্টমেন্টকে তাদের সেবার জন্য বাপদাদা বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন "সদা অক্লান্ত ভব, মধুর ভব"-র বরদানের সাথে অগ্রচালিত হয়ে উড়ে চলো।

"অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎ" —

১) অসতর্কতা দুর্বলতা নিয়ে আসে, সেইজন্য অ্যালাট থাকো

সবাই তোমরা সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা তো না! সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব কী যা কোনও যুগে নেই? সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব হলো এক তো প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়, আর একের পদম্ গুন প্রাপ্তির অনুভব এই জন্মেই হয়। প্রত্যক্ষ ফলের প্রাপ্তি হয় তো না। যদি এক সেকেন্ডও সাহস রাখো তো কত সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়! যদি তোমরা একেজনেরও সেবা করো তাহলে কত খুশির প্রাপ্তি হয়! সুতরাং একের পদম্ গুন প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রত্যক্ষফল এই সঙ্গমে লাভ হয়। তাহলে তাজা ফুট খাওয়া ভালো লাগে, তাই না। সুতরাং তোমরা সবাই প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ তাজা ফল খাও, তাইতো তোমরা শক্তিশালী। দুর্বল নও তো না। সবাই পাওয়ারফুল। দুর্বলতা আসতে দিও না। যখন সুস্থ থাকো, তখন দুর্বলতা আপনা থেকেই শেষ হয়ে যায়। সর্বশক্তিমান বাবা দ্বারা সদা শক্তি প্রাপ্ত হতে থাকে, তাহলে দুর্বল কীভাবে হবে! দুর্বলতা আসতে পারে? ভুল করে কখনো এসে যায় কী? যখন কুস্কর্ণের নিদ্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘুমিয়ে থাকো তখন আসতে পারে, নয়তো আসতে পারে না। তোমরা অ্যালাট তো না। নিষ্ক্রিয় থাকো কী? সবাই অ্যালাট? সদা অ্যালাট আছ? সঙ্গমযুগে তোমরা বাবাকে খুঁজে পেয়েছ তো তোমাদের সবকিছু পাওয়া হয়ে গেছে। সুতরাং অ্যালাটই থাকবে, থাকবে তো না? যার অনেক প্রাপ্তি হতে থাকে সে কত অ্যালাট থাকে! ধারাবাহিক ভাবে যখন বিজনেসম্যানের বিজনেসে প্রাপ্তি হতে থাকে তখন অসাবধান হবে নাকি অ্যালাট হবে? তো এক সেকেন্ডে তোমাদের কত লাভ হয়! সুতরাং নিষ্ক্রিয় কীভাবে হবে? বাবা সর্বশক্তি দিয়ে দিয়েছেন। যখন সর্বশক্তি সাথে আছে তখন নিষ্ক্রিয়তা আসতে পারে না। সদা হুঁশিয়ার, সদা সাবধান থাকো!

ইউ. কে.-র আগতদের বাপদাদা তো বলেনই, ও.কে.। সুতরাং যারা ও.কে. (সম্পূর্ণভাবে ঠিক) হবে তারা যখন অ্যালাট হবে তখন তো ও.কে. হবে, তাই না! ফাউন্ডেশন পাওয়ারফুল, সেইজন্য যে ডালপালাই বের হয়েছে তারাও শক্তিশালী। বাপদাদা, ব্রহ্মা বাবা বিশেষভাবে তাঁদের অন্তর থেকে লন্ডনের প্রথম ফাউন্ডেশন স্থাপন করেন। ব্রহ্মা বাবার বিশেষ প্রিয়। সুতরাং তোমরা প্রত্যক্ষ ফলের সদা অধিকারী আত্মা। কর্ম করার আগে ফল তৈরিই আছে। সেরকমই লাগে তো না। নাকি পরিশ্রম লাগে? নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে ফল খেতে থাকে। ডবল বিদেশিদের ফল ভালো লাগে তো, তাই না। বাপদাদাও ইউ. কে. অর্থাৎ সদা ও. কে. থাকা বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হন। নিজেদের এই টাইটেল সদা স্মরণে রাখো, ও. কে.। এটা কত সুন্দর টাইটেল! সদা সবাই ও.কে. থাকে আর অন্যদেরও নিজের মুখের দ্বারা, বাণী দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা ও.কে. বানায়। এই সেবা করতে হবে, হবে তো না! এটা ভালো, সেবার জন্য তোমাদের বেশ আগ্রহ আছে। যে যেখানে থেকেই এসেছে তোমরা কিন্তু সবাই তীব্র পুরুষার্থী এবং উড্ডতি কলার। সবচাইতে বেশি খুশি কে থাকে? নেশার সাথে বলো, আমি! খুশি ব্যতীত আর আছেই বা কী! 'খুশি' ব্রাহ্মণ জীবনের পৌষ্টিক আহার। বিনা পুষ্টিতে কীভাবে চলবে! তোমরা এগিয়ে চলেছ, কিন্তু পৌষ্টিক আহার আছে, তবেই তো এগিয়ে যাচ্ছ, তাই না। স্থানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখ, আগে 'তিন পা পৃথ্বী' (তিন পা মাপের সমতুল্য জমি) পাওয়াও বড় ব্যাপার ছিল আর এখন কী মনে হয়? সহজ মনে হয়, তাই না। লন্ডন চমৎকার করেছে, করেছে তো না। (এখন ৫০ একর জমি পাওয়া গেছে) যারা অন্যদের সাহস দেয় তারাও ভালো, যারা সাহস রাখে তারাও ভালো। তোমাদের সবার অঙ্গুলি যদি না থাকত তাহলে কীভাবে হতো! সুতরাং ইউ.কে. থেকে যারা, তোমরা প্রত্যেকে লাকি এবং অঙ্গুলি দেওয়ায় বাহাদুর।

২) "নিজের সব দায়িত্ব বাবাকে দিয়ে নিশ্চিত বাদশাহ হও"

সদা নিজেদের নিশ্চিত বাদশাহ অনুভব করো? নাকি কিছু কিছু চিন্তা আছে? কারণ বাবা যখন তোমাদের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন, তাহলে দায়িত্বের চিন্তা কেন? এখন শুধু রেস্পন্সিবিলিটি রয়েছে বাবার সাথে সাথে চলতে থাকার। তারাও বাবার সাথে সাথে আছে, একলা নয়। সুতরাং দুশ্চিন্তা কী আছে? কাল কী হবে সেই দুশ্চিন্তা আছে? জব-এর চিন্তা আছে? দুনিয়ায় কী হবে সেই চিন্তা আছে? কেননা, তোমরা জানো যে, আমাদের জন্য যা হবে ভালো হবে। নিশ্চয় আছে তো না?

দুট নিশ্চয় আছে নাকি কখনো দোলাচলও হয়? যেখানে দুট নিশ্চয় আছে, সেখানে নিশ্চয়ের সাথে বিজয়ও নিশ্চিত। এই নিশ্চয়ও আছে তো না যে, বিজয় হয়েই আছে। নাকি কখনো ভাবো যে, জানি না হবে কি হবে না? কারণ, কল্প কল্পের বিজয়ী তোমরা আর সদা থাকবে, এই স্মারক পূর্ব কল্পের; এখন আবারও দেখছ। এত নিশ্চয় আছে তো না যে, তোমরা কল্প-কল্পের বিজয়ী? এত নিশ্চয় আছে তোমাদের? পূর্ব কল্পেও তোমরাই ছিলে নাকি অন্যরা কেউ ছিল? অতএব, সদা এটাই স্মরণে রাখো, আমরা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন। এমন রত্ন যে রত্নদের বাপদাদাও স্মরণ করেন। এই খুশি আছে তো না? পরমানন্দে থাকো, তাই না। এই অলৌকিক দিব্য শ্রেষ্ঠ জন্মের এবং মধুবন-গৃহে পৌঁছানোর অভিনন্দন।

৩) বাবা আর আমি — এমনভাবে কন্সাইন্ড থাকো যাতে কখনো কেউ আলাদা না করতে পারে

সবাই নিজেকে বাবা আর আমি কন্সাইন্ড - এই রকম অনুভব করো? যে কন্সাইন্ড হয় তাকে কখনো কেউই আলাদা করতে পারে না। তোমরা অনেকবার কন্সাইন্ড থেকেছ, এখনও আছ আর ভবিষ্যতেও সদা থাকবে। কারও শক্তি নেই যে, অনেকবারের কন্সাইন্ড স্বরূপকে আলাদা করতে পারে। সুতরাং ভালোবাসার নিদর্শন কী? (কন্সাইন্ড থাকা) কেননা, শারীরিকভাবে তো অনেক সময় বাধ্য হয়েই কোথাও কোথাও

আলাদা থাকতে হয়। ভালোবাসা থাকলেও কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী কোথাও আলাদা থাকতে হয়, কিন্তু এখানে তো শরীরের বিষয়ই নেই। এক সেকেন্ডে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছাতে পারো! আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সাথে আছে। পরমাত্মা তো যে কোনো কোথাও তাঁর সাথে দায়িত্ব পূরণ করেন এবং প্রত্যেকের সাথে কন্সাইন্ড রূপে প্রীতির ধারা অব্যাহত রাখেন। প্রত্যেকে তোমরা কী বলবে? আমার বাবা। নাকি বলবে তোমার বাবা! তো আমার কেন বলো? অধিকার আছে তবেই তো বলো। ভালোবাসাও আছে আর অধিকারও আছে। যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে অধিকারও থাকে। অধিকারের নেশা আছে তো না? কত বড় অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে! এত বড় অধিকার সত্যযুগেও প্রাপ্ত হবে না। কোনও জন্মে পরমাত্ম-অধিকার প্রাপ্ত হয় না। প্রাপ্তি এখানে। সত্যযুগে প্রালব্ধ থাকে আর প্রাপ্তির সময় এখন। সুতরাং যে সময় প্রাপ্তি হয় সেই সময় কত খুশি হয়! প্রাপ্ত হয়ে গেলে তারপরে তো কমন ব্যাপার হয়ে যায়। কিন্তু যখন প্রাপ্ত হচ্ছে, সেই সময়ের নেশা আর খুশি অলৌকিক হয়! তো কত খুশি আর নেশা থাকে! কারণ যিনি দিচ্ছেন তিনিও অসীম। সুতরাং

দাতাও অসীম আর প্রাপ্তিও অসীম। তো মালিক কার সীমাবদ্ধ দুনিয়ার নাকি অসীম জগতের? তিন লোক তোমরা নিজেদের বানিয়ে দিয়েছ। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন আমাদের বাসগৃহ আর স্থূলবতনে তো আমাদের রাজ্য সমাগত প্রায়। তিন লোকের অধিকারী হয়ে গেছ! সুতরাং কী বলা হবে - অধিকারী আত্মা। অপ্রাপ্তি কিছু আছে? তো কী গীত গাও? (যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি), পাওয়ার ছিল যা পেয়ে গেছি, এখন কিছু পাওয়ার নেই। এই গীত গাও তো তোমরা? নাকি কোনো অপ্রাপ্তি আছে, অর্থ চাই, বাড়ী চাই! নেতার গদি চাই? কিছু চাই না তোমাদের, কারণ কোনো পদের গদি যদি হয়ও এক জন্মেরও ভরসা নেই আর তোমাদের কত গ্যারান্টি থাকে? ২১জন্মের গ্যারান্টি! গ্যারান্টি-কার্ড মায়া চুরি করে নেয় না তো? সে লুকোচুরি করে। তখন তোমরা কী করো? অতএব, এমন শক্তিশালী হও যাতে মায়ার সাহস না হয়।

৪) সব কর্ম ত্রিকালদর্শী হয়ে করো -

সবাই নিজেকে তখতাসীন আত্মা অনুভব করো? সিংহাসন এখন প্রাপ্ত হয়েছে নাকি ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে, কী বলবে? সবাই সিংহাসনে বসবে? (হৃদয়-সিংহাসন অনেক বড়) হৃদয়-সিংহাসন তো বড় কিন্তু সত্যযুগের সিংহাসনে এক সময়ে কতসংখ্যক বসবে? সিংহাসনে অন্য কেউ যদি বসেও কিন্তু তুমি সিংহাসন অধিকারী রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসবে তো না। সিংহাসনে একসাথে তো বসতে পারবে না! এই সময় সবাই তখতাসীন সেইজন্য এই জন্মের মহত্ব আছে। যতসংখ্যক চায়, যে চায় তখতাসীন হতে পারে। এই সময় আর কোনো সিংহাসন আছে? কোনটা আছে? (অকাল-তখত) তোমরা সব অবিনাশী আত্মার সিংহাসন এই ভ্রুকুটি। তাইতো তোমরা ভ্রুকুটির সিংহাসনাসীনও আর হৃদয়-সিংহাসনাসীনও। ডবল সিংহাসন, তাই তো না! নেশা থাকে কি যে আমি আত্মা ভ্রুকুটির অকাল-তখতাসীন! তখতাসীন আত্মার স্ব-এর উপরে রাজত্ব, সেইজন্য স্বরাজ্য অধিকারী। আমি স্বরাজ্য অধিকারী এই স্মৃতি সহজেই বাবা দ্বারা সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করাবে। তো তিন সিংহাসনেরই নলেজ আছে তোমাদের। তোমরা তো নলেজফুল, তাই না! পাওয়ারফুলও তোমরা, নাকি শুধু নলেজফুল? যতটা নলেজফুল, ততটাই পাওয়ারফুল, নাকি নলেজফুল অধিক, পাওয়ারফুল কম? নলেজে তোমরা বেশি চতুর! তোমরা নলেজফুল আর পাওয়ারফুল দুইই একসাথে। সুতরাং তিন তখতের স্মৃতি যেন সদা থাকে।

জ্ঞানে তিনের মহত্ব রয়েছে। তোমরা ত্রিকালদর্শীও, তিনকাল সম্বন্ধে তোমরা জানো। নাকি শুধু বর্তমানকে জানো? কোনও কর্ম যখন করো ত্রিকালদর্শী হয়ে কর্ম করো নাকি শুধু একদর্শী হয়ে কর্ম করো? কে তোমরা, একদর্শী নাকি ত্রিকালদর্শী? তাহলে কাল কী হবে তা তোমরা জানো? বলা, আমরা এটা জানি যে, কাল যা হবে তা খুব ভালো হবে। এটা জানো তো না! তাহলে তো ত্রিকালদর্শী হলে, তাই না। যা কিছু হয়ে গেছে সেটাও ভালো, যা হচ্ছে সেটা আরো ভালো আর যা কিছু হবে তা আরও বেশি ভালো! এই নিশ্চয় আছে তো না যে, ভালোর থেকে আরও ভালো হবে, খারাপ কিছু হতে পারে না। কেন? ভালোর থেকেও ভালো বাবা পেয়েছ তোমরা, ভালো থেকে আরো ভালো হয়েছে, ভালো থেকে আরো ভালো কর্ম করছ। তাহলে সবই তো ভালো, তাই না। নাকি অল্প খারাপ, অল্প ভালো? যখন জেনে গেছ যে আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, তো শ্রেষ্ঠ আত্মার সঙ্কল্প, বোল, কর্ম ভালো হবে, হবে তো না! সুতরাং এই স্মৃতি সদা বজায় রাখ যে, কল্যাণকারী বাবাকে পেয়েছি তো সদা কল্যাণই কল্যাণ। বাবাকে বলাই হয় বিশ্ব-কল্যাণকারী আর তোমরা মাস্টার বিশ্ব-কল্যাণকারী। সুতরাং যে বিশ্বের কল্যাণ করে থাকে তার অকল্যাণ হতেই পারে না, সেইজন্য এই নিশ্চয় রাখ যে, প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা কার্য, প্রতিটা সঙ্কল্প কল্যাণকারী। সঙ্গমযুগকেও নাম দেওয়া হয় কল্যাণকারী যুগ। অতএব, অকল্যাণ হতে পারে না। সুতরাং কী স্মরণে রাখবে? যা কিছু হচ্ছে তা ভালো আর যা কিছু হওয়ার আছে তা খুব খুব ভালো। এই স্মৃতিই তখন অগ্রচালিত করবে। আত্মা, সব কোণে কোণে তোমরা বাবার ধ্বজা উড়িয়ে দিচ্ছ। সবাই খুব সাহস আর পুরুষার্থের সাথে এগিয়ে চলেছ আর সদা এগিয়ে চলবে। ফিউচার দেখতে পাও তো না। যখন কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে তোমাদের ভবিষ্যৎ কী? তখন বলা, আমরা জানি, খুব ভালো। আত্মা।

বরদান:- নিজের ললাটভাগে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা দেখতে দেখতে সব চিন্তা থেকে মুক্ত নিশ্চিন্ত বাদশাহ ভব নিশ্চিন্ত হওয়ার বাদশাহী সব বাদশাহীর থেকে শ্রেষ্ঠ। যদি কেউ মুকুট পরে সিংহাসনে বসে আর দুশ্চিন্তা করতে থাকে তাহলে সেটা সিংহাসন হলো, নাকি চিন্তা? ভাগ্যবিধাতা ভগবান তোমাদের মস্তকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টেনে দিয়েছেন, নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে গেছ। সুতরাং সদা নিজের ললাটভাগে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা দেখতে থাকো - বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরীয় ভাগ্য, এই গৌরবে থাকো তবে সব চিন্তা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্নোগান:- একাগ্রতার শক্তির দ্বারা রুহদের (আত্মাদের) আহ্বান করে রুহানী সেবা করাই প্রকৃত সেবা।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জীবন্মুত যদি হয়ে থাকো তবে সবকিছু ভুলে যাও, এক বাবা যা শোনান, তাই শোনো আর বাবাকে স্মরণ করো, তোমার সঙ্গেই বসবো"

*প্রশ্নঃ - সন্নতি দাতা বাবা বাচ্চাদের সন্নতির জন্য কোন্ শিক্ষা দেন ?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, সন্নতিতে যাওয়ার জন্য অশরীরী হয়ে বাবা আর চক্রকে স্মরণ করো । যোগের দ্বারা তোমরা এভারহেলদি, নিরোগী হয়ে যাবে । তারপর তোমাদের কোনো কর্মের ভোগ করতে হবে না ।

*প্রশ্নঃ - যাদের ভাগ্যে স্বর্গের সুখ নেই, তাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তরঃ - তারা জ্ঞান শোনানোর সময় বলবে যে, আমাদের কাছে সময়ই নেই । তারা কখনোই ব্রাহ্মণ বংশের হবে না । তারা জানতেই পারবে না যে, ভগবানও কখনো কোনো রূপে আসেন ।

*গীতঃ- তোমাকে ডাকতে যে মন চায়...

ওম্ শান্তি । ভগবান ভক্তদের বসে বোঝান । ভক্তরা হলো ভগবানের সন্তান । সবাই হলো ভক্ত । বাবা হলেন একজন । তাই বাচ্চারা চায়, এক জন্ম অন্তত বাবার সাথে থেকে দেখতে । দেবতা জন্মও অনেক কাটিয়েছে । আসুরী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও অনেক জন্ম কেটে গেছে । এখন ভক্তদের মন চায় যে, এক জন্ম তো ভগবানের সাথে থেকে দেখি । তোমরা এখন ভগবানের হয়েছো, জীবন্মুত হয়েছো তাই ভগবানের সঙ্গে থাকো । এই যে অমূল্য অন্তিম জীবন, এতে তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে থাকো । গায়নও আছে -- তোমার সাথেই থাকো, তোমার কাছেই বসবো, তোমার থেকেই শুনবো... । যে জীবন্মুত হয়, তার জন্য এই জন্ম ভগবানের সাথে থাকা হয়ে যায় । এই এক জন্মই হলো উঁচুর থেকেও উঁচু জন্ম । বাবাও একবারই আসেন আর কখনোই আসবেন না । তিনি একবার এসেই বাচ্চাদের সব কামনা পূরণ করেন । ভক্তিমার্গে মানুষ অনেক কামনা করে । সাধুসন্ত, মহাত্মা, দেবী - দেবতাদের থেকে অর্ধেক কল্প ধরে কামনা করতে থাকে আর দ্বিতীয়তঃ জপ-তপ, দান-পূণ্য ইত্যাদিও জন্মের পর জন্ম করেই এসেছে । মানুষ কতো শাস্ত্র পাঠ করে । কতো শাস্ত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি বানায়, পরিশ্রান্তই হয় না । তারা মনে করে এতেই ভগবানকে প্রাপ্ত করবে, কিন্তু বাবা এখন নিজেই বলেন - তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে যা কিছুই পড়েছো আর এই যে সব শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করো, এর দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত করা যাবে না । অনেক বইপত্র ইত্যাদি আছে । খ্রীস্টানরাও কতকিছু শেখে । তারা অনেক ভাষাতে কতকিছু লিখেও থাকে । মানুষ পড়তেই থাকে । বাবা এখন বলেন, তোমরা যা কিছুই পড়েছো সেইসব ভুলে যাও, অথবা বুদ্ধির দ্বারা তা সমাপ্ত করো । মানুষ অনেক বই পড়ে । এইসব বইয়ে থাকে, অমুকে ভগবান, অমুকে অবতার । বাবা এখন বলেন, আমি নিজেই আসি আর যারা আমার হয় তাদের আমি বলি, এইসব কথা ভুলে যাও । সম্পূর্ণ দুনিয়ার, এমনকি তোমাদের বুদ্ধিতেও যে কথা ছিলো না, সেই কথা আমি এখন তোমাদের শোনাই । তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো, বরাবর বাবা যা বোঝান, তা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদিতে নেই । বাবা অতি গুহ্য এবং রমণীয় কথা বোঝান । তিনি তোমাদের এই ড্রামার আদি - মধ্য - অন্ত এবং রচনা আর রচয়িতার সমাচার শোনান । তবুও তিনি বলেন - আচ্ছা, বেশী না পারো তো দুটি অক্ষর স্মরণে রেখো -- মন্মনাভব আর মধ্যাজী ভব । এই শব্দ তো ভক্তিমার্গের গীতার, কিন্তু বাবা এর অর্থ খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । ভগবান তো সহজ রাজযোগ শিখিয়েছেন, তিনি কেবল বলেন - আমি তোমাদের বাবা, তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো । ভক্তিতেও মানুষ অনেক স্মরণ করতো । গান গেয়েও থাকে, দুঃখে স্মরণ করে, সুখে করে না কেউ... তবুও কিছুই বুঝতে পারে না । তাহলে অবশ্যই সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে সুখের দুনিয়া আছে তাহলে স্মরণ কেন করবে? এখন মায়ার রাজত্বে সকলের দুঃখ হয়, তাই তো বাবাকে স্মরণ করে আর আবার সত্যযুগে অগাধ সুখের কথাও স্মরণে আসে । ওই সুখের দুনিয়াতে তারাই ছিলো, যারা সঙ্গম যুগে বাবার কাছ থেকে রাজযোগ আর জ্ঞান শিখেছিলো । বাচ্চাদের মধ্যে দেখা কতো অক্ষর জ্ঞানহীনও আছে । তাদের জন্য তো আরো ভালো, কেননা তাদের বুদ্ধিযোগ অন্য কোথাও চলে যায় না । এখানে তো কেবল মৌন থাকতে হবে । মুখেও কিছু বলবে না । তোমরা কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তখন আমি সাথে করে নিয়ে যাবো । এই কথা কিছু না কিছু গীতাতেও আছে । প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্র হলো একটাই । এই ভারত একসময় নতুন ছিলো, এখন তা পুরানো হয়ে গেছে । শাস্ত্র তো একটাই হবে, তাই না । বাইবেল যেমন একটা, যখন থেকে খ্রীস্টান ধর্ম স্থাপন হয়েছে, তখন থেকে অন্ত পর্যন্ত তাদের শাস্ত্র একটাই । ক্রাইস্টেরও অনেক মহিমা করা হয় । বলা হয়, উনি শান্তি স্থাপন করেছিলেন । এখন উনি এসে তো খ্রীস্টান ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন, ওখানে শান্তির তো কোনো কথাই নেই । যারা আসতে থাকে, মানুষ তাদের মহিমাই করতে থাকে কেননা তারা নিজের

মহিমা ভুলে গেছে । বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ইত্যাদিরা নিজের ধর্ম ছেড়ে অন্যের মহিমা করবে না । ভারতবাসীদের নিজের তো কোনো ধর্মই নেই । এও ড্রামাতেই নির্ধারিত আছে । মানুষ যখন সম্পূর্ণ নাস্তিক হয়ে যায়, তখনই বাবা আসেন ।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা স্কুলে যেসব বই পড়ানো হয়, সেখানে তবুও কোনো লক্ষ্য থাকে । তাতে লাভ আছে কেননা উপার্জন হয় । পদ প্রাপ্ত হয় । বাকি শাস্ত্র ইত্যাদি যাই পাঠ করে, তাকে অন্ধ শ্রদ্ধা বলা হয় । পড়াকে কখনো অন্ধ শ্রদ্ধা বলা হবে না । এমনও নয় যে অন্ধ শ্রদ্ধার সাথে পড়াশোনা করে । এর পড়াতে ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি তৈরী হয়, একে কিভাবে অন্ধ শ্রদ্ধা বলা হবে । সেও পাঠশালা । এ কোনো সংসঙ্গ নয় । লেখা হয়েছে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় । তাহলে বোঝা উচিত ঈশ্বরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয় হবে । তাও বিশ্বের জন্য । সবাইকে খবর দিতে হবে যে, দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজের স্বধর্মে স্থির হও আর নিজের বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অন্তিম কালে মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে । নিজের চার্টও লিখতে হবে যে কতো সময় যোগে থাকে । এমন নয় যে সবাই রোজ নিয়ম করে চার্ট লিখবে । তা নয়, ক্লান্ত হয়ে যায় । বাস্তবে কি করতে হবে ? রোজ নিজের মুখ আয়নায় দেখতে হবে, তখনই জানতে বা বুঝতে পারবে যে, আমি লক্ষ্মীকে বা সীতাকে বরণের উপযুক্ত হয়েছি, নাকি প্রজাতে চলে যাবে ? তীব্র পুরুষার্থ করানোর জন্য চার্ট লেখার কথা বলা হয় আর দেখতেও পাবে যে, আমরা কতো সময় শিববাবাকে স্মরণ করি? সম্পূর্ণ দিনচর্যা সামনে এসে যায় । যেমন ছোটবেলা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জীবন তো স্মরণে থাকে, তাই না । তাহলে একদিনের স্মরণ কি মনে থাকবে না । দেখতে হবে যে, আমরা বাবাকে আর চক্রকে কতো সময় ধরে স্মরণ করি? এমন অভ্যাস করলে রুদ্রমালাতে গ্রথিত হওয়ার জন্য শীঘ্র দৌড় লাগাবে । এ হলো যোগের যাত্রা, যা আর কেউই জানে না তাহলে তারা কিভাবে শেখাবে । তোমরা জানো যে, এখন বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে । বাবার উত্তরাধিকারই হলো রাজত্ব, তাই এর নাম রাখা হয়েছে রাজযোগ ।

তোমরা সবাই হলে রাজঋষি । ওরা হলো হঠযোগ ঋষি । ওরাও পবিত্র থাকে । রাজত্ব তো রাজা, রানী, প্রজা সবাইকেই চাই । সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো আর রাজা - রানী নেই । ওদের হলো দেহের বৈরাগ্য, তোমাদের হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য । ওরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে কিন্তু এই বিকারী দুনিয়াতেই থাকে । তোমাদের হলো এই দুনিয়ার পরে স্বর্গ, দৈবী বাগিচা । তাই ওই কথাই স্মরণে আসবে । এই কথা তোমরা বাচ্চারাই বুদ্ধিতে রাখতে পারো । অনেকেই আছে যারা চার্ট লিখতেও পারে না । চলতে - চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । বাবা বলেন - বাচ্চারা, নোট করো যে, তোমরা কতো সময় তোমাদের অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করেছো? যে বাবাকে স্মরণ করেই তোমাদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে । যখন রাজত্বের উত্তরাধিকার নিতে হবে তখন প্রজাও তৈরী করতে হবে । বাবা যখন স্বর্গের রচয়িতা তখন তাঁর থেকে তো স্বর্গের উত্তরাধিকারই প্রাপ্ত হওয়া উচিত । অনেকেই আছে যারা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে । বাকিরা কেবল শাস্তি প্রাপ্ত করে । বাবা সকলকেই বলেন, বাচ্চারা দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও । তোমরা অশরীরী এসেছিলে, ৬৪ জন্ম ভোগ করেছিলে, এবার আবার অশরীরী হও । খ্রীস্টান ধর্মের মানুষদেরও বলা হবে যে, তোমরা ক্রাইস্টের পিছনে এসেছো । তোমরাও শরীর ছাড়া এসেছিলে তারপর শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করেছো, এখন তোমাদের পাটও সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । কলিযুগের অন্তিম সময় এসে গেছে । তোমরা এখন বাবাকে স্মরণ করো, মুক্তিধামে যারা যাবে, তারা শুনে খুব খুশী হবে । তারা তো মুক্তিই চায় । ওরা মনে করে জীবনমুক্তি (সুখ) লাভ করে আবার তো দুঃখেই আসবো, এর থেকে তো মুক্তি ভালো । এ তো জানে না, ওখানে তো অনেক সুখ । আমরা আত্মারা পরমধামে বাবার সঙ্গে থাকি, কিন্তু এখন পরমধামকে ভুলে গেছি । বলা হয়, বাবা সমস্ত ম্যাসেঞ্জারদের পাঠিয়ে দেন । বাস্তবে কেউই পাঠায় না । এই সমস্ত ড্রামা তৈরীই আছে । আমরা তো সম্পূর্ণ ড্রামাকেই জেনে গেছি । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে বাবা এবং চক্রের স্মরণ আছে, তাহলে তোমরা অবশ্যই চক্রবর্তী রাজা হবে । মানুষ তো মনে করে এখানে অনেক দুঃখ, তাই মুক্তি চায় । এই দুই অক্ষর 'গতি আর সঙ্গতি' এ চলেই আসছে, কিন্তু এর অর্থ কেউই জানে না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, সকলের সঙ্গতি দাতা একমাত্র বাবাই, বাকি সবাই পতিত । সম্পূর্ণ দুনিয়াই পতিত । এই অক্ষর শুনেও আবার কেউ কেউ বিগড়ে যায় । বাবা বলেন যে, তোমরা এই শরীরকে ভুলে যাও । তোমাদের আমি অশরীরী পাঠিয়েছিলাম । এখনো আবার অশরীরী হয়েই আমার সাথে যেতে হবে । একে নলেজ অথবা শিক্ষা বলা হয় । এই শিক্ষার দ্বারাই সঙ্গতি হয় । যোগের দ্বারা তোমরা এভারহেলদি হও । তোমরা সত্যযুগে খুবই সুখী ছিলে । তোমাদের কোনো জিনিসের অভাব ছিলো না । দুঃখ দেওয়ার মতো কোনো বিকারও ছিলো না । তোমাদের মোহজিৎ রাজার কাহিনী শোনানো হয় । বাবা বলেন, আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই, যাতে তোমাদের কখনো কর্মের ভোগ করতে হয় না । ওখানে এমন ঠান্ডাও থাকবে না । এখন তো পাঁচ তন্ত্রও তমোপ্রধান । কখনো খুব গরম, কখনো আবার খুব ঠান্ডা । ওখানে এমন কোনো বিপর্যয় হয় না । সর্বদা বসন্ত ঋতু থাকে । ওখানে প্রকৃতি হলো সতোপ্রধান । এখন প্রকৃতি হলো তমোপ্রধান । তাহলে ভালো মানুষ কিভাবে থাকতে পারে ।

ভারতের এতো বড় বড় বিত্তবানরা সন্ন্যাসীদের পিছনে ঘুরতে থাকে । ওদের কাছে বাচ্চারা যখন যায় তখন বলবে সময় নেই । এতে বোঝা যায় যে, এদের ভাগ্যে স্বর্গ সুখ নেই । ব্রাহ্মণ বংশের হয়ই না, এরা জানেই না যে, ভগবান কিভাবে এবং কখন এখানে আসেন ! তারা শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু শিবই যে ভগবান, তা সবাই বুঝতেই পারে না । তাঁকে যদি পরমপিতা পরমাত্মা মনে করতো তাহলে শিব জয়ন্তীর দিন ছুটির দিন পালন করতো । বাবা বলেন যে, আমার জন্মও এই ভারতেই হয় । মন্দিরও এখানেই আছে । অবশ্যই তাহলে কোনো শরীরে প্রবেশ করেছিলেন । এমন দেখানো হয় যে, দক্ষ প্রজাপতি যন্তু রচনা করেছিলেন । তাহলে কি তাঁর মধ্যে এসেছিলেন ! এমনও বলে না । শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগে থাকেন । বাবা নিজেই বলেন, আমাকে ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ বংশাবলী রচনা করতে হবে । তোমরা কাউকে এমনও বোঝাতে পারো, বাবা কতো সহজভাবে বোঝান যে, তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো কিন্তু মায়া এতো প্রবল যে, স্মরণ করতেই দেয় না । মায়া অর্ধেক কল্পের শত্রু । এই শত্রুকেই জয় করতে হবে । ভক্তিমার্গে মানুষ ঠান্ডার সময়ও স্নান করতে যায় । কতো ধাক্কা খায় । দুঃখ সহ্য করে । এখানে তো পাঠশালা, এখানে পড়তে হবে, এখানে তো ধাক্কা খাওয়ার কোনো কথাই নেই । পাঠশালাতে অন্ধ বিশ্বাসের কোনো কথাই নেই । মানুষ তো অনেক অন্ধ বিশ্বাসে আটকে আছে । তারা কতো গুরু করে, কিন্তু মানুষ তো কখনোই মানুষের সঙ্গতি করতে পারে না । যারাই মানুষকে গুরু করে, সে তো অন্ধ বিশ্বাস হয়ে গেলো, তাই না । আজকাল ছোটো বাচ্চাদেরও গুরু করায় । না হলে নিয়ম হলো বাণপ্রস্থে গুরু করার । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) তীব্র পুরুষার্থ করার জন্য স্মরণের চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে । রোজ আয়নাতে নিজের মুখ দেখতে হবে । চেক করতে হবে - আমরা আমাদের অতি প্রিয় বাবাকে কতটা সময় স্মরণ করি ।

২) যা কিছু পূর্বে পড়েছি তা ভুলে মৌন থাকার অভ্যাস করতে হবে । মুখে কিছুই বলবে না । বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে ।

বরদানঃ:- প্রতিটি বিষয়ে মুখে বা মনে 'বাবা - বাবা' বলে আমিষ ভাবে সমাপ্ত করে সফলতা মূর্তি ভব তোমরা অনেক আত্মাদের উৎসাহ - উদ্দীপনা বৃদ্ধির নিমিত্ত বাচ্চারা কখনোই আমিষ ভাবে এসো না । 'আমি করেছে' -- এমন নয় । বাবা আমাকে নিমিত্ত করেছেন । 'আমি-র' পরিবর্তে 'আমার বাবা', আমি করেছে, আমি বলেছি - এমন নয় । বাবা করিয়েছেন, বাবা করেছেন -- এমন ভাবে সফলতামূর্তি হয়ে যাবে । তোমাদের মুখ থেকে যত 'বাবা - বাবা' শব্দ নির্গত হবে, ততই অনেককে বাবার বানাতে পারবে । সকলের মুখ থেকে এই কথাই যেন নির্গত হয় যে, এর যে কোনো অবস্থায় আর কথাতে কেবল বাবাই আছে ।

স্নোগানঃ:- সঙ্গম যুগে নিজের তন, মন, ধনকে সফল করা আর সর্ব সম্পদ বৃদ্ধি করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো তোমাদের জীবন্মৃত (মরজীবা) জন্ম, তোমরা ঈশ্বর-পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষ্ছো, তোমরা খুব বড় লটারি পেয়েছো, সেইজন্য অপার খুশিতে থাকতে হবে"

*প্রশ্নঃ - নিজেকে কীভাবে বোঝাবে, যাতে চিন্তা সমাপ্ত হয়ে যাবে? রাগ চলে যাবে ?

*উত্তরঃ - আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান। আমাদের বাবার মতন মিষ্টি হতে হবে। যেমনভাবে বাবা মিষ্টি করে বোঝান, ক্রোধ করেন না, তেমনভাবে আমাদেরকেও পরস্পরের সাথে মিষ্টি-মধুর হয়ে থাকতে হবে। মতবিরোধ হওয়া উচিত নয়। কারণ তোমরা জানো যে, যে সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে গেলো, ড্রামায় সেই ভূমিকাই (পার্টই) ছিল। তাহলে চিন্তা কোন্ বিষয়ে করবে? এমন-এমনভাবে নিজেকে বোঝাও তাহলে চিন্তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। ক্রোধ পালিয়ে যাবে।

*গীতঃ- এ'টাই হলো বসন্ত (আনন্দ)....

ওম্ শান্তি। এ হলো ঈশ্বরীয় সন্তানদের খুশির গান। তোমরা এত খুশির গান সত্যযুগে করতে পারবে না। এখন তোমরা ঐশ্বর্য (খাজানা) পাচ্ছে। এ হলো বড়র থেকেও বড় (সর্ববৃহৎ) লটারি। যখন লটারি পায় তখন খুশি হয়। তোমরা পুনরায় এই লটারির মাধ্যমে স্বর্গে জন্ম-জন্মান্তর ধরে সুখ ভোগ করতে থাকো। এ হলো তোমাদের জীবন্মৃত (মরজীবা) জন্ম। যে জীবিত অবস্থায় মৃতবৎ হয় না, তাকে মরজীবা জন্ম বলবে না। তাদের খুশির পারদ চড়ে থাকতে পারেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন্মৃত অবস্থা না হয়েছে অর্থাৎ বাবাকে আপন না করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তরাধিকারও সম্পূর্ণরূপে পাবে না। যে বাবার হয়ে যায়, যে বাবাকে স্মরণ করে তাদেরকে বাবাও স্মরণ করেন। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমাদের নেশা রয়েছে যে আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার বা আশীর্বাদ নিষ্ছি, যারজন্য ভক্তরা ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেতে থাকে। বাবার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অনেক অনেক উপায় বের করে। বেদ, শাস্ত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি কত অধিকমাত্রায় পড়তে থাকে। কিন্তু দুনিয়া তো দিনে-দিনে দুঃখীই হতে থাকে। একে তমোপ্রধান হতেই হবে। এই যে বাবুল গাছ রয়েছে, তাই না ! বাবুলনাথ পুনরায় এসে কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করেন। অনেক বড় বড় কাঁটা হয়ে গেছে। খুব জোরে লাগে। একে অনেক প্রকারের নাম দেওয়া হয়েছে। সত্যযুগে তো থাকে না। বাবা বুঝিয়ে থাকেন -- এ হলো কাঁটার দুনিয়া, একে-অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে, ঘরেও বাচ্চারা এমন কুপুত্র বেরিয়ে পড়ে যে সে আর জিজ্ঞাসা করো না। মা-বাবাকে অনেক দুঃখী করে দেয়। সকলেই আবার এক সমানও হয় না। সবথেকে বেশি দুঃখ দেয় কে ? মানুষ তা জানে না। বাবা বলেন এই গুরুরা পরমাত্মার মহিমাকেই গোপন করে দিয়েছে। আমি তো ওদের অনেক মহিমা করে থাকি। উনি হলেন পরমপূজ্য পরমপিতা পরমাত্মা। শিবের চিত্র অত্যন্ত ভালো। অনেক লোক এমনও রয়েছে যে এটা মানবে না যে শিব হলেন কোনো জ্যোতির্বিদ্যু-স্বরূপ, কারণ তারা তো আত্মাই-পরমাত্মা (আত্মা তথা পরমাত্মা) বলে দেয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম, যা ব্রহ্মকুটির মধ্যস্থলে বসে রয়েছে, তাহলে পরমাত্মা এত বড় আকারের কিভাবে হতে পারে? বিদ্বান আচার্যেরা বি.কে.-দের কথা হেসে উড়িয়ে দেয় যে পরমাত্মার এইরকম রূপ তো হতে পারেনা। উনি হলেন অখন্ড জ্যোতির্ময় তত্ত্ব হাজার হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়। বাস্তবে এ হলো ভুল। ঐনার সঠিক মহিমা তো বাবা স্বয়ং বলে দেন। উনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। এই সৃষ্টি হলো একটি উল্টানো গাছ। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ঐনাকে কেউ স্মরণ করে না। মানুষের যখন দুঃখ আসে তখন ঐনাকে স্মরণ করে, হে ঈশ্বর, হে পরমপিতা, পরমাত্মা কৃপা করো। সত্যযুগ-ত্রৈতায় দয়া চাওয়ার মতো কেউ থাকেনা। ও'টা হলো রচয়িতা বাবার নতুন রচনা। এই বাবার মহিমাই হলো অপার। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন। যখন জ্ঞানের সাগর, তাহলে অবশ্যই জ্ঞান দিয়েছিলেন। তিনি হলেন সত্য, চিত্ত, আনন্দ-স্বরূপ। তিনি হলেন চৈতন্য স্বরূপ। জ্ঞান তো আত্মাই ধারণ করে থাকে। মনে করো, আমরা যখন শরীর ছেড়ে চলে যাই তখনও আত্মায় তো জ্ঞানের সংস্কার থাকেই। বাচ্চা হবে তখনও সেই জ্ঞানের সংস্কার থাকবে, কিন্তু অর্গান্স ছোট হওয়ার কারণে বলতে পারে না। বড় হলে তখন স্মরণ করানো হয়ে থাকে, তখন স্মৃতিতে চলে আসে। ছোট বাচ্চারাও শাস্ত্র ইত্যাদি কন্ঠস্থ করে নেয়। সবই হলো পূর্বজন্মের সংস্কার। এখন বাবা আমাদের নিজের জ্ঞানের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। সারা সৃষ্টির জ্ঞান ঐনার কাছে রয়েছে কারণ উনি হলেন বীজস্বরূপ। আমরা নিজেদের বীজস্বরূপ বলবো না। বীজে অবশ্যই বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান থাকবে, তাই না ! সেইজন্য বাবা স্বয়ং বলেন - আমি হলাম সৃষ্টির বীজরূপ ! এই বৃক্ষের বীজ থাকে উপরে। সেই বাবা হলেন সত্য, চিত্ত, আনন্দ-স্বরূপ, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানই ঐনার মধ্যে থাকবে। তাহলে কি থাকবে ? শাস্ত্রের জ্ঞান থাকবে কি ? সে তো অনেকের মধ্যেই রয়েছে। যখন পরমাত্মা, তখন

অবশ্যই নতুন কোনো কথা থাকবে, তাই না ! যা কোনো বিদ্বান প্রভূতিরা জানেনা। যেকোনো কাউকে জিজ্ঞাসা করো -- এই সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের উৎপত্তি, পালনা, বিনাশ কিভাবে হয়, এর আয়ু কত, এর বৃদ্ধি কিভাবে হয়..... কেউ একদমই বোঝাতে পারে না।

একমাত্র গীতাই হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। আর বাকি সব হলো এর বাচ্চাকাচ্চা। যখন গীতা পড়েই কিছু বুঝতে পারেনা তখন বাকি শাস্ত্র পড়ে কি লাভ ? উত্তরাধিকার তো আবারও গীতার থেকেই পাওয়া যাবে। বাবা এখন সমগ্র ড্রামার রহস্য বুঝিয়ে থাকেন। বাবা পাথরবুদ্ধি থেকে পারসবুদ্ধি বানিয়ে পরশনাথে পরিণত করেন। এখন তো সকলেই হলো পাথর-বুদ্ধিসম্পন্ন, পাথরনাথ। কিন্তু ওরা নিজেদের বড় বড় উপাধি দিয়ে নিজেদের পারস-বুদ্ধি মনে করে বসেছে। বাবা বোঝান, আমার মহিমা হলো সবথেকে আলাদা। আমি হলাম স্তানের সাগর, আনন্দের সাগর, সুখের সাগর। তোমরা দেবতাদের এমন মহিমা করতে পারো না। ভক্তরা দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে আপনারা হলেন সর্বগুণসম্পন্ন....। বাবার হলো একটিই মহিমা। সেও আমরা জানি। এখন আমরা মন্দিরে যাব, তখন বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ স্তান থাকবে যে এনারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। এখন আমাদের কত খুশি থাকে। পূর্বে এই খেয়াল থাকতো নাকি ! না থাকতো না। এখন বোঝে যে আমাদের এরকম হতে হবে। বুদ্ধিতে অনেক পরিবর্তন চলে আসে।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান - পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত মিষ্টি (স্বভাবের) হও। বিরোধী (তিক্ত স্বভাবের) হয়ো না। বাবা কখনো কারোর উপর রাগ করেন কি? অত্যন্ত মিষ্টি করে বুঝিয়ে থাকেন। এক সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে গেলে বলা হবে এই ভূমিকাও ড্রামায় ছিল। এরজন্য আর কি চিন্তা করবে ! এমন-এমনভাবে নিজেকে বোঝাতে হবে। ঈশ্বরীয় সন্তানরাও কম নাকি ! না তা নয়। এ তো বুঝতে পারো যে যখন ঈশ্বরীয় সন্তান, তখন অবশ্যই ঈশ্বরের কাছেই থাকবে। ঈশ্বর নিরাকার হলে তার সন্তানও নিরাকার হবে। সেই সন্তানই এখন এখানে এসে বস্ত্র (শরীর) ধারণ করে ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বর্গে মানুষেরা হয় দেবী-দেবতা ধর্মের। সকলের হিসাব যদি বসে বের করতে হয় তাহলে মাথা ঘোরাতে হবে। বুঝতে পারে যে নশ্বরের ক্রমানুসারে সময়ানুসারে অল্প-অল্প করে জন্ম নিতে থাকবে। আগে তো মনে করা হতো যে মানুষ কুকুর-বিড়াল হয়ে যায়। এখন তো বুদ্ধিতে রাত দিনের পার্থক্য এসে গেছে। এ'সব হলো ধারণা করার মতো কথা (বিষয়)। সারকথায় বুঝিয়ে থাকেন যে এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন এই নোংরা(ছি ছি) শরীরকে ত্যাগ করতে হবে। এ হলো সকলের জরাগ্রস্থ, তমোপ্রধান শরীর, এর থেকে মমত্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে। পুরোনো শরীরকে কি স্মরণ করবে ? এখন তো নিজের নতুন শরীরকে স্মরণ করবে, যা সত্যযুগে পাবে। ভায়া মুক্তিধাম হয়ে সত্যযুগে আসবে। আমরা জীবনমুক্তিতে যাই আর সকলে মুক্তিধামে চলে যায়। একে জয়জয়কার বলা হয়ে থাকে। হাহাকারের পর জয়জয়কার হতে হবে। সকলেরই মৃত্যু হবে, কেউ তো নিমিত্ত হওয়ার কারণ হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে। কেবল সাগরই (জল) কি সমস্ত খন্ডকে শেষ করে দেবে নাকি ! না তা দেবে না। সবকিছুকে তো সমাপ্ত হতেই হবে। বাকি ভারত অবিনাশী ভূখন্ড রয়ে যায় কারণ এ হলো শিববাবার বার্থ-প্লে (জন্মভূমি)। এ হয়ে গেল সবথেকে বড় তীর্থস্থান। বাবা সকলের সদগতি করেন, তা কোনো মানুষ জানে না। তাদের এই না জানাও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা কিছুই জানতে না, আমি তোমাদেরকে রচয়িতা এবং রচনার অথবা মানুষ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে থাকি। যাকে ঋষি-মুনিও অন্তহীন-অন্তহীন বলে গেছে। এও বুঝতে নাকি যে সারা দুনিয়ার পাঁচ বিকার হলো সবথেকে বড় শত্রু। রাবণকে ভারতবাসীরা বছর বছর জ্বালাতেই থাকে। তাকে জানে না কেউই কারণ সে (রাবণ) হলো না শারীরিক, না আত্মিক। বিকারের তো কোন রূপই নেই। মানুষ যখন কর্মে আসে তখন জানা যায় যে এর মধ্যে কামের, ক্রোধের ভূত এসেছে। এই বিকারের স্টেজেও উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ থাকে। কারোর মধ্যে কাম বিকারের নেশা একদম তমোপ্রধান পর্যায়ের হয়ে যায়, কারো রজো নেশা, কারো সতো নেশা থাকে। কেউ তো বাল-ব্রহ্মচারীও থাকে। মনে করে, দেখভাল করা এও এক ঝঞ্জাট। সবথেকে ভালো ওঁনাকেই বলা যাবে। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ভালো সংখ্যায় বাল-ব্রহ্মচারী থাকে। গভর্নমেন্টের জন্যও ভালো, সন্তানের বৃদ্ধি হবে না। পবিত্রতার শক্তি পাওয়া যায়। এই হল গুপ্ত। সন্ন্যাসীরা ও পবিত্র থাকে, ছোট বাচ্চারাও পবিত্র থাকে, বাণপ্রস্থীরাও পবিত্র থাকে। তাহলে পবিত্রতার বল প্রাপ্ত হতেই থাকে। তাদেরও এই নিয়ম চলে আসছে যে বাচ্চাদের এই বয়স পর্যন্ত পবিত্র থাকতে হবে। তখন সেই শক্তিও প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে সতোপ্রধান পবিত্র। এই অন্তিম জন্মে তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো। তোমরা সত্যযুগের স্থাপনা করবে। যে করবে সে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে, পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে।

এ হলো ঈশ্বরীয় কুটুম্ব (আত্মীয়)। কল্পে একবার আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকি। ব্যস্, তারপর দৈবী ঘরানায় অনেক জন্ম থাকবে। এই একটি জন্মই হলো দুর্লভ। এই ঈশ্বরীয় কুল হলো উত্তম অপেক্ষাও উত্তম (সর্বোত্তম)। ব্রাহ্মণ কুল হলো

সবচেয়ে উঁচু স্থান (টিকি)। সর্বনিম্ন কুলের থেকে আমরা ব্রাহ্মণ কুলের হয়ে গেছি। শিববাবা যখন ব্রহ্মাকে রচনা করবেন, তখনই তো ব্রাহ্মণ রচনা করবেন। কত খুশি থাকে, যখন বাবার সার্ভিসে থাকে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি আর ঈশ্বরের শ্রীমতানুসারে চলে থাকি। নিজের চালচলনের দ্বারা ওঁনার নাম উচ্ছল করে থাকি। বাবা বলেন -- ওরা হলো আসুরীক গুণসম্পন্ন, তোমরা দৈবীগুণসম্পন্ন হতে চলেছো। যখন তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমাদের চালচলন অত্যন্ত ভালো হয়ে যাবে। বাবা বলবেন -- এরা হলো দৈবীগুণ সম্পন্ন, পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে। আসুরীক গুণসম্পন্নরাও নশ্বরের ক্রমানুসারে হয়ে থাকে। বাল-ব্রহ্মচারীও রয়েছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে সে তো খুবই ভালো। এছাড়া ওরা কারোর সদগতি করতে পারে না। যদি কোনো গুরু সঙ্গতি করতে আসতো তাহলে সাথে করে নিয়ে যেত, কিন্তু নিজেই ছেড়ে চলে যায়। এখানে এই বাবা বলেন -- আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমি এসেছিই তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। ওরা তো নিয়ে যায় না। নিজেরাই গৃহস্থীদের ঘরে জন্ম নিতে থাকে। সংস্কারের কারণে পুনরায় সন্ন্যাসীদের দলে চলে যায়। নাম-রূপ প্রতি জন্মে বদলে যেতে থাকে। বাচ্চারা, এখন একথা তোমরা জানো যে এখানকার পুরুষার্থ অনুসারে সত্যযুগে পদ পাবে। একথা জানবে না যে আমরা এই পদ কিভাবে পেয়েছি। এ তো এখন জানো যে যেভাবে কল্প-পূর্বে পুরুষার্থ করেছিল, সেরকমই এখন করবে। বাচ্চাদের সাক্ষাৎকারও করানো হয়েছে যে ওখানে বিয়ে ইত্যাদি কিভাবে হয়ে থাকে। বড় বড় মাঠ, বাগান ইত্যাদি থাকবে। এখন ভারতেই কোটি কোটি আবাদি (জনসংখ্য)। ওখানে তো কিছু লক্ষই থাকে। ওখানে এত তলা বাড়ি হবে নাকি ! না হবে না। এ তো এখন হয়েছে কারণ জায়গা নেই। ওখানে এত ঠান্ডাও থাকবে না। ওখানে দুঃখের কোনো চিহ্নও নেই। না অত্যন্ত গরম হয়, যে পাহাড়ে যেতে হয়। নামই হলো স্বর্গ। এই সময় তো মানুষ কাঁটার জঙ্গলে পড়ে রয়েছে। যত সুখের চাহিদা হয় ততই দুঃখ বাড়তে থাকে। এখন অত্যন্ত দুঃখ থাকবে। লড়াই লাগলে রক্তের নদী বইবে। আচ্ছা!

এই মুরলী সব বাচ্চাদের সামনে শোনালাম। সম্মুখে শোনা হলো নাম্বার ওয়ান, টেপে শোনা হলো নাম্বার টু, মুরলীর থেকে পড়া হলো নাম্বার থ্রি। সত্যপ্রধান, সত্য আর রজঃ। তমঃ তো বলবে না। টেপে হবহ আসে। আচ্ছা !

বাপদাদা আর মিষ্টি মায়ের হারানিধি বাচ্চাদের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের আচার আচরণ এবং দৈবী গুণের দ্বারা বাবার নাম উচ্ছল করতে হবে। আসুরীক অবগুণ নিষ্কাশিত করতে হবে।

২) এই পুরোনো জরাগ্রস্ত শরীরের প্রতি মমত্ব রাখা উচিত নয়। নতুন সত্যযুগীয় শরীরকে স্মরণ করতে হবে। গুপ্তভাবে পবিত্রতার সহায়তা দান করতে হবে।

বরদানঃ:- আত্মিক ভাবের (আধ্যাত্মিকতা, রূহানীয়ত) শক্তির দ্বারা দূরে থাকা আত্মাদেরকে সমীপতার অনুভব করানো মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব
যেমন সাইন্সের সাধনের দ্বারা দূরের প্রতিটি বস্তু নিকটে অনুভূত হয়, তেমনি দিব্য বুদ্ধির দ্বারা দূরের বস্তু নিকটে অনুভব করতে পারো। যেমন সাথে থাকা আত্মাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখে, বলে, সহযোগ দিয়ে এবং নিয়ে থাকো, তেমনি রূহানীয়তের শক্তির দ্বারা দূরে থাকা আত্মাদেরকেও সমীপতার অনুভব করতে পারো। এরজন্য কেবল মাস্টার সর্বশক্তিমান, সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ স্থিতিতে স্থিত হও। আর সঙ্কল্প শক্তিকে স্বচ্ছ করো।

স্লোগানঃ:- নিজের প্রতিটি সঙ্কল্প, বাণী আর কর্মের দ্বারা অন্যদের প্রেরণা-দানকারীই হলো প্রেরণামূর্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে যুক্ত থাকলে দীর্ঘ যাত্রা অতি সহজেই পারি দিতে পারবে"

- *প্রশ্নঃ - বাবার কাছে বলিপ্রদত্ত (কুর্বান) হওয়ার জন্য কোন্ বিষয়ের ত্যাগ অবশ্যই প্রয়োজন?
- *উত্তরঃ - দেহ-অভিমানের। দেহ-অভিমান আসা মানেই মরে যাওয়া, ব্যাভিচারী হওয়ার কারণে কিছু বাচ্চার সমর্পিত হতে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। যখন কুর্বান (বলিপ্রদত্ত) হয়েছে তখন একজনই যেন স্মরণে থাকে। ওঁনার প্রতিই সমর্পিত হতে হবে, ওঁনারই শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।
- *গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ে না....

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ – ভগবান নিজের বাচ্চাদের রাজযোগ আর জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন। ইনি কোনো মানুষ নন। গীতায় লেখা আছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ দুনিয়াকে লিবরেট করবে, এটা তো সম্ভব নয়। বাবা এসেই বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন। যারা বাবাকে নিজের করেছে আর বাবার সামনে বসে আছে। শ্রীকৃষ্ণকে বাবা বলা যায় না। বাবাকে বলা হয় পরমপিতা, পরমধাম নিবাসী। আত্মা এই শরীর দ্বারা ভগবানকে স্মরণ করে। বাবা বসে বোঝান যে আমি তোমাদের পিতা পরমধামে থাকি। আমি সমস্ত আত্মাদের পিতা। আমিই কল্প পূর্বেও এসে শিখিয়েছিলাম যে বুদ্ধিযোগ আমি পরমপিতার সাথে যুক্ত করো। আত্মাদের সাথেই কথা বলি। আত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে প্রবেশ না করবে চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পারবে না। কান দিয়ে শুনতে পারবে না। বিনা শরীরে আত্মা জড় হয়ে যায়। আত্মা হচ্ছে চৈতন্য। গর্ভে সন্তান আছে, কিন্তু যতক্ষণ তার মধ্যে আত্মার প্রবেশ না হবে সে নড়াচড়া করবে না। সুতরাং এমনই চৈতন্য আত্মার সাথে বাবা কথা বলেন। তিনি বলেন আমি এই শরীর লোন নিয়েছি। আমি এসে সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। যে আত্মারা সামনে আসে তাদের রাজযোগ শেখাই। রাজযোগ সম্পূর্ণ দুনিয়া শিখবে না। কল্প পূর্বে যারা ছিল তারাই রাজযোগ শিখবে।

এখন বাবা বলছেন বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে শেষ পর্যন্ত জুড়ে রাখতে হবে, এতে আটকে গেলে হবে না। স্ত্রী পুরুষ প্রথমে একে অপরকে চেনেই না। তারপর যখন দুজনের বিবাহ হয় কেউ-কেউ ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত একসাথে থাকে, সুতরাং সারা জীবন শরীর, শরীরকে স্মরণ করতে থাকে। একজন বলবে ও আমার স্বামী, আরেকজন বলবে ও আমার স্ত্রী। তোমরা বন্ধনে আবদ্ধ (এনগেজমেন্ট) হয়েছে নিরাকারের সাথে। নিরাকার বাবা এসেই এই বন্ধনে আবদ্ধ করিয়েছেন। তিনি বলেন কল্প পূর্বের মতোই আমি এসে বাচ্চাদের সাথে আমার সগাই করাই। আমি নিরাকার এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সবাই বলবে এই মনুষ্য সৃষ্টি গডফাদার রচনা করেছেন। সুতরাং তোমাদের সবার পিতা সবসময়ই পরমধামে থাকেন। এখন তিনি বলছেন আমাকে স্মরণ কর। যাত্রা দীর্ঘ হওয়ার কারণে অনেক বাচ্চারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বুদ্ধি যোগ সম্পূর্ণ রূপে জুড়ে থাকে না। মায়ার ঠোঁকর খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মরে পড়ে থাকে। তারপর হাত ছেড়ে দেয়। কল্প পূর্বেও এমনই হয়েছিল। এখানে যতক্ষণ জীবিত থাকবে, ততক্ষণ স্মরণ করতে হবে। স্ত্রীর যখন স্বামী মারা যায় তখন তাকে স্মরণ করতেই থাকে। এই বাবা বা পতি কখনোই ছেড়ে চলে যাবে না। তিনি বলেন আমি তোমরা সজ্ঞীদের সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কিন্তু এতে সময় লাগবে, ক্লান্ত হবে না। পাপের বোঝা মাথায় জমে আছে, যোগ দ্বারাই সেই বোঝা নামবে। এমনই যোগ যুক্ত হতে হবে যে শেষে বাবা বা সাজন ছাড়া আর কেউ-ই স্মরণে আসবে না। যদি অন্য কিছু স্মরণে আসে তবে সেটা ব্যাভিচারী হয়ে যাবে, তারপর পাপের দন্ড ভোগ করতে হবে সেইজন্যই বাবা বলেন পরমধামের পথিক তোমরা ক্লান্ত হয়েনা।

তোমরা জানো আমরা ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি এবং শঙ্কর দ্বারা সব ধর্মের বিনাশ করছি। এখন সবাই কনফারেন্স করে যাতে সব ধর্ম মিলে এক হয়ে যায়, সবাই শান্তিতে থাকতে পারে, তার পথ বের করার জন্য। এখন অনেক ধর্মের এক মত তো হতে পারে না। এক মতে একটাই ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। সব ধর্ম সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হলে তবেই নিজেদের মধ্যে ফ্রীকন্ড হয়ে থাকতে পারবে। রাম রাজ্যে সবাই ফ্রীকন্ড হয়ে ছিল। সেখানে জানোয়ারও লড়াই করত না। এখানে তো ঘরে-ঘরে ঝগড়া। লড়াই করে তখন যখন ওরা কোনো প্রভুর অন্তর্ভুক্ত থাকে না। নিজের মাতা-পিতাকেই জানে না। গানও গায় তুমি মাতা-পিতা আমি তোমার বালক....তোমার কৃপাতেই গহন সুখ পাওয়া যায় সুখ তো এখন আর নেই। তখন বলে যে মাতা-পিতার কৃপা নেই। বাবাকেই জানে না, সুতরাং বাবা কিভাবে কৃপা করবে? এরপর টিচারের ডায়রেকশন অনুসারে চললে তবেই কৃপা পাবে। ওরা তো বলে থাকে পরমাত্মা

সর্বব্যাপী, সুতরাং কে কৃপা করবে আর কার প্রতি কৃপা করবেন? কৃপা গ্রহণ করার জন্য আর কৃপা করার জন্য দুইজন প্রয়োজন। স্টুডেন্টস প্রথমে এসে টিচারের কাছে পড়াশোনা করুক। নিজের প্রতি এই কৃপা করুক। তারপর টিচারের ডায়রেকশন অনুসারে চলুক। পুরুষার্থ করানোর জন্যও কাউকে চাই। ইনি যেমন বাবা, তেমনি টিচার এবং সন্ধ্যুও, ওঁনাকেই পরমপিতা, পরমশিক্ষক, পরম সন্ধ্যুও বলা হয়। বাবা বলেন আমি কল্পে-কল্পে এই স্থাপনার কাজ করিয়ে থাকি। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলি। তিনি ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি তাইনা। সুতরাং ওয়ার্ল্ড অথরিটির রাজস্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে একমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। তাদের অলমাইটি অথরিটি ছিল। ওখানে কেউ লড়াই ঝগড়া করতে পারে না। ওখানে মায়া নেই। ওটা হচ্ছে গোল্ডেন এজ, তারপর সিলভার এজ। সত্যযুগ এবং ত্রেতা এই দুই যুগকেই স্বর্গ অথবা বৈকুণ্ঠ বলা হয়। সবাই গেয়েও থাকে চল বৃন্দাবন ভজো রাধে গোবিন্দ...কিন্তু কেউ যায় না। স্মরণ অবশ্যই করে। এখন তো মায়ার রাজ্য এবং সবাই রাবণের মত অনুসরণ করছে। দেখা যায় যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আসছে। তারা গ্র্যান্ড টাইটেল পাচ্ছে। কেউ যদি শারীরিকভাবে সাহস দেখায় বা ভালো কোনো কাজ করে তাহলে তাদের টাইটেল(খেতাব) দেওয়া হয়। কেউ ডক্টর অফ ফিলসফি, কাউকে আবার অন্যকিছু..... এমনই সব টাইটেল দিতে থাকে। এখন তোমরা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। পূর্বের মতোই ভারতের সার্ভিসে আছ। তোমরা দৈবী রাজধানী স্থাপন করছ। যখন স্থাপনা হয়ে যাবে তখন তোমরা টাইটেল পাবে। সূর্য বংশীয় রাজা রানী, চন্দ্র বংশীয় রাজা রানী... এরপর তোমাদেরই রাজ্য চলবে। ওখানে কেউ টাইটেল পায় না। ওখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই, যে কেউ কারো দুঃখ দূর করে বাহাদুরি দেখাবে... যাতে টাইটেল পাওয়া যায়। যে রীতি-নিয়ম এখানে এখানে চলে ওখানে সেসব হয় না। না লক্ষ্মী-নারায়ণ এই পতিত দুনিয়াতে আসতে পারে, এই সময় পবিত্র দেবতা কেউ নেই। এটা হচ্ছে পতিত আসুরি দুনিয়া। অনেক মত-মতান্তরে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এখানে একটাই শ্রীমত, যার মাধ্যমে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তবে হ্যাঁ চলতে-চলতে কারো মায়ার কাঁটা লেগে যায় তখন ল্যাংডাতে থাকে সেইজন্যই বাবা বলেন সবসময় শ্রীমত অনুসারে চলো। নিজের মনমতে চললে ধোঁকা খেতে হবে। প্রকৃত উপার্জন হবে সত্য বাবার শ্রীমত অনুসারে চললে। নিজের মতে চললে নৌকা ডুবে যাবে। কত মহাবীর শ্রীমত অনুসারে না চলার কারণে অধঃপতন হয়েছে।

বাচ্চারা তোমাদের সঙ্গতি পেতে হবে। শ্রীমতে না চলার জন্য দুর্গতি পেতে হবে তারপর অনেক অনূতপ্ত হতে হবে। তারপর ধর্মরাজপুরীতে শিববাবা এই শরীরে বসে বোঝাবেন যে আমি তোমাকে এই ব্রহ্মা শরীর দ্বারা এতো বুঝিয়েছি, পড়িয়েছি, কত পরিশ্রম করেছি, তুমি নিশ্চয় পত্রে লিখেছিলে শ্রীমত অনুসারে চলব, কিন্তু চলোনি। কখনও শ্রীমত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। যা কিছু হোক, বাবাকে বললে বাবা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কাঁটা তখনই লাগে যখন বাবাকে ভুলে যাও। সঙ্গতি দেন যিনি সেই বাবার কাছ থেকেও বাচ্চারা ও ক্রোশ দূরে পালিয়ে যায়। গেয়েও থাকে, আমি সমর্পিত হবো, বলিপ্রদত্ত হবো। কিন্তু কার প্রতি হবে? এমন তো লেখনি- সন্ন্যাসীর প্রতি সমর্পিত হবো ! বা ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের প্রতি সমর্পিত হব ! অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত হব! সমর্পিত হতে হবে পরমপিতা পরমাত্মার কাছে। কোনো মানুষের প্রতি নয়। উত্তরাধিকার পাওয়া যায় বাবার কাছ থেকে। বাবা বাচ্চাদের প্রতি বলিপ্রদত্ত হন। এমন কথা অসীম (বেহদের) জগতের পিতাই বলেন যে, আমি বলিপ্রদত্ত হতে এসেছি। কিন্তু বাবার প্রতি বলিপ্রদত্ত হতে বাচ্চাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। দেহ-অভিমান আসলেই মরবে, ব্যভিচারী হবে। ঐ একজনকেই স্মরণ করা উচিত। ওঁনার প্রতিই সমর্পিত হতে হবে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আমাদের ফিরে যেতে হবে। বাকি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে কবরস্থ হতে হবে। তাদের কেনই বা স্মরণ করবে, এর জন্য খুব অভ্যাস চাই। গাওয়াও হয়ে থাকে উত্তরণে অমৃতরস পান হয়....নিচে নেমে (অধঃপতন) গেলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এমন নয় যে স্বর্গে যাবে না। কিন্তু রাজা রানী হওয়া আর প্রজা হওয়ার মধ্যে পার্থক্য তো আছে তাইনা। এখানে একজন উপজাতিকে দেখ, মিনিষ্টারকেও দেখো পার্থক্য তো আছে তাইনা, সেইজন্যই সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করতে হবে। কেউ নিচে নেমে গিয়ে সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যায়। শ্রীমত অনুসারে না চলার কারণে মায়া সেই আত্মার নাক টেনে ধরে নর্দমায় ফেলে দেয়। বাপদাদার সাথে যুক্ত হওয়ার পরে তার বিরোধিতা করা মানেই বিশ্বাসঘাতক (ট্রেটর) হওয়া, সেইজন্যই বাবা বলেন প্রতিটি পদক্ষেপে সাবধান হও। এখন মায়া শেষ হতে চলেছে, সুতরাং সে অনেককেই নিচে নামিয়ে দেবে, সেইজন্য বাচ্চাদের সতর্ক থাকতে হবে। পথ কিছু দীর্ঘ এবং পদও উচ্চ। যদি ট্রেটর হও তবে তীব্র সাজাও ভোগ করতে হবে। যখন ধর্মরাজ বাবা সাজা দেন আত্মারা তখন চিৎকার করতে থাকে। যা কিনা কল্প-কল্পের জন্য বহাল হয়ে যায়। মায়া ভীষণ প্রবল। সামান্যতমও যদি বাবাকে ডিসরিগার্ড (অসম্মান) করেছে কি মরেছে। গাওয়াও হয়ে থাকে সন্ধ্যুর নিন্দুকদের কোথাও ঠাঁই হয় না। কামনা বশতঃ, ক্রোধ বশতঃ উল্টো কাজ করে থাকে, অর্থাৎ বাবার নিন্দা করে আর সাজা খাওয়ার নিমিত্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি পদক্ষেপে যেমন পদ্মগুণ উপার্জন আছে তেমনি লোকসানও আছে। সার্ভিস করে যেমন সঞ্চয় হয় উল্টো বিকর্ম করার জন্য সঞ্চয় হয় না। বাবার কাছে সম্পূর্ণ হিসেব থাকে। এখন সামনে বসে পড়াচ্ছেন সুতরাং সম্পূর্ণ হিসেব তাঁর হাতেই রয়েছে। বাবা তো বলবেন কোনো বাচ্চা

যেন শিববাবাকে ডিসরিগার্ড না করে, নয়তো অনেক বিকর্ম হবে। এই যজ্ঞ সেবায় সম্পূর্ণ রূপে অস্থি মজ্জা বলিপ্রদত্ত দিতে হয়। দধীচি মূনির দৃষ্টান্ত আছে না ! তার উপরেও পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তা না হলে প্রজার মধ্যেও ভিন্ন-ভিন্ন পদ আছে। প্রজার মধ্যেও চাকর-বাকর সবই প্রয়োজন পড়বে। যদিও সেখানে দুঃখ থাকবে না কিন্তু নম্বরানুসারে পদ তো থাকবেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্মরণের যাত্রায় ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এমনই স্মরণের অভ্যাস করতে হবে যাতে অন্তিম সময় বাবা ছাড়া আর কেউ স্মরণে না আসে।

২) সত্য বাবার মতে চলে সত্য উপার্জন করতে হবে। নিজের মনমতে চলা উচিত নয়। সদ্ধুরুর নিন্দা কখনোই করানো উচিত নয়। কাম, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনো উল্টো কাজ করা উচিত নয়।

বরদানঃ:- সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা প্রতিটি কার্যে সফল হওয়ার সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সফলতা মূর্তি ভব
সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা অনেক কাজেই সফল হওয়ার সিদ্ধি অনুভব হয়। যেমন স্থূল আকাশে ভিন্ন-ভিন্ন নক্ষত্র দেখা যায় তেমনই বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের আকাশে চারদিকে সফলতার উজ্জ্বল নক্ষত্র তখনই দেখতে সক্ষম হবে যখন তোমাদের সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ আরও শক্তিশালী হবে, সবসময় এক বাবার গভীরতায় হারিয়ে যাবে, তোমাদের রুহানী নয়ন(দৃষ্টি), রুহানী মূর্তি দিব্য দর্পণ হয়ে উঠবে। এই রকম দিব্য দর্পণই অনেক আত্মাকে আত্মিক স্বরূপের অনুভব করানোর সফলতার মূর্ত প্রতীক হবে।

স্লোগানঃ:- যারা নিরন্তর ঈশ্বরীয় সুখ অনুভব করে তারাই নিশ্চিত (বেফিকর) বাদশাহ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা শিক্ষক রূপে তোমাদেরকে মানব থেকে দেবতা বানানোর বিদ্যা শেখাচ্ছেন, তোমরাও শ্রীমৎ অনুসারে অন্যদেরকে পুনরায় দেবতা বানানোর সেবা করো”

*প্রশ্নঃ - এখন বাচ্চারা, তোমরা কিরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম করে থাকো যার রীতি রেওয়াজ ভক্তিতেও চলে আসছে?

*উত্তরঃ - তোমরা এখন শ্রীমতে চলে নিজের তন-মন-ধন ভারত কেন বিশ্বের কল্যাণের জন্য অর্পণ করেছো। এই রেওয়াজ ভক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে থাকে। তাদেরও আবার সেই দানের বিনিময়ে পরবর্তী জন্ম রাজ-পরিবারে হয়। আর বাচ্চারা, তোমরা সঙ্গমে বাবার সহায়ক হয়েছো তাই তোমরা মানব থেকে দেবতা হয়ে যাও।

*গীতঃ- তোমরা রাত কাটিয়েছ ঘুমিয়ে আর দিবস কাটিয়েছো খেয়ে...

ওম শান্তি । বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যখন বাচ্চারা বুঝতে পারে তখন অন্যদেরকেও বোঝাতে থাকে। না বুঝলে তো অন্যদেরকেও বোঝাতে পারবে না। আর যদি নিজে বুঝলেও অন্যদেরকে না বোঝাতে পারে তার মানে সেও কিছুই বোঝেনি। কোনো কলা কৌশল শিখলে তো সেটা বাস্তবে করে দেখাতে হয়। এই কলাকৌশল বাবা শিক্ষক হয়ে শেখাচ্ছেন যে মানব থেকে দেবতা কিভাবে বানানো যায়। দেবতা অর্থাৎ যাদের চিত্র আছে, তারা মানুষকে দেবতা বানাচ্ছে তার মানে তারা এখন দেবতা নেই। দেবতাদের গুণ গাওয়া হয়ে থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন... এখানে কোনও মানুষের তো এইরকম গুণ গাওয়া হয় না। সাধারণ মানুষ মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের গুণ গাইতে থাকে। যদিও পবিত্র তো সন্ন্যাসীরাও থাকে কিন্তু মানুষ তাদের এইরকম গুণগান করে না। সেই সন্ন্যাসীরা তো শাস্ত্র ইত্যাদিও শোনায়। দেবতারা তো কিছু শোনায় না। তারা তো প্রালঙ্ঘ ভোগ করে। আগের জন্মে পুরুষার্থ করে মানুষ থেকে দেবতা হয়েছিলেন। এখন কারো মধ্যে দেবতাদের মতো গুণ নেই, যেখানে গুণ নেই সেখানে অবশ্যই অবগুণ আছে। সত্যযুগে এই ভারতে যথা রাজা-রানি তথা প্রজা সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল। তাদের মধ্যে সব গুণ ছিল। সেই দেবতাদেরই গুণ গাওয়া হয়ে থাকে। সেই সময় আর অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। গুণবান দেবতারা ছিলেন সত্যযুগে আর অপগুণ যুক্ত মানুষ আছে কলিযুগে। এখন এইরকম অপগুণ যুক্ত মানুষকে দেবতা কে বানাবে! গাওয়াও হয়ে থাকে মানুষ থেকে দেবতা... এই মহিমা তো হল পরমপিতা পরমাত্মার। এমনিতে তো দেবতারাও হল মানুষ, কিন্তু তাদের মধ্যে গুণ আছে, আর এখানকার মানুষের মধ্যে অপগুণ আছে। গুণ প্রাপ্ত হয় বাবার থেকে, যাঁকে সঙ্গুরুও বলা হয়। অপগুণ প্রাপ্ত হয় মায়ী রাবণের থেকে। এত গুণবান পুনরায় অপগুণী কিভাবে হয়ে যায়! সর্বগুণ সম্পন্ন আর সর্ব অপগুণ সম্পন্ন কে বানায়! এটা বাচ্চারা তোমরা জানো। গাইতেও থাকে আমি নিগুণ আমার কোনও গুণ নেই। দেবতাদের কত গুণগান করে। এই সময় তো সেই গুণ কারো মধ্যে নেই। খাদ্য পানীয় ইত্যাদি কতোই না তামসিক প্রকৃতির। দেবতারা হলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আর এইসময়কার মানুষ হল রাবণ সম্প্রদায়ের। খাদ্য পানীয় কতোই না পাল্টে গেছে! কেবল ড্রেসকে দেখলে হবে না। দেখা হয় খাদ্য পানীয় আর বিকারী ভাবকে। বাবা নিজে বলছেন আমাদের ভারতেই আসতে হয়। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের দ্বারা স্থাপনা করাচ্ছি। এটা হল ব্রাহ্মণদের যন্তু তাই না। এখানকার বিকারী ব্রাহ্মণরা হল কুখ বংশাবলী (গর্ভজাত), আর এরা হল মুখ বংশাবলী। অনেক পার্থক্য। জাগতিক ধনী ব্যক্তির যে যন্তু রচনা করে সেখানে লৌকিক ব্রাহ্মণ থাকে। এখানে আছেন অসীম জগতের বাবা ধনীর থেকেও ধনবান, রাজাদেরও রাজা। ধনীর থেকেও ধনবান কেন বলা হয়? কেননা ধনী ব্যক্তিরও বলে আমাদের ঈশ্বর ধন দান করেছেন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে তাই পরবর্তী জন্মে ধনবান হয়। এই সময় তোমরা শিববাবাকে সবকিছু তন-মন-ধন অর্পণ করে থাকো। তাই কতো শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করবে।

তোমরা শ্রীমত অনুসারে এত শ্রেষ্ঠ কর্ম শিখছো তো তোমাদের অবশ্যই ফল প্রাপ্ত হওয়া উচিত। তোমরা তন-মন-ধন অর্পণ করছো। সেটাও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য করছো, কারোর ঋণ দিয়ে। এই রেওয়াজ ভারতেই আছে। তো বাবা তোমাদেরকে খুব ভালো কর্ম করতে শেখাচ্ছেন। তোমরা এই কর্তব্য কেবল ভারত কেন, সমগ্র দুনিয়ার কল্যাণের জন্য করছো। তার জন্য প্রাপ্তিও খুব ভালো হয় - মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাবে। শ্রীমৎ অনুসারে যে যেরকম কর্ম করবে, সেইরকমই ফল প্রাপ্ত হবে। আমি কেবল সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকি। কে কে শ্রীমত অনুসারে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করছে। জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। যারা শ্রীমতে চলে তারাই হল ব্রাহ্মণ। বাবা বলছেন যে আমি বসে বসে ব্রাহ্মণদের দ্বারা শূদ্রদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি - এটা হল ৫ হাজার বছরের কথা। ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। চিত্র দেখাতে

হবে। চিত্র ছাড়া বললে ভাববে - কি জানি এ আবার কোন নতুন ধর্ম, এটা হয়ত বিদেশ থেকে এসেছে। চিত্র দেখলে বুঝবে এরা দেবতাদেরকে মান্য করে। তো বোঝাতে হবে যে শ্রী নারায়ণের অন্তিম ৮৪ তম জন্মে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেছেন আর রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এটা হল ৮৪ তম জন্মেরও অন্তিম মুহূর্ত। যারা সূর্যবংশী দেবতা ছিলেন, তাদের সবাইকে এখানে এসে পুনরায় রাজযোগ শিখতে হবে। ড্রামা অনুসারে পুরুষার্থও অবশ্যই করবে। বাচ্চারা তোমরা এখন সম্মুখে বসে শুনছো, অন্যান্য বাচ্চারা আবার টেপ রেকর্ডারে শুনবে তো বুঝবে যে আমরাও মাতা পিতার সাথে পুনরায় সেই দেবতা হচ্ছি। এই সময় ৮৪ তম জন্মে সম্পূর্ণ বেগর অবশ্যই হতে হবে। আত্মা বাবাকে সবকিছু স্যারেন্ডার করে দেয়। এই শরীর হলো অশ্ব, যেটা স্বাধা হয়ে যায়। আত্মা নিজে বলে আমি বাবার হয়েছি। বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি আত্মা এই জীব (শরীর) দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মার ডায়রেকশন অনুসারে সেবা করছি।

বাবা বলছেন - যোগও শেখাও আর সৃষ্টিচক্রের কীভাবে পুনরাবৃত্তি হয় সেটাও বোঝাও। যারা সমগ্র চক্রকে পাস করে আসবে - সে এই কথাগুলিকে শীঘ্রই বুঝতে পারবে। যারা এই চক্রে আসার নয় তারা এখানে বোঝার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। এমন নয় যে সমগ্র সৃষ্টির আত্মা বোঝার জন্য আসবে! এদের মধ্যেও প্রজা অনেক আসবে। রাজা রানী তো একটাই হয় তাই না। যেরকম এক লক্ষ্মী নারায়ণের কথা গাওয়া হয়ে থাকে, এক রাম সীতা গাওয়া হয়ে থাকে। প্রিন্স প্রিন্সেস তো অনেক হবে। মুখ্য তো একজনই হবেন তাই না। তো এইরকম রাজা রানী হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। সাক্ষী হয়ে দেখলে বোঝা যায় - এ ধনী রাজ পরিবারের আত্মা নাকি গরীব ঘরের আত্মা। কেউ মায়ার কাছে কিভাবে পরাজিত হয়, কেউ আবার ভাগিনীও হয়ে যায়। মায়ী একদম কাঁচাই খেয়ে নেয় এইজন্য বাবা বলেন যে রাজী খুশী আছো? মায়ার থাপ্পড় খেয়ে বেহঁশ বা অসুস্থ তো হচ্ছে না! এইরকম অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, তারপর বাচ্চারা (বি. কে) তার কাছে যায়, জ্ঞান যোগের সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে সুরজিৎ করে দেয়। জ্ঞান আর যোগে না থাকার কারণে মায়ী একদম কলা-কায়া বিগড়ে দেয়। শ্রীমত ছেড়ে মনমতে চলতে শুরু করে দেয়। মায়ী একদম বেহঁশ করে দেয়। বাস্তবে সঞ্জীবনী বুটি হল এই জ্ঞানের, এর দ্বারা মায়ার বেহঁশী থেকে আত্মা সুস্থ হয়ে ওঠে। এই সব কথা এই সময়ের। তোমরাই হলে সীতা। রাম এসে মায়ী রাবণের থেকে তোমাদের মুক্ত করছেন। যেরকম বাচ্চাদেরকে সিন্ধু প্রদেশেও রক্ষা করেছিলেন। রাবণ আবার চুরি করে নিয়ে চলে যায়। এখন তোমাদেরকে পুনরায় মায়ার শৃঙ্খল থেকে সবাইকে মুক্ত করতে হবে। বাবার তো করুণা হয়, দেখেন যে কিভাবে মায়ী থাপ্পড় লাগিয়ে বাচ্চাদের বুদ্ধিই একদম ঘুরিয়ে দেয়। রামের থেকে বুদ্ধি সরিয়ে রাবণের দিকে করে দেয়। যেরকম এক ধরনের খেলনা আছে। এক দিকে রাম, অন্যদিকে রাবণ। একে বলা যায় আশ্চর্যবৎ বাবার হয়, তারপর রাবণের হয়ে যায়। মায়ী খুবই শক্তিশালী। ইঁদুরের মতো কেটে দিয়ে খাবার খারাপ করে দেয়, এইজন্য শ্রীমত কখনও উল্লঙ্ঘন করবে না। এটা হল কঠিন লড়াই, তাই না। নিজের মত মানে রাবণের মত। নিজের মতে চললে তো অনেক ধাক্কা খাবে। অনেকেই বাবার নাম বদনাম করে। এইরকম সব সেন্টারেই আছে। ক্ষতি কিন্তু নিজেরই হয়। সেবাধারী বাচ্চা হলো রূপ বসন্ত, লুকিয়ে থাকে না। দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, এতে সবাই নিজের নিজের ভূমিকা পালন করবে। যোগের রেস করবে তো নিজেরই কল্যাণ হবে। কল্যাণ মানে একদম স্বর্গের মালিক। যেরকম মা বাবা সিংহাসনাসীন আছেন সেইরকম বাচ্চাদেরকেও হতে হবে। বাবাকে ফলো করতে হবে। না হলে তো নিজের পদ কম হয়ে যাবে। বাবা এই চিত্র কেবল রেখে দেওয়ার জন্য তৈরী করেননি। এর দ্বারা অনেক সেবা করতে হবে। বড় বড় ধনী ব্যক্তির লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির নির্মাণ করেন কিন্তু এটা কারো জানা নেই যে এনারা কবে এসেছেন, এনারা ভারতকে কিভাবে সুখী বানিয়েছেন, যার জন্য সবাই তাদেরকে স্মরণ করছে।

তোমরা জানো যে এক দিলওয়ালার-ই মন্দির হওয়া উচিত। এই একটাই যথেষ্ট। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির থেকেও কি হবে! সেটা কোনো কল্যাণকারী নয়। শিবের মন্দির তৈরী করে, সেটাও অর্থ বিহীন। তাঁর অক্যুপেশনকে তো জানেই না। মন্দির তৈরী করে, আর তাঁর অক্যুপেশনকেই জানে না, তো তাদেরকে কি বলবে? যখন স্বর্গে দেবতারা থাকে তখন মন্দির তৈরী হয় না। যারা মন্দির তৈরী করে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ কবে এসেছেন? তারা কিভাবে সুখ প্রদান করেছিলেন? তারা কিছুই বোঝাতে পারবে না। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে যার মধ্যে অবগুণ আছে তারাই গুণবানের মন্দির তৈরী করে। তাই বাচ্চাদের মধ্যে সার্ভিস করার শখ রাখতে হবে। বাবারও সার্ভিস করার অনেক শখ আছে তাই তো এইরকম চিত্র তৈরী করে দেন। যদিও চিত্র শিববাবা বানিয়েদেন কিন্তু বুদ্ধি দুজনেরই চলে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

এখানে সবাই বসে আছে, সবাই বোঝে যে - আমরা হলাম আত্মা, বাবাও বসে আছেন। একেই বলা হয় আত্ম-অভিমানী হয়ে বসা। সবাই এইরকম ভাবে বসে নেই যে আমরা হলাম আত্মা, বাবার সামনে বসে আছি। এখন বাবা স্মরণ করছেন তাই স্মরণে আসছে, এটেনশন দেবে। এইরকম অনেকেই আছে, যাদের বুদ্ধি বাইরে চলে গেছে। এখানে বসে থেকেও যেন কান বন্ধ আছে। বুদ্ধি বাইরের জগতে কোথায় না কোথায় ছুটে বেড়াচ্ছে। বাচ্চারা, যারা বাবার স্মরণে বসে আছে, তারাই উপার্জন করছে। অনেকেরই বুদ্ধিযোগ বাইরের জগতে থাকে, তারা মনে হয় এই যাত্রাতেই নেই। সময় ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্রহ্মা বাবাকে দেখলেই শিববাবা স্মরণে এসে যাবে। নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে তো আছেই। কারো কারো পাকাপোক্ত সংস্কার হয়ে যায়। আমি হলাম আত্মা, আমার শরীর নেই। বাবা হলেন নলেজফুল, তাই বাচ্চাদেরও নলেজ এসে যায়। এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে, এখন পুরুষার্থ করতে হবে। অনেক সময় চলে গেছে, আর অল্প সময় অবশিষ্ট আছে... পরীক্ষার দিনগুলিতে অনেক পুরুষার্থ করতে লেগে যাবে। মনে করে, যদি আমরা পুরুষার্থ না করি তাহলে ফেল হয়ে যাবে। পদও অনেক নিম্ন পর্যায়ে হয়ে যাবে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ তো চলতেই থাকে। দেহ-অভিমানের কারণে বিকর্ম হয়। এর জন্য একশত গুণ শাস্তি ভোগ করতে হয় কেননা আমার নিন্দা করায়। এমন কর্ম কখনোই করা উচিত নয় যার কারণে বাবার নাম বদনাম হয় এইজন্য গাইতে থাকে সদ্ধুরুর নিন্দুক কোনও পদ পাবে না। পদ মানে বাদশাহী। বাবা-ই হলেন শিক্ষক। অন্য কোনও সংসঙ্গে এইম-অবজেক্ট থাকে না। এটা হল আমাদের রাজযোগ। আর কেউ মুখ দিয়ে এমন কথা বলতে পারবে না যে আমি রাজযোগ শেখাচ্ছি। তারা তো মনে করে শান্তিতেই সুখ আছে? সেখানে তো না দুঃখ না সুখের কথা আছে। সর্বদা শান্তিই শান্তি। তারপর বোঝা যায় এর ভাগ্যে আছে, এ কম সময়ের জন্য সুখ ভোগ করবে। সবার থেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তার, যে প্রথম থেকে ভূমিকা পালন করে আসছে। সেখানে তাদের এই জ্ঞান থাকবে না। সেখানে সঙ্কল্পই চলবে না। বাচ্চারা জানে যে আমরা সবাই অবতার নিই। ভিন্ন-ভিন্ন নাম রূপে আসি। এটাই হল ড্রামা, তাই না। আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে এখানে ভূমিকা পালন করি। সেই সমস্ত রহস্য বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে অতীন্দ্রিয় সুখ বিরাজমান থাকে। অন্তরে খুশী থাকে। বলবে - এটাই হল দেহী-অভিমানী। বাবা এটাও বোঝাচ্ছেন যে তোমরা হলে স্টুডেন্ট। তোমরা জানো যে তোমরা দেবতা অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হতে চলেছ। কেবল দেবতাই নয়। আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। এই স্থিতি তখন স্থায়ী থাকবে, যখন কর্মজীবিত অবস্থা হয়ে যাবে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এটা অবশ্যই হবে। তোমরা বুঝতে পারো যে তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে আছো। স্বর্গের বাদশাহী অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। যে যত বেশী সেবা করবে, অনেকের কল্যাণ করবে, তো অবশ্যই তার উচ্চপদ প্রাপ্ত হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে এই যোগের বৈঠক এখানেই হতে পারে। বাইরের সেন্টারে এইরকম হওয়া সম্ভব নয়। ভোর চারটের সময় আসা, যোগযুক্ত হয়ে বসা, সেখানে কিভাবে সম্ভব? সম্ভব নয়। কেবলমাত্র যারা সেন্টারে থাকে, তারাই বসতে পারে। বাইরের আত্মাদেরকে ভুল করেও বলা যাবে না। সময় সেইরকম নয়। এটা এখানেই ঠিক আছে। ঘরেই বসে আছে তোমরা। সেখানে তো বাইরে থেকে আসতে হয়। এটা কেবল এখানকার জন্য। বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ করতে হবে। আমি হলাম আত্মা। এটা (কুকুটি) হল আত্মার অকাল সিংহাসন। অভ্যাস করে ফেলতে হবে। আমরা হলাম ভাই-ভাই। ভাই এর সাথে আমি কথা বলছি। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন, শুভরাত্রি আর নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূল্য সার:-

১) জ্ঞান যোগের সঙ্গীভবী বুটির দ্বারা নিজেকে মায়ার অচেতনতার থেকে বাঁচাতে হবে। মনমত্তের উপরে কখনো চলবে না।

২) রূপ-বসন্ত (জ্ঞানী যোগী) হয়ে সেবা করতে হবে। মাতা পিতাকে ফলো করে সিংহাসনাসীন হতে হবে।

বরদান:-

নিজের শক্তিশালী স্থিতির দ্বারা দান আর পূণ্য করে পূজনীয় আর গায়ন যোগ্য ভব
অন্তিম সময় যখন দুর্বল আত্মারা তোমাদের অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মাদের দ্বারা প্রাপ্তির অল্প একটুও অনুভব
করবে তখন এই অন্তিম অনুভবের সংস্কার নিয়ে অর্ধেক কল্পের জন্য নিজের ঘরে বিশ্রামী হবে আবার
পুনরায় দ্বাপরে ভুক্ত হয়ে তোমাদের পূজা আর কীর্তন করবে। এইজন্য অন্তিম সময়ের দুর্বল আত্মাদের প্রতি
মহাদানী বরদানী হয়ে অনুভবের দান আর পূণ্য করো। এই সেকেন্ডের শক্তিশালী স্থিতির দ্বারা করা দান

আর পূণ্য অর্ধেক কল্পের জন্য পূজনীয় আর গায়ন যোগ্য বানিয়ে দেবে।

স্লোগান:- পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে সাফলী হয়ে যাও, তাহলে বিজয়ী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখানে তোমাদেরকে সুখ-দুঃখ, মান-অপমান... সব সহ্য করতে হবে, পুরানো দুনিয়ার সুখের থেকে বুদ্ধি সরিয়ে দিতে হবে, নিজের মতানুসারে চলবে না”

*প্রশ্নঃ - দেবতা জন্ম থেকেও এই জন্ম খুব ভালো, কীভাবে?

*উত্তরঃ - এই জন্মে তোমরা বাচ্চারা শিববাবার ভান্ডার থেকে খাবার খাও। এখানে তোমরা অপরিমিত উপার্জন করো, তোমরা বাবার আশ্রয়ে আছো। এইজন্য তোমরা নিজের ইহলোক-পরলোক সুখী বানিয়ে নাও। সুদামার মতন দুই মুঠো দিয়ে ২১ জন্মের বাদশাহী প্রাপ্ত করো।

*গীতঃ- কাছে থাকো বা দূরে.....

ওম্ শান্তি । গানের অর্থ কতো সুন্দর । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - আমরা এই সশরীর থাকি বা দূরে কারণ সম্মুখে যোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। প্রেরণার দ্বারা তো দেবেন না। আমি কাছে থাকি বা দূরে - স্মরণ তো আমাকেই করতে হবে। ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য তো ভক্তি করে। বাবা বসে বোঝান যে হে জীব এর আত্মারা, এই দেহে নিবাসরত আত্মারা, আত্মাদের সঙ্গে পরম পিতা পরমাত্মা বসে কথা বলেন। পরমাত্মাকে আত্মাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হতে হয়, তাই জীব আত্মারা ভগবানকে স্মরণ করে কারণ তারা দুঃখী। সত্যযুগে তো কেউ স্মরণ করে না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা বহু কালের পুরানো ভক্ত। যখন থেকে মায়া আমাদের বন্ধন যুক্ত করেছে, তখন থেকে ভগবানের, শিবের স্মরণ আরম্ভ হয়েছে কারণ শিববাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেছিলেন, তাই ভক্তরা তাঁর স্মরণিকা রচনা করে ভক্তি করে। এখন তোমরা জানো শিববাবা সম্মুখে এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ এখন বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। যতক্ষণ এখানে আছি আমরা ততক্ষণ পুরানো দেহকে, পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধিতে ভুলে থাকতে হবে এবং যোগ যুক্ত থাকতে হবে। তবে এই যোগ অগ্নির দ্বারা পাপ ভস্ম হবে। এতেই পরিশ্রম লাগে। পদ মর্যাদাও হল শ্রেষ্ঠতম। বিশ্বের মালিক হতে হবে। মানুষ বলে যে, বিশ্বের মালিক তো হলেন শিববাবা। কিন্তু নয়, বিশ্বের মালিক মানুষ ই হয়। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। বাবা বলেন তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে, পরে ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন কড়ি তুল্য মালিকও রয়ে যাওনি। প্রথম জন্ম এবং এখনকার অন্তিম জন্ম দেখো কতখানি রাত দিনের তফাৎ । কারো স্মরণে আসবে না যতক্ষণ বাবা এসে সাক্ষাৎকার না করাচ্ছেন। জ্ঞান যুক্ত বুদ্ধির দ্বারাও সাক্ষাৎকার হয়। যারা বুদ্ধিমান বাচ্চারা আছে, নিত্য বাবাকে স্মরণ করে, তাদের আনন্দ অনুভব হবে। এখানে তোমরা সব নতুন কথা শুনছো। মানুষ তো কিছুই জানেনা। তারা তো কাহিনী বলে দেয় আর দ্বারে দ্বারে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তোমাদেরকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা হয়েছে। বাবা বলেন তোমরা আত্মা, আমি পিতা, আমাকে স্মরণ করতে থাকো। বুদ্ধিতে এই সঙ্কল্প যেন থাকে যে আমরা আত্মা, আমাদেরকে বাবার কাছে যেতে হবে, এই সৃষ্টি যেন আমাদের জন্য নয়। এই পুরানো সৃষ্টি তো শেষ হয়ে যাবে। তারপরে আমরা স্বর্গে এসে নতুন মহল বানাবো। দিন-রাত বুদ্ধিতে এই পয়েন্ট চলা উচিত। বাবা নিজের অনুভব বলে দেন। রাত্তিরে নিদ্রার সময় এই চিন্তন করি। এই নাটক এখন পূর্ণ হয়েছে, এই দেহ রূপী বস্ত্রটি ত্যাগ করতে হবে। হ্যাঁ, বিকর্মের বোঝা আছে তাই নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজের অবস্থা দর্পণে দেখতে হবে - আমাদের বুদ্ধি সব কিছু থেকে বিরত আছে তো? ব্যবসা ইত্যাদিতে থেকেও বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। বাবার উপরে কতখানি দায়িত্ব আছে। অসংখ্য বাচ্চারা আছে। তাদের প্রতিপালন করতে হয়। বাচ্চাদের আশ্রয় দিতে হয়। দুঃখী তো অনেকে তাইনা ! দুনিয়ার হট্টগোলে অনেকের দুঃখী অবস্থায় মৃত্যু হয়। এই সময়টি খুব খারাপ। তাই বাচ্চাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এই গৃহ নির্মাণ হচ্ছে। এখানে তো সব আপন সন্তানরা ই থাকে। কোনো ভয় নেই এবং তার সঙ্গে যোগ বলও আছে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে, যারা বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করে তো বাবাও তাদের রক্ষা করেন। শত্রুকে ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়ে দূর করে দেন। তোমাদের দেহটি যতদিন আছে, ততদিন যোগে থাকতে হবে। নাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। বড় লোকের সন্তান দন্ডিত হলে তাদের সম্মান নষ্ট হয়। তোমাদেরও সম্মান নষ্ট হবে। বাচ্চাদের জন্য তো আরও কঠিন দন্ড থাকে। অনেকে এরকম আছে যারা বলে এখন তো মায়ার সুখ অনুভব করি, যা হবে দেখা যাবে। অনেকেরই এই পুরানো দুনিয়ার সুখ মিষ্টি অনুভব হয়। এখানে তো সুখ-দুঃখ, মান-অপমান সব সহ্য করতে হয়। উচ্চ প্রাপ্তি যদি করতে চাও তবে ফলো করা উচিত, মাতা পিতার আদেশ অনুসারে চলা উচিত। নিজের মত অর্থাৎ রাবণের মত। অর্থাৎ ভাগ্যের উল্লতির দিকে সীমারেখা টেনে দেওয়ার কথা হবে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা তৎক্ষণাৎ বলবেন - এ'হল আসুরিক মত। শ্রীমৎ নয়। প্রতিটি কদমে শ্রীমতের প্রয়োজন। চেক করতে হবে কোনও বিকর্ম করে বাবার নিন্দে করছি না তো ? দেবী-দেবতা

তখন হতে পারবো যখন এই রকম লক্ষণ হবে। এমন নয় সেখানে অটোমেটিক্যালি লক্ষণ গুলি এসে যাবে। এখানে অত্যন্ত মিষ্টি আচার আচরণ থাকা চাই। আচ্ছা ধরো শিববাবা বলেননি, ব্রহ্মা বাবা বলেছেন, তখনও রেম্পান্সিবল উনিই থাকবেন তাইনা! যদি কোনও ক্ষতি হয় তবুও অসুবিধে নেই। এইসব ড্রামায় ছিল তোমাদের কোনো দোষ থাকবে না। অবস্থা খুব ভালো থাকা উচিত। যদিও তোমরা এখানে বসে আছো, বুদ্ধিতে যেন এই কথাই থাকে যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সেখানকার নিবাসী। এই রীতিতে ঘর পরিবারে থেকে, ব্যবসা ইত্যাদি করেও উপরাম হতে থাকবো। যেমন সন্ন্যাসীরা, গৃহস্থ থেকে উপরাম হয়ে যায়। তোমরা তো সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার থেকে উপরাম হয়ে যাও। ওই হঠাৎ যোগের সন্ন্যাস আর এই সন্ন্যাসের মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য। এই রাজযোগ বাবা শেখাচ্ছেন। সন্ন্যাসীরা শেখাতে পারে না কারণ মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা হলেন একজনই। সকলের মুক্তি এখন হবে কারণ সবাইকে ফিরে যেতে হবে। সাধু সন্তরা সাধনা করে যে, আমরা ফিরে যাবো। এখানে দুঃখই দুঃখ। কেউ আবার বলে আমরা জ্যোতিরা-জ্যোতিতে মিশে যাবো। অনেক প্রকারের মত রয়েছে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, কোনো কোনো বাচ্চাদের পুরানো সম্বন্ধ গুলি স্মরণে আসে। ওই দুনিয়ার সুখের আশা হলেই, মৃত্যু অবধারিত। তখন তার কদম আর এখানে টিকবে না। মায়া খুব প্রলোভন দেখায়। একটা কিস্কদন্তি আছে, বলে "ভগবানকে স্মরণ করো নাহলে বাজ পাখি এসে যাবে" এই মায়াও বাজ পাখির মতো আক্রমণ করে। এখন যখন বাবা এসেছেন তখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত না করলে কল্প-কল্পান্তর কখনই প্রাপ্ত হবে না। এখানে বাবার কাছে তোমাদের কোনও দুঃখ নেই, তাই পুরানো দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে যাওয়া উচিত তাইনা। সারাদিনের কর্মের চাট দেখা উচিত, কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করছি? কাউকে কি জীবনদান করেছি? বাবাও তোমাদের জীবনদান দিয়েছেন তাইনা। সত্য যুগ ত্রেতায় তোমরা অমর থাকো। এখানে কারো মৃত্যুতে কতখানি কান্নাকাটি করে। স্বর্গে দুঃখের নাম নেই। বুঝবে পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন ধারণ করতে হবে। এই দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্য অন্য কেউ এই দৃষ্টান্ত দিতে পারে না। তারা কি পুরানো দেহটি ভুলতে পারে। তারা তো অর্থ ধন একত্র করতে থাকে। এখানে তোমরা যা কিছু বাবাকে অর্পণ করো সে সব তো বাবা গ্রহণ করেন না, নিজের কাছে রাখেনও না। তা দিয়ে বাচ্চাদের প্রতিপালনই করেন তাই এ'হলেন সত্য শিববাবার ভান্ডার, এই ভান্ডার থেকে ভোজন গ্রহণ করে যারা, তারা এখানেও সুখী থাকে তো জন্ম-জন্মান্তর সুখী থাকে।

তোমাদের এই জন্ম হল দুর্লভ জন্ম। দেবতা জন্মের চেয়েও তোমরা এখানে সুখী থাকো, কারণ তোমরা বাবার আশ্রয়ে আছো। এখান থেকেই তোমরা অপরিসীম উপার্জন করো যা জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করবে। সুদামার দুই মুঠো অর্পণের পরিবর্তে ২১ জন্মের জন্য মহল প্রাপ্ত হয়েছিল। ইহলোকও সুখী তো পরলোকও সুখী, জন্ম-জন্মান্তরের জন্য। তাই এই জন্মটিই হলো শ্রেষ্ঠ জন্ম। কেউ বলে শীঘ্র বিনাশ হোক তবে আমরা স্বর্গে যেতে পারবো। কিন্তু এখন তো অনেক খাজানা বাবার কাছে নেওয়ার আছে। এখনও রাজধানী তো নির্মাণ হয়নি। তাহলে শীঘ্র বিনাশ করবেন কীভাবে! বাচ্চারা এখনও যোগ্য কোথায় হয়েছে! এখনও বাবা পড়াতে আসেন। বাবার সার্ভিস হলো অপরমঅপার। বাবার মহিমাও হল অপরমঅপার। বাবা যেমন সর্বোচ্চ, সার্ভিসও করেন তেমনই সর্বোচ্চ, তবেই তো বাবার স্মরণিকা রয়েছে। সর্বোচ্চ পিতার সিংহাসন, যে যতখানি পুরুষার্থ করে, সে নিজের ততখানি ভাগ্য নির্মাণ করে। এ'হল অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের উপার্জন, যা সেখানে গিয়ে অপরিসীম ধন রাশিতে পরিণত হয়। সুতরাং বাচ্চাদেরকে খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে এখানেও স্মরণ করো তো সেখানেও স্মরণ করো। সিঁড়ি তো আছে না! হৃদয় দর্পণে দেখতে হবে যে আমি বাবার কতখানি সুসন্তান হয়েছি, অন্ধকে পথ বলে দিচ্ছি। নিজের সঙ্গে কথা বললে খুশী অনুভব হয়। যেমন বাবা নিজের অনুভব বলেন - ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বাবার সাথে কথা বলি, বাবা তোমার সব চমৎকার। ভক্তিমার্গে আমরা তোমরাকে আবার ভুলে যাবো। তোমার কাছ থেকে এতখানি বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত করার পরেও সত্যযুগে সে কথা ভুলে যাবো। তারপরে ভক্তিমার্গে তোমার স্মরণিক তৈরি করবো। অথচ তোমার অক্যুপেশন ভুলে যাবো। বোধহীন, অস্ত্রানী হয়ে যাই আমরা। এখন বাবা কতো জ্ঞানবান বানিয়েছেন। রাত দিনের তফাৎ আছে। ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, এ' তো কোনও জ্ঞানযুক্ত কথা নয়। জ্ঞান তো সৃষ্টি চক্রের চাই। এখন আমরা ৮৪-র চক্র পূর্ণ করে ফিরে যাই, পরে জীবনমুক্তিতে আসতে হবে আমাদের। ড্রামার বাইরে বেরোনো সম্ভব নয়। আমরা হলাই জীবনমুক্তির পথিক। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

বাবা কাউ বাচ্চি বলেন, কাউকে মা (মাঙ্গিয়া) বলেন ; নিশ্চয়ই কোনো পার্থক্য থাকবে। কারো সার্ভিসের দ্বারা সুগন্ধ ছড়িয়ে যায়, কেউ তো আবার ধুতরা ফুল। এই কথা তো বাবা বুঝিয়েছেন যে এই যেমন তোমরাও আমার সাথে আছো। উপর থেকে বাবা এসেছেন বিশ্বকে পবিত্র বানাতে। তোমাদেরও সেই একই কর্তব্য। সেখান থেকে প্রথমে যে আসে তারা হল পবিত্র। নতুনরা এসে নিশ্চয়ই সৌরভে সুরভিত করবে। বাগানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন সার্ভিস তেমন সুরভিত পুষ্প। বিবেক বলে নিজেকে শিববাবার বাচ্চা বলা আর অধিকারী হওয়া। তাই সেই সৌরভ আসা উচিত। তোমাদের অধিকার রয়েছে। তবেই তো সকলকে নমস্কার করেন। তোমরা বিশ্বের মালিক অবশ্যই হয়ে থাকো, কিন্তু পড়াশোনার আধারে তফাৎ হয়ে যায়। এমন তো হবেই। বাচ্চাদের এই দৃঢ় নিশ্চয় তো আছে যে এই হলো বাবা আর এই হলো চক্র, এটা তো বুদ্ধিতে আছে। তাই বাবা বলেন এর চেয়ে বেশি আর কি বলবেন। শিববাবা ব্যতীত স্বদর্শন চক্রধারী কেউ বানাতে পারে না। হয়ে ওঠে ইশারায়। যারা কল্প পূর্বে হয়েছে তারাই হয়। অসংখ্য বাচ্চারা আসে। পবিত্রতার জন্য অনেক অত্যাচার হয়! যার দ্বারা শিববাবা গীতা শোনান তাকে কত কটু কথা বলে দেয়। শিববাবাকেও কটু কথা বলে। কচ্ছ, মচ্ছ অবতার বলাও কটু বচন, তাইনা ! না জানার দরুন বাবার উপরে, তোমাদের উপরে কত কলঙ্ক লাগিয়ে দেয়। বাচ্চারা কত বুদ্ধি খাটায়। পড়াশোনার দ্বারা কেউ তো অনেক ধনী হয়ে যায়, অনেক উপার্জন করে। এক একটি অপারেশন থেকে দুই হাজার, চার হাজার পায়। আবার কেউ তো পরিবারের প্রতিপালনও করতে পারে না। চিন্তায় থাকে। কেউ আবার জন্ম-জন্মান্তর বাদশাহী প্রাপ্ত করে। কেউ জন্ম-জন্মান্তরের জন্য গরিব হয়। বাবা বলেন তোমাদেরকে বোধ সম্পন্ন বানাই। এখন তোমরা সব কথায় বলবে ড্রামা। সবারই পার্ট আছে। যা পাস্ট হয়েছে সেসব হলো ড্রামা। যা হয় সবই ড্রামা। ড্রামা অনুসারে যা হয় সবই সঠিক। তোমরা যতই বোঝাও, তারা বুঝতে পারে না। এতে ম্যানার্সও ভালো থাকা উচিত। প্রত্যেকে নিজের মধ্যে চেক করবে কোনো ঘাটতি বা দুর্বলতা নেই তো? মায়া খুব কঠিন। তাকে যেমন করেই হোক দূর করতে হবে। সব রকমের দুর্বলতা দূর করতে হবে। বাবা বলেন বাঁধেলীরা বন্ধনে থাকা মাত্রা (বাঁধেলী) সবচেয়ে বেশি স্মরণে থাকে। তারাই ভালো পদের অধিকারী হয়। যত কষ্ট ইত্যাদি ভোগ করে ততই বেশী করে স্মরণে থাকে। হয় শিববাবা বলে থাকে। জ্ঞানের দ্বারা শিববাবাকে স্মরণ করে। তাদের চার্ট ভালো থাকে। এমন যারা অত্যাচার সহ্য করে আসে তারা সার্ভিসেও ভালো রীতি যুক্ত হয়ে যায়। নিজের জীবন উঁচু বানানোর জন্য ভালো সার্ভিস করে। সার্ভিস না করলে তাদের অনুশোচনা হয়। তাদের হৃদয় জুড়ে চাহিদা থাকে যেন সার্ভিসে যেতে পারি। যদিও তারা বোঝে সেন্টার ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু প্রদর্শনীতে সার্ভিস অনেক তাই সেন্টারের চিন্তা না করে সেবায় ছুটে যাওয়া উচিত। আমরা যত দান করবো ততই আমাদের মধ্যে বল আসবে। দানও অবশ্যই করতে হবে। এ'হল অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, যার কাছে থাকবে সে-ই দান করবে। বাচ্চাদের এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান স্মরণে আসা উচিত। সম্পূর্ণ চক্রটি আবর্তিত হওয়া উচিত। শিববাবা এই সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকে জানেন। অবশ্যই তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। সৃষ্টির চক্রের কথা জানেন। এই দুনিয়ার জন্য একেবারেই নতুন জ্ঞান, যা কখনও পুরানো হয় না। ওয়ান্ডারফুল নলেজ তাইনা যা বাবা এসে বলে দেন। যে যতই সাধু মহাত্মা হউক, সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে এগিয়ে তো যায় না। একমাত্র বাবা ছাড়া কোনো মানুষই গতি-সদগতি প্রদান করতে পারে না। না মানুষ, না দেবতা প্রদান করতে পারে। কেবল একমাত্র বাবা প্রদান করতে পারেন। দিন দিন বৃদ্ধি হতেই থাকবে। বাবা বলেছিলেন প্রভাত-ফেরীতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র, সিঁড়ি ট্রান্সলাইটেরও হওয়া উচিত। বিদ্যুৎ সংযুক্ত কোনও এমন জিনিস থাকা উচিত যা আলোকিত করতে থাকবে। তোমরা শ্লোগানও দিতে থাকবে। রাজযোগ পরমপিতা পরমাত্মা শেখাচ্ছেন ভাগীরথের দ্বারা। অন্য কেউ রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করতে পারে না, তোমরা এই ধরনের কথা অনেক শুনবে।

আচ্ছা! মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে তাই এই পুরানো দুনিয়া থেকে উপরাম থাকতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে নিজের ভাগ্য উঁচু বানাতে হবে। কখনও কোনও উল্টো কর্ম বা বিকর্ম করবে না।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের উপার্জন করতে হবে এবং করাতে হবে। এক বাবার স্মরণে থেকে সুসন্তান হয়ে অনেককে পথ বলে দিতে হবে।

বরদান:- ত্যাগ আর তপস্যার পরিবেশের (বাতাবরণ) দ্বারা বিঘ্ন বিনাশক হতে যাওয়া সত্য সেবাধারী ভব বাবার যেমন সবচেয়ে বড় টাইটেল হল ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট, তেমনই বাচ্চারাও হল ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট অর্থাৎ

সেবধারী। সেবধারী অর্থাৎ ত্যাগী এবং তপস্বী। যেখানে ত্যাগ আর তপস্যা আছে সেখানে ভাগ্য তো তাদের সামনে দাসীর মতো আসে। সেবধারী কেবল দেয়, নেয় না। তাই সদা নির্বিল্ল থাকে। অতএব সেবধারী রূপে ত্যাগ আর তপস্যার পরিবেশ নির্মাণ করলে সদা বিঘ্ন-বিনাশক থাকবে।

স্লোগান:- যে কোনও রকমের পরিস্থিতির সম্মুখীন করবার সাধন হল - স্ব স্থিতির শক্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের কায়া একেবারে পুরাতন হয়ে গেছে, বাবা এসেছেন তোমাদের কায়া কল্পবৃক্ষের মতো বানাতে, তোমাদেরকে অর্ধেক কল্পের জন্য অমর করে তুলতে"

*প্রশ্নঃ - এই অসাধারণ নাটকের মধ্যে কোন্ কথাটি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে?

*উত্তরঃ - এই নাটকে যে সকল অভিনেতা অভিনেত্রীরা আছে, তাদের চিত্র শুধুমাত্র একবার মাত্রই দেখা যায়, অতঃপর পুনরায় সেই চিত্র আবার ৫ হাজার বছর বাদে দেখতে পাবে। ৮৪ জন্মের ৮৪ টি পৃথক পৃথক চিত্র তৈরি হবে। একজনের কর্ম অন্যজনের থেকে পৃথক হবে। যে যেরকম কর্ম করবে পুনরায় ৫ হাজার বছরের পর সে ঠিক সেই রকম কর্মই করবে - এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। তোমরা এই রহস্য এখন সকলকে বোঝাতে পারো।

*গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি। সব সময় শিব বাবাকেই ভোলানাথ বলা হয়ে থাকে। শংকরকে তা বলা হয় না। তিনি তো বিনাশ করেন আর শিব বাবা স্থাপন করেন। অবশ্যই স্বর্গ স্থাপন করবে আর নরকেরই বিনাশ করবেন। সুতরাং ভোলানাথ শিবকেই জ্ঞানসাগর বলা হয়। বাচ্চারা, এখন তো তোমরা অনুভাবী হয়েছো। অবশ্যই কল্পপূর্বেও শিববাবা এসেছিলেন সুতরাং এখনও তিনি অবশ্যই এসেছেন। তাকে আসতে তো অবশ্যই হবে কারণ নতুন মনুষ্য সৃষ্টির রচনা তাঁকে করতে হবে। যেহেতু এই ড্রামার আদি মধ্য এবং অন্তিমের রহস্য বলতে হবে, সেই কারণেই এখানে তাঁকে অবশ্যই আসতে হবে। সূক্ষ্মলোকে তো তা তৈরি হবে না। সূক্ষ্ম লোকের ভাষা হলো আলাদা আর মূল লোকে তো কোনো ভাষাই নেই। এটা হল টকি। বিগড়ে যাওয়া বস্তুকে আবার সঠিক করে দিতে পারেন একমাত্র বাবা। যখন সমগ্র সৃষ্টি তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন সকলকে সদগতি দাতা ভগবান বলেন যে, আমাকে আসতেই হয়। তাঁর স্মরণও এখানেই হয়। এই নাটকে যে যে মানুষদের ছবি রয়েছে তাদেরকে একবারই দেখতে পাওয়া যাবে। এমন হতে পারে না যে, লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র (চেহারা) সত্যযুগ ছাড়া অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে। তারা যখন পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে তো তখন তাদের নাম আর রূপ ভিন্ন হয়ে যাবে। সেই শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের রূপ একবারই দেখা যাবে, পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে দেখতে পাওয়া যাবে। ৮৪ জন্মের জন্য ৮৪ টি চিত্র তৈরি হবে। আর প্রতিটা চিত্র একে অপরের থেকে আলাদা হবে। কর্মও কারো সাথে এক হবে না। যে যা কর্ম করছে, সেই একই কর্ম ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় করবে। এই বিষয়টি ভালো করে বোঝা দরকার। বাবারও চিত্র রয়েছে। আমরা ভাবি যে নিশ্চয়ই সবার প্রথমে সৃষ্টির রচনা করার জন্য তিনি এসেছিলেন। তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে, তাই তোমরা এ কথা বুঝতে পারো। এখন পুনরায় অন্যদেরও এমন ভাবেই বুদ্ধির তালা খুলে দিতে হবে। নিরাকার বাবার সাথে অবশ্যই বাচ্চারাও সকলে পরমধামে একসময় ছিল। প্রথমে যখন আমি আসি তখন আমার সাথে ব্রহ্মা-বিশ্ব শঙ্করও আসে। মনুষ্য সৃষ্টি তো প্রথম থেকেই ছিল তাহলে কখন তা পাল্টে যায়, তার পুনরাবৃত্তি কিভাবে হয়। প্রথমে অবশ্যই সূক্ষ্মলোক রচনা করতে হয়, অতঃপর স্থূল লোকে আসতে হয়। কারণ যে মানুষেরা দেবতা ছিল, এখন তারাই শূদ্র হয়ে গেছে। তাদেরকে পুনরায় ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা করে তুলতে হবে। বাবা বলেন যে - পূর্বকল্পে যে জ্ঞান আমি দিয়েছিলাম, তা পুনরায় রিপিট করবো। এখন আমি এসে তোমাদের কাছে বসে রাজযোগ শিখিয়ে দিই। পুনরায় অর্ধেক কল্পের পর ভক্তি শুরু হয়। বাবা নিজে বসে এ'কথা বুঝিয়ে দেন যে পুরাতন সৃষ্টি আবার কিভাবে নতুন হয়ে উঠতে পারে, অন্ত থেকে পুনরায় আদি কেমন ভাবে হয়। মানুষ ভাবে যে পরমাত্মা তো এসেছিলেন কিন্তু তিনি কবে কীভাবে এসেছিলেন তা তারা জানে না, আদি মধ্য অন্তিমের এই রহস্য কীভাবে উদঘাটিত হয়েছিল তাও তারা জানে না।

বাবা বলেন পুনরায় তোমাদের সামনে এসেছি - সকলকে সদগতি প্রদান করতে। মায়া রাবণ এসে সকলের ভাগ্য বিগড়ে দিয়েছে, তাই বিগড়ে যাওয়া বস্তুকে আবার সুন্দর ভাবে তার নিজের স্বরূপে ফিরিয়ে আনার জন্য অবশ্যই কাউকে প্রয়োজন। বাবা বলেন ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছিলাম। সুতরাং মনুষ্য সৃষ্টিও এখানেই তিনি রচনা করেছিলেন। এখানে এসে সৃষ্টিকে আমূল পরিবর্তন করে কায়া কল্প বৃক্ষের মতো বানান। এখন তোমাদের এই শরীর এই দেহ একেবারে পুরাতন হয়ে গেছে, এরপর একে এমন মজবুত করে গড়া হবে যাতে অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা অমর হয়ে যাবে। তখন শরীর পরিবর্তনও খুশী মনে করে যেন পুরানো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পড়ছে। ওখানে এইরকম বলা হয় না যে কেউ মারা গেছে, কারণ একে মৃত্যু বলা হয় না। যেমন ভাবে তোমরা বেঁচে থেকেও মরে গেছো, তো প্রকৃতপক্ষে

তোমাদের মৃত্যু তো হয়নি। তোমরা তো শিববাবার হয়ে গেছো। বাবা বলেন - তোমরা আমার নয়নের মনি, হারানিধি সন্তান। শিব বাবা বলেন আর ব্রহ্মা বাবাও বলেন। শিব বাবা হলেন নিরাকারী পিতা আর ব্রহ্মা বাবা হলেন সাকারী পিতা। এখন তোমরা বলো যে তুমিই সেই বাবা আর আমরাও সেই যারা পুনরায় এখন এসে মিলিত হয়েছি। বাবা বলেন আমি এসে স্বর্গ স্থাপন করি। রাজত্ব অবশ্যই চাই, সেই কারণেই আমি রাজযোগ শেখাই। পরবর্তীকালে তোমরা রাজত্ব লাভ করবে তখন এই জ্ঞানের প্রয়োজন পড়বে না। তারপর ভক্তিতে এই সকল শাস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন হবে, মানুষ পড়তে থাকবে। যেমন ভাবে কোনো বিখ্যাত লোক হিস্ট্রি জিওগ্রাফি লিখে যায় আর তার পরবর্তী প্রজন্ম তার অধ্যয়ন করে। অসংখ্য বই রয়েছে, মানুষ সে সকল পড়তেই থাকবে। স্বর্গে এ সকল কিছু থাকবে না, সেখানে শুধুমাত্র একটি ভাষা থাকবে। সুতরাং এখন বাবা বলেন, আমি এসেছি এই সৃষ্টিকে নতুন করে গড়ে তুলতে। প্রথমে নতুন ছিল এখন পুরাতন হয়ে গেছে। আমার সমস্ত পুত্রে (বাচ্চাদেরকে) মায়া এসে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। শাস্ত্রে দেখানো হয় যে রাজা সগর এর পুত্ররা ভষ্মীভূত হয়েছিল... প্রকৃতপক্ষে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর আর তোমরা তাঁর সন্তান। বাস্তবে সকলেই বাবার সন্তান কিন্তু শুধু তোমরাই এখন প্রকৃতপক্ষে গায়নযোগ্য হয়ে ওঠো। তোমাদের জন্যই বাবা এখানে আসেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি এসেছি পুনরায় তোমাদেরকে সুরজিৎ বানাতে। যারা সম্পূর্ণরূপে কালো অন্ধকারে ডুবে গেছে, প্রস্তুতবুদ্ধি হয়ে গেছে আমি এসে তাদেরকে পুনরায় পরশমণির মতো বুদ্ধিসম্পন্ন করে তুলি। তোমরা জানো যে এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা পারসবুদ্ধি কীভাবে হয়ে উঠি, এর জন্যই বাবা আমাদেরকে দিয়ে পুরুষার্থ করাতে থাকেন। সুতরাং বাবাকে অবশ্যই এই মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করার জন্য এখানেই আসতে হবে। যাঁর দেহে তিনি প্রবেশ করেন, তাঁর মাধ্যমে মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদেরকে তিনি তৈরি করেন। সুতরাং ইনি হলেন মাতা। এ অত্যন্ত গোপন এক রহস্য। ইনি তো একজন পুরুষ, এনার মধ্যে বাবা আসেন, তাহলে তিনি মাতা কীভাবে হলেন - এই কথায় অনেকেই অবশ্যই বিভ্রান্ত বোধ করবে।

তোমরা প্রমাণ দেখিয়ে বলো যে - এঁরা হলেন আমাদের মাতা পিতা, ব্রহ্মা সরস্বতী উভয়ে কল্পবৃক্ষের নিচে বসে আছেন রাজযোগ শিখছেন, সুতরাং অবশ্যই তাদের কোনো গুরুর প্রয়োজন। ব্রহ্মা সরস্বতী এবং তাদের ব্রাহ্মণ সন্তান এদের সকলকেই রাজত্বশি বলা হয়। তারা রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য যোগ করে। বাবা এসে এখন রাজযোগ এবং জ্ঞান শেখান, যা আর কেউ শেখাতে পারে না। না অন্য কারোর সেই রাজযোগ বিদ্যা রয়েছে। ওরা তো শুধু বলবে যে যোগ শেখো। অনেক রকমের হঠযোগ হয়ে থাকে কিন্তু রাজযোগ কেউ শেখাতে পারে না। ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তিনি বলেন যে - যখন মনুষ্য সৃষ্টি নতুন ভাবে রচনা করতে হয় তখন তাঁকে কল্প কল্প পুনরায় আসতে হয়। প্রলয় তো কখনো হয় না, যদি প্রলয় হয়ে যায়, তাহলে আমরা আসবো কোথায়? নিরাকার বাবা এসে কি করবেন? তাই বাবা এখন বুদ্ধিয়ে দেন যে সৃষ্টি তো প্রথম থেকেই আছে। ভক্তরা ভগবানকে এখানে ডাকতে থাকে - এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে ভক্তরা আছে। ভগবানকে তখনই আসতে হয় যখন ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখী হয়ে থাকে, কলিযুগের অন্তিম সময়ে। যখন রাবণের রাজত্ব শেষ হতে চলেছে, তখন আমাকে আসতে হয়। এখন প্রত্যেকে দুঃখী হয়ে রয়েছে। এক মহাযুদ্ধ সামনে উপস্থিত।

এ হলো পাঠশালা। এই পাঠশালার একটি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। তোমরা জানো যে সত্য যুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, পুনরায় এক রাজমুকুটধারীদের রাজত্ব শুরু হয়, অতঃপর অন্যান্য ধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় আর তারও পরে রাজত্ব বৃদ্ধি করার জন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লড়াই ইত্যাদি শুরু হয়। তোমরা জানো যা অতীতে ঘটে গেছে তা আবার রিপিট হবে। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব আরম্ভ হবে। বাবা, এ সমগ্র বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির রহস্য সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিয়ে দেন। ডিটেলে (বিস্তারে) যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা জানো যে আমরা সূর্যবংশী সুতরাং পুনর্জন্ম অবশ্যই সূর্যবংশেই নেবো। নাম রূপ তো অবশ্যই পালটাবে। অন্য মাতা পিতাও প্রাপ্ত হবে, এই সমস্ত ড্রামা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাবা কিভাবে আসেন এখন তোমরা তাও বুঝে গেছো। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে সেই একই গীতার জ্ঞান রয়েছে। পূর্বে আমাদের বুদ্ধিতেও সেই একই পুরাতন গীতার জ্ঞান ছিল। এখন বাবা এসে এই গোপন রহস্য শোনাচ্ছেন আর শুনতে শুনতে এ সমগ্র রহস্য তোমরা বুঝে গেছো। মানুষ বলে যে পূর্বে তোমাদের অন্য জ্ঞান ছিল, এখন তা আরো ভালো হয়েছে। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কীভাবে ঘর গৃহস্থ থেকেও কমল পুষ্পের মত ফুটে ওঠা যায়। এ হলো সকলের অন্তিম জন্ম। সকলেরই মৃত্যু অনিবার্য। স্বয়ং অসীমের পিতা বলেন যে - তোমরা পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করো, তবে তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হতে পারবে। এখানে যদি কেউ কদমপতি কোটিপতিও থাকে তবুও তারা দুঃখী। তাদের দেহ পবিত্র হয়নি। তোমাদের দেহ পবিত্র হয়ে ওঠে। তোমরা ২১ জন্ম অকাল মৃত্যু প্রাপ্ত হও না। বাবা বলেন, যে সমস্ত সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী বাচ্চারা কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছে তারাই শুধুমাত্র এখানে আসবে। সে কারণেই রাধা কৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ এদের সবাইকেই কালো দেখানো হয়। এখন তো সকলেই কালো হয়ে গেছে, কাম চিতার উপরে বসার জন্য কালো হয়ে গেছে।

এখন তোমাদেরকে কাম চিতা থেকে নিচে নেমে এসে, জ্ঞান চিতার উপরে বসতে হবে। বিশ্বের হস্তবন্ধনকে খুলে ফেলে জ্ঞান অমৃতের বন্ধন বাঁধতে হবে। সকলকে এমন ভাবে বোঝাতে হবে যাতে তারা বলে যে তোমরা তো শুভ কর্ম করছো। যতক্ষণ তোমরা কুমার কুমারী হয়ে আছো ততক্ষণ তোমাদেরকে পুতিগন্ধময় বলা যায় না। বাবা বলেন যে তোমরা কখনো কাদা মেখে নোংরা হয়ে না। পরবর্তীকালে আরো অনেক আসবে, তারা বলবে যে - খুবই ভালো ব্যাপার যে, জ্ঞান চিতার উপর বসলে আমরা স্বর্গের মালিক হতে পারব। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরাই পাত্র পাত্রীর মেলবন্ধন করিয়ে দেয়। রাজাদের কাছেও ব্রাহ্মণদের আসন আছে, তাদেরকে রাজগুরু বলা হয়ে থাকে। আজকাল তো সন্ন্যাসীরাও গাটছড়া বেঁধে দেয় (বিবাহ করায়)। যখন তোমরা এই জ্ঞানের কথা শোনাও তো লোকেরা খুব খুশি হয়। তোমাদের কাছ থেকে তারা চটপট রাখি বেঁধে নেয়। আর তারপর তাদের ঘরে ঝগড়াও অনেক হয়, কিছুটা তো সহ্য করতেই হবে।

তোমরা হলে গুপ্ত শিবশক্তি সেনা। তোমাদের কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই, দেবীদের হাতে অনেক রকমের অস্ত্রশস্ত্র দেখানো হয়। এইসবই হল জ্ঞানের কথা, এখানে যোগবলের বিষয়ে বলা হয়। বাহুবলের দ্বারা এই সীমাবদ্ধ জাগতিক রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। অসীমের রাজত্ব দিতে পারেন একমাত্র অসীমের মালিক। এখানে যুদ্ধের কোন ব্যাপারই নেই। বাবা বলে, আমি কি কখনো একে অপরের সাথে লড়িয়ে দিতে পারি? আমি তো এখানে এসেছি লড়াই ঝগড়া সব মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, যাতে এ সমস্ত বিভেদ মতভেদ সব কিছু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়, সেই জন্যই তো সকলে পরমাত্মাকে স্মরণ করে। মানুষ বলে - আমাকে রক্ষা করো, কিন্তু ওদিকে এক বাবার প্রতি তাদের নিশ্চয় থাকে না, ফলে তারা অন্যান্য সাহারা খুঁজতে থাকে। তারা একদিকে বলে যে আমাদের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন, অন্যদিকে নিজের মধ্যে সেই বিশ্বাস ধরে রাখতে পারে না, গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন তোমাদের মধ্যে ভগবান আছেন তাহলে গুরুর কাছে কেন যাও? এখানে তো সবকিছুই পৃথক তত্ত্ব। বাবা বলেন যে, কল্প পূর্বেও আমি এমনভাবেই এসেছিলাম, যেমন ভাবে এখন এসেছি। এখন তোমরা জানো যে রচয়িতা বাবা কিভাবে রচনা করেন, সেটাও ড্রামাতেই আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চক্রকে না জানতে পারছো, ততক্ষণ পর্যন্ত কি করে জানবে যে এরপর কি হবে? বলা হয় যে এ হলো কর্মক্ষেত্র, আমরা সকলে নিরাকারী দুনিয়া থেকে নিজের নিজের পার্ট পালন করার জন্য এসেছি। সুতরাং এই সমস্ত ড্রামার রচয়িতা এবং নির্দেশক যে কে তা তোমাদের জানা দরকার। আমরা সকল অভিনেতারাই এখন জেনে গেছি যে - এই ড্রামা কিভাবে তৈরি হয়েছে, এই সৃষ্টি কিভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এখন যেহেতু কলিযুগের অন্তিম সময় তো অবশ্যই সত্যযুগ স্থাপন হওয়া উচিত। এই চক্রের এই চক্র সম্বন্ধে সকলকে বোঝানো অবশ্যই উচিত এবং যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তারাই একমাত্র বুঝতে পারবে। তবুও যেহেতু তিনি প্রজাপিতা, তাই এই ব্রাহ্মণ কুল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে, বৃদ্ধি তো হওয়ারই ছিল। পূর্বকল্পের মত এখন সবাই পুরুষার্থ করে চলেছে। আমরা শুধু সাক্ষী হয়ে সবকিছু দেখছি, প্রত্যেককে নিজের মুখ দর্পণে দেখতে থাকতে হবে যে - কতদূর পর্যন্ত আমরা যোগ্য হতে পেরেছি, সত্যযুগে রাজধানী নেওয়ার মতো কি? এ হলো প্রতিটি কল্পের খেলা, যে যত সেবার কাজ করবে ততই এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে, তোমরা সবাই অসীম অনন্তের সমাজসেবী। তোমরা সুপ্রীম আত্মার মতানুসারে চলতে থাকো। সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট ধারণ করতে হবে, বাবা এসে কালের কবল থেকে আমাদের মুক্ত করে দেন, ওখানে মৃত্যুর কোনো নাম নাম গন্ধ থাকে না। এখন এ হল মৃত্যুর লোক আর সত্যযুগ হল অমর লোক। এখানে আদি মধ্য এবং অন্ত - সর্বদাই দুঃখ আছে আর ওখানে দুঃখের কোনো নাম গন্ধও থাকে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) আমরা নিরাকারী এবং সাকারী দুই বাবার হারানিধি নয়নমণি, আমরা বেঁচে থেকেও রুহানী বাবার উত্তরাধিকারী হয়েছি - এই নেশায় থাকতে হবে।

২) যোগবলের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের এই রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে, পবিত্রতার রাখি আমরা বেঁধে নিয়েছি, তাই সহ্য তো করতে হবে, কখনো পতিত হওয়া না।

বরদানঃ:- সুখের সাগর বাবার স্মৃতির দ্বারা এই দুঃখের দুনিয়াতে থেকেও সুখ স্বরূপ ভব সदा সুখের সাগর বাবার স্মৃতিতে থাকলে তোমরা সুখ স্বরূপ হয়ে যাবে। দুনিয়াতে বহু দুঃখ অশান্তির প্রভাব রয়েছে। কিন্তু বাচ্চারা তোমরা সবার থেকে পৃথক এবং প্রিয়, সুখের সাগরের সাথে রয়েছে তাই সदा সুখী, সদাই খুশির দোলনায় দুলছো। বাচ্চারা তোমরা হলে মাস্টার সুখের সাগর, তাই তোমাদের মনে

অন্য কারোর প্রতি দুঃখের সংকল্প আসতেই পারে না। তোমরা দুঃখের দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে সঙ্গম যুগে পৌঁছে গেছো। সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে যাবার পর সুখের সাগরে দোল খেতে থাকো।

স্লোগান:- মন আর বুদ্ধিকে একটি মাত্র শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত করা - একেই বলা হয় একান্তবাসী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সঙ্গমযুগের রাজদুলাল তথা ভবিষ্যতের রাজ্য অধিকারী"

আজ, সকল বাচ্চার দিলারাম বাবা চারদিকে তাঁর নিজের সব রাজা- বাচ্চাকে দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চা দিলারামের সমাদরের যোগ্য। এই দিব্য আদর, পরমাত্ম-মর্যাদা কোটির মধ্যে কতিপয় ভাগ্যবান আত্মাদেরই প্রাপ্ত হয়। অনেক জন্ম আত্মাদের কিংবা মহান আত্মাদের দ্বারা স্নেহাদর অনুভব করেছে। এখন এই অলৌকিক জন্মে পরমাত্ম-ভালোবাসা বা মর্যাদা অনুভব করছে। এই দিব্য স্নেহাদরে তোমরা রাজদুলাল হয়ে গেছ, সেইজন্য দিলারাম বাবারও গর্ব হয় যে আমার প্রত্যেক বাচ্চা রাজা বাচ্চা। তোমরা রাজা তো না? প্রজা তো নও? সবাই নিজের টাইটেল কী বলো? রাজযোগী। সবাই রাজযোগী, নাকি কেউ কেউ প্রজাযোগীও? সবাই রাজযোগী তো প্রজা কোথা থেকে আসবে? কা'র উপরে রাজত্ব করবে? প্রজা তো দরকার, তাই না? সুতরাং সেই প্রজাযোগী কবে আসবে? রাজদুলাল অর্থাৎ এখনও রাজা আর ভবিষ্যতেরও রাজা। ডবল রাজত্ব। শুধু ভবিষ্যতের রাজত্ব নয়। ভবিষ্যতের আগে এখন স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছে। নিজের স্বরাজ্যের রাজ্য-কারবার চেক করো? যেমন, ভবিষ্যৎ রাজত্বের মহিমা করো - এক রাজ্য, এক ধর্ম, সুখ, শান্তি, সম্পদশালী রাজ্য, ঠিক তেমন ভাবেই, হে স্বরাজ্য অধিকারী রাজে! স্বরাজ্যের রাজ-কারবারে এই সব বিষয় সদা থাকে?

এক রাজ্য অর্থাৎ সদা আমি আত্মার রাজ্য এই সব রাজ-কারবারী কর্মেন্দ্রিয়ের উপর ন্যস্ত, নাকি মাঝে মাঝে স্বরাজ্যের পরিবর্তে পর-রাজ্য নিজের অধিকার, এমন করো না তো? পর-রাজ্য হলো মায়ার রাজ্য। পর-রাজত্বের লক্ষণ পর-অধীন হয়ে যাওয়া। স্বরাজ্যের লক্ষণ হলো সদা শ্রেষ্ঠ অনুভব করবে। পর-রাজ্য পর-অধীন তথা পরবশ বানায়। যখনই কোনো অন্য রাজা কোনো রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করে তখন প্রথমে রাজাকেই কয়েদি বানায় অর্থাৎ পর-অধীন বানায়। সুতরাং চেক করো এক রাজ্য কিনা! কিংবা মাঝে মাঝে মায়ার রাজ্য অধিকারী, তোমরা সব স্বরাজ্য অধিকারী রাজাকে কিংবা তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় রূপী কোনও রাজ-কারবারীকে পরবশ বানিয়ে দেয় না তো? তাহলে, তোমাদের এক রাজ্য নাকি দুটো রাজ্য? তুমি স্বরাজ্য অধিকারীর ল' অ্যান্ড অর্ডার চলে নাকি মাঝে মাঝে মায়ারও অর্ডার চলে?

এর সাথে এক ধর্ম, ধর্ম অর্থাৎ ধারণা। তাহলে স্বরাজ্যের এক ধর্ম বা এক ধারণা কোনটা? 'পবিত্রতা।' মন, বচন, কর্ম, সম্বন্ধ, সম্পর্ক সব রকমের মধ্যে পবিত্রতা - একেই বলা হয়ে থাকে এক ধর্ম অর্থাৎ এক ধারণা। স্বপ্ন মাত্র, সঙ্কল্প মাত্রও অপবিত্রতা অর্থাৎ অন্য ধর্ম যেন না হয়, কারণ যেখানে পবিত্রতা থাকে সেখানে অপবিত্রতা অর্থাৎ ব্যর্থ অথবা বিকল্পের লেশমাত্র থাকবে না। এমন শক্তিশালী সম্রাট হয়েছে? নাকি চিলেঢালা রাজা তুমি? নাকি কখনো টিলা, কখনো সম্রাট? কোন ধরনের রাজা তুমি? যদি এখন ছোট একটা জন্মের রাজ্য চালাতে না পারো তবে ২১ জন্মের রাজ্য অধিকার কীভাবে প্রাপ্ত করবে? এখন সেই সংস্কার তোমরা ভরছ। এখন শ্রেষ্ঠ সংস্কার দ্বারা ভবিষ্যৎ সংসার তৈরি হবে। সুতরাং এখন থেকে এক রাজ্য, এক ধর্মের সংস্কার ভবিষ্যৎ সংসারের ফাউন্ডেশন।

সুতরাং চেক করো - সুখ, শান্তি, সম্পত্তি অর্থাৎ সদা সীমিত প্রাপ্তির আধারে তোমাদের সুখ, নাকি পরমাত্ম-সুখময়-রাজত্বের আত্মিক অতীন্দ্রিয় সুখ থাকে? সাধন (সুযোগ-সুবিধা) বা স্যালভেশন অথবা প্রশংসার আধারে সুখের অনুভূতি, নাকি তোমাদের রাজ্য পরমাত্ম-আধারে অতীন্দ্রিয় সুখময় রাজ্য? এই ভাবে অখন্ড শান্তি - কোনও রকমের অশান্তির পরিস্থিতি অখন্ড শান্তিকে খন্ডিত করে দেয় না তো না? অশান্তির তুফান তা' বড় হোক বা ছোট, কিন্তু স্বরাজ্য অধিকারীর জন্য তুফান যেন অনুভাবী বানানোর উদ্ভৃতি কলার উপহার হয়ে যায়, লিফ্টের গিফ্ট হয়ে যায়। একেই বলে, অখন্ড শান্তি। সুতরাং চেক করো অখন্ড শান্তিময় স্বরাজ্য আছে কিনা।

ঠিক এইভাবেই, সম্পত্তি অর্থাৎ স্বরাজ্যের সম্পত্তি জ্ঞান, গুণ আর শক্তি। এই সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা তোমরা সম্পন্ন স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছে? সম্পন্নতার নিদর্শন - সম্পন্নতা অর্থাৎ সদা সন্তুষ্টতা, অপ্রাপ্তির লেশমাত্র নেই। সীমাবদ্ধ দুনিয়ার সবরকম ইচ্ছার অবিদ্যাকে বলা হয়ে থাকে সম্পত্তিবান। আর রাজার অর্থই দাতা। যদি সীমিত ইচ্ছার বা প্রাপ্তির উদ্ভব হয় তাহলে সে রাজা হওয়ার পরিবর্তে ভিখারী হয়ে যায়, সেইজন্য নিজের স্বরাজ্য অধিকারকে ভালোভাবে চেক করো, আমার স্বরাজ্য এক রাজ্য, এক ধর্ম, সুখ-শান্তি সম্পন্ন হয়েছে? নাকি এখনও তৈরি হচ্ছে? যদি রাজা তৈরি হচ্ছে তো তখন রাজ্য অধিকারী স্থিতি থাকে না তাহলে সেই সময় তোমরা কী হও? প্রজা হয়ে যাও অথবা না রাজা, না প্রজা! মাঝখানে

আছ তোমরা? এখন মাঝখানে থেকো না। এটাও ভেবো না যে, অস্তে হয়ে যাবে। যদি বহুকালের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করতেই হয়, তাহলে অবশ্যই বহুকালের স্ব-রাজত্ব করা চাই, তবেই তার ফল হবে বহুকালের রাজত্ব প্রাপ্তি। ফুল (পূর্ণ) সময়ের রাজ্য অধিকারের আধার বর্তমানের সদাকালের স্বরাজ্য। বুঝেছ? কখনো অমনোযোগী হয়ে না। হচ্ছে, হবে করতে থেকো না। বাচ্চারা খুব মিষ্টি মিষ্টি কথায় বাপদাদাকে ভুলায়। রাজা হওয়ার পরিবর্তে অনেক বড় উকিল হয়ে যায়। এমন-এমন ল' পয়েন্টস শোনায় যাতে বাপদাদাও স্মিতহাসি হাসতে থাকেন। উকিল ভালো নাকি রাজা ভালো? খুব চালাকি দ্বারা ওকালতি করো, অতএব, এখন ওকালতি করা ছাড়া, রাজদুলাল হও। বাচ্চাদের প্রতি বাবার স্নেহ আছে সেইজন্য দেখে শুনেও স্মিতহাস্য করেন। এই মুহূর্তে তিনি ধর্মরাজকে কাজে লাগাচ্ছেন না।

স্নেহ সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্নেহের কারণেই এখানে পৌঁছে গেছ, তাই না! তাইতো, স্নেহের রেসপন্সে বাপদাদাও পদম্ গুন স্নেহের রিটার্ন দিচ্ছেন। দেশ-বিদেশের সব বাচ্চা স্নেহের বিমানে মধুবনে পৌঁছেছে। বাপদাদা সাকার রূপে এখানে উপস্থিত তোমাদের সবাইকে এবং সর্বত্র স্নেহ স্বরূপে সব বাচ্চাকে দেখছেন। আচ্ছা!

স্নেহে সমাহিত হওয়া সমীপ বাচ্চাদের, সব স্বরাজ্য অধিকারী তথা বিশ্ব রাজ্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিবান বিশেষ আত্মাদের, সদা এক ধর্ম, এক রাজ্য সম্পন্ন স্বরাজ্য অধিকারী বাবা সমান ভাগ্যবান আত্মাদের ভাগ্যবিধাতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদিদের সাথে সাক্ষাৎকার :— সব কার্য ভালো ভাবে চলছে তো না? ভালো উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কার্য হচ্ছে। করাবনহার করাচ্ছেন আর নিমিত্ত হয়ে করনহার করছে, এমন অনুভব হয় তো না? সকলের সহযোগের আঙুল দ্বারা সব কার্য সহজ আর সফল হয়। কীভাবে হচ্ছে তা' জাদু মনে হয়, তাই না! দুনিয়ার লোকে তো শুধু দেখে আর ভাবতে থাকে। আর সেখানে তোমরা নিমিত্ত আত্মারা সদা অগ্রচালিত হবে, কেননা, তোমরা নিশ্চিত বাদশাহ। দুনিয়ার লোকের তো প্রতি কদমে চিন্তা থাকে আর তোমাদের সকলের সঙ্কল্পে পরমাত্ম-চিন্তন, সেইজন্য তোমরা নিশ্চিত। নিশ্চিত থাকো তো না? এটা ভালো, তোমাদের অবিনাশী সম্বন্ধ আছে। আচ্ছা, তো সব ঠিকভাবে চলছে এবং চলতেই হবে। তোমাদের নিশ্চয় আছে এবং তোমরা নিশ্চিত। কী হবে, কীভাবে হবে এই চিন্তা নেই।

টিচারদের কোনো চিন্তা আছে? সেন্টারের বৃদ্ধি কীভাবে হবে সেই চিন্তা আছে? সেবা কীভাবে বাড়বে সেই চিন্তা আছে? নেই? নিশ্চিত? চিন্তন করা আলাদা বিষয়, চিন্তা করা আলাদা বিষয়। সেবা বৃদ্ধি করার চিন্তন অর্থাৎ যদি বা সেবার প্ল্যানও বানাও। কিন্তু চিন্তা দ্বারা কখনো সফলতা হবে না। চালানোর মালিক চালাচ্ছেন, করানোর মালিক করাচ্ছেন, সেইজন্য সব সহজ হতেই হবে, শুধু নিমিত্ত হয়ে সঙ্কল্প, তন, মন, ধন সমন্বয়যোগী করে এগিয়ে চলো। যে সময় যে কার্য হয় তা' আমাদের কার্য, আমার কার্য হ'লে তখন, সেখানে আমিষ্ণভাব থাকে, তো সেখানে আপনা থেকেই সবকিছু প্রয়োগ হয়ে যায়। সুতরাং এখন ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষ কার্য কোনটা? টিচার্স বলো। ব্রাহ্মণ পরিবারের এখন বিশেষ কার্য কোনটা, কিসে সফল করবে? (জ্ঞান সরোবরে) সরোবরে স্বাধা করবে। পরিবারে যে বিশেষ কার্য হয় তখন সবার অ্যাটেনশন কোথায় থাকে? সেই বিশেষ কার্যের দিকে অ্যাটেনশন থাকে। বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ পরিবারে সবচাইতে বড় কার্য এটাই, তাই না। প্রতিটা মুহূর্তের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে, বর্তমান সময়ে দেশ-বিদেশের সব ব্রাহ্মণ পরিবারের সহযোগ এই বিশেষ কার্যে থাকে নাকি নিজের নিজের সেন্টারে? যত বড় কার্য তত বড় হৃদয়। আর যত বড় হৃদয়, ততটাই সম্পন্নতা আপনা থেকেই হয়। যদি হৃদয় ছোট হয়, তাহলে যা আসার থাকে সেটাও আটকে যায়, যা হওয়ারই থাকে সেটাও থেমে যায় এবং বড় হৃদয়ের সাথে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। মধুবনের জ্ঞান সরোবর নাকি তোমাদের? কা'র? মধুবনের তো না? গুজরাটের তো নয়, মধুবনের? মহারাষ্ট্রের? বিদেশের? সকলের। অসীম সেবার অসীমিত স্থান অনেক আত্মাকে অসীম উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করায়। ঠিক আছে তো না। আচ্ছা!

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার :

১) স্ব-পরিবর্তনের ভাইব্রেশনই বিশ্ব পরিবর্তন করাবে

সবাই নিজেকে ভাগ্যবান আত্মা অনুভব করো? খুশির ভাগ্য যা স্বপ্নেও ছিল না তা' প্রাপ্ত করে নিয়েছ। তাইতো সকলের হৃদয় এই গীত গায় যে, সবচাইতে ভাগ্যবান আত্মা আমি। এ' হ'লো মনের গীত। মুখের দ্বারা গীত গাইতে তোমাদের পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু মনের গীত সবাই গাইতে পারে। সবচাইতে বড় থেকেও বড় ভান্ডার হলো খুশির ভান্ডার,

কারণ খুশি তখনই হয় যখন প্রাপ্তিলাভ হয়। যদি অপ্রাপ্তি হয় তাহলে যতই কেউ কাউকে খুশি থাকবার জন্য বলুক, যতই আর্টিফিশিয়ালি খুশি থাকার চেষ্টা করুক কিন্তু থাকতে পারে না। তো তোমরা সদা খুশি থাকো নাকি কখনো কখনো থাকো। যখন চ্যালেঞ্জ করো যে, আমরা ভগবানের বাচ্চা, তো যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে কোনো অপ্রাপ্তি হতে পারে? তাইতো, খুশি সদাই আছে, কেননা তোমরা সদা প্রাপ্তিস্বরূপ। ব্রহ্মা বাবার গীত কী ছিল? পেয়ে গেছি, যা পাওয়ার ছিল। তো এটা শুধু ব্রহ্মাবাবার গীত নাকি তোমাদের সবার? কখনো কখনো খানিক দুঃখের তরঙ্গ আসে? কত সময় পর্যন্ত আসবে? এখন সামান্য সময়ও যেন দুঃখের তরঙ্গ না আসে। যখন বিশ্ব পরিবর্তন করার নিমিত্ত হও তো নিজের এই পরিবর্তন করতে পারো না? এখনও তোমাদের টাইম চাই, ফুলস্টপ লাগাও। এমন শ্রেষ্ঠ সময়, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ সারা কল্পে পাওয়া যাবে না। সুতরাং প্রথমে স্ব-পরিবর্তন করো। এই স্ব-পরিবর্তনের ভাইব্রেশনই বিশ্ব পরিবর্তন করাবে।

ডবল বিদেশি আত্মাদের বিশেষত্ব হলো ফাস্ট লাইফ। তো তোমাদের পরিবর্তনে তোমরা ফাস্ট? যদি ফরেনে কেউ ধীর গতিতে চলে তাহলে ভালো লাগে না তো না। সুতরাং এই বিশেষত্বকে পরিবর্তনে প্রয়োগ করো। এটা ভালো। তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ আর এগোতেও থাকবে। তোমাদের চিনে নেওয়ার দৃষ্টি খুব প্রখর যা বাবাকে চিনে নিয়েছে। এখন পুরুষার্থেও তীব্র হও, সেবাতেও তীব্র হও আর সম্পূর্ণ হয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোতেও তীব্র হও। ফাস্ট নম্বরে আসতে চাও তো না? যেভাবে ব্রহ্মা বাবা ফাস্ট হয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই ব্রহ্মা বাবার সাথী ফাস্ট হয়ে, ফাস্টের সাথে তো আসবে। ব্রহ্মা বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে না। আচ্ছা, মাতারা এমন চমৎকার করবে, করবে তো না! দুনিয়ার লোকে যেটা অসম্ভব মনে করে সেটা তোমরা সহজ করে দেখিয়ে দিয়েছ। এমন চমৎকার করছ তোমরা, তাই না। দুনিয়ার ওরা মনে করে মাতারা নির্বল, কিছু করতে পারে না, তোমরা অসম্ভবকে সম্ভব করে বিশ্ব পরিবর্তনে সবার আগে এগিয়ে যাচ্ছ। পাওব, তোমরা কী করছ? অসম্ভবকে সম্ভব করছ তো না। পবিত্রতার ধ্বজা উত্তোলন করেছ, করেছ না! ভালো করে হাতে পতাকা ধরেছ নাকি কখনো নিচে হয়ে যায়? সদা পবিত্রতার চ্যালেঞ্জের পতাকা উড়াতে থাকো।

২) প্রতিদিন অমৃতবেলায় কন্সাইন্ড স্বরূপের স্মৃতির তিলক লাগাও

সদা নিজেকে সহজ যোগী অনুভব করো? পরিস্থিতি যতই কঠিন অনুভব করানোর হোক, কিন্তু কঠিনকেও সহজ করে দেয় এমন সহজযোগী তোমরা, তোমরা এরকম, নাকি মুশকিলের সময় মুশকিল অনুভব হয়? সদা সহজ হয়? মুশকিল হওয়ার কারণ তোমরা বাবার সাথে ছেড়ে দাও। যখন একলা হয়ে যাও তখন দুর্বল হয়ে যাও আর দুর্বলের তো সহজ বিষয়ও কঠিন লাগে, সেইজন্য বাপদাদা প্রথমেও বলেছেন যে, সদা কন্সাইন্ড রূপে থাকো। কন্সাইন্ডকে কেউ আলাদা করতে পারে না। যেভাবে এই সময় আত্মা আর শরীর কন্সাইন্ড, ঠিক সেভাবেই বাবা আর তুমি কন্সাইন্ড থাকো। মাতারা কী মনে করো? কন্সাইন্ড তোমরা নাকি কখনো আলাদা কখনো কন্সাইন্ড? এমন সাথে আর কখনো মিলবে? তাহলে সাথে কেন ছেড়ে দাও? কী বা কাজ দেওয়া হয়েছে? শুধু এটা স্মরণে রাখো 'আমার বাবা।' এর থেকে সহজ কাজ কী হবে? এটা কঠিন? (৬৩ জন্মের সংস্কার) এখন তো নতুন জন্ম হয়ে গেছে, তাই না! নতুন জন্ম, নতুন সংস্কার। এখন পুরানো জন্মে আছ নাকি নতুন জন্মে? নাকি অর্ধেক-অর্ধেক? তো নতুন জন্মে স্মৃতির সংস্কার থাকে নাকি বিস্মৃতির? তবে নতুনকে ছেড়ে আবার কেন পুরানোতে যাও? নতুন জিনিস ভালো লাগে নাকি পুরানো জিনিস ভালো লাগে? পুরানোতে কেন চলে যাও? প্রতিদিন অমৃতবেলায় ব্রাহ্মণ জীবনের তিলক লাগাও নিজেকে। ভক্তরা যেমন অবশ্যই করে তিলক লাগায়, সুতরাং সদা স্মৃতি রাখো স্মরণে রাখো, আমি কন্সাইন্ড তো এই সাথে তিলক সদা লাগাও। যদি যুগল থাকে তো তিলক লাগাবে, যদি যুগল না থাকবে তো তিলক লাগবে না। এই তিলক সাথে। সুতরাং প্রতিদিন স্মৃতির তিলক লাগাও নাকি ভুলে যাও? কখনো লাগাতে ভুলে যাও, কখনো মুছে যায়! যারা সধবা হয়, পতির সাথে থাকে তারা কখনো ভোলে না। সুতরাং সাথীকে সদা সাথে রাখো।

এই গ্রুপ সুন্দর পুষ্পস্তবক। ভ্যারাইটি ফুলের তোড়া দৃষ্টিনন্দন লাগে। তোমরা সবাই, যে যেখান থেকেই এসেছ, প্রত্যেকে একে অপরের থেকে প্রিয়। সবাই সন্তুষ্ট তো না? সদা সাথে আছে আর সদা সন্তুষ্ট তোমরা। শুধু এই এক শব্দ স্মরণে রাখো, আমি কন্সাইন্ড আর কন্সাইন্ড হয়েই সাথে যাবো। কিন্তু সাথে থাকবে তবে তো সাথে যাবে! সাথে থাকাই, সাথে চলা। যার প্রতি প্রেম থাকে তার থেকে তোমরা আলাদা হতে পারো না। প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্পে তোমাদের সাথে আছে। আচ্ছা!

বরদান:- ব্যালেন্সের বিশেষত্ব ধারণ করে সবাইকে ব্লেসিংস দিয়ে শক্তিশালী, সেবান্বিতী ভব
এখন তোমরা সব শক্তিশালী আত্মার সেবা হলো সবাইকে ব্লেসিংস দেওয়া। হয় নয়ন দ্বারা দাও, নয়তো

মস্তকমণি দ্বারা দাও। যেমন, কর্মাকীত স্টেজের লাস্ট সময় সাকার বাবাকে তোমরা দেখেছ - কীভাবে ব্যালেন্সের বিশেষত্ব ছিল আর ব্লেসিংয়ের চমৎকারিত্ব ছিল।
অতএব, ফলো ফাদার করো - এটাই সহজ আর শক্তিশালী সেবা। এতে সময়ও কম, পরিশ্রমও কম, এর রেজাল্টও বেশি পাওয়া যায়। তো আত্মিক স্বরূপে সবাইকে নিরন্তর ব্লেসিংস দাও।

স্লোগান:- বিস্তারকে সেকেন্ডে সমাহিত করে জ্ঞানের সারাংশের অনুভব করানোই লাইট-মাইট হাউজ হওয়া।

সূচনা:— আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সব রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় লাইট মাইট স্বরূপে স্থিত থেকে লাইট হাউজ হয়ে পুরো গ্লোবে শান্তি আর শক্তির সকাশ ছড়িয়ে দিন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যত অন্যদের জ্ঞান শোনাবে, ততই তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান রিফাইন হতে থাকবে, তাই তোমাদের অবশ্যই সার্ভিস করতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাবার কাছে কোন্ দুই প্রকারের বাচ্চারা রয়েছে, এই দুই প্রকারের মধ্যে তফাৎ কি ?

*উত্তর:- বাবার কাছে রয়েছে এক হলো সৎ বাচ্চা আর দ্বিতীয় হলো প্রকৃত বাচ্চা । সৎ বাচ্চা মুখ থেকে কেবল বাবা - মাম্মা বলে, কিন্তু সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলতে পারে না । সম্পূর্ণ বলিহারি যায় না । আর প্রকৃত বাচ্চারা তো তন - মন - ধন দিয়ে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে অর্থাৎ ট্রাস্টি হয়ে যায় । প্রতি পদে শ্রীমৎ অনুসরণ করে । সৎ বাচ্চারা সেবা না করার কারণে চলতে - চলতে পড়ে যায় । তাদের সংশয় উৎপন্ন হয় । আর প্রকৃত বাচ্চারা সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হয় ।

*গীত:- শৈশবের দিন ভুলে যেও না, আজ হাসি কাল কাঁদতে থেকো না...

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । কোন্ বাবা ? বাস্তবে দুই বাবা । এক হলো আত্মিক, যাঁকে বাবা বলা হয়, দ্বিতীয় হলো দেহের, যাঁকে দাদা বলা হয় । এ তো সমস্ত সেন্টারের বাচ্চারা জানে যে, আমরা বাপদাদার বাচ্চা । রুহানী বা আত্মাদের বাবা হলেন শিব । তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের বাবা, আর ব্রহ্মা দাদা হলেন সমস্ত মনুষ্য ঝাড়ের হেড বা প্রধান । তোমরা এসে তাঁর বাচ্চা হয়েছো । এর মধ্যেও কেউ কেউ পাক্ষা প্রকৃত বাচ্চা, আবার কেউ কেউ সৎ বাচ্চাও হবে । দুইই তো মাম্মা - বাবা বলে থাকে, কিন্তু সৎ বাচ্চারা বলিহারি যেতে পারে না । যারা বলিহারি যেতে পারে না, তারা এতো শক্তি পেতে পারে না অর্থাৎ নিজের বাবাকে তন - মন এবং ধনের ট্রাস্টি করতে পারে না । শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য বাবার শ্রীমতেও চলতে পারে না । আর যারা প্রকৃত সন্তান, তারা বাবার সূক্ষ্ম সাহায্য পায়, কিন্তু তারাও খুব অল্প । যদিও প্রকৃত বাচ্চাও আছে কিন্তু তাদের এখানো পাকা বলা হবে না, যতক্ষণ না রেজাল্ট বের হয় । যদিও তারা এখানে থাকে, খুব ভালো, সেবাও অনেক করে, তবুও তারা নেমে যায় । এ হলো সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগের কথা । বাবাকে ভুলে গেলে চলবে না । বাবা এই ভারতের বাচ্চাদের সাহায্যেই স্বর্গ রচনা করেন । এমন মহিমাও আছে যে, শিব শক্তি সেনা । প্রত্যেককে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে -- বরাবর আমরা শিব বাবার দত্তক সন্তান । বাবার থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার অর্জন করছি । দ্বাপর যুগ থেকে শুরু করে আমরা লৌকিক বাবার যে উত্তরাধিকার পেয়েছি, তা নরকেরই উত্তরাধিকার পেয়েছি । তাই দুঃখী হয়েই এসেছি । ভক্তিমার্গে তো হলোই অন্ধশ্রদ্ধা । যখন থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে, তখন থেকে যতো বর্ষ অতীত হয়েছে, আমরা নেমেই এসেছি । ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী ছিলো । একের পূজাই করতো । এরপরে সবাই একের পরিবর্তে অনেকের পূজা করে এসেছে । এখন এই সব কথা ঋষি - মুনি, সন্ত ইত্যাদিরা জানেন না যে, মুক্তি কবে শুরু হয় । শাস্ত্রেও আছে, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত । যদিও ব্রহ্মা আর সরস্বতীই লক্ষ্মী - নারায়ণ হন, কিন্তু নাম ব্রহ্মার দিয়ে দিয়েছে । ব্রহ্মার সঙ্গে অনেক বাচ্চারাও আছে । লক্ষ্মী - নারায়ণের তো আর অনেক বাচ্চা হবে না । তাঁদের প্রজাপিতাও বলা হবে না । এখন নতুন প্রজা তৈরী হচ্ছে । ব্রাহ্মণদেরই নতুন প্রজা তৈরী হয় । ব্রাহ্মণরাই নিজেদের ঈশ্বরীয় সন্তান মনে করে । দেবতা তো আর মনে করবে না । তাঁরা চক্রের কথাও জানে না ।

এখন তোমরা জানো যে, আমরা শিব বাবার বাচ্চা হয়েছি । তিনিই আমাদের ৮৪ র চক্র বুঝিয়ে বলেছেন । তাঁর সাহায্যেই আমরা ভারতকে আবারও দৈবী পবিত্র রাজস্থান তৈরী করছি । এ হলো খুবই বোঝার মতো কথা । কাউকে বোঝানোর জন্যও সাহসের প্রয়োজন । তোমরা হলে শিব শক্তি পাণ্ডব সেনা । তোমরা হলে পাণ্ডা, তোমরা সবাইকে পথ বলে দাও । তোমরা ছাড়া রুহানি সুইট হোমের রাস্তা কেউই বলে দিতে পারে না । ওই পান্ডারা তো খুব করে অমরনাথে বা অন্য তীর্থে নিয়ে যায় । তোমরা বি, কেরা তো সবার থেকে দূরে পরমধামে নিয়ে যাও । ওরা হলো লৌকিক গাইড, ধাক্কা খাওয়ানোর জন্য । তোমরা সবাইকে বাবার কাছে শান্তিধামে নিয়ে যাও । তাই সর্বদা এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে -- আমরা ভারতকে আবার দৈবী রাজস্থান বানাচ্ছি । এ তো যে কেউই মেনে নেবে । ভারতের ছিলো আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম । সত্যযুগে ভারত অসীম জগতের দৈবী পাবন রাজস্থান ছিলো, তারপর পাবন ক্ষত্রিয় রাজস্থান হয়েছিলো তারপর মায়ার প্রবেশ হওয়ার কারণে আসুরী রাজস্থান হয়ে যায় । এখানেও প্রথমে রাজা - রানী রাজত্ব করতো, কিন্তু লাইটের মুকুট ছাড়া রাজত্ব চলে এসেছে । দৈবী রাজস্থানের পরে হয় আসুরী পতিত রাজস্থান, এখন তো পতিত প্রজার স্থান, পঞ্চায়েতি রাজস্থান । বাস্তবে একে রাজস্থান বলা যায় না, কিন্তু নাম লাগিয়ে দিয়েছে । রাজত্ব তো আর নেই ।

এই ড্রামাও বানানো আছে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র তোমাদের অনেক কাজে আসবে। এর উপর বোঝাতে হবে যে, ভারত এমন ডবল মুকুটধারী ছিলো। এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, যাঁরা ছোটবেলায় রাধাকৃষ্ণ ছিলো, তারপর ত্রেতাতে রাম রাজ্য হয়েছিলো, পরবর্তীকালে দ্বাপরে মায়া প্রবেশ করেছিলো। এ তো খুবই সহজ, তাই না।

ভারতের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি সংক্ষেপে বোঝানো হয়। দ্বাপরে আবার সেই পবিত্র রাজা - রানী লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির তৈরী হয়। দেবতারা তো স্বয়ং বামমার্গে চলে গিয়েছিলেন। পতিত হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর যে পাবন দেবতারা জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁদের মন্দির তৈরী করে পূজা শুরু হয়েছিলো। পতিতই পাবনের সামনে মাথা নত করে। যতক্ষণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রাজত্ব ছিলো, তখন রাজা - রানী ছিলো। জমিদাররাও রাজা - রানীর টাইটেল ধারণ করতো, এতে তারা দরবারে সম্মান পেতো। এখন তো কোনো রাজা আর নেই। এর পরে যখন নিজেদের মধ্যলড়াই করেছিলো তারপর মুসলমান আদি এসেছিলো। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে, আবার কলিযুগের অন্তিম সময় উপস্থিত। বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা আবার রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কিভাবে স্থাপনা হয়, সে তো তোমরা জানো, এরপর এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি সব হারিয়ে যায়। তারপর আবার ভক্তিতে মানুষ নিজের মতো গীতা রচনা করে, এতে অনেক তফাৎ হয়ে যায়। ভক্তির জন্য তাদের দেবী - দেবতা ধর্মের পুস্তক অবশ্যই চাই। তাই ড্রামা অনুসারে গীতা বানানো হয়েছে। এমন নয় যে, ভক্তিমার্গের ওই গীতার দ্বারা কেউ রাজত্ব স্থাপন করবে বা নর থেকে নারায়ণ হবে। একদমই নয়।

বাবা এখন বোঝান যে, তোমরা হলে গুপ্ত সেনা। বাবাও গুপ্ত। তোমাদেরও গুপ্ত যোগবলের দ্বারা তিনি রাজত্ব প্রাপ্ত করাচ্ছেন। বাহুবলের দ্বারা জাগতিক রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। যোগবলের দ্বারা অসীম জগতের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা তোমাদের হৃদয়ে এই নিশ্চয় আছে যে, আমরা এখন ভারতকে সেই দৈবী রাজস্থান তৈরী করছি। যে পরিশ্রম করে, তার পরিশ্রম লুকানো থাকে না। বিনাশ তো হতেই হবে। গীতাতেও এই কথা আছে। মানুষ জিজ্ঞাসা করে, এই সময়ের পরিশ্রম অনুসারে আমরা ভবিষ্যতে কি পদ প্রাপ্ত করবো? এখানেও কেউ যখন শরীর ত্যাগ করে, তখন সঙ্কল্প চলে যে, ইনি কেমন পদ প্রাপ্ত করবেন? সে তো বাবাই জানে যে, ইনি কিভাবে তন - মন এবং ধনের দ্বারা সেবা করেছেন। এ বাচ্চারা জানতে পারে না, বাপদাদাই জানে। বলেও দেওয়া যেতে পারে যে, তোমরা এই প্রকারের সেবা করেছো। জ্ঞান ধারণ করো নি কিন্তু সাহায্য তো অনেকই করেছো। মানুষ যেমন দান করে, মনে করে যে এই সংস্থা খুবই ভালো। খুব ভালো কার্য করছে কিন্তু আমার পবিত্র থাকার শক্তি নেই। আমি এই যজ্ঞে সাহায্য করি। তখন তারও রিটার্ন সে প্রাপ্ত করে। মানুষ যেমন মানুষের জন্য কলেজ তৈরী করে, হাসপিটাল তৈরী করে। এমন বলবে না যে, আমি অসুস্থ হলে ওই হাসপিটালে যাবো। যা কিছুই বানায়, অন্যদের জন্য। তখন তার ফলও প্রাপ্ত করে, একে দান বলা হয়। ওখানে তখন কি হয়। আশীর্বাদ দেওয়া হয় যে, তোমাদের লোক - পরলোক সুন্দর হোক। তোমরা সুখী হও। লোক আর পরলোক, সে তো এই সঙ্গম যুগেরই কথা। আর এ হলো মৃত্যুলোকের জন্ম আর অমরলোকের জন্ম, দুইই সফল হোক। বরাবর তোমাদের এখন এই জন্ম সফল হচ্ছে, এখানে কেউ তন দিয়ে, কেউ মন দিয়ে, কেউ আবার ধন দিয়ে সেবা করে। এমন অনেকেই আছে, যারা জ্ঞান ধারণ করতে পারে না, তারা বলে - বাবা, আমার সেই শক্তি নেই। বাকি আমি সাহায্য করতে পারি। তখন বাবা বলে দেবেন যে, তুমি এতটা ধনবান হতে পারো। কোনো কথা মনে এলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। বাবাকে যখন অনুসরণ করতে হবে তখন তো জিজ্ঞাসাও তাঁকেই করতে হবে, এই অবস্থায় আমি কি করবো? শ্রীমৎ দানকারী বাবা তো বসে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, লুকানো যাবে না। না হলে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে। প্রতি পদে যদি শ্রীমৎ অনুযায়ী না চলো তখন ভুল হয়ে যাবে। বাবা তো দূরে নেই। তাই সম্মুখে এসেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন বাপদাদার কাছে বারবার আসা উচিত। বাস্তবে এমন অতি প্রিয় বাবার সঙ্গে তো একত্রিত হয়ে থাকা উচিত। প্রেমিককে আঁকড়ে ধরা উচিত, উনি হলেন দেহের, আর ইনি হলেন রূহানি। এনার সঙ্গে আটকে যাওয়ার কোনো কথা নেই, এখানে সবাইকে বসিয়েও দেবেন না। এ এমনই জিনিস, ব্যস সামনে বসেই থাকবে, শুনতেই থাকবে। তাঁর মতে চলতেই থাকবে কিন্তু বাবা বলবেন, এখানে বসে গেলে চলবে না। গঙ্গা নদী হও, গিয়ে সার্ভিস করো। বাচ্চাদের এমন প্রেম হওয়া উচিত -- যেমন উচ্চাস হয়, কিন্তু সার্ভিসও তো করতে হবে। যারা নিশ্চয়বুদ্ধি তারা তো একদমই আটকে যায়। বাচ্চারা লিখে থাকে, অমুকে খুব ভালো নিশ্চয়বুদ্ধির। আমি লিখি, কিছুই বোঝে নি। যদি নিশ্চয়বুদ্ধির হয় যে, স্বর্গের মালিক বানান যে বাবা, তিনি এসে গেছেন তাহলে এক সেকেন্ডও মিলন ছাড়া থাকতে পারবে না। অনেক বাচ্চা আছে যারা ছটফট করতে থাকে। তখন ঘরে বসেই তাদের ব্রহ্মা আর কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়। নিশ্চয় যদি থাকে যে, বাবা পরমধাম থেকে আমাদের রাজধানী দান করতে এসেছেন তখন এসে বাবার সঙ্গে মিলিত হবে। এমনও অনেকে আসে, তখন তাদের বোঝানো হয় যে, জ্ঞান গঙ্গা হও। প্রজা তো অনেক প্রয়োজন। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এই চিত্র বোঝানোর জন্য খুবই সুন্দর। তোমরা যে কাউকেই বলতে পারো যে, আমরা আবারও রাজধানী স্থাপন করছি। বিনাশও সামনে উপস্থিত। মৃত্যুর পূর্বে বাবার থেকে উত্তরাধিকার

গ্রহণ করতে হবে। সকলেই চায় যে, এক অলমাইটি গভর্নমেন্ট হোক। এখন সবাই মিলে এক তো হতেই পারে না। এক রাজ্য তো অবশ্যই ছিলো, যার গায়নও আছে। সত্যযুগের নাম অতি উজ্জ্বল। আবার সেই যুগের স্থাপনা হচ্ছে। কেউ এই বিষয়কে চট করে স্বীকার করবে, কেউ আবার স্বীকার করবে না। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো তারপর এই রাজাদের রাজ্য হয়ে গেছে। রাজারাও এখন পতিত হয়ে গেছে। আবার সেই পাবন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব হবে। তোমাদের জন্য এই কথা বোঝানো তো খুবই সহজ। আমরা শিব বাবার শ্রীমৎ এবং সাহায্যে আবার সেই দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি। শিব বাবার থেকে শক্তিও প্রাপ্ত হয়। তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত। তোমরা হলে উত্তরাধিকারী। মন্দিরে গিয়েও তোমরা বোঝাতে পারো যে, স্বর্গের স্থাপনা তো অবশ্যই রচয়িতার দ্বারাই হবে, তাই না। তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা হলেন একজনই। তিনি তোমাদের সম্মুখে তোমাদের জ্ঞান শৃঙ্গার করছেন। তিনি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ওই গীতা যারা শোনায় তারা কখনোই রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাচ্চারা, এই নেশা এখনই এখনই তোমাদের বুদ্ধিতে চড়ানো হয়। বাবা এসেছেন স্বর্গের স্থাপনা করতে। স্বর্গ হলো পাবন রাজস্থান। মানুষ তো লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্বকেই ভুলে গেছে। বাবা এখন সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা যে কোনো গীতা পাঠশালা ইত্যাদিতে চলে যাও। সম্পূর্ণ হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি অথবা ৮৪ জন্মের সমাচার আর কেউই শোনাতে পারবে না। লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের চিত্র যদি থাকে তাহলে বোঝাতে সহজ হবে। এই হলো সঠিক চিত্র। লেখাও যেন সঠিক, সুন্দর হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র স্মরণে আছে। সাথে এই চক্র যিনি বোঝান, তিনিও স্মরণে আছেন। বাকি, নিরন্তর স্মরণের অভ্যাসে পরিশ্রম প্রচুর। নিরন্তর স্মরণ যেন এমন দৃঢ় হয় যাতে অন্তিম সময়ে কোনো আবর্তনা যেন স্মরণে না আসে। বাবাকে কখনোই ভুলে যাওয়া যাবে না। ছোটো বাচ্চা তার বাবাকে খুবই মনে করে কিন্তু বাচ্চা যখন বড় হয়ে যায়, তখন ধনের প্রতি আকর্ষণ এসে যায়, ধনের কথা মনে করে। তোমরাও ধন প্রাপ্ত করো, যা খুব ভালোভাবে ধারণ করে দান করা উচিত। সম্পূর্ণ পরোপকারী হতে হবে। আমি তোমাদের সম্মুখে এসে রাজযোগ শেখাই। ওই গীতা তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে পড়েছে, তাতে কিছুই প্রাপ্তি হয় নি। এখানে তো তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এই শিক্ষা দান করছি। ও হলো ভক্তিমার্গ। এখানেও কোটিতে কয়েকজনই বের হবে যারা তোমাদের দৈবী ঘরানার হবে। তারা ব্রাহ্মণ হতে তো অবশ্যই আসবে, তারপর রাজা - রানীই হোক বা প্রজা। তাদের মধ্যেও আবার কেউ কেউ শুনন্তি, কথন্তি আর ভাগন্তি হয়ে যায়। যে বাচ্চা হয়ে আবার তালুক দিয়ে দেয়, তার অনেক বড় দণ্ড ভোগ করতে হয়। অনেক কড়া সাজা। এই সময় এমন কেউই বলতে পারে না যে, আমি নিরন্তর স্মরণ করি। কেউ যদি বলে তাহলে চার্ট লিখে পাঠাও, বাবা সব বুঝে যাবেন। ভারতের সেবাতাই তোমরা তন - মন - ধন লাগাচ্ছে। লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র যেন সদা পকেটে থাকে। বাচ্চাদের খুবই নেশা থাকা উচিত।

সোশ্যাল ওয়ার্কাররা তোমাদের জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা ভারতের কি সেবা করছো? বলো, আমরা আমাদের তন - মন - ধনের সাহায্যে ভারতকে দৈবী রাজস্থান তৈরী করছি। এমন সেবা আর কেউই করতে পারে না। তোমরা যতো সার্ভিস করবে, ততই তোমাদের বুদ্ধি রিফাইন হতে থাকবে। এমনও অনেক বাচ্চা আছে যারা সঠিকভাবে বোঝাতে পারে না, তখন নাম বদনাম হয়ে যায়। কারোর মধ্যে ক্রোধের ভূতও আছে, এও তো বিনাশকারী কাজই হলো, তাই না। তাদের বলবে, তোমরা নিজের মুখ তো দেখো। তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের বরণের উপযুক্ত হয়েছো কি? এমন যে সব বাচ্চা সম্মান নষ্ট করে, তারা কি পদ প্রাপ্ত করবে? তারা পেয়াদার লাইনে এসে যায়। তোমরাও তো সেনা, তাই না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের মহাদানী হতে হবে। তন - মন - ধনের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে।

২) কোনো বিনাশকারী কার্য করো না। নিরন্তর স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- একরস আর নিরন্তর খুশীর অনুভূতির দ্বারা প্রথম নম্বর প্রাপ্তকারী অগাধ সম্পদে সম্পন্ন ভব। এক নম্বরে আসার জন্য একরস আর নিরন্তর খুশীর অনুভব করতে থাকো, কোনো ঝামেলাতে যেও না। ঝামেলাতে গেলে খুশীর দোলা টিলা হয়ে যায়, তখন তীর দোল খেতে পারো না, তাই সদা আর একরস খুশীর দোলায় দুলতে থাকো। বাপদাদার দ্বারা সমস্ত বাচ্চারা অবিনাশী, অগাধ আর অনন্ত সম্পদ প্রাপ্ত

করে । তাই সদা সেই সম্পদের প্রাপ্তিতে একরস আর সম্পন্ন থাকো । সঙ্গম যুগের বিশেষত্ব হলো অনুভব, এই যুগের বিশেষত্বের লাভ নাও ।

স্লোগান:- মনসা (মনের দ্বারা) মহাদানী হতে হলে আত্মিক স্থিতিতে সদা স্থিত থাকো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই পাঠশালাতে এসেছো নিজেদের উচ্চ ভাগ্য নির্মাণ করতে, তোমাদের নিরাকার বাবার কাছে পড়াশোনা করে রাজাদেরও রাজা হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - অনেক বাচ্চারা সৌভাগ্যশালী হয়, কিন্তু হয়ে পড়ে দুর্ভাগ্যশালী, কীভাবে?

*উত্তরঃ - সেই বাচ্চারাই ভাগ্যশালী হয়, যাদের কোনো কর্মবন্ধন থাকেনা অর্থাৎ তারা কর্ম বন্ধনমুক্ত হয়। কিন্তু তবুও যদি পড়ায় অ্যাটেনশন না দেয় বুদ্ধি এদিকে ওদিকে ঘুরতে থাকে, অদ্বিতীয় পিতা যার থেকে এত উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তাঁকে স্মরণ করে না তখন সৌভাগ্যশালী হয়েও দুর্ভাগ্যশালী হয়ে যায়।

*প্রশ্নঃ - শ্রীমতের মধ্যে কোন্ কোন্ রস ভরপুর হয়ে রয়েছে?

*উত্তরঃ - শ্রীমতই হলো সেটা যার মধ্যে মাতা পিতা টিচার গুরু মত একত্রিত হয়ে রয়েছে। শ্রীমৎ যেন স্যাকারিন, যার মধ্যে সব রস ভরপুর হয়ে রয়েছে।

*গীতঃ- সৌভাগ্যকে জাগিয়ে এসেছি....

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানবাচ, মানুষ যখন গীতা শোনায় তখন গ্রীক্‌সের নাম নিয়ে শুনিতে থাকে। এখানে যা শোনানো হয়ে থাকে, বলা হয় শিব ভগবানবাচ। নিজেও বলতে পারেন শিব ভগবানবাচ, কেননা শিব বাবা স্বয়ং-ই বলে থাকেন। দুজনে একত্রিত হয়েও বলতে পারেন। বাচ্চারা তো দুজনেরই। পুত্র আর কন্যারা দুই-ই বসে আছে। তাই বলে থাকেন -- হে বাচ্চারা, বুঝতে পারো কে পড়ান? বলবে বাপদাদা পড়ান। বাবা বড়কে, দাদা ছোটকে অর্থাৎ ভাইকে বলা হয়ে থাকে। তাই বাপদাদা একত্রিত বলা হয়ে থাকে। এখন বাচ্চারাও জানে যে আমরা হলাম স্টুডেন্টস। স্কুলের স্টুডেন্টরা বসেই রয়েছে ভাগ্য তৈরির জন্য যে আমরা পড়াশোনা করে অমুক পরীক্ষায় পাশ করবো। ওই জাগতিক পরীক্ষা তো অনেক হয়ে থাকে। বাচ্চারা, এখানে তোমাদের হৃদয়ে রয়েছে যে আমাদের অসীম জগতের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা পড়িয়ে থাকেন। তোমরা বাবা ঐনাকে (ব্রহ্মাকে) বলা না। নিরাকার বাবা বোঝান, তোমরা জানো যে আমরা রাজযোগ শিখে রাজার-রাজা হয়ে যাই। রাজাও হই আবার রাজার-রাজাও হয়ে যাই। যারা হলেন রাজার-রাজা (মহারাজা) তাদের রাজারা পূজা করে। এই রেওয়াজ ভারত ভূখণ্ডেই রয়েছে। অপবিত্র রাজারা পবিত্র রাজাদের পূজা করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে মহারাজা অগাধ ঐশ্বর্যশালীদের বলা হয়ে থাকে। রাজারা (এনাদের থেকে) ছোট হয়। আজকাল কোনো কোনো রাজাদের মহারাজাদের থেকেও অধিক পরিমাণে প্রপাটি থাকে। কোনো কোনো ধনবানদের রাজাদের থেকেও অধিক প্রপাটি থাকে। ওখানে এমন আন-ল'ফুল (বেনিয়মের) কিছু হয় না। ওখানে সবকিছু নিয়মমায়িক হবে। বড় মহারাজাদের কাছে অনেক প্রপাটি থাকবে। বাচ্চারা, তোমরা তাহলে জানো যে অসীম জগতের বাবা বসে থেকে আমাদের পড়িয়ে থাকেন। পরমাত্মা ব্যতীত রাজার-রাজা, স্বর্গের মালিক কেউই বানাতে পারে না। স্বর্গের রচয়িতা হলেনই নিরাকার বাবা। ওঁনার নামও গায়ন করা হয় যে হেভেনলী গডফাদার। বাবা পরিষ্কারভাবে বোঝান যে বাচ্চারা আমি তোমাদের পুনরায় স্বরাজ্য প্রদান করে রাজার রাজ্য পরিণত করি। এখন তোমরা জানো যে আমরা সৌভাগ্য তৈরী করে (জাগরিত করে) এসেছি, অসীম জগতের বাবার থেকে রাজার রাজ্য পরিণত হতে। কত খুশির কথা। অনেক বড় পরীক্ষা। বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চলো, এতে মাতা-পিতা, টিচার, সঙ্গী ইত্যাদি সকলের মং একত্রিত রয়েছে। সকলের স্যাকারিন (মিষ্টতা) এর মধ্যে রয়েছে। সকলের রস একের মধ্যে ভরা আছে। সকলের প্রিয়তম একজনই। পতিত থেকে পবিত্রে পরিণতকারী, উনি বাবা-ই হয়ে গেলেন। গুরু নানক ওঁনারই মহিমা করেছেন, সেইজন্য ওঁনাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। প্রথমে তিনি নিজের কাছে নিয়ে যাবেন তারপর পবিত্র দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন। কেউ এলে তাকে বোঝাতে হবে -- এ হলো গডলী নলেজ। এ হলো ভগবানবাচ, স্কুলে তো কখনো ভগবানবাচ বলবে না। ভগবান হলেনই নিরাকার স্তানের সাগর মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ..... বাচ্চারা, তোমাদেরকে বসে পড়িয়ে থাকি। এ হলো গডলী নলেজ। সরস্বতী কে গডে'স অফ নলেজ (বিদ্যার দেবী) বলা হয়ে থাকে। তাহলে অবশ্যই গডলী নলেজ থেকে গড-গডে'স (দেবী-দেবতা) তৈরি হবে। ব্যারিস্টার হওয়ার নলেজ থেকে ব্যারিস্টারই হবে। এ হলো গডলী নলেজ। সরস্বতীকে গড-ই নলেজ দিয়েছেন। সেইজন্য যেমন সরস্বতী হলেন গডে'স অফ নলেজ, তেমনই তোমরা বাচ্চারাও। সরস্বতীর তো অনেক সন্তান, তাই না ! কিন্তু প্রত্যেককে গডেজ অফ নলেজ বলা হবে, এমনটা হতে পারে না। এই সময় নিজেকে গডেজ বলতে পারবে না। ওখানেও তো দেবী-দেবতাই বলবে। গড নলেজ অবশ্যই দিয়ে থাকেন। পড়াও(স্তান) এমনভাবেই ধারণ করিয়ে থাকেন। ইনি পদমর্যাদাও দিয়ে দেন অনেক বড় (উচ্চ)। এছাড়া দেবতার তো গড-গডেজ হতে পারে না। এই মাতা-পিতাও তো

গড-গডেজেরই মতন, কিন্তু হয় তো না, তাই না! নিরাকার পিতাকেই গডফাদার বলা হবে। ঐনাকে (সাকারকে) খোড়াই গডফাদার বলা হবে! এ হলো অত্যন্ত গোপন (রহস্যপূর্ণ) কথা। আত্মা এবং পরমাত্মার রূপ আর তারপর সম্বন্ধ, কত রহস্য পূর্ণ (গুপ্ত) বিষয়। শরীরের সম্পর্ক কাকা, চাচা, মামা ইত্যাদি হলো কমন (সাধারণ)। এ হলো আত্মিক সম্বন্ধ। বোঝানোর জন্য পাকাপোক্ত যুক্তি চাই। মাতা পিতা শব্দের গায়ন করা হয় তাহলে অবশ্যই কোন অর্থ রয়েছে, তাই না ! ওই শব্দটি অবিনাশী হয়ে যায়। ভক্তি মার্গেও চলে আসে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা স্কুলে বসে রয়েছি। পড়াচ্ছেন যিনি, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। ঐনার(ব্রহ্মার) আত্মাও পড়ে থাকে। এই আত্মারও বাবা হলেন সে-ই পরমাত্মা, যিনি হলেন সকলের বাবা, তিনি পড়িয়ে থাকেন। তিনি গর্ভতে তো আসবেন না তাহলে নলেজ কিভাবে পড়াবেন (দেবেন)। তিনি আসেন ব্রহ্মার শরীরে। ওরা আবার ব্রহ্মার বদলে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এও ড্রামায় রয়েছে। কিছু ভুল হোক তবেই তো বাবা এসে সেই ভুলকে কারেক্ট করে নির্ভুল (ক্রটিহীন) করবে। নিরাকারকে না জানার কারণেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে আমি হলাম অসীম জগতের বাবা তোমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেবো। লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক কীভাবে হয়েছে, তা কেউ জানে না। অবশ্যই কেউ তো কর্ম শিখিয়েছিলেন, তাই না ! আর অবশ্যই তিনি বড়ই হবেন যে এত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করিয়েছিলেন। মানুষ কিছুই জানে না। বাবা কত প্রেমপূর্বক বুঝিয়ে থাকেন, কত বড় অথরিটি (সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী) তিনি। তিনি হলেন সমগ্র দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্রে পরিণতকারী মালিক। বুঝিয়ে থাকেন যে এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা। তোমাদের চক্রে আবর্তিত হতে হয়। এই রচনাকে কেউই জানে না। আমরা কীভাবে ড্রামার অ্যাক্টার্স হলাম, এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, দুঃখধামকে সুখধামে কে পরিণত করেন, এসব তোমরা জানো। তোমাদের সুখধামের জন্য পড়িয়ে থাকি। তোমরাই ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হয়ে যাও, ওখানে আর কেউ যেতে পারে না। সুখধামে অবশ্যই স্বল্পসংখ্যক মানুষ থাকবে। বোঝানোর জন্য পয়েন্টস অত্যন্ত ভালো হওয়া চাই। বলে থাকে যে বাবা আমরা তোমার কিন্তু পুরোপুরি হতে সময় লাগে। কারোর কর্মবন্ধন তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে যায়, কারোর সময় লাগে। অনেকেই তো এরকম ভাগ্যশালী, যাদের কর্মবন্ধন দূর হয়ে গেছে, তবুও পড়ায় অ্যাটেনশন দেয় না তাই তাদেরকে বলা হয় দুর্ভাগ্যশালী। সন্তান, নাতি, পুত্র ইত্যাদিদের মধ্যে বুদ্ধি চলে যায়। এখানে তো একজনকেই স্মরণ করতে হবে। অত্যন্ত বড়রকমের (অগাধ) উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা জানো যে আমরা রাজার-রাজা হয়ে যাই। পতিতরা কীভাবে রাজা হয় আর পবিত্ররা কীভাবে রাজার-রাজা হয়, সেও বাবা-ই তোমাদের বুঝিয়ে থাকেন। আমি স্বয়ং এসে রাজার-রাজা, স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই -- এই রাজযোগের দ্বারা। ওই পতিত রাজারা তো দান করার জন্য (রাজা) হয়ে যায়। ওদের আমি এসে তৈরী করি নাকি ! ওরা অত্যন্ত দানী হয়। দান করার জন্য রাজার কুলে জন্ম নেয়। আমি তো ২১ জন্মের জন্য তোমাদের সুখ দান করে থাকি। ওরা তো এক জন্মের হয় সেও পতিত দুঃখী থাকে। আমি এসে বাচ্চাদের পবিত্র করি। মানুষ মনে করে কেবল গঙ্গা স্নান করলেই পবিত্র হওয়া যায়, কত ধাক্কা খেতে থাকে। গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদির কত মহিমা করে থাকে। এখন এরমধ্যে মহিমার তো কোন কথাই নেই। জল সাগরের থেকে আসে। এরকম তো অনেক নদী আছে। বিদেতেও মাটি খুঁড়ে বড় বড় নদী তৈরি করে, এ আর বড় কথা কি। জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান গঙ্গা কারা, সে তো জানেই না। শক্তির কি করেছিল, কিছুই জানে না। বাস্তবে জ্ঞান গঙ্গা আর জ্ঞান সরস্বতী হলে এই জগদম্বা। মানুষ তো জানেই না যেন ভীল (প্রাচীন জনজাতি, সামান্য কুল পেলেই মূল্যবান মণিও ফেলে দিত)। একদমই বুদ্ধি, অবুঝ। বাবা এসে অবুঝকে কত সমঝদার করে দেন। তোমরা বলতে পারো যে এনাদের রাজার-রাজা কে বানিয়েছেন। গীতাতেও রয়েছে, আমি রাজার-রাজা বানিয়ে থাকি। মানুষ তো জানতো না। স্বয়ং আমিও জানতাম না। এই যে নিজেই হয়েছিল, এখন নেই, সে-ই জানে না তাহলে অন্যেরা আর কি করে জানবে। সর্বব্যপীর জ্ঞানে কিছুই নেই, যোগযুক্ত হবে কার সাথে, ডাকবে কাকে ? স্বয়ং-ই ঈশ্বর তাহলে প্রার্থনা কার করবে ! অতি বিপ্লবকর। অনেক ভক্তি যারা করে তাদেরই মান হয়। ভক্তমালাও রয়েছে, তাই না! জ্ঞান হলো রুদ্র মালা। এ হলো ভক্ত মালা, ও'টা হলো নিরাকারী মালা। সব আত্মারা ওখানেই থাকে। তার মধ্যেও প্রথম নম্বরধারী আত্মা কে ? যিনি প্রথমে যান, সরস্বতীর আত্মা অথবা ব্রহ্মার আত্মা প্রথমে পড়া করে থাকে। এ হলো আত্মার কথা। ভক্তি মার্গে সবই তো হলো শরীর-সম্বন্ধীয় কথা -- অমুক ভক্ত এইরকম, তাদের শরীরের নাম নেবে। তোমরা মানুষকে এভাবে বলবে না। তোমরা জানো যে ব্রহ্মার আত্মা কি হয় ? তিনি গিয়ে শরীর ধারণ করে রাজার-রাজা হয়ে যান। আত্মা শরীরে প্রবেশ করে রাজ্য করে থাকে। এখন তো রাজা নেই। রাজ্য তো আত্মাই করে, তাই না! আমি হলাম রাজা, আমি হলাম আত্মা, আমি হলাম এই শরীরের মালিক। অহম্ আত্মা, শরীরের নাম হলো শ্রীনারায়ণ, ধরায় পুনরায় রাজত্ব করবেন। আত্মাই শোনে আর ধারণ করে। আত্মায় সংস্কার থাকে। তোমরা এখন জানো যে আমরা বাবার থেকে রাজত্ব নিষ্ছি শ্রীমৎ অনুসারে চলে। বাপদাদা দুজনে মিলে বলেন - বাচ্চারা, দুজনেরই বাচ্চা বলার অধিকার রয়েছে। আত্মাকে বলে -- নিরাকারী সন্তান, আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। কেউ বলতে পারে না যে হে নিরাকারী

সন্তান, হে আত্মারা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবা-ই আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। এমন তো বলেন না যে - পরমাত্মা, আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে স্মরণ করো। বলে থাকেন - হে আত্মারা, আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো তাহলে এই যোগ অগ্নিতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এছাড়া গঙ্গা স্নানে কখনো কেউ পাপাত্মা থেকে পূণ্যাত্মা হতে পারে না। গঙ্গা স্নান করে তারপর ঘরে এসে পাপ করতে থাকে। এই বিকারের কারণেই পাপ আত্মা হয়ে যায়। এ'কথা কেউ বোঝেনা। এখন বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে তোমাদের উপর রাহুর কঠিন গ্রহণ লেগে রয়েছে। প্রথমে গ্রহণ হালকা ছিল। এখন দান করলে, তবেই গ্রহণ কাটবে। প্রাপ্তি অনেক বড়। তাহলে পুরুষার্থও তো সেভাবেই করা উচিত, তাই না ! বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে রাজার-রাজা বানিয়ে দিই, সেইজন্য আমাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। নিজের ৮৪ জন্মকে স্মরণ করো, সেইজন্য বাবা নামই রেখেছেন "স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চা"। সেইজন্য স্বদর্শনের জ্ঞানও চাই, তাই না !

বাবা বুঝিয়ে থাকেন - এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে চলি। সন্ধ্যাসীরা কেবল ঘর-পরিবারকে ভোলে, তোমরা সমগ্র দুনিয়াকেই ভুলে যাও। এই বাবা-ই বলে থাকেন যে অশরীরী হও। আমি তোমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাই, সেই জন্য পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো শরীরের থেকে মমত্ব ত্যাগ করো। নতুন দুনিয়ায় পুনরায় তোমাদের নতুন শরীর প্রাপ্ত হবে। দেখো, শ্রীকৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলে। সত্য যুগে তিনি সুন্দর (গৌর বর্ণের) ছিলেন, এখন অস্তিম জন্মে কালো হয়ে গেছেন। তাহলে বলা হবে - শ্যামই সুন্দর হয়, আবার সুন্দর থেকে শ্যাম হয়ে যায় তাই না! তাই নাম রেখে দেওয়া হয়েছে শ্যামসুন্দর। কালো করে দেয় পাঁচ বিকাররূপী রাবণ, তারপর সুন্দর করেন পরমপিতা পরমাত্মা। চিত্রতেও দেখানো হয়েছে যে আমি পুরানো দুনিয়াকে লাখি মেরে সুন্দর (গৌর) হতে চলেছি। সুন্দর আত্মাই স্বর্গের মালিক হয়। কালো (বিকারী) আত্মা নরকের মালিক হয়। আত্মাই সুন্দর আর অসুন্দর (কালো, বিকারী) হয়। এখন বাবা বলেন তোমাদের পবিত্র হতে হবে। ওই হঠযোগীরা তো পবিত্র হওয়ার জন্য অনেকধরনের মূদ্রার অভ্যাস করে। কিন্তু যোগ ব্যতীত পবিত্র হতে পারবে না, তা না হলে সাজাভোগ করে পবিত্র হতে হবে। তাহলে বাবাকেই স্মরণ করি না কেন ! আর পাঁচ বিকারকেও জয় করতে হবে। বাবা বলেন এই কাম-বিকারই আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। যে বিকারকে না জয় করতে পারবে, সে বৈকুণ্ঠের রাজা হতে পারবে নাকি! সেইজন্য বাবা বলে থাকেন যে দেখো আমি তোমাদেরকে কত ভালো কর্ম শিখিয়ে থাকি - বাবা, শিক্ষক, সঙ্গুরু রূপে। যোগবলের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করিয়ে বিকর্মজিৎ রাজ্যে পরিণত করি। বাস্তবে সত্যযুগের দেবী-দেবতাদেরকেই বিকর্মজিৎ বলা হয়ে থাকে। ওখানে বিকর্ম হয় না। বিকর্মজিৎ আর বিক্রম সম্বৎ আলাদা আলাদা। এক তো রাজা বিক্রমও এসে চলে গেছেন আর বিকর্মজিৎ রাজাও এসে চলে গেছেন। আমরা এখন বিকর্মকে জয় করছি। তারপর দ্বাপর থেকে আবার নতুন করে বিকর্ম শুরু হবে। তাই নাম রেখে দেওয়া হয়েছে রাজা বিক্রম (বিক্রমাদিত্য)। দেবতারাই হলেন বিকর্মজিৎ। এখন আমরা তেমনই (দেবতা) হতে চলেছি, যখন বাম-মার্গে চলে আসব তখন বিকর্মের খাতা শুরু হবে। এই বিকর্মের খাতা পরিষ্কার করে পুনরায় আমরা বিকর্মজিৎ হই। ওখানে কোনো বিকর্ম হয় না। সেইজন্য বাচ্চাদের এই নেশা থাকা উচিত যে আমরা এখানেই উচ্চ ভাগ্য তৈরি করে নিই। এ হলো বড়র থেকেও বড় সৌভাগ্য তৈরী করার পাঠশালা। সংসঙ্গে সৌভাগ্য গঠনের কথা থাকেনা। সব সময় পাঠশালাতেই সৌভাগ্য গঠিত হয়ে থাকে। তোমরা জানো যে আমরাই নর থেকে নারায়ণ অথবা রাজার-রাজা হয়ে যাব। অপবিত্র রাজারা অবশ্যই পবিত্র রাজাদের পূজন করে। আমি তোমাদের পবিত্র করি। পতিত দুনিয়াতে তো রাজ্য করবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মারূপী বাবা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিতে স্বদর্শন-চক্রের জ্ঞানকে রেখে, রাহুর গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে হবে। শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং যোগবলের দ্বারা বিকর্মের খাতা মিটিয়ে পরিষ্কার করে বিকর্মজিৎ হতে হবে।

২) নিজের উচ্চ সৌভাগ্যকে গঠনের জন্য পড়াশোনার উপরে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে হবে।

বরদানঃ:- বাহ্যমুখী (জাগতিক) রসের আকর্ষণের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা জীবনমুক্ত ভব বাহ্যমুখতা অর্থাৎ ব্যক্তির ভাব-স্বভাব এবং ব্যক্ত ভাবের ভাইব্রেশন, সংকল্প, বাণী আর সম্বন্ধ-সম্পর্কের দ্বারা একে-অপরকে ব্যর্থের দিকে চালনা করে। সদা কোনো না কোনো প্রকারের ব্যর্থ-চিন্তনে থাকে, আন্তরিক সুখ শান্তি এবং শক্তির থেকে দূরে থাকে..... বাইরের দিক থেকেও এমন বাহ্যমুখতার রস

ভীষণভাবে আকর্ষণ করে, সেই জন্য প্রথমেই এর উপরে কাঁচি চালাও। এই রসই সুক্ষ্ম-বন্ধন হয়ে সফলতার লক্ষ্য থেকে দূর করে দেয়, যখন এই বন্ধনগুলি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তখনই বলা হবে জীবনমুক্ত।

স্লোগান:-

যে ভালো-মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীদের প্রভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সাক্ষী (দ্রষ্টা) বা দয়ালু হয়, সে-ই তপস্বী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

পিতাশ্রী জীর পুণ্য স্মৃতি দিবসে শোনানোর জন্য বাপদাদার মধুর মহাবাক্য -

- *প্রশ্নঃ - ভবিষ্যতের জন্য বাচ্চারা বাবার সাথে কোন্ সওদা করেছে? ঐ সওদার দ্বারা সঙ্গম যুগে কি লাভ হবে?
- *উত্তরঃ - দেহ সমেত, যা কিছু খারাপ কিছু আছে, সবকিছুই বাবার কাছে অর্পণ করে বাবাকে তোমরা বলে থাকো, বাবা আমরা আবারও সবকিছু নেব (ভবিষ্যতে), এটাই হলো অতি উত্তম সওদা। এতে তোমাদের সবকিছু বাবার সিন্দুকে সেফ হয়ে যায় আর অপার খুশী থাকে যে, এখন আমরা এখানে অল্প সময় আছি, তারপর আমাদের রাজধানীতে থাকবো। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে বাঃ! আমরা তো অসীমের বাবার কাছ থেকে অনন্ত সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এখন আমরা এভার হেল্দি, এভার ওয়েল্দি হতে চলেছি।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা ঔঁনার আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা, যখন এখানে এসে বসো আত্ম-অভিমানী হয়ে বাবার স্মরণে বসো। এই অ্যাটেনশন তোমাদের জন্য হলো ফর এভার (চির-দিনের জন্য) । যতদিন জীবিত থাকবে, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ না করলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপও বিনষ্ট হবে না। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সমগ্র স্বদর্শন চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে ঘোরা উচিত। তোমরা লাইট হাউস তাইনা। তোমাদের এক চোখে শান্তিধাম, আরেকটিতে সুখধাম। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে নিজেকে লাইট হাউস মনে করো। নিজেকে লাইট হাউস মনে করলে নিজেরও কল্যাণ করবে আর অন্যদেরও কল্যাণ করতে পারবে। বাবা ভিন্ন-ভিন্ন যুক্তি বলে দেন। পথে কারো সাথে দেখা হলে তাকে বলো এটা হলো দুঃখধাম, শান্তিধাম, সুখধামে যেতে চাও ! ইশারায় বোঝাতে হবে। লাইট হাউস তো ইশারাই করে, পথ দেখিয়ে দেয়। তোমাদেরও সুখধাম আর শান্তিধামের পথ বলে দিতে হবে। দিন-রাত এই ধুন(সুর) থাকা উচিত। যোগের শক্তির দ্বারা তোমরা কাউকে যদি অল্পও বোঝাও তাহলেও তাদের ঝট করে তীর লেগে যাবে। যার তীর লাগে সে সম্পূর্ণ ঘায়েল হয়ে যায়। প্রথমে ঘায়েল হয়ে তারপর বাবার হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো সেইজন্য বাবারও চেষ্টা থাকে। কেউ তো একেবারেই স্মরণ করে না, সেইজন্য বাবারও করুণা হয়। তারপরও বাবা বলে থাকেন মিষ্টি বাচ্চারা, উন্নতি করতে থাকো। পুরুষার্থ করে সামনের দিকের নম্বরে যাও। পতিত-পাবন সঙ্গতি দাতা একমাত্র বাবা, ঐ বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই হবে না, সেইসঙ্গে সুইট হোমকেও স্মরণ করতে হবে। শুধু সুইট হোমো নয়, সম্পত্তিও (মিলকিয়ত) চাই। সেইজন্য স্বর্গধামকেও স্মরণ করতে হবে।

বাবা এসেছেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের পারফেক্ট বানাতে। সুতরাং বিশ্বস্ততার সাথে, সততার সাথে নিজেকে চেক করা উচিত যে আমি কতখানি পারফেক্ট হয়েছি। পারফেক্ট হওয়ার যুক্তিও বাবা বলতেই থাকেন। মুখ্য খামতি হলই দেহ-অভিমানের। দেহ-অভিমানই এগিয়ে যেতে দেয় না, সেইজন্য দেহকেও ভুলতে হবে। বাচ্চাদের প্রতি বাবার কতখানি ভালোবাসা থাকে। বাবা বাচ্চাদের দেখে কত খুশি হয়ে ওঠেন। সুতরাং বাচ্চাদেরও এতটাই খুশীতে থাকা উচিত। বাবাকে স্মরণ করে অন্তরে গদগদ হয়ে যাওয়া উচিত। দিন-দিন খুশীর মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। স্মরণের যাত্রাতেই খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সেটাও ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পাবে। হার জীত হতে-হতে তারপর নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী কল্প পূর্বের মতোই নিজের নিজের পদ প্রাপ্ত করবে। বাপদাদা বাচ্চাদের অবস্থা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকেন এবং বোঝাতেও থাকেন। বাপদাদার উভয়েরই বাচ্চাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে কারণ তারা প্রতি কল্পে সুন্দর সার্ভিস করে এবং সেটা তারা অনেক ভালোবাসার সাথে করে। কিন্তু বাচ্চারা যদি শ্রীমত অনুসারে না চলে তবে বাবা কি করতে পারে! বাবার খুব করুণা হয় বাচ্চাদের দেখে। মায়া হারিয়ে দেয়, বাবা আবারও দাঁড় করিয়ে দেন। সবচেয়ে মিষ্টি থেকেও মিষ্টি হচ্ছেন এক বাবা। কত মধুর আর প্রেমময় শিব ভোলা ভগবান। শিব ভোলা তো একজনেরই নাম।

মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এখন অতি ভ্যালুয়েবল হীরে তৈরী হচ্ছে। ভ্যালুয়েবল হীরে জহরতকে সেক্টির জন্য সবসময় ব্যাঙ্কে রাখা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও হলে অত্যন্ত ভ্যালুয়েবল, যারা শিববাবার ব্যাঙ্কে সেক্টির সাথে বসে আছো। এখন তোমরা বাবার আশ্রয়ে থেকে অমর হচ্ছে। তোমরা কালের উপরেও বিজয় প্রাপ্ত করছো। শিববাবার হয়েছো তাই সেফ হয়ে গেছো। বাকি উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। দুনিয়াতে মানুষের কাছে কত ধন-দৌলত আছে

কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। তোমরা বাচ্চাদের কাছেও এখন কিছুই নেই। এই শরীরও নেই। এই শরীরও বাবাকে দিয়ে দাও। সুতরাং যার কাছে কিছুই নেই তার কাছে সবকিছুই আছে। তোমরা অসীম জগতের বাবার সাথে সওদা করেছো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। তোমরা বলো বাবা দেহ সহ যা কিছু খারাপ জিনিস আছে আর তোমার থেকে সবকিছু সেখানে নেবো। সুতরাং তোমরা সেফ হয়ে গেলে। সবকিছুই বাবার ভল্টে সেফ হয়ে গেলো। বাচ্চারা তোমাদের মনে কতো খুশী থাকা উচিত যে, আর অল্প সময় বাকী আছে তারপর আমরা আমাদের রাজধানীতে থাকবো। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে বাঃ ! আমরা তো অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অনন্ত সুখের উত্তরাধিকার নিতে চলেছি। আমরা এভার হেল্ডি, এভার ওয়েল্ডি হচ্ছি। আমাদের সব মনোকামনা পূর্ণ হচ্ছে। বাবা কত লাভলি পিওর। তিনি আত্মাদেরও নিজের সমান পবিত্র করে তোলেন। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই লাভলি হবে, দেবতারা কত লাভলি হয়, এখনও পর্যন্ত তাদের ঐ জড় চিত্রকে মানুষ পূজা করে। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদেরও এমন লাভলি হতে হবে। কোনো দেহধারী, কোনো জিনিসের কথা শেষে গিয়ে যেন মনে না আসে। বাচ্চারা বলে বাবা তোমার কাছ থেকে তো সবকিছুই পেয়ে গেছি।

মিষ্টি বাচ্চাদের নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমার দ্বারা যেন কোনো বিকর্ম না হয় যার জন্য অন্তর্মর্ন দন্ধ হয়, সেইজন্যই যতটা সম্ভব নিজেকে শোধরাতে হবে, উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। নম্বরানুসারে তো আছেই। গয়নাও নম্বরানুসারে (গুণগত মান) হয়ে থাকে। কানোটোর মধ্যে অনেক ক্রটি থাকে, কানোটো সম্পূর্ণ পিওর হয়। বাবাও জহরি তাইনা। সুতরাং বাবাকে এক-এক রত্নকে দেখতে হয়। এটা কোন্ রত্ন, এর মধ্যে কি ডিফেক্ট আছে। ভালো-ভালো খাঁটি রত্নকে বাবাও খুব ভালোবাসার সাথে দেখেন। ভালো-ভালো খাঁটি রত্নকে সোনার কৌটোতে রাখতে হয়। বাচ্চারাও নিজেরা বুঝতে পারে যে আমি কোন্ ধরনের রত্ন। আমার মধ্যে কি ডিফেক্ট আছে।

এখন তোমরা বলবে বাঃ সদ্ধুরু বাঃ! যিনি আমাদের এই পথ দেখিয়েছেন। বাঃ ভাগ্য বাঃ ! বাঃ ড্রামা বাঃ ! তোমাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে - তোমাকে ধন্যবাদ বাবা যে আমাদের এক মুঠো চাল নিয়ে আমাদেরকে সেফটির সাথে ভবিষ্যতে শতগুণ রিটার্ন করে দাও। কিন্তু এর মধ্যেও বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধি থাকা চাই। বাচ্চাদের অগাধ জ্ঞান ধনের খাজানা প্রাপ্ত হয় সুতরাং অপার খুশী হওয়া উচিত তাইনা। হৃদয় যত শুদ্ধ হবে ততই অন্যদের শুদ্ধ করে তুলতে পারবে। যোগের স্থিতিতেই হৃদয় শুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাচ্চারা তোমাদের যোগী হওয়া এবং যোগী করে তোলার জন্য আগ্রহ থাকা উচিত। যদি দেহের প্রতি মোহ থাকে, দেহ-অভিমান থাকে তবে বুঝবে যে আমার অবস্থা অনেক কাঁচা। দেহী-অভিমानी বাচ্চারাই প্রকৃত ডায়মন্ড তৈরি হয়, সেইজন্যই যতটা সম্ভব দেহী-অভিমानी হওয়ার অভ্যাস করো। বাবাকে স্মরণ করো। বাবা শব্দটি খুব মিষ্টি। বাবা অতি ভালোবাসার সাথে বাচ্চাদের চোখের পালকে (পাতায়) বসিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। এমন বাবাকে স্মরণ করার নেশায় চুরচুর হয়ে যাওয়া উচিত। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে খুশিতে ঠান্ডাও হার মানবে। যেমন বাবা অপকারীদের উপকার করেন – তোমরাও ফলো ফাদার করো। সুখদায়ী হও।

তোমরা বাচ্চারা এখন ড্রামার রহস্যকেও জেনেছ – বাবা তোমাদেরকে নিরাকার, আকার এবং সাকার দুনিয়ার সব খবর শুনিয়ে থাকেন। আত্মারা বলে এখন আমরা পুরুষার্থ করছি, নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য। আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই যোগ্য হয়ে উঠব। নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করব। আত্মা - বাবা মিষ্টি বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন, বাবা হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা সুতরাং বাচ্চাদেরও সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে। বাবার রাইট হ্যান্ড হতে হবে। এমন বাচ্চারাই বাবার প্রিয় হয়। শুভ কাজে ডান হাতকেই কাজে লাগানো হয়। সেইজন্যই বাবা বলেন ধার্মিক হও, একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো তাহলেই অল্পিম কালে যেমন মতই তেমনই গতি হবে। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মিটিয়ে ফেলো। এটা তো একটা কবরখানা। কাজকারবার, সন্তানাদির চিন্তায় মারা গেলে বেকারই নিজের সর্বনাশ করবে। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমরা সমৃদ্ধি লাভ করবে। দেহ-অভিমানে আসলেই সর্বনাশ হয়। দেহী-অভিমानी হলে সমৃদ্ধ হওয়া যায়। ধনের প্রতিও অতি লোভ থাকা উচিত নয়। তার চিন্তাতেও শিববাবাকে ভুলে যায়। বাবা দেখেন সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে তারপর আমার শ্রীমতে বাচ্চারা কতটা চলে। শুরুতে বাবাও(ব্রহ্মা) ট্রাস্টি হয়ে দেখিয়েছেন না ! সবকিছু ঈশ্বরার্থে অর্পণ করে স্বয়ং ট্রাস্টি হয়ে গেছেন। ব্যস! সবকিছুই ঈশ্বরের কাজে লাগিয়েছেন। বিঘ্ন আসলেও কখনও ভয় পাওয়া উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব সার্ভিস করে নিজের সবকিছু সফল করা উচিত। ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার

আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

অব্যক্ত-মহাবাক্য - ১৯৭৭

সবাই আওয়াজের উর্ধ্বে নিজেকে শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে থাকার অনুভব দীর্ঘ সময় ধরে করতে পারো? আওয়াজে আসার অনুভব বেশী হয় নাকি আওয়াজের উর্ধ্বে থাকার অনুভব দীর্ঘ সময় করতে পারো? যত শেষ স্টেজ অথবা কর্মাতীত স্টেজ নিকটে আসতে থাকবে ততই আওয়াজের উর্ধ্বে শান্ত স্বরূপ স্থিতি অধিক ভালো লাগবে, এই স্থিতিতে সবসময় অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হবে। এমনই অতীন্দ্রিয় সুখময় স্থিতির দ্বারা অনেক আত্মাদের সহজেই আহ্বান করতে পারবে। এই শক্তিশালী স্থিতিকে বিশ্ব-কল্যাণকারী স্থিতি বলা হয়। আজকাল যেমন সায়েন্সের সাধনের দ্বারা সবকিছুই কাছে থাকার অনুভব হয়ে থাকে, দূরের আওয়াজ টেলিফোনের সাধন দ্বারা কাছ থেকেই শুনতে পাওয়া যায়, দূরদর্শন দ্বারা দূরের দৃশ্য কাছে দেখা যায়। এভাবেই সাইলেন্সের স্টেজ (স্থিতি) দ্বারা অনেক দূরে থাকা আত্মাদেরও খবর পৌঁছে দিতে পারো। ওরা এমন অনুভব করবে যেন সাকারে সামনে এসে কেউ খবর দিচ্ছে। দূরে বসেও তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দর্শন আর প্রভুর চরিত্রকে হৃদয়ে এমন অনুভব করবে যেন ঠিক সামনেই দেখছে। সঙ্কল্পের দ্বারা দেখা যাবে অর্থাৎ আওয়াজের উর্ধ্বে সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ার পার্ট প্লে করবে। কিন্তু এই সিদ্ধির বিধি হলো – দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে নিজেকে শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হতে হবে। সেইজন্যই বলা হয় সাইলেন্স ইজ গোল্ড, একেই গোল্ডেন এজ স্টেজ বলা হয়। এই স্টেজে স্থিত থাকলে কম খরচে অধিক লাভ ("কম খরচা বালানশীন") হয়ে উঠবে। সময় রূপী খাজানা, এনার্জির খাজানা আর স্থূল খাজানা সব কিছুতেই কম খরচে অধিক লাভ হবে। এরজন্য একটা শব্দ স্মরণে রাখো, কোন শব্দ সেটা? ব্যালেন্স। প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি সঙ্কল্প আর বাক্য, সম্বন্ধ বা সম্পর্কের মধ্যে ব্যালেন্স থাকবে। তাহলেই বাক্যলাপ, কর্ম, সঙ্কল্প, সম্বন্ধ বা সম্পর্ক সাধারণ হওয়ার পরিবর্তে অলৌকিক দেখা যাবে অর্থাৎ চমৎকারী হবে। প্রত্যেকের মুখ থেকে, মন থেকে এই আওয়াজই বেরোবে এ তো বড় চমৎকার হয়ে গেছে। সময় অনুসারে নিজের পুরুষার্থ করার স্পীড এবং বিশ্ব সেবার স্পীড তীব্র-গতি হওয়া উচিত তবেই বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারবে।

বিশ্বের অধিকাংশ আত্মারাই বাবাকে আর তোমরা ইষ্ট দেবতাদের প্রত্যক্ষতার আহ্বান বেশি করে করছে আর ইষ্ট দেব তাদের আহ্বান কম করছে। এর কারণ কি? নিজদের লৌকিক স্বভাব, সংস্কার সীমিত পরিবারের প্রতি বেশি সময় ব্যয় করছে। জ্ঞানহীন আত্মাদের যেমন জ্ঞান শোনার সময় নেই, তেমনই অনেক ব্রাহ্মণদেরও এই পাওয়ারফুল স্টেজে স্থিত থাকার সময় হয়না, সেইজন্যই এখন শক্তিশালী রূপ হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

বাপদাদা প্রত্যেকের প্রবৃত্তিকে দেখে মুচকি হাসেন যে, বাচ্চারা কীভাবে এতো বিজি হয়ে গেছে। খুব বিজি থাকো তাইনা! বাস্তবিক স্টেজে সবসময় ফ্রি (হালকা) থাকবে। এতে সিদ্ধিও হবে আর ফ্রিও থাকবে।

যখন সায়েন্সের সাধন ধরিত্রীতে বসে স্পেসে যাওয়া যন্ত্রকে কন্ট্রোল করতে সক্ষম হয়, যেভাবে চায়, যেখানে চায় সেইভাবে মোড় করতে পারে, সুতরাং সাইলেন্সের শক্তি স্বরূপ হয়ে এই সাকার সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের আধারে যে সেবা করতে চাও, যে আত্মার সেবা করতে চাও সেটা করতে পারবে না? প্রথমে নিজের-নিজের প্রবৃত্তি থেকে উর্ধ্বে অর্থাৎ উপরাম হও।

যে সমস্ত খাজানার কথা শোনালাম সেগুলো নিজের প্রতি নয়, বিশ্ব কল্যাণহেতু ব্যবহার করো। বুঝেছো, এখন কি করতে হবে? আওয়াজ দ্বারা সার্ভিস, স্থূল সাধন দ্বারা সার্ভিস আর আওয়াজের উর্ধ্বে উঠে সূক্ষ্ম সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠত্ব, সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা সার্ভিসের ব্যালেন্স প্রত্যক্ষ রূপে দেখাও, তবেই বিনাশের দামামা বাজবে। বুঝেছো। প্ল্যান তো অনেক কিছু তৈরি করছো, বাপদাদাও প্ল্যান তৈরি করছেন। ব্যালেন্স ঠিক না হওয়ার কারণে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। বিশেষ কার্য করার পর বিশেষ রেস্টও নিচ্ছে তাই না! ফাইনাল প্ল্যান করার সময় ক্লান্তি অনুভব করবে না। আচ্ছা। এমনই সর্ব শক্তিকে বিশ্ব কল্যাণার্থে কার্যে ব্যবহারকারী, সঙ্কল্প সিদ্ধি স্বরূপ, নিজের প্রবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র, সদা শান্ত আর শক্তি স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকা সর্ব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা নতুন সৃষ্টির স্থাপনার নিমিত্ত হওয়া মাস্টার শান্তি দেব ভব
সাইলেন্সের শক্তি জমা করার জন্য এই শরীরের উর্ধ্বে অশরীরী হয়ে যাও। এই সাইলেন্সের শক্তি হলো অত্যন্ত মহান শক্তি, এর দ্বারাই নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয়। সুতরাং যারা আওয়াজের উর্ধ্বে সাইলেন্স রূপে

স্থিত হবে তারাই স্থাপনার কাজ করতে সক্ষম হবে। সেইজন্যই শান্তি দেব অর্থাৎ শান্ত স্বরূপ হয়ে অশান্ত আত্মাদের শান্তির কিরণ দাও। বিশেষভাবে শান্তির শক্তিকে বাড়িয়ে তোলো। এটাই হলো সবচেয়ে বড় মহাদান, এটাই হলো সবচেয়ে প্রিয় এবং শক্তিশালী বস্তু।

স্লোগান:- প্রত্যেক আত্মা বা প্রকৃতির প্রতি শুভভাবনা রাখাই হলো বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সাকার শরীরকে স্মরণ করাও হল ভূত-অভিমানী হওয়া, কেননা শরীর ৫ ভূতের তৈরী, তোমাদেরকে তো দেহী-অভিমানী হয়ে এক বিদেহী বাবাকে স্মরণ করতে হবে”

*প্রশ্নঃ - সবথেকে সর্বোত্তম কাজ কোনটি, যেটা বাবাই করেন?

*উত্তরঃ - সমগ্র তমোপ্রধান সৃষ্টিকে সতোপ্রধান সদা সুখী বানিয়ে দেওয়া, এটা হল সবথেকে সর্বোত্তম কাজ, যেটা বাবা-ই করেন। এই উঁচু কাজ করার কারণে তাঁর স্মরণিকও অনেক উঁচু-উঁচু তৈরী করে।

*প্রশ্নঃ - কোন্ দুটি শব্দে ডামার সব রহস্য এসে যায় ?

*উত্তরঃ - পূজ্য আর পূজারী, যখন তোমরা পূজ্য থাকবে তখন পুরুষোত্তম হবে, তারপরে মধ্যম, কণিষ্ঠ হবে। মায়া পূজ্য থেকে পূজারী বানিয়ে দেয়।

*গীতঃ- জলসা ঘরে জ্বলে ওঠে বহিঃশিখা ...

ওম্ শান্তি । ভগবান বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে মানুষকে ভগবান বলা যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও চিত্র আছে, তাদেরকেও ভগবান বলা যাবে না। পরমপিতা পরমাত্মার বাসস্থান তার থেকেও উঁচুতে। তাঁকেই প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদি বলা হয়। মানুষ যখন আহ্বান করে তো তার কোনও আকার বা সাকার মূর্তি দেখা যায় না, এইজন্য মানুষ যেকোনো মানুষ আকারকে ভগবান বলে দেয়। সন্ন্যাসীদেরকেও দেখলে বলে দেয় ভগবান। কিন্তু ভগবান নিজে বোঝাচ্ছেন যে মানুষকে ভগবান বলা যায় না। নিরাকার ভগবানকে তো অনেক স্মরণ করে। যারা গুরু করেনি, ছোট বাচ্চা আছে তো তাদেরকেও শেখানো হয় যে পরমাত্মাকে স্মরণ করো, কিন্তু কোন্ পরমাত্মাকে স্মরণ করো এটা বলা হয় না। কোনও চিত্র বুদ্ধিতে থাকে না। দুঃখের সময় বলে দেয় হে প্রভু। কোনও গুরু বা দেবতা ইত্যাদির চিত্র তখন তার সামনে আসে না। যদি অনেক গুরু করেও থাকে তথাপি যখন হে ভগবান বলে, তখন কখনও তার গুরু স্মরণে আসে না। আর যদি গুরুকে স্মরণ করে আবার ভগবানকেও স্মরণ করে তাহলে সেই মানুষ তো জনম মরণে আবদ্ধ হয়ে গেল। তারমানে এরা ৫ তন্ত্র দিয়ে তৈরি মানুষকে স্মরণ করে, যাকে ৫ ভূত বলা যায়। আত্মাকে ভূত বলা যাবে না। তো তারা একপ্রকারের ভূত পূজাই করে থাকে। বুদ্ধির যোগ শরীরের দিকে চলে গেছে। যদি কোনও মানুষকে ভগবান মনে করে তো এমন নয় যে তার মধ্যে থাকা আত্মাকে স্মরণ করে। না। আত্মা তো দুজনের মধ্যেই আছে। যে স্মরণ করছে তার মধ্যেও আছে আবার যাকে স্মরণ করছে তার মধ্যেও আছে। পরমাত্মাকে তো সর্বব্যাপী বলে দেয়। কিন্তু পরমাত্মাকে পাপ আত্মা বলা যাবে না। বাস্তবে পরমাত্মা নাম যখন বলা হয় তখন বুদ্ধি নিরাকারের দিকে চলে যায়। নিরাকার বাবাকে নিরাকার আত্মা স্মরণ করে। একে দেহী-অভিমানী বলা হবে। সাকার শরীরকে যে স্মরণ করে সে হল ভূত অভিমানী। ভূত, ভূতকে স্মরণ করে কেননা নিজেকে আত্মা মনে করার পরিবর্তে ৫ তন্ত্রের শরীর মনে করে। নামও শরীরের উপর রাখা হয়। নিজেকেও ৫ তন্ত্রের ভূত মনে করে আর তাকেও শরীরের দ্বারা স্মরণ করে। দেহী-অভিমানী তো থাকে না। নিজেকে নিরাকার আত্মা মনে করলে তো নিরাকার পরমাত্মাকেও স্মরণ করতে পারবে। সকল আত্মাদের সম্বন্ধ সর্ব প্রথমে পরমাত্মার সাথে আছে। তিনি সকল আত্মাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। তাঁকে অগ্নিশিখাও বলা হয়। কোনো প্রদীপ ইত্যাদির তো কথা নেই। তিনি তো হলেন পরমপিতা পরম আত্মা। অগ্নিশিখা বলার কারণে মানুষ আবার জ্যোতি মনে করে নিয়েছে। এটা তো বাবা নিজে বুঝিয়েছেন যে আমি হলাম পরম আত্মা, যাঁর নাম হল শিব। শিবকে রুদ্রও বলা হয়। সেই নিরাকারেরই অনেক নাম আছে আর কারো এত নাম নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের একটাই নাম হয়। যে সমস্ত দেহধারী আছে তাদেরও একটাই নাম হয়। এক ঈশ্বরকেই অনেক নাম দেওয়া হয়। তাঁর মহিমা হল অপরম অপার। মানুষের একটাই নাম নির্দিষ্ট থাকে। এখন তোমরা জীবন্মুত হয়েছো তাই তোমাদের উপর আরও একটি নাম রাখা হয়েছে, যার দ্বারা পুরানো সব কিছু ভুলে যেতে পারো। তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বেঁচে থেকেও মরে গেছো। তো এটাই হল জীবন্মুত জন্ম। তো অবশ্যই মাতাপিতার কাছে জন্ম নিতে হবে। এই রহস্যপূর্ণ কথা বাবা বসে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। জগতের মানুষ শিবকে তো জানেই না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শংকরকে জানে। ব্রহ্মার দিন ব্রহ্মার রাতও বলে থাকে। এটাও কেবল শুনেছে। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা... কিন্তু কীভাবে, এটা জানে না। এখন ক্রিয়েটর তো অবশ্যই নতুন ধর্ম, নতুন জগৎ রচনা করবেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলই রচনা করবেন। তোমরা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মাকে নয়, পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো কেননা ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা তাঁর হয়েছো। বাইরের দেহ-অভিমানী ব্রাহ্মণেরা এইরকম নিজেদেরকে ব্রহ্মার সন্তান শিবের পৌত্র মনে করে না। শিব বাবা, যার জয়ন্তীও পালন করে, কিন্তু তাঁকে না জানার কারণে তার কদরই নেই

তাদের কাছে । তাঁর মন্দিরে যায়, বুঝতে পারে ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু শংকর বা লক্ষ্মী-নারায়ণ তো নয়, ইনি অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা। অন্যান্য সকল অ্যাক্টরদের নিজের নিজের পাট আছে, পুনর্জন্ম নেয় তবুও নিজের নাম ধারণ করে। এই পরমপিতা পরমাত্মা একজনই, যাঁর ব্যক্ত নাম রূপ নেই, কিন্তু মূঢ়মতি (অবোধ) মানুষ বুঝতে পারে না। পরমাত্মার স্মরণিক আছে, তো অবশ্যই তিনি এসেছিলেন, স্বর্গ রচনা করেছিলেন। না হলে তো স্বর্গ কে রচনা করবে। এখন পুনরায় এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। একে যজ্ঞ বলা হয় কেননা এতে স্বাহা হতে হয়। যজ্ঞ তো অনেক মানুষ রচনা করে। সেসব তো হল ভক্তি মার্গের স্থূল যজ্ঞ। এই পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে যজ্ঞ রচনা করেন। বাচ্চাদেরকে পড়ান। যজ্ঞ যখন রচনা করে তো সেখানেও ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র কথা ইত্যাদি শোনায়। এই বাবা তো হলেন নলেজফুল। বলা হয় যে এই গীতা ভাগবত শাস্ত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মার্গের। এই মেটারিয়াল যজ্ঞও হল ভক্তি মার্গের। এটা হলই ভক্তি মার্গের সময়। যখন কলিযুগের অন্তিম সময় আসে তখন ভক্তিরও অন্তিম সময় আসে, তখনই ভগবান এসে মিলন করেন কেননা তিনিই হলেন ভক্তির ফলদাতা। তাঁকে জ্ঞান সূর্যও বলা হয়। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা আর জ্ঞান লাকি নক্ষত্র-মণ্ডলী। আচ্ছা জ্ঞান সূর্য তো হলেন বাবা। পুনরায় মাতা চাই - জ্ঞান চন্দ্রমা। তো যে শরীরে প্রবেশ করেছেন তিনি হয়ে গেলেন জ্ঞান চন্দ্রমা মাতা আর বাকি সব হল বাচ্চা লাকি নক্ষত্র-মণ্ডলী। এই হিসাবে জগদম্বাও হলেন লাকি স্টার কেননা তিনিও তো বাচ্চা তাই না। নক্ষত্রদের মধ্যে কোনো-কোনোটা খুব উজ্জ্বল হয়। সেইরকম এখানেও নক্ষত্রের ক্রমানুসারে আছে। সেটা হল স্থূল আকাশের সূর্য চন্দ্র আর তারা মণ্ডলী আর এখানে হল জ্ঞানের কথা। যেরকম সেখানে জলের নদী আর এখানে হল জ্ঞানের নদী, যারা জ্ঞান সাগর থেকে নির্গত হয়েছে।

এখন শিব জয়ন্তী পালন করে, অবশ্যই সেই সমগ্র সৃষ্টির বাবা আসেন। এসে অবশ্যই স্বর্গ রচনা করেন। বাবা আসেনই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে, যেটা প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে। গভর্নমেন্টও কোনও ধর্মকে মান্যতা দেয় না। বলে যে, আমাদের কোনও ধর্ম নেই। এ' সঠিক বলছে। বাবাও বলছেন যে ভারতের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে। ধর্মের মধ্যে শক্তি থাকে। ভারতবাসীরা যখন নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল তো অনেক সুখী ছিলো। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথোরিটি রাজ্য ছিল। পুরুষোত্তম রাজ্য পরিচালনা করতেন। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণকেই পুরুষোত্তম বলা হয়। নক্ষত্রের ক্রমানুসারে উষ্ম নীচ তো হয়ে থাকে। সর্বোত্তম পুরুষ, উত্তম পুরুষ, মধ্যম, কনিষ্ঠ পুরুষ তো হয়েই থাকে। সর্বপ্রথম সবার থেকে সর্বোত্তম পুরুষ যে হয় সে-ই আবার মধ্যম, কনিষ্ঠ হয়। তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন পুরুষোত্তম। সকল পুরুষের মধ্যে উত্তম। পুনরায় অধোগামী হলে দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় থেকে বৈশ্য, শূদ্র কনিষ্ঠ হয়। সীতা রামকেও পুরুষোত্তম বলা হবে না। সকল রাজাদেরও রাজা, সর্বোত্তম সতোপ্রধান পুরুষোত্তম হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র পুনরাবৃত্তি হয়। প্রথমে উত্তম তারপর মধ্যম, কনিষ্ঠ হয়। এই সময় তো সমগ্র দুনিয়াই হল তমোপ্রধান, এটাই বাবা বোঝাচ্ছেন। যার এখন জয়ন্তী পালন করবে, তোমরা বলতে পারো যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে পরমপিতা পরমাত্মা শিব অবতীর্ণ করেছিলেন। না হলে তো শিব জয়ন্তী কেন পালন করো! পরমপিতা পরমাত্মা অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য সওগাত (উপহার) নিয়ে আসবেন আর অবশ্যই সর্বোত্তম কার্য করবেন। সমগ্র তমোপ্রধান সৃষ্টিকে সতোপ্রধান সদা সুখী বানান। যত উঁচু ততই উঁচু স্মরণিকও ছিল যে মন্দিরকে লুণ্ঠ করে নিয়ে চলে গেছে। লোক চড়াও হয় ধনের (লুণ্ঠ) জন্য। ফরেন থেকেও এসেছিল আগত ধনেরই জন্য। সেই সময় ধন অনেক ছিল। কিন্তু মায়া রাবণ ভারতকে কড়ি তুল্য বানিয়ে দিয়েছে। বাবা এসে হিরে তুল্য বানাচ্ছেন। এইরকম শিববাবাকে কেউই জানেনা। বলে দেয় - সর্বব্যাপী, এটা বলাও ভুল। নৌকা পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গরু একজনই আছেন। ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকে আছে। সবাই বিষয় সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, তবেই তো বলে এ হল অসার সংসার, বিষয় সাগর থেকে ওই পারে নিয়ে চলো, যেখানে ক্ষীর সাগর আছে। গাওয়া হয় যে বিষ্ণু ক্ষীর সাগরে ছিলেন। স্বর্গকে ক্ষীর সাগর বলা হয়। যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজ্য করেন। এছাড়া এমন কিছু নয় যে বিষ্ণু সেখানে ক্ষীর সাগরে বিশ্রাম করেন। জগতের মানুষ তো বড় পুকুর বানিয়ে তার মাঝখানে বিষ্ণুকে রাখে। বিষ্ণুকেও লম্বা চওড়া বানিয়ে দেয়। এত বড় তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হয় না। সর্বাধিক ৬ ফুট হবেন। পাণ্ডবদেরও বড় বড় মূর্তি (স্ট্যাচু) বানায়। রাবণের কত বড় পুতলিকা বানায়। বড় নাম তো বড় চিত্র বানিয়ে দেয়। বাবার নাম যদিও বড় কিন্তু তার চিত্র হল ছোট। এটা তো বোঝানোর জন্য এত বড় রূপ দেখিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন যে আমার এত বড় রূপ নেই। যেরকম আত্মা হল ছোটো সেইরকমই আমি পরমাত্মা হলাম স্টারের মতো। তাঁকে সুপ্রীম সোল বলা হয়, তিনি হলেন সর্বোচ্চ। তাঁর মধ্যে সমস্ত জ্ঞান ভরপুর আছে, তাঁর মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে যে তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, চৈতন্য আত্মা। কিন্তু তখনই শোনাবেন যখন অরগ্যানস্ ধারণ করবেন। যেরকম বাচ্চারাও ছোটো অরগ্যানস্ দিয়ে কথা বলতে পারে না, যখন বড় হয় তখন শাস্ত্র ইত্যাদি দেখে পূর্ব জন্মের সংস্কার স্মরণে এসে যায়। তো বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে আমি পুনরায় ৫ হাজার বছর বাদ তোমাদেরকে সেই রাজযোগ শেখাতে এসেছি। শ্রীকৃষ্ণ কোনো রাজযোগ

শেখাননি। তিনি তো প্রারম্ভ ভোগ করেছেন। ৮ জন্ম সূর্যবংশী, ১২ জন্ম চন্দ্রবংশী তারপর ৬৩ জন্ম বৈশ্য-শূদ্রবংশী হয়। এখন এটা হল সকলের অন্তিম জন্ম। এই শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও এখন শূন্য। তোমরাও শূন্য। এটা হল সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের বর্ণ। তারপর তোমরাই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। ব্রাহ্মণ ধর্ম, সূর্যবংশী দেবতা ধর্ম আর চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় ধর্ম - এই তিন ধর্মের স্থাপক হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা। তোমাদের শাস্ত্রও তবে এক হওয়া চাই। আলাদা আলাদা কোনও শাস্ত্র নয়। ব্রহ্মা এত বড় (শ্রেষ্ঠ), সকলের বাবা তিনি, প্রজাপিতা। তারও কোনও শাস্ত্র নেই। এক গীতাতেই ভগবানুবাচ আছে। ব্রহ্মা ভগবানুবাচ নয়। এটা হল শিব ভগবানুবাচ ব্রহ্মা দ্বারা, যার দ্বারা শূদ্রদেরকে কনভার্ট করে ব্রাহ্মণ বানানো হয়। ব্রাহ্মণই দেবতা হয় আর যারা ফেল হয়ে যায়, তারা ক্ষত্রিয় হয়ে যায়। দু-কলা কম হয়ে যায়। বাবা কতো ভালো করে বুঝিয়েছেন। উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন পরমপিতা পরমাত্মা তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর- তাদেরকেও পুরুষোত্তম বলা হবে না। যে পুরুষোত্তম হবে, সে-ই আবার কণিষ্ঠও হবে। মানুষের থেকে সর্বোত্তম হল লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের মন্দিরও আছে। কিন্তু তাদের মহিমাকে কেউ জানেই না। কেবলমাত্র পূজা করতে থাকে। এখন তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য হচ্ছে। মায়া পুনরায় পূজ্য বানিয়ে দেয়। ড্রামা এইরকমই তৈরী হয়ে আছে। যখন নাটক সম্পূর্ণ হয় তখন আমাকে আসতে হয়। তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াও অটোমেটিকেলী বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বাচ্চারা তোমাদেরকে এসে নিজের নিজের পার্ট রিপট করতে হয়। এই পরমপিতা পরমাত্মা নিজে বসে বোঝাচ্ছেন, যাঁর জয়ন্তী ভক্তিমাগে পালন করা হয়। এটা তো পালিত হতেই থাকবে। স্বর্গতে তো কারো জয়ন্তী পালিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ, রাম - এনাদেরও জয়ন্তী পালিত হয় না। তারা তো নিজে প্রাণিক্যালী থাকবে। ইনি (শিববাবা) তো এখানে এসে স্বর্গ রচনা করে চলে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর জয়ন্তী এখনও পালিত হয়। সেখানে প্রতি বছর শ্রীকৃষ্ণের বার্থ ডে পালিত হবে না। সেখানে তো সর্বদাই খুশী আর খুশী, আলাদা করে বার্থ ডে আর কি পালন করবে! বাচ্চা নাম তো তার মাতা-পিতাই রাখবেন। গুরু তো সেখানে থাকবে না। বাস্তবে এইসব কথার, জ্ঞান আর যোগের সাথে কোনও কানেকশন নেই। এছাড়া ওখানকার রীতি রেওয়াজ কেমন, সেটা জানতে হলে তো বাবা বলে দেবেন যে সেখানকার যেমন কায়দা কানুন হবে, সেই অনুসারেই তোমরা ব্যবহারে আসবে, তোমাদের জিজ্ঞেস করার কি দরকার। প্রথমে পরিশ্রম করে নিজের পদ তো প্রাপ্ত করে নাও। যোগ্য তো হও, তারপর জিজ্ঞেস করবে। ড্রামাতে কোনো না কোনো কায়দা কানুন থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে নিরাকার আত্মা মনে করে নিরাকার বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনও দেহধারীকে নয়। জীবন্মুত হয়ে পুরানো কথাগুলিকে বুদ্ধি থেকে ভুলে যেতে হবে।

২) বাবার দ্বারা রচিত এই রুদ্র যজ্ঞে সম্পূর্ণ স্বাধা হতে হবে। শূদ্রদেরকে ব্রাহ্মণ ধর্মে কনভার্ট (রূপান্তরিত) করার সেবা করতে হবে।

বরদান:- দিনচর্যার সেটিং আর বাবার সাথে থেকে প্রত্যেক কার্য অ্যাক্যুয়েট করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের দৈনন্দিন কার্যাদির সময়সূচির সেট থাকে। যেকোনো কাজ অ্যাক্যুয়েট তখন হবে যখন দিনচর্যার সেটিং থাকবে। সেটিং করা থাকলে সময় আর এনার্জি সব বেঁচে যায়, একজন ব্যক্তি দশটা কাজ করতে পারে। তো তোমরা বিশ্বকল্যাণী দায়িত্বশীল আত্মারা, প্রতিটি কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য দিনচর্যাকে সেট করো আর বাবার সাথে সর্বদা কনসাইন্ড হয়ে থাকো। হাজার বাছ বিশিষ্ট বাবা তোমাদের সাথে আছেন, তাই একটা কাজ করার পরিবর্তে হাজারটা কাজ তোমরা অ্যাক্যুয়েট করতে পারবে।

স্নোগান:- সকল আত্মাদের প্রতি শুদ্ধ সংকল্প করাই হল বরদানী মূর্তি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা পীস অর্থাৎ শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত হয়েছে, তাই খুব শান্তিতে থাকতে হবে, বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমরা বাবার অ্যাডপ্টেড সন্তানরা নিজেদের মধ্যে হলাম ভাই বোন”

*প্রশ্নঃ - সম্পূর্ণ স্যারেন্ডার কাকে বলবে, তার নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ স্যারেন্ডার হলো সে, যার বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা ঈশ্বরীয় মাতা-পিতার কাছে প্রতিপালিত হই। বাবা এই সবকিছু আপনার, আপনি আমাদের প্রতিপালন করছেন। চাকরী বাকরি হয়তো করছে কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারে এই সব বাবার জন্য। বাবাকে সহযোগিতা করতে থাকে, তার দ্বারা এমন বিশাল যন্ত্রের কারবার চলে, সকলের পালনা হয়.... এমন বাচ্চারাও অর্পণ বুদ্ধি হয়েছে। সাথে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য পড়তে হবে এবং পড়াতেও হবে। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করতে করতে অসীম জগতের মাতা-পিতাকে স্বাস্থ্যে প্রস্থাসে স্মরণ করতে হবে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায....

ওম্ শান্তি । এই গীত হল প্রশস্তি সূচক (মহিমা বর্ণনা)। বাস্তবে সম্পূর্ণ মহিমা হলো উঁচু থেকে উঁচু পরমাত্মার, যাঁকে বাচ্চারা জানে এবং বাচ্চাদের দ্বারা সমগ্র দুনিয়া জানে যে, উনিই হলেন আমাদের মাতা পিতা। এখন তোমরা মাতা-পিতার সাথে পরিবারে বসে আছো। শ্রীকৃষ্ণকে তো মাতা-পিতা বলা যাবে না। যদিও ওনার সাথে রাধেও আছে তবুও তাকে মাতা পিতা বলবে না, কারণ তারা হলেন প্রিন্স-প্রিন্সেস। শাস্ত্রে এই ভুল রয়েছে। এখন ইনি অসীম জগতের পিতা তোমাদেরকে সব শাস্ত্রের সার বলে দিচ্ছেন। যদিও এই সময় শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছো। কোনও বাচ্চারা দূরে আছে কিন্তু তারাও শুনছে। তারা জানে যে, মাতা-পিতা আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন এবং সদা সুখী বানানোর পথ বা যুক্তি বলে দিচ্ছেন। এও হুবহু যেন ঘর-পরিবার । অল্প সংখ্যায় বাচ্চারা এখানে আছে, অনেকে তো বাইরে আছে। এ'হল ব্রহ্মা মুখ বংশী, নতুন রচনা। ওরা হল পুরানো রচনা। বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের সদা সুখী বানাতে এসেছেন। লৌকিক মাতা-পিতাও বাচ্চাদেরকে বড় করে স্কুলে নিয়ে যায়। এখানে অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন, তার সাথে প্রতিপালনও করছেন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এক ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই। মাতা-পিতাও বোঝেন এরা আমাদের সন্তান। লৌকিক পরিবারে ১০-১৫ জন সন্তান থাকবে, ২-৩ জনের বিবাহ হয়ে গিয়ে থাকবে। এখানে তো এরা সবাই বাবার সন্তানেরা বসে আছে। যত বাচ্চাদের জন্ম হবে তা এখন এই ব্রহ্মা মুখ কমলের দ্বারাই হবে। পরে আর কোনো সন্তানের জন্ম দেওয়া হবে না, কারণ সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এই একজনই অ্যাডপ্টেড মাতা নিমিত্ত হয়েছেন । এ'হল খুবই ওয়ান্ডারফুল কথা। এটা তো ঠিকই যে গরিবের সন্তান বুঝবে যে, আমার পিতা গরিব। ধনীর সন্তান বুঝবে যে, আমার পিতা বিত্তবান। লৌকিক মা বাবা তো অনেক । ইনি তো হলেন সম্পূর্ণ জগতের একমাত্র মাতা-পিতা। তোমরা সবাই জানো যে, আমরা এনার মুখের দ্বারা অ্যাডপ্ট হয়েছি। উনি আমাদের পারলৌকিক মাতা-পিতা। উনি আসেনই পুরানো সৃষ্টিতে, যখন মানুষ খুব দুঃখী হয়। বাচ্চারা জানে যে, আমরা পারলৌকিক মাতা-পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছি। আমরা নিজেদের মধ্যে সবাই হলাম ভাই-বোন। অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই। অতএব ভাইবোনদের একে অপরের সাথে খুব মিষ্টি, রয়্যাল, পীসফুল, নলেজফুল, ব্লিস ফুল হওয়া উচিত। কারণ তোমরা পীস অর্থাৎ শান্তি স্থাপন করছো, তাই তোমাদেরকে খুব শান্তিতে থাকা উচিত। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে, আমরা পারলৌকিক পিতার অ্যাডপ্টেড সন্তান। পরম ধাম থেকে বাবা এসেছেন। উনি হলেন ঠাকুর দাদা (দাদু বা গ্র্যান্ড ফাদার), ইনি হলেন দাদা (বড় ভাই), যারা সম্পূর্ণ স্যারেন্ডার হয়েছে তারা বুঝবে আমরা ঈশ্বরীয় মাতা-পিতার কাছে প্রতিপালিত হই। বাবা এইসবই আপনার। আপনি আমাদের প্রতিপালন করেন। যে বাচ্চারা অর্পণ করে, তাদের সবার দ্বারা প্রতিপালন হয়। কেউ যদি চাকরী বাকরিও করে তবুও বোঝে যে, সবকিছু বাবার জন্য। তাই বাবাও সাহায্য করেন। নাহলে যন্ত্রের কারবার কীভাবে চলেবে। রাজা-রানীকেও মাতা-পিতা বলা হয়। কিন্তু তারা দৈহিক মাতা-পিতা । রাজ-মাতাও বলা হয় তো রাজ-পিতাও বলা হয়। ইনি হলেন অসীমের। বাচ্চারা জানে যে আমরা মাতা-পিতার সাথে বসে আছি। এই কথাও বাচ্চারা জানে যে, আমরা যতখানি পড়াশোনা করবো এবং করাবো ততই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবো। তার সঙ্গে শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে। এই দাদা (ব্রহ্মা বাবাও) হলেন বৃদ্ধ। শিববাবাকে কখনও বৃদ্ধ বা যুবক বলা হবে না। উনি হলেন নিরাকার। এই কথাও তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা, আমাদেরকে নিরাকার পিতা অ্যাডপ্ট করেছেন এবং সাকারে আছেন ব্রহ্মাবাবা। অহম্ আত্মা বলে আমরা পিতাকে আপন করেছি। তারপরে নীচে নেমে বলবে আমরা

ভাই বোনেরা ব্রহ্মাকে আপন করেছি। শিববাবা বলেন - তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী হয়েছে। ব্রহ্মাও বলেন তোমরা আমাদের সন্তান হয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের বুদ্ধিতে স্বাসে প্রশ্বাসে এই চলবে যে, ইনি আমাদের পিতা, উনি আমাদের দাদা। পিতার থেকে বেশি দাদুকে স্মরণ করা হয়। মানুষ তো বাবার সাথে ঝগড়া বিবাদ করেও ঠাকুরদাদার প্রপাটি নিয়ে নেয়। তোমাদেরকেও চেষ্টা করে বাবার থেকেও বেশি ঠাকুরদাদার থেকে অবিনাশী সম্পদ প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা যখন জিজ্ঞাসা করেন তখন সবাই বলে আমরা নারায়ণকে বরণ করবো। কেউ কেউ নতুন নতুন এসে পবিত্রতা ধারণ করতে পারতো না তাই হাতও তুলতে পারতো না। তারা বলতো মায়া খুব প্রবল। তারা তো বলতেও পারতো না আমরা শ্রী নারায়ণকে বা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করবো। দেখো, যখন বাবা সম্মুখে বসে শোনান তখন খুশীর পারদ কত উর্ধ্ব থাকে। বুদ্ধিকে রিফ্রেশ করা হয় তখন নেশা বৃদ্ধি পায়। তারপরে সেই নেশা কারো স্থায়ী থাকে, কারো কম হয়ে যায়। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে, ৮৪ জন্মকে স্মরণ করতে হবে এবং চক্রবর্তী রাজত্বকে স্মরণ করতে হবে। যারা স্বীকার করতে পারবে না তাদের স্মরণও টিকবে না। বাপদাদা বুঝতে পারেন যে, বাবা-বাবা বলে কিন্তু প্রকৃত সত্য স্মরণ করে না এবং না লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্যতা আছে। তাদের আচার-আচরণে এমন। অন্তর্যামী বাবা প্রত্যেকের বুদ্ধিকে বোঝেন। এখানে শাস্ত্রের কোনও কথা নেই। বাবা এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন, যার নাম গীতা রেখেছে। বাকি তো ছোটখাটো ধর্মের সব মানুষ নিজের নিজের শাস্ত্র তৈরি করে পাঠ করে। বাবা শাস্ত্র পড়েন না। বলেন, বাচ্চারা - আমি তোমাদেরকে স্বর্গের পথ বলে দিতে এসেছি। তোমরা যেমন অশরীরী এসেছিলে, তেমনই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। দেহ সহ সব এই দুঃখের কর্মবন্ধন গুলি ত্যাগ করতে হবে, কারণ দেহও দুঃখ দেয়। অসুখ করলে ক্লাসে আসতে পারবে না। তো এও হল দেহের বন্ধন, এতেই বুদ্ধি খুব শক্তিশালী চাই। প্রথমে তো এই দুটো নিশ্চয় চাই যে, অবশ্যই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এখন হল নরক। যখন কেউ মারা যায় তখন বলে স্বর্গে গেছে অর্থাৎ নিশ্চয়ই নরকে ছিল, তাইনা। কিন্তু এ'কথা তোমরা এখন বুঝেছো কারণ তোমাদের বুদ্ধিতে স্বর্গ আছে। বাবা রোজ নতুন নতুনভাবে বোঝান। কথাটি যাতে বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে বসে যায়। উনি হলেন আমাদের অসীম জগতের মাতা-পিতা। তখন বুদ্ধি একেবারে উপরে চলে যাবে। তারপরে বলবে এই সময় বাবা আবুতে আছেন। যেমন যাত্রা করতে যায় তখন বদ্রীনাথের মন্দির উপরে আছে। পান্ডারা নিয়ে যায়, বদ্রীনাথ স্বয়ং তো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন না। মানুষ পান্ডা হয়। এখানে শিববাবা নিজে আসেন পরমধাম থেকে। বলেন হে আত্মারা, তোমাদেরকে এই শরীর ত্যাগ করে শিবপুরীতে যেতে হবে। যেখানে যেতে হবে তার চিহ্ন তো অবশ্যই স্মরণে থাকবে। বদ্রীনাথ স্বয়ং চৈতন্য স্বরূপে এসে বাচ্চাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবেন, এমন তো হতে পারে না। উনি তো নিজেই এখানকার নিবাসী। এ'কথা পরমপিতা পরমাত্মা বলেন আমি পরমধামের নিবাসী। তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। শ্রীকৃষ্ণ তো এমন বলবেন না। রুদ্র শিববাবা বলেন, এই রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেছেন। গীতায়ও রুদ্রের কথা লেখা আছে। শিববাবা, আত্মাদের পিতা (রুহানী পিতা) বলেন - আমাকে স্মরণ করো। বাবা এমন যুক্তি দিয়ে যাত্রা শেখান যে, এখন যদি বিনাশ হয় তবে তোমরা আত্মারা শরীর ত্যাগ করে সোজা বাবার কাছে চলে যাবে। তখন তো শুদ্ধ আত্মার শুদ্ধ শরীর চাই আর সেসব হবে যখন নতুন সৃষ্টি হবে। এখন তো সব আত্মারা মশার মতো ফিরে যাবে, বাবার সাথে, তাই তাঁকে মাঝি বলা হয়। এই ভব সাগর থেকে পার করিয়ে নিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণকে মাঝি বলা হয় না। কেবলমাত্র বাবা এসে এই দুঃখের সংসার থেকে সুখের সংসারে নিয়ে যান। এই ভারত বিষ্ণুপুরী, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। এখন রাবণপুরী হয়েছে। রাবণের চিত্রও দেখানো উচিত। চিত্রের দ্বারা অনেক কাজ উদ্ধার হয়। যেমন আমাদের আত্মা তেমন বাবারও আত্মা। আমরা শুধু প্রথমে ছিলাম জ্ঞানহীন, উনি হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান হীন তাদের বলা হয়, যারা রচয়িতা এবং রচনার কথা জানেনা। রচয়িতার দ্বারা যারা রচয়িতা এবং রচনাকে জানে তাদেরকে জ্ঞানী বলা হয়। এই জ্ঞান তোমরা এখানে প্রাপ্ত কর। সত্যযুগে প্রাপ্ত হয় না। তারা বলে পরমাত্মা হলেন বিশ্বের মালিক। মানুষ সেই মালিককে স্মরণ করে, কিন্তু বাস্তবে বিশ্বের অথবা সৃষ্টির মালিক তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। নিরাকার শিববাবা তো বিশ্বের মালিক হন না। তাই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে মালিক হলেন নিরাকার, না, সাকার? নিরাকার তো সাকার সৃষ্টির মালিক হতে পারেন না। উনি হলেন ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। উনি এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। উনি নিজে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হন না। পবিত্র দুনিয়ার মালিক তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হন এবং মালিক বানান নিরাকার বাবা। এ'হল খুবই গুহ্য কথা, বুঝবার মতো কথা। আমরা আত্মারাও যখন ব্রহ্ম তত্ত্বে বাস করি তখন ব্রহ্মাণ্ডের মালিক থাকি। যেমন রাজা রানী বলবে আমরা ভারতের মালিক তো প্রজাও বলবে আমরাও মালিক। সেখানে বাস করে তো না। ঠিক সেইরকম শিববাবা হলেন ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, আমরাও হলাম মালিক। তারপরে বাবা এসে নতুন মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন। বলেন আমাকে এই সৃষ্টিতে রাজত্ব করি না, আমি মনুষ্য হই না। আমি তো দেহ লোনে নিয়ে থাকি। তোমাদেরকে সৃষ্টির মালিক বানাতে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি। তোমরা যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে, এতে কোনও রকম খামতি রেখো না। টিচার তো সবাইকে পড়ান। যদি পরীক্ষায় অনেকে পাস করে তবে টিচারেরও সুনাম হয়। তখন গভর্নমেন্টের কাছে লিফ্ট প্রাপ্ত হয়।

এও ঠিক তেমনই। যত ভালোভাবে পড়াশোনা করবে ততই ভালো পদ প্রাপ্ত হবে। মাতা পিতা খুশী হবেন। পরীক্ষায় পাস করলে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এখানে তো তোমরা রোজ মিষ্টি বিতরণ করো। পরে যখন পরীক্ষায় পাস করো তখন স্বর্ণপুষ্প বর্ষা হয়। তোমাদের উপরে আকাশ থেকে কোনও পুষ্প বর্ষণ হবে না কিন্তু তোমরা একেবারে স্বর্ণ মহলের মালিক হয়ে যাও। এইরকম কারো মহিমা করার উদ্দেশ্যে স্বর্ণ পুষ্প তৈরি করে বর্ষা করা হয়। যেমন দারভাগ্সার রাজা বিত্তবান ছিলেন, তার সন্তান বিদেশে যাওয়ায় পাটি দিয়েছিলেন, বহু অর্থ খরচ করেছিলেন। স্বর্ণ পুষ্প তৈরি করে বর্ষণ করেছিলেন। তাতে অনেক খরচ হয়েছিল। তার নামও হয়েছিল অনেক। সবাই বলেছে দেখো ভারতবাসী কতো পয়সা উড়িয়ে দেয়। তোমরা তো নিজেরাই স্বর্ণ মহলে গিয়ে বসবে তো তোমাদের কতখানি নেশা থাকা উচিত। বাবা বলেন শুধু আমাকে আর চক্রকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা ভবসাগর পার হয়ে যাবে। কতো সহজ।

তোমরা বাচ্চারা হলে চৈতন্য বহি পতঙ্গ, বাবা হলেন চৈতন্য দীপশিখা। তোমরা বলো এখন আমাদের রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। এখন সত্য পিতা এসেছেন ভক্তির ফল প্রদান করতে। বাবা স্বয়ং বলে দিয়েছেন আমি কীভাবে এসে নতুন ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি রচনা করি। আমাকে নিশ্চয়ই আসতে হয়। তোমরা জানো আমরা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। শিববাবার পৌত্র। এই ফ্যামিলি হল ওয়ান্ডারফুল। কীভাবে দেবী-দেবতা ধর্মের চারা রোপণ হচ্ছে। বৃক্ষে ক্লিয়ার আছে। নীচে তোমরা বসে আছে। তোমরা বাচ্চারা হলে কতখানি সৌভাগ্যশালী। মোস্ট বিলাভেড বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে, আমি এসেছি বাচ্চারা তোমাদেরকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দিতে। রাবণ তোমাদেরকে রুগী বানিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো অর্থাৎ শিববাবাকে স্মরণ করো, এর দ্বারা তোমাদের জ্যোতি জাগ্রত হবে, তখন তোমরা উড়তে সক্ষম হবে। মায়া সকলের পাখা (ডানা) ভেঙে দিয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিকে ভালো এবং শক্তিশালী বানাতে দেহতে থেকে, দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। অসুস্থতার সময়েও বাবাকে স্মরণ করতে থাকতে হবে।

২) পারলৌকিক মাতা-পিতার সন্তান হয়েছো, তাই খুব মিষ্টি, রয়্যাল, পিসফুল, নলেজফুল এবং ব্লিস ফুল হতে হবে। পীস এ থেকে পীস স্থাপন করতে হবে।

বরদানঃ:- আত্মিকতার (রুহানিয়াতের) সাথে রমণীকতা আসতে পারা মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব অনেক বাচ্চারা হাসি মজা করে এবং তাকেই তারা রমণীক স্বরূপ ভেবে নেয়। সেই রকম রমণীকতার গুণকে ভালো মনে করা হয়, কিন্তু ব্যক্তি, সময়, সংগঠন, স্থান, বায়ুমন্ডল অনুযায়ী রমণীকতা ভালো লাগে। যদি এই সবক'টির মধ্যে থেকে একটি যদি ঠিক না থাকে, তবে রমণীকতা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হবে যে উনি মজার কথা তো বেশ বলেন কিন্তু বেশি কথা বলেন। তাই হাসিমজা করা ভালো, তাতে আত্মিকতা থাকবে এবং অন্য আত্মার লাভ হবে, সীমার মধ্যে থেকে বলতে হবে। তখন বলা হবে মর্যাদা পুরুষোত্তম।

স্লোগানঃ:- সদা সুস্থ থাকতে আত্মিক শক্তির বৃদ্ধি করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার আশীর্বাদ যদি নিতে হয় তবে প্রতিটি পদক্ষেপ শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো, আচার-আচরণ ঠিক রাখো"

*প্রশ্নঃ - শিব বাবার হৃদয়ে কে জায়গা করে নিতে পারে?

*উত্তরঃ - যার গ্যারান্টি ব্রহ্মা বাবা নেন যে এই বাচ্চা সার্ভিসেবল, সে সকলকে সুখ প্রদান করে, মন, বাণী এবং কর্মের দ্বারা কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না। যখন ব্রহ্মাবাবা কারোর সম্বন্ধে এইরকম বলবেন, তবেই তো সে শিব বাবার হৃদয়ে স্থান করে নেবে।

*প্রশ্নঃ - এই সময় তোমরা আত্মিক সার্ভেণ্টরা বাবার সাথে কোন্ সেবা করে থাকো?

*উত্তরঃ - তোমরা আত্মিক সার্ভেণ্টরা সমগ্র বিশ্বের সেবা ছাড়াও প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্বকে পবিত্র করে তোলার সেবা করতে থাকো, সেই কারণেই তোমরা হলে প্রকৃত সোস্যাল ওয়ার্কার।

*গীতঃ- মাতা পিতার আশীর্বাদ নিয়ে নাও...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গান শুনলো। এমনিতে তো লৌকিক মাতা পিতার আশীর্বাদ অনেকেই প্রাপ্ত করে থাকে। বাচ্চারা যখন চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে, তখন তাদের মাতা পিতা তাদের আশীর্বাদ করে। এই ঢাক ঢোল লৌকিক মাতা পিতার জন্য পেটানো হয় না। সকলকে জানানোর অর্থ হল যাতে সবাই শোনে। শুধুমাত্র অসীম অনন্তের পিতার জন্যই এই গায়ন রয়েছে যে, তুমি মাতা ও পিতা, আর আমরা তোমার বালক... তোমার কৃপা আর আশীর্বাদে আমরা নিবিড় সুখ প্রাপ্তি করি। ভারতেই এই মহিমা কীর্তন করা হয়। নিশ্চয়ই ভারতেই তা হয়েছিল সেই জন্যই তো এখনো গায়ন আছে। তোমাদের বুদ্ধিকে এই সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে সম্পূর্ণরূপে অসীমে নিয়ে যেতে হবে। বুদ্ধি বলে, যে স্বর্গের রচয়িতা একমাত্র এক বাবা। স্বর্গে সকল প্রকারের সুখ আছে। সেখানে দুঃখের কোন নাম চিহ্ন নেই থাকতেই পারে না। সেই কারণেই তো গায়ন আছে যে দুঃখের দিনে তাঁকে সকলেই স্মরণ করে, কিন্তু সুখের দিনে কেউ ডাকে না। অর্ধেক কল্প ধরে যখন দুঃখ থাকে, তখন সকলেই তাঁকে স্মরণ করে। সত্যযুগে যেহেতু অপার সুখ থাকে তাই সেখানে কেউ ঈশ্বরকে স্মরণ করে না। প্রস্তুত বুদ্ধি হয়ে থাকার জন্য মানুষ এ সকল কথার কিছুই বুঝতে পারে না। কলিযুগে অপার দুঃখ। চতুর্দিকে কত মারামারি চলছে। যতই লেখাপড়া জানা বিদ্বান হোক না কেন কিন্তু এই সমস্ত গানের অর্থ তারা একেবারেই জানে না। তারা কীর্তন গেয়ে থাকে যে - তুমি মাতা - পিতা... কিন্তু তারা বোঝে না যে কোন্ মাতা পিতার মহিমা কীর্তন করা হচ্ছে। এই কথা তো সকলের জন্যই প্রযোজ্য, ঈশ্বরের সন্তান তো সকলেই কিন্তু এখন সকলেই দুঃখী। নিবিড় সুখের প্রাপ্তি তো কারোরই নেই। ওরা বলে - তাঁর কৃপার দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হয়, অকৃপা হলে দুঃখ হয়। বাবা তো পরম কৃপালু সে'কথা সবার জানা, সাধুসন্তকেও কৃপালু বলে থাকে।

বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে - ভক্তি মার্গে গায়ন আছে, তুমি মাতা ও পিতা... এ একেবারেই যথার্থ কথা কিন্তু যদি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়ে থাকে তাহলে সে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে যে পরমাত্মাকে পরমপিতা (গডফাদার) বলা হয় তাহলে তাঁকে মাতা কিরূপে বলা যায়? তখন তাদের বুদ্ধি জগদম্বার দিকে যাবে। যদি জগদম্বার দিকে বুদ্ধি যায় তাহলে জগৎ পিতার দিকে বুদ্ধি অবশ্যই যাওয়া উচিত। ব্রহ্মা সরস্বতী - এঁরা ভগবান নন। এই মহিমা কীর্তন তাঁদের জন্য হতে পারে না। ব্রহ্মা-সরস্বতীকে মাতা-পিতা বলা সঠিক নয়। মানুষ এই গান করে পরমপিতা পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে, কিন্তু তারা এটা জানেই না যে তিনি কীভাবে আমাদের মাতা-পিতা হলেন। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, নিয়ে নাও, যত পারো মাতা-পিতার আশীর্বাদ নিয়ে নাও... অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুসারে চলো। নিজের চালচলন যখন সঠিক হবে তখন নিজেই নিজের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে। যদি চালচলন সঠিক না হয় তাহলে সে অন্যকে দুঃখ দেবে, মাতা-পিতাকে স্মরণ করবে না, অন্যদেরকে মনে করিয়ে দেবে না - ফলে আশীর্বাদও প্রাপ্ত করতে পারবে না। তাই এত সুখ সে পাবে না। বাবার হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারবে না। ব্রহ্মা বাবার হৃদয়ে যে জায়গা করে নেবে তবেই সে শিব বাবার হৃদয়েও জায়গা করে নেবে। এই গায়ন সেই মাতা পিতারই গায়ন। এই গানের সাথে সাথে তোমাদের সমস্ত বুদ্ধি সেই অসীম অনন্তের মাতা পিতার দিকে যাওয়া উচিত। কখনো জগদম্বার দিকে কারোর কারোর বুদ্ধি যায়। কিন্তু ব্রহ্মার দিকে কারোর বুদ্ধি যায় না। জগদম্বার জন্য মেলা ইত্যাদি বসানো হয় কিন্তু তাঁর অকুপেশন (কর্ম কর্তব্য), তাঁর পরিচয় কেউই জানে না। তোমরা জানো যে সঠিকভাবে বলতে গেলে নিয়ম অনুসারে আমাদের সত্যিকারের মা হলেন ব্রহ্মা। এ'কথাও ভালো ভাবে বুঝতে হবে। তবেই তো সেইভাবে স্মরণ করতে পারবে। ইনি ব্রহ্মা বাবাও বটে আবার মাতাও বটে। লেখা হয় শিববাবা

কেয়ার অফ ব্রহ্মা। সুতরাং মাতা এবং পিতা হয়ে যায়। বাচ্চাদেরকে এখন এই পিতার হৃদয়ে স্থান করে নিতে হবে কারণ তাঁর মধ্যেই শিব বাবা প্রবেশ করেন। ব্রহ্মা বাবা যখন গ্যারান্টি দেন যে - হ্যাঁ বাবা, এই বাচ্চা অত্যন্ত ভালো সেবাধারী, সকলকে সুখ প্রদান করে, মন বচন এবং কর্মের দ্বারা কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না - তবেই সে শিব বাবার হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করতে পারে। মন বচন এবং কর্মের দ্বারা যাই করো যাই বলো না কেন তার দ্বারা যেন সকলে সুখ পায়। কাউকে কখনো দুঃখ দিও না। দুঃখ দেওয়ার চিন্তা প্রথমে আসে মনে, তারপর তা কর্মে চলে এলে পাপ হয়ে যায়। মনে তুফান তো অবশ্যই আসবে কিন্তু তা কর্মে কখনো যেন না আসে। যদি কেউ রেগে আছে তো বাবাকে এসে বলো - বাবা, এই একটি ব্যাপারে একজন আমার ওপর রেগে রয়েছে, তখন বাবা এসে বোঝাবেন। যেকোনো রকম কথা প্রথমে মনে আসে। মুখের বাণীতে প্রকাশ পেলে সেও তো কর্মেরই এক রূপ। বাচ্চাদেরকে যদি মাতা পিতার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হয় তবে শ্রীমতে চলতে হবে। এ অত্যন্ত গোপন রহস্য যে শুধু একজনকেই মাতা পিতা বলা হয়। এখানে ব্রহ্মাবাবা আমাদের পিতাও বটে এবং বড়মাও। এখন তবে এই বাবা কাকে মা বলবেন? তাহলে মাতা (ব্রহ্মা) এখন কাকে বলা হবে? আর এই মা-এর তো কোনো মা হতে পারে না। যেমন শিব বাবার কোনো পিতা নেই তেমনি এনার কোনো মা নেই।

মুখ্য কথাটা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, তা হলো যদি মন বাণী এবং কর্মের মাধ্যমে কাউকে দুঃখ দিলে অথবা কারোর থেকে দুঃখ নিলে তবে বাচ্চারা তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সত্য সাহেবের সামনে সত্য স্বরূপ হয়ে থাকতে হবে, এই ব্যাপারেও সত্যতা বজায় রাখতে হবে। এই দাদাই সার্টিফিকেট দেবেন যে - বাবা, এ খুব সৎ, অত্যন্ত সুপুত্র। তখন বাবা তার মহিমা কীর্তন করেন। যে সকল সেবাধারী বাচ্চারা তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করে থাকে, কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না - তারাই বাপদাদা এবং মায়ের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। ব্রহ্মা বাবার হৃদয়ে যে জায়গা করে নেয় সে শিব বাবার হৃদয় সিংহাসনে স্থান লাভ করে। সুসন্তানদের মনে সদা সর্বদা এই চিন্তা চলতে থাকে থাকে যে, আমরা বাবার হৃদয় সিংহাসনে কীভাবে বসার যোগ্য হতে পারবো। এই একটাই নেশায় তারা মগ্ন হয়ে থাকে। ক্রম অনুযায়ী ৮ টি গদি রয়েছে। তারপর ১০৮ আর তারও পরে ১৬১০৮ রয়েছে, কিন্তু এখন আমাদেরকে আরো উঁচু পদ লাভ করতে হবে। দুই কলা কম হয়ে যাওয়ার পরেও যদি কেউ গদিতে বা সিংহাসনে আসীন হয় তাহলে তা শোভা পায় না। সুসন্তানেরা অনেক পুরুষার্থ করে এই ভেবে যে, যদি আমরা এখন প্রিয় বাবার থেকে সূর্যবংশী হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার না পেতে পারি, তাহলে তো পরবর্তী কল্পেও তা পাবো না। যদি এখন বিজয় মালাতে না স্থান পাই তাহলে পরবর্তী কল্পেও তা আর পাব না। এ হলো কল্প-কল্পের দৌড়। এখন যদি লোকসান হয় তাহলে কল্প-কল্প ধরে লোকসানই হতে থাকবে। পাকা ব্যবসায়ী সেই হতে পারে, যে শ্রীমৎ অনুযায়ী মাতা পিতাকে পুরোপুরি অনুসরণ করে, কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না। সকল দুঃখের মধ্যে এক নম্বর দুঃখ হল কাম কাটার চালানো।

বাবা বলেন আচ্ছা যদি তোমরা মনে করো যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ, তবে তিনিও ছিলেন প্রথম স্থানাধিকারী। তাঁর কথাও তোমাদের শোনা উচিত, তবেই তো তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে। তারা মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান, তিনি শ্রীমতের মাধ্যমে এই শিক্ষা দিয়েছেন। ঠিক আছে তাহলে তাঁর মত অনুযায়ী চলো। তিনিও বলেছেন যে, কাম হল মহাশত্রু, এর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। এই সমস্ত বিকারের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করলে তবেই শ্রীকৃষ্ণপূরীতে আসার যোগ্যতা লাভ করবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের তো কোনো কথাই নেই। শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট শিশু ছিল, সে কি করে কোনো মত দেবে। যখন বড় হয়ে সে গদিতে বসবে তবেই তো কোনো মতামত দিতে পারবে। মতামত দেওয়ার যোগ্য হতে পারলে তবেই তো রাজ্য চালাতে পারবে। এখন শিববাবা বলেন যে, আমাকে নিরাকারী দুনিয়া পরমধামে স্মরণ করো। শ্রীকৃষ্ণ বলবে যে আমাকে স্বর্গে স্মরণ করো। শ্রীকৃষ্ণও বলেন যে কাম মহাশত্রু, এর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। স্বর্গে বিষ নেই তাই বিষকে ত্যাগ করে এখন পবিত্র হও। এই সমস্ত কথা শ্রীকৃষ্ণের বাবা, অর্থাৎ শিববাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন - লোকেরা আমার নামের পরিবর্তে বাচ্চার নাম রেখে দিয়েছে, সেই বাচ্চাও তো সর্বগুণ সম্পন্ন। তিনিও বলেন যে, গীতাতে লেখা রয়েছে যে কাম মহাশত্রু। সেই গীতার কথাও কি মানুষ শোনে? তাঁর মত কি লোকের অনুসরণ করে? তারা ভাবে যে যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজে আসবেন তখন আমরা তাঁর মত অনুযায়ী চলবো। ততদিন পর্যন্ত তারা এদিক ওদিক শুধু ধাক্কাই খেতে থাকবে। সন্ন্যাসীরা বলতে পারেন না যে, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। এসব তো সঙ্গম যুগেরই কথা আর একমাত্র বাবাই তা বলতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ তো ছিলেন সত্যযুগে। কেউ নিশ্চয়ই ছিলেন যিনি শ্রীকৃষ্ণকেও এতটা যোগ্য করে তুলেছিলেন। শিব বাবা, নিজে বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ এবং তার সমস্ত বংশধরকে এখন স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য আমি করে তুলছি। বাবা কত পরিশ্রম করেন যাতে বাচ্চারা স্বর্গে গিয়ে উচ্চ পদ লাভ করে। না হলে বিদ্বান লোকদের সামনে গিয়ে বোঝা বইবে। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমরা কতটা সুপুত্র হতে পেরেছি? উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ - এইরকম ক্রম অনুযায়ী বাচ্চারা সুপুত্র হয়। উত্তম কখনো লুকিয়ে থাকতে

পারে না, তাদের হৃদয়ে করুনার ভাব জাগে যে, আমরা ভারতের সেবা করবো। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ - ক্রম অনুযায়ী সমাজসেবী হয়ে থাকে। কেউ কেউ অনেক অর্থ লুট করে নেয়, মাল বিক্রি করে সেই অর্থ নিজের কাজে লাগায়। তাদেরকে সুপুত্র সমাজসেবী কি করে বলা সম্ভব ? বহু লোকই নিজেদেরকে সমাজসেবী বলে কারণ তারা সমাজের সেবা করে। একমাত্র বাবাই প্রকৃত সেবা করে থাকেন।

তোমরা বলো যে আমরাও বাবার সাথে সাথে হলাম রুহানী সার্ভেন্ট। সমগ্র সৃষ্টি তো বটেই পাঁচ তত্ত্বকেও পবিত্র করি। সন্ন্যাসীরা তো এটা জানে না যে তত্ত্বও এই সময়ে হল তমোপ্রধান, একেও সতোপ্রধান বানাতে হবে। সতোপ্রধান তত্ত্বের দ্বারা তোমাদের শরীরও সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা বোঝান তো অনেকই কিন্তু তাও বাচ্চারা ভুলে যায়। স্মরণে তাদেরই থাকবে যারা অন্যদেরকে শোনাতে থাকবে। দান না করলে ধারণাও হবে না। যারা ভালোভাবে সার্ভিস করে, তাদের নাম বাপদাদাও খ্যাত করেন। এটা তো বাচ্চারাও জানে যে সার্ভিসে কে কে তীক্ষ্ণ। যারা সার্ভিসে আছে তারাই হৃদয় সিংহাসনে আসীন হতে পারবে। সর্বদা ফলো মা-বাবাকে করতে হবে। ওঁনারই তখতনশীন হতে হবে। যারা সার্ভিসে থাকবে তারাই অন্যদেরকে সুখ প্রদান করবে। নিজের মুখে (মন রূপী) দর্পণে দেখো যে বাবার সুসন্তান হয়েছি? নিজেরাও লিখতে পারবে যে আমাদের সার্ভিসের চার্ট হল এটা। আমি এই এই সার্ভিস করছি, আপনি জাজ করুন। তাহলে বাবাও বুঝতে পারবেন। নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে পারো যে আমি উত্তম, মধ্যম, না কনিষ্ঠ? বাচ্চারাও জানে যে কে মহারথী আর কে অশ্বারোহী। কেউ লুকিয়ে থাকতে পারবে না। বাবাকে পোতামেল (পুরুষার্থের চার্ট) পাঠালে বাবা সাবধানও করবেন। পোতামেল না পাঠালেও সাবধানী তো তোমরা পেতেই থাকে। এখন যতটা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার প্রাপ্ত করে নাও। তারপর বাপদাদার থেকেও সার্টিফিকেট পেতে হবে। এই বড়মা বসে আছেন, এনার থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া যেতে পারে। এই ওয়ান্ডারফুল মায়ের তো কোনো মা নেই। যেরকম ওই পিতারও কোনো পিতা নেই। আবার মাম্মা ফিমেলদের মধ্যে হলেন নান্সার ওয়ান। ড্রামাতে জগৎ অস্মার গায়ন আছে। সার্ভিসও অনেক করেছেন। যেমন বাবা যান, মাম্মাও যেতেন। ছোটো ছোটো গ্রামে সার্ভিস করতেন। সকলের থেকে তীক্ষ্ণ হয়েছেন তিনি। বাবার সাথে তো বড় বাবা আছেন, সেইজন্য এনাকে বাচ্চাদের এত সামলে রাখতে হয়। সত্যযুগে প্রজারা অনেক সুখী থাকে। নিজস্ব মহল, গরু, বলদ ইত্যাদি সবকিছু থাকে।

আম্মা - বাচ্চারা খুশিতে থাকো, সম্পন্ন হও, না ভুলে যেও না (অন্যদের) স্মরণে থেকো। কারণ স্মরণ তো শিববাবাকে করতে হবে। নিজের শরীরকেও ভুলে যেতে হবে, তাই অন্যদের কীভাবে স্মরণ করবো। আম্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কাউকেই ক্ষুণ্ণ করবে না। মন্সা বাচা কর্মণাতে সকলকে সুখ প্রদান করে বাবার আর পরিবারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হবে।

২) সুসন্তান হয়ে ভারতের রুহানী সেবা করতে হবে। দয়াবান হয়ে আধ্যাত্মিক (রুহানী) সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে হবে। তন মন ধনের দ্বারা সেবা করতে হবে। সত্য সাহেবের সাথে সৎ থাকতে হবে।

বরদানঃ:- কথার উপরে ডবল আন্ডারলাইন করে প্রত্যেকটি কথাকে অমূল্য বানিয়ে মাস্টার সদ্গুরু ভব বাচ্চারা তোমাদের কথা এমনই হবে যারা শুনবে তারা চাতকের মতো শুনবে যে ইনি কিছু বলবেন আর আমরা শুনবো - একেই বলা হয় অমূল্য মহাবাক্য। মহাবাক্য বেশী হয় না। যখন খুশী তখনই বলতেই থাকে - একে মহাবাক্য বলা যায় না। তোমরা হলে সদ্গুরুর সন্তান, মাস্টার সদ্গুরু। সেইজন্য তোমাদের এক একটি কথা হল মহাবাক্য। যে সময় যে স্থানে যে কথা আবশ্যিক, যুক্তিযুক্ত, নিজের আর অন্য আত্মাদের জন্য লাভদায়ক, সেই কথাই বলো। কথার প্রতি ডবল আন্ডারলাইন করো।

স্লোগানঃ:- শুভচিন্তক মণি হয়ে, নিজের কিরণের দ্বারা বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করতে থাকো।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সহজ সিদ্ধি প্রাপ্ত করবার জন্য জ্ঞান স্বরূপ প্রয়োগী আত্মা হও"

আজ জ্ঞান দাতা বরদাতা তাঁর জ্ঞানী তু আত্মা, যোগী তু আত্মা বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি বাচ্চা জ্ঞান স্বরূপ আর যোগযুক্ত কতদূর হয়েছে? জ্ঞান শোনা আর শোনানোর নিমিত্ত হয়েছে নাকি জ্ঞান স্বরূপ হয়েছে? সময় অনুসারে যোগ লাগাতে পারার মতো হয়েছে নাকি সদা যোগী জীবন অর্থাৎ সকল কর্মে যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত, স্বাভাবিক বা সদা যোগী হয়ে উঠেছে? যে কোনো ব্রাহ্মণ আত্মাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে জ্ঞানী আর যোগী হয়েছে, তখন কী বলবে? সকলে তোমরা জ্ঞানী আর যোগী তাই না? জ্ঞান স্বরূপ হওয়া অর্থাৎ প্রত্যেক সংকল্প, বোল আর কর্ম সমর্থ (শক্তিশালী) হবে। ব্যর্থ সমাপ্ত হবে, কেননা যেখানে সমর্থ রয়েছে সেখানে ব্যর্থ থাকতে পারে না। যেরকম আলো আর অন্ধকার একসাথে থাকতে পারে না, সেই রকম 'জ্ঞান' হলো আলো আর 'ব্যর্থ' হলো অন্ধকার। বর্তমান সময়ে ব্যর্থকে সমাপ্ত করার দিকে অ্যাটেনশন রাখতে হবে। সবথেকে মূখ্য বিষয় সংকল্প রূপী বীজকে সমর্থ বানাতে হবে। যদি সংকল্প রূপী বীজ সমর্থ হবে, তবে বানী, কর্ম, সম্বন্ধ সহজেই সমর্থই হয়ে যায়। অতএব জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ সকল সময়, প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি সেকেন্ড সমর্থ।

যোগী তু আত্মা সকলে হয়েছে কিন্তু প্রতিটি সংকল্প স্বাভাবিক ভাবেই যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নম্বর ক্রম রয়েছে। নম্বর ক্রম কেন হলো? যখন বিধাতাও হলেন এক, বিধিও হলো এক, তবে নম্বর ক্রম কেন? বাপদাদা দেখছেন যে, যোগী তো হয়েছে, কিন্তু প্রয়োগী কম হয়েছে। যোগ করা আর করানো - এই দুইয়েই সকলে পারদর্শী। এমন কেউ আছে কি যে বলবে যে, যোগ করাতে জানি না? যোগ করতে আর করানোতে যেমন তোমরা যোগ্য, সেই রকম প্রয়োগ করতেও যোগ্য হতে হবে আর বানাতে হবে - একে বলা হয় যোগী জীবন অর্থাৎ যোগযুক্ত জীবন। এখন প্রয়োজন হলো প্রয়োগী জীবনের। যোগের যে পরিভাষা তোমরা জানো, বর্ণনা করে থাকো, সে'সব বিশেষত্ব গুলি প্রয়োগে আসে কী? সবার প্রথমে নিজের মধ্যে সেটাকে চেক করো যে, নিজের সংস্কার পরিবর্তনে কতখানি প্রয়োগী হয়ে উঠতে পেরেছো? কেননা তোমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ সংস্কারই হলো শ্রেষ্ঠ জগৎ সংসার রচনার ভিত্তি। ভিত্তি যদি মজবুত হয় তবে অন্য সব কিছু স্বাভাবিক ভাবেই মজবুত হয়েই রয়েছে। তাই এটা দেখো যে সংস্কার সময়ে সময়ে কখনো ধোঁকা দিয়ে দেয় না তো? যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সংস্কারে পরিবর্তিত করে ফেলেছে, তাকে যত শক্তিশালী ব্যক্তিই হোক না কেন, কিম্বা যেমনই বস্তু হোক, পরিস্থিতিই হোক না কেন, যোগকে প্রয়োগে নিয়ে আসা আত্মাকে তার শ্রেষ্ঠত্বের থেকে নাড়িয়ে কখনোই সাধারণত্বে এনে ফেলতে পারবে না। এই রকম নয় যে বিষয়টাই এমন ছিল, ব্যক্তিই ওই রকম ছিল, বায়ুমণ্ডল ওই রকমের ছিল, সেইজন্য শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে পরিবর্তন করে সাধারণ বা ব্যর্থ বানিয়ে দিল, তাহলে তাকে কি প্রয়োগী আত্মা বলা যাবে? যদি সময় মতো যোগের শক্তি গুলি প্রয়োগ না হয়, তবে তাকে কি বলা হবে? তাই প্রথমে এই ফাউন্ডেশনকে দেখো যে কতখানি সময় অনুযায়ী প্রয়োগী হয়েছে? নিজেই যদি নিজের সংস্কারের পরিবর্তক হতে পারনি তবে নতুন বিশ্ব সংসারের পরিবর্তক কীকরে হবে?

প্রয়োগী আত্মার প্রথম লক্ষণ হলো সংস্কারের উপরে সর্বদা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিজয়ী। দ্বিতীয় লক্ষণ হলো প্রকৃতির দ্বারা আগত পরিস্থিতি গুলির উপরে যোগের প্রয়োগের দ্বারা বিজয়ী। সময়ে সময়ে প্রকৃতির অস্থিরতাও যোগী আত্মাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে থাকে। এই রকম সময়ে যোগ এর বিধি প্রয়োগে আসে? যোগী পুরুষকে বা পুরুষোত্তম আত্মাকে প্রকৃতি কখনো প্রভাবিত করে না তো? কেননা তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা হলে পুরুষোত্তম আত্মা। প্রকৃতি হলো পুরুষোত্তম আত্মার দাসী। মালিক, দাসীর প্রভাবে এসে গেলে তাকে কি বলা হবে? আজকাল পুরুষোত্তম আত্মাদেরকে প্রকৃতি সুযোগ সুবিধার উপকরণ (সাধন) আর স্যালভেশন (নিরাপদ আশ্রয়) এর রূপে প্রভাবিত করে থাকে। সাধন বা স্যালভেশন এর আধারে যোগী জীবন। সাধন বা স্যালভেশন কম হলে যোগযুক্ত হওয়াও কম - একে বলা হয় প্রভাবিত হওয়া। যোগী বা প্রয়োগী আত্মার সাধনার সামনে সাধন স্বতঃতই আপনা থেকে চলে আসে। সাধন সাধনার আধারে নয় বরং সাধনা সাধন গুলিকে স্বাভাবিকভাবে আধার বানাতে, একে বলা হয় প্রয়োগী আত্মা। সুতরাং চেক করো - সংস্কার পরিবর্তনে বিজয়ী এবং প্রকৃতির প্রভাব থেকে বিজয়ী কতখানি হয়েছে? তৃতীয় লক্ষণ হলো - বিকার গুলির উপরে বিজয়ী। যোগী বা প্রয়োগী আত্মার সামনে এই পাঁচ বিকার, যা অন্যদের জন্য বিষাক্ত সাপ, কিন্তু তোমাদের অর্থাৎ যোগী-প্রয়োগী আত্মাদের জন্য সাপ গলার মালা হয়ে যায়। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের আর ব্রহ্মা বাবার অশরীরী তপস্বী শংকর স্বরূপের স্মরণিক

এখনও ভক্তরা তার পূজা করে, ভজন কীর্তন করে। দ্বিতীয় স্মরণ চিহ্ন - এই সাপ তোমাদের এমন অধীন হয়ে যায় যে, তোমাদের আনন্দে নৃত্য করবার স্টেজ হয়ে যায়। যখন বিজয়ী হয়ে যায় তখন কেমন অনুভব হতে থাকে? কেমন স্থিতি হয়ে থাকে? খুশীতে নাচতে থাকে তাই না? তো এই স্থিতি স্টেজের রূপে দেখতে পাওয়া যায়। স্থিতিকে স্টেজও বলা হয়ে থাকে। এই রকম বিকারের উপরে বিজয়ী হলে - তাকে বলা হয় প্রয়োগী। তাই এটা চেক করো যে কতদূর প্রয়োগী হয়েছে? যোগের সময় যদি প্রয়োগী না হয়, যোগের বিধির সময় যদি সিদ্ধি না হয়, তবে যথার্থ বিধি বলা যাবে? সময় তার তীব্রগতি সময়ে সময়ে দেখাচ্ছে। বিভিন্নতা, অধর্ম, তমোপ্রধানতা প্রতিটি ক্ষেত্রে তীব্রতার সাথে বেড়ে চলেছে। এই রকম সময়ে তোমাদের যোগের বিধির বৃদ্ধি বা বিধির সিদ্ধিতে বৃদ্ধি তীব্র বেগে হওয়ার প্রয়োজন। সামনে দিকে নম্বর নেওয়ার আধার হলো প্রয়োগী হওয়ার সহজ বিধি। তো বাপদাদা দেখলেন যে, সময় মতো প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তীব্র গতির পরিবর্তে সাধারণ গতি রয়েছে। এখন একে বাড়াতে থাকো। তবে কী হবে? সিদ্ধি স্বরূপ অনুভব করতে থাকবে। তোমাদের জড় চিত্র গুলির দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত করার অনুভব করতে পারা যায়। চৈতন্যতে সিদ্ধি স্বরূপ হয়েছে তাই তো একে স্মরণ করে চলেছে। রিদ্ধি-সিদ্ধির নয়, বিধি দ্বারা সিদ্ধি। তাহলে বুঝতে পেরেছো কি করতে হবে? আছে সবকিছু, কিন্তু সময় মতো প্রয়োগ করা আর সফল হওয়া - একে বলা হয় জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। এই রকম জ্ঞান স্বরূপ আত্মা হলো অতি সমীপ আর অতি প্রিয়। আচ্ছা!

সদা যোগের বিধির দ্বারা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিকে যারা অনুভব করে, সদা সাধারণ সংস্কারকে শ্রেষ্ঠ সংস্কারে পরিবর্তনকারী, সংস্কার পরিবর্তক আত্মাদেরকে, সদা প্রকৃতিজিৎ, বিকার গুলির উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী বিজয়ী আত্মাদেরকে, সদা প্রয়োগের গতিকে তীব্র ভাবে অনুভবকারী জ্ঞান স্বরূপ, যোগযুক্ত যোগী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

(২৪ নভেম্বর দু'জন কুমারীর সমর্পণ সমারোহ হওয়ার পরে রাত্রি ১০ টায় দাদী অলরাউন্ডার ওঁনার পুরানো শরীর ত্যাগ করে বাপদাদার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। ২৫ তারিখ দুপুরে ওঁনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় মুরলীর পরে দাদীদের সাথে সাক্ষাৎকালে বাপদাদা যে মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন সেটা দেওয়া হলো)

খেলার সময় নানান রকমের খেলা তোমরা দেখে থাকো। সাক্ষী হয়ে খেলা দেখতে মজা লাগে তাই না? যে উৎসবই হোক না কেন, কিম্বা কেউ শরীর ত্যাগ করলো দুটি ক্ষেত্রেই কি মনে হয়? খেলার মধ্যে খেলা বলে মনে হয়। আর মনেও এমনই হয় তাই না যেমন খেলা হয়ে থাকে আর সময় মতো সেই খেলা শেষও হয়ে যায়। সেই রকমই যা হয়েছে সেটা সহজে সমাপ্ত যদি হয় তবে তো খেলাই মনে হবে। প্রত্যেক আত্মার আলাদা আলাদা পার্ট রয়েছে। সকল আত্মার শুভ ভাবনা, অনেক আত্মাদের শুভ ভাবনা প্রাপ্ত হওয়া এও হলো সকল আত্মার ভাগ্যের সিদ্ধি। তাই যা কিছু হয়েছে, কী দেখলে? খেলা দেখলে নাকি মৃত্যু দেখলে? একদিকে সেই অলৌকিক স্বয়ম্বর দেখলে আর অন্যদিকে (দেহ রূপী) বস্ত্র পরিবর্তনের খেলা দেখলে। কিন্তু দুটোকে কি মনে হলো? খেলার মধ্যে খেলা। তফাৎ কিছু আছে কি? স্থিতিতে পার্থক্য হচ্ছে কি? অলৌকিক স্বয়ম্বর দেখার ক্ষেত্রে আর বস্ত্র পরিবর্তন হতে দেখার মধ্যে কোনো প্রভেদ ঘটলো কি? টেউয়ের একটু বদল হলো কি হলো না? সাক্ষী হয়ে খেলা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে সেটা এক বিধির আর এটা আরেক বিধির। সহজে নষ্টমোহ হওয়া এটা হলো অনেক কালের যোগের বিধির সিদ্ধি। তাই নষ্টমোহ হও, সহজ ভাবে মৃত্যুর খেলাকে দেখো। এই খেলার কি রহস্য দেখলে? দেহের স্মৃতির থেকেও উপরাম। রোগ ব্যাধি দ্বারাই হোক অথবা বিধি দ্বারা আর কোনো প্রকারের আকর্ষণ যেন অস্তিম সময়ে আকর্ষণ না করে। একে বলা হয় সহজে বস্ত্র বদল করা। তাহলে কি করতে হবে? নষ্টমোহ, সেন্টারও যেন স্মরণে না আসে। (টিচারদের দিকে তাকিয়ে) এই রকম যেন কোনো জিজ্ঞাসুও স্মরণ না আসে, সেন্টারের কোনো বস্তুও যেন স্মরণে না আসে, কোনো কিছু সরিয়ে রেখেছো এমন কিছুও যেন স্মরণ না আসে...। সব কিছুর থেকে পৃথক আর বাবার প্রিয়। আগে থাকতেই কিনারার থেকে আলাগা করে নিয়ে থাকতে হবে। কোনো কিনারাকে আঁকড়ে ধরবে না। যাত্রার লক্ষ্যকে ছাড়া আর কোনও কিছুর সাথেই লিপ্ত থাকবে না। আচ্ছা!

নির্মলশান্তা দাদীর সাথে সাক্ষাৎ : - সংগঠনকে ভালো লাগছে? সংগঠনের বিশেষ শোভা হলে তুমি। সকলের দৃষ্টি কতখানি ভালোবাসার সাথে তোমাদের সকলের দিকে আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত যতখানি সেবা হওয়ার ততখানিই সেবা শরীরের দ্বারা হওয়ারই রয়েছে। যেভাবেই হোক শরীর চলতেই থাকবে। শরীরকে চালনা করতে শিখে গেছো তো না? খুব ভালো চলছে। কেননা বাবার আর সকলের দু'খা রয়েছে। খুশীতে থাকতে হবে আর সকলের মধ্যে খুশীকে ছড়িয়েও দিতে হবে আর কাজ কী। সকলে তোমাদেরকে দেখে দেখে কতো খুশী হতে থাকে, তাই খুশী দিয়ে যেতে থাকো। খাচ্ছোও আর সকলকে দিয়েও খাচ্ছো। তোমরা সকলে এক একজন হলে দর্শনীয় মূর্তি। সকলের নজর নিমিত্ত আত্মাদের দিকে যায়, তবেই তো দর্শনীয়

মূর্তি হয়ে গেছো। আচ্ছা!

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎ -

১) ব্রাহ্মণ জীবনের আধার - স্মরণ আর সেবা : - ড্রামা অনুসারে ব্রাহ্মণ জীবনে সকলেই সেবার সুযোগ পেয়েছে, তাই না! কেননা ব্রাহ্মণ জীবনের আধারই হলো স্মরণ আর সেবা। যদি স্মরণ আর সেবা দুর্বল হয় তবে যেমন শরীরের আধার দুর্বল হয়ে গেলে শরীরকে ওষুধের ধাক্কায় চালাতে হয়, তেমনি ব্রাহ্মণ জীবনে যদি স্মরণ আর সেবার আধার মজবুত নয়, দুর্বল হয়, তবে সেই ব্রাহ্মণ জীবনও কখনো দ্রুত গতিতে চলবে, কখনো টিলেঢালা চলবে, ধাক্কা দিয়ে চালাতে হবে। কোনো সহযোগিতা, কারোর সাহচর্য, কোনও অনুকূল পরিস্থিতি পাওয়া গেলে তবেই চলবে, নইলে তে টিলেঢালা হয়ে যাবে। সেইজন্য স্মরণ আর সেবার বিশেষ আধার সদা শক্তিশালী চাই। দুটোই যেন শক্তিশালী হয়। সেবা অনেক রয়েছে। স্মরণ দুর্বল অথবা স্মরণ খুব ভালো, সেবা হলো দুর্বল, তাহলেও তীব্রগতি হতে পারবে না। স্মরণ আর সেবা দুটোই তীব্রগতি চাই। শক্তিশালী চাই। তাহলে দুটোই শক্তিশালী তো? নাকি তফাৎ হয়ে যায়? সেবা কখনো বেশী হয়ে যায়, কখনো স্মরণ বেশী হয়ে যায় কী? দুটোই একসাথে হতে হবে। স্মরণ আর নিঃস্বার্থ সেবা। স্বার্থের সেবা নয়, নিঃস্বার্থ সেবা হলে তবেই মায়াজিৎ হওয়া অনেক সহজ হবে। সকল কর্মে, কাজটা শেষ হওয়ার আগেই সদা বিজয় দেখতে পাওয়া যাবে, এতখানি অটল নিশ্চয়ের অনুভব হবে যে, বিজয় তো হয়েই রয়েছে। যদি ব্রাহ্মণ আত্মাদের বিজয় না হয় তবে কাদের হবে? ক্ষত্রিয়দের হবে? ব্রাহ্মণদেরই বিজয় তাই না? কোশ্চেন মার্ক থাকবে না। করছি তো, চলছি তো, দেখবো, হয়ে যাবে, হওয়া তো উচিত... তাহলে এই সব শব্দ গুলি আসবে না যে - কি জানি কি হবে, হবে কি হবে না... এ'গুলো কি নিশ্চয়ের বোল? নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী এ'কথা তো প্রসিদ্ধ তাই না! তো যখন প্র্যাকটিক্যাল্যে ঘটেছে তবেই তো প্রসিদ্ধ হয়েছে। নিশ্চয়বুদ্ধির লক্ষণ হলো বিজয় নিশ্চিত। যেমন কারোর মধ্যে যদি কোনো বিশেষ শক্তি থাকে, ধনের শক্তি, কিশ্বা বুদ্ধির অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কের, তখন তার এই নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) থাকে যে, এটা কি এমন বড় কথা, এটা তো কোনো ব্যাপারই নয়। তোমাদের কাছে তো সব শক্তিই আছে। ধনের শক্তি আছে, ধনের শক্তি কি কোটিপতিদের কাছেও আছে? সবথেকে বড় ধন হলো অবিনাশী ধন, যা সর্বদা সাথে রয়েছে। তাহলে ধনের শক্তিও রয়েছে, বুদ্ধির শক্তিও রয়েছে, পজিশনের শক্তিও রয়েছে। যে যে শক্তির কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে, সেই সকল শক্তিই তোমাদের কাছে রয়েছে। আছে তো? নাকি প্রায়শই লুপ্ত হয়ে যায়? সে'গুলিকে ইমার্জ রূপে অনুভব করো। এইরকম নয় যে, হ্যাঁ, আমি তো সর্বশক্তিমানের সন্তান, কিন্তু অনুভব করতে পারি না। তাহলে সকলে ভরপুর তো নাকি একটু আধটু অপূর্ণ আছে? সময় মতো বিধির দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই রকম নয় যে, সেই সময় হতে পারো না, এমনিতে নেশা রয়েছে যে অনেক শক্তি রয়েছে। পান্ডবদের মধ্যে শক্তি এসে গেছে নাকি কখনো কখনো ক্রোধ এসে যায়? একটু আধটু রাগ এসে যায়? কেউ ক্রোধ করলে ক্রোধ আসে, কেউ ইনসাল্ট করলে তখন রাগ হয়? এটা তো সেই রকমই হলো যেমন শত্রু চলে এলে পরাজয় ঘটে। মায়েদের একটু একটু মোহ রয়েছে? পান্ডবদের প্রত্যেক কল্পের নিজের বিজয়ের খুশী সর্বদা ইমার্জ থাকা উচিত। কখনো যদি কেউ পান্ডবদের কথা স্মরণ করে, তখন তাদের বিজয়টাই তো সামনে আসবে তো না? পান্ডব অর্থাৎ বিজয়ী। পান্ডবদের কাহিনীর মধ্যে রহস্য কোনটাতে? বিজয়ের বিষয়ে তো না? তো প্রতি কল্পের বিজয়ী। ইমার্জ রূপে এই নেশা যেন থাকে। মার্জ নয়। আচ্ছা!

২) সকলের দ্বারা মান প্রাপ্ত করবার জন্য নির্মান হও : - সকলে নিজেকে সদা কোটির মধ্যে কেউ আর সেই কোনো কোনোের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করে থাকো? কোটির মধ্যে কেউ বলে যদি খ্যাতি রয়েছে এমন নাকি অন্য কেউ? নাকি সেটা তুমিই? তাহলে এক একজন আত্মার কতখানি মহত্ব রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মা হলো মহান। তো যে যতখানি মহান হয়ে থাকে, মহানতার লক্ষণ যতখানি মহান ততটাই নির্মান। কেননা সে হলো সদা ভরপুর আত্মা। যেরকম বৃক্ষের ক্ষেত্রে বলা হয় না যে, যত ফলন্ত গাছ, ততই নত হবে আর নির্মান ভাবই সেবা করে থাকে। বৃক্ষের ঝুকে থাকা যেমন সেবা করে থাকে। যদি ঝুকে না থাকবে তবে সেবাও করবে না। সুতরাং একদিকে রয়েছে মহানতা আর অন্যদিকে হলো নির্মান ভাব। আর যে নির্মান থাকে সে সকলের থেকে মান পেয়ে থাকে। তুমি নিজে মহান হলে তখন অন্যরাও তোমাকে মান দেবে। যে অহমিকায় থাকে (অভিमानে) তাকে কেউ মান দেয় না। তার থেকে দূরে পালাবে। তো মহান আর নির্মান হয়েছে নাকি হওনি? তার লক্ষণ হলো যে নির্মান হবে সে সকলকে সুখ দেবে। যেখানেই যাবে, যা কিছুই করবে সেটা সুখদায়ী হবে। এর চেক করো যে তুমি কতখানি মহান হয়েছে? তোমার সম্বন্ধ সম্পর্কে যারাই আসবে তারা যেন সুখের অনুভূতি করে। এই রকম কী? নাকি কখনো তারা তোমার থেকে দুঃখও পেয়ে যায়? নির্মান ভাব কম তবে সুখও সর্বদা দিতে পারবে না। তো সর্বদা সুখ দিয়ে থাকো, সুখ নিয়ে থাকো নাকি কখনো দুঃখ দিয়ে দাও, দুঃখ নিয়ে নাও? চলো হয়ত দাও না, কিন্তু নিয়ে নাও কি? একটু আধটু ফিল হয়, তবে তার অর্থ হলো নিয়ে নিয়েছো তাই না? যদি কারো

কোনো কথায় ফিল হচ্ছে তবে তাকে বলা হবে দুঃখ নেওয়া। কিন্তু কেউ দিলো আর তুমি সেটা নিলে না, এটা তো তোমার ওপরে। যার কাছে দুঃখই থাকবে সে আর কি দেবে? দুঃখই দেবে। কিন্তু তোমাদের কাজ হলো সুখ নেওয়া আর সুখ দেওয়া। এই রকম নয় যে কেউ দুঃখ দিচ্ছে তখন কি বলবে যে আমি কী করবো আমি তো দিইনি, কিন্তু সে দিয়েছে। নিজেকে চেক করতে হবে যে কি নেবো আর কি নেবো না। নেওয়ার ব্যাপারেই বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ চাই। সেই কারণেই তো ব্রাহ্মণ আত্মাদের বিষয়ে প্রশংসায় বলা হয়ে থাকে সুখের সাগরের সন্তান, সুখ স্বরূপ সুখ প্রদানকারী তারা। অতএব সুখ স্বরূপ সুখ প্রদানকারী আত্মা তোমরা। দুঃখের দুনিয়াকে ছেড়ে এসেছো, কিনারা করে নিয়েছো নাকি এখনও পর্যন্ত এক পা দুঃখের ধামে আরেক পা সঙ্গমে রয়েছে? এইরকম তো নয় যে বুদ্ধি একটু একটু সেখানে রয়ে গেছে? পা হয়ত সেখানে নেই কিন্তু পায়ের আঙুল একটু সেখানে ছুঁয়ে রয়ে গেছে? যখন দুঃখের ধামকে ছেড়ে চলে যাচ্ছো তবে না দুঃখ নিতে হবে আর না দুঃখ দিতে হবে। আচ্ছা!

বরদান:- উড়তি কলার দ্বারা বাবার সম অলরাউন্ড পার্ট প্লে করে চক্রবর্তী ভব
বাবা যেমন অলরাউন্ড ভূমিকা পালনকারী, সখাও হয়ে যেতে পারেন আবার বাবাও হয়ে যেতে পারেন।
এই রকম উড়তি কলার যারা, তারা যে সময় যে সেবার প্রয়োজন হবে, তাতেই সম্পন্ন ভূমিকা পালন
করতে পারবে। একেই বলা হয় অলরাউন্ড উড়ন্ত বিহঙ্গ। তারা এইরকম নির্বন্ধন হবে যে, যেখানেই সেবা
রয়েছে সেখানেই পৌঁছে যাবে। সকল প্রকারের সেবাতে সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠবে। তাদেরকেই বলা
হয় চক্রধারী, অলরাউন্ড ভূমিকা পালনকারী।

স্নোগান:- পরস্পরের বিশেষত্ব গুলিকে স্মৃতিতে রেখে ফেইথফুল হও, তবে সংগঠন একমত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্রতা ব্যতীত ভারত স্বর্গ হতে পারে না, তোমাদের জন্য শ্রীমৎ হলো, তোমরা ঘর গৃহস্থ থেকে পবিত্র হও, দুদিকেই সম্পর্কই পালন করতে হবে (দায়িত্ব পালন করতে হবে)"

*প্রশ্নঃ - অন্যান্য সংসঙ্গ বা আশ্রমের থেকে এখানকার কোন্ রীতিনীতি সম্পূর্ণ আলাদা?

*উত্তরঃ - মানুষ সেই সব আশ্রমে গিয়ে থাকে, মনে করে -- সঙ্গ ভালো, ঘর ইত্যাদির হট্টগোল নেই। এইম্ অবজেক্ট (লক্ষ্যবস্তু) কিছু নেই। কিন্তু এখানে তো তোমরা মরজীবা (জীবিত থেকেও মৃতবৎ) হয়ে যাও। কিন্তু ঘর পরিবার ত্যাগ করানো হয় না। ঘরে থেকেই তোমাদের জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে, রুহানী সেবা করতে হবে। এই রীতি ওই সংসঙ্গগুলিতে নেই।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান, কারণ বাচ্চারা জানে যে এখানে বাবাই বুদ্ধিয়ে থাকেন। সেইজন্য প্রতিমুহূর্তে শিব ভগবানুবাচ বলতেও ভালো লাগে না। ওই গীতা যারা শোনায় তারা বলবে -- কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। তাঁরা তো এখান হয়েই গেছে। তারা বলে -- শ্রীকৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিলেন, রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। বাচ্চারা, এখানে তো তোমরা মনে করো যে শিববাবা আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে ছিলেন। আর কোনো সংসঙ্গ নেই যেখানে রাজযোগ শেখানো হয়। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে রাজার-রাজা বানিয়ে দিই। ওরা তো কেবল বলবে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। কবে বলেছিল? তখন বলে যে ৫ হাজার বছর পূর্বে অথবা কেউ বলে ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে। ২ হাজার বছর বলে না কারণ মধ্যের যে এক হাজার বছর তাতে ইসলাম, বৌদ্ধরা এসেছিল। তাহলে ক্রাইস্ট এর ৩ হাজার বছর পূর্বে ছিল সত্যযুগ, প্রমাণিত হয়ে যায়। আমরা বলি -- আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে, গীতা শোনান যিনি সেই ঈশ্বর এসেছিলেন আর এসে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। এখন ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় তাকে আসতে হয়েছে। এ হলো পাঁচ হাজার বছরের চক্র। বাচ্চারা জানি যে এই বাবা ঈনার দ্বারা বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ায় তো অনেক প্রকারের সংসঙ্গ রয়েছে, যেখানে মানুষ যায়। কেউ আবার আশ্রমে গিয়ে থেকেও যায়, তখন তাদের এমন বলা হবে না যে মাতা-পিতার কাছে গিয়ে জন্ম নিয়েছে বা ঈনার থেকে কোনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, না। কেবল ওই সংসঙ্গকে ভালো মনে করে। ওখানে ঘর সংসারের ঝঞ্জাট নেই। এছাড়া এইম্ অবজেক্ট তো কিছুই নেই। এখানে তো তোমরা বলে থাকো যে আমরা মাতা-পিতার কাছে এসেছি। এ হলো তোমাদের মরজীবা (জীবিত থেকেও মৃতবৎ) জন্ম। ওরা (লোকেরা) গিয়ে বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করে, তখন সেই সন্তানকে নিয়ে ঘর সংসার করে। এখানে এইরকম নিয়ম নেই যে বাপের-বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসে বসে পড়বে। এ তো হতে পারেনা। এখানে তো গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন হয়ে থাকতে হবে। কুমারী হোক বা যে কেউ হোক তাদের বলা হয়ে থাকে যে ঘরে থেকেও (গৃহস্থ) রোজ জ্ঞান অমৃত পান করতে এসো। জ্ঞানকে বুঝে তারপর অন্যদের বোঝাও। দুদিকের সম্পর্কই পালন করো। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। অন্তিম সময় পর্যন্ত দুদিকই সামলাতে হবে। অন্তিমে এদিক এখানে থাকো অথবা ওখানে থাকো, মৃত্যু তো সকলেরই আসবে। কথিত রয়েছে -- রাম গেছে, রাবণ গেছে..... তাই এমন নয় যে সকলকে এখানে এসে থাকতে হবে। এরা তো তখনই বেরিয়ে আসে যখন বিশ্বের জন্য তাদেরকে নির্ধাতন করা হয়। কন্যাদেরও ঘরেই থাকতে হবে। আত্মীয়-পরিজনের সার্ভিসও করতে হবে। সোশ্যাল ওয়ার্কার তো অনেক রয়েছে। গভর্নমেন্ট এত সবকে তো নিজের কাছে রাখতে পারে না। তারা নিজেদের গৃহস্থ ব্যবহারে থাকে। তারপর কোনো না কোনো সেবা করে থাকে। এখানে তোমাদের রুহানী সেবা করতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। হ্যাঁ, যখন বিশ্বের জন্য অত্যন্ত বিরক্ত করে, তখন এসে ঈশ্বরীয় শরণ নেয়। এখানে বিশ্বের কারণে কন্যারা অনেক মারধর খায় কিন্তু আর কোথাও এই রকম হয় না। এখানে তো পবিত্র হয়ে থাকতে হয়। গভর্নমেন্টও পবিত্রতা চায়। কিন্তু গৃহস্থ-ব্যবহারে থেকে পবিত্র বানানোর শক্তি ঈশ্বরেরই রয়েছে। সময় এমন এসেছে যে গভর্নমেন্টও চায় যে বাচ্চার জন্ম যেন বেশি না হয়, কারণ দারিদ্র্যতা অনেক বেড়ে গেছে। সেইজন্য চায় যে ভারতে পবিত্রতা থাকুক, বাচ্চা কম হোক।

বাবা বলেন -- বাচ্চারা, পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। একথা ওদের বুদ্ধিতে নেই। ভারত পবিত্র ছিল এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। সব আত্মারা নিজেরাও চায় যে পবিত্র হয়ে যাই। এখানে দুঃখ অনেক। বাচ্চারা তোমরা জানো যে পবিত্রতা ব্যতীত ভারত স্বর্গে পরিণত হতে পারে না। নরকে রয়েছেই দুঃখ। এখন নরক বলে তো কিছু হয় না। যেমন গরুড় পুরানে দেখানো হয়েছে, বৈতরণী নদী আছে যেখানে মানুষ হাবুডুবু খেতে থাকে। এমন তো কোনো নদী নেই যেখানে সাজা খেতে থাকে। সাজা তো গর্ভজলে পাওয়া যায়। সত্যযুগে তো গর্ভজেল থাকে না, যেখানে সাজা প্রাপ্ত হবে।

সেখানে গর্ভ-মহল হয়। এই সময় সমগ্র দুনিয়া হলো জলজ্যান্ত নরক। এখানে মানুষ দুঃখী, অসুস্থ। একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। স্বর্গে এসব কিছু হয় না। এখন বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে আমি তোমাদের অসীম জগতের পিতা। আমি হলাম রচয়িতা, তাহলে অবশ্যই স্বর্গ, নতুন দুনিয়ার রচনা করবো। স্বর্গের জন্য আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম রচনা করবো। বলা হয়, তুমি মাতা-পিতা..... প্রতি কল্পে তিনিই এই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। ব্রহ্মার দ্বারা বসে আমি সকল বেদ-শাস্ত্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে থাকি। একদম নিরক্ষরকে বসে পড়িয়ে থাকি। তোমরা বলতে তাই না -- হে ভগবান এসো! পবিত্র তো ওখানে যেতে পারে না সেইজন্য পবিত্র হওয়ার জন্য ওঁনাকে অবশ্যই এখানে আসতে হয়। বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণ করায় যে কল্প-পূর্বেও তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে যে আগে কখনো এই নলেজ নিয়েছো? তখন বলে -- হ্যাঁ, ৫ হাজার বছর পূর্বে এই জ্ঞান নিয়েছিলাম। এসব কথা হলো নতুন। নতুন যুগ, নতুন ধর্ম পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ এই দৈবী ধর্ম স্থাপন করতে পারে না। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরও করতে পারে না, কারণ এই দেবতারাই নিজেরাই হলেন রচনা। স্বর্গের রচয়িতা, মাতা-পিতা চাই। তোমাদের গহীন সুখও এখানেই চাই। বাবা বলেন - আমি হলাম রচয়িতা। আমিও তোমাদেরকে ব্রহ্মার মুখ দ্বারা রচনা করেছি। আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। অবশ্যই কেউ কত বড়ই সাধু-সন্তাদি হোক না কেন, কারোর মুখ দিয়েই এইরকম কথা বেরোবে না। এ হলো গীতার শব্দ। অতএব যিনি বলেছিলেন তিনিই বলতে পারবেন। দ্বিতীয় কেউ বলতে পারবেন। কেবল পার্থক্য হলো এই যে নিরাকারের বদলে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে দেয়। বাবা বলেন -- আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, পরমধামে বসবাসকারী নিরাকার পরমাత్মা। তোমরাও বুঝতে পারো। সাকারী মানুষ তো নিজেকে বীজরূপ বলতে পারেনা। ব্রহ্মা, বিশ্ব শঙ্করও বলতে পারেনা। এ তো জানে যে সকলের রচনাকার হলেন শিব বাবা। আমি দৈবী ধর্মের স্থাপনা করছি। কারোর মধ্যে এমন বলারও শক্তি নেই। অবশ্যই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলুক, ব্রহ্মা বলুক, শঙ্কর বলুক..... অনেকে নিজেকে অবতারও বলে থাকে। কিন্তু এসব হলো মিথ্যা। এখানে এসে যখন শুনবে তখন বুঝবে যে অবশ্যই ঈশ্বর হলেন এক, অবতারও একজনই। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাব। কারোর মধ্যে এইরকম বলারও শক্তি নেই। ৫ হাজার বছর পূর্বেও গীতার ভগবান শিববাবা বলেছিলেন, যিনি আদি সনাতন ধর্ম স্থাপন করেছিলেন তিনিই এখন করছেন। গাওয়াও হয়ে থাকে যে মশার মতন আত্মারা গিয়েছিল। সুতরাং বাবা গাইড হয়ে এসে সকলকে লিবারেট করেন। এখন হলো কলিযুগের শেষ, তারপর সত্যযুগকে আসতে হবে, তাহলে অবশ্যই এসে পবিত্র বানিয়ে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাবেন। গীতায় কিছু না কিছু শব্দ রয়েছে। মনে করে এই ধর্মের জন্যও তো শাস্ত্র চাই! তখন গীতা শাস্ত্র বসে তৈরি করেছে। সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি নান্দার ওয়ান মাতা, কিন্তু নাম বদল করে দিয়েছে। বাবা এইসময় অ্যাক্ট (ভূমিকা পালন) করেন, তার কথা কি দ্বাপরে লিখবে নাকি! তবুও গীতা ওইরকমই বেরোবে। ড্রামায় এই গীতাই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। যেমন বাবা পুনরায় মানুষকে দেবতায় পরিণত করেন তেমনই শাস্ত্রও পরে কেউ পুনরায় বসে লিখবে। সত্যযুগে কোনো শাস্ত্র থাকবে না। বাবা সমগ্র চক্রের রহস্য বসে থেকে বোঝান। তোমরা জানো, আমরা এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই ম্যাক্সিমাম ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। বাকি মানুষের তো পরে বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তারা এত জন্ম নেবে নাকি! বাবা বসে এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন। এই যে দাদা রয়েছে, যার শরীরের লোন আমি নিয়েছি সেও নিজের জন্মকে জানতেন না। ইনি হলেন ব্যক্ত - প্রজাপিতা ব্রহ্মা, উনি হলেন অব্যক্ত (সূক্ষ্ম)। হলেন তো দুজনেই এক। তোমরাও এই জ্ঞানের দ্বারা সূক্ষ্মলোক-নিবাসী ফরিস্তা হয়ে যাচ্ছে। সূক্ষ্মলোক-নিবাসীদের ফরিস্তা বলা হয় কারণ হাড়-মাংস নেই। ব্রহ্মা-বিশ্ব শঙ্করেরও হাড়-মাংস নেই, তাহলে তাদের চিত্র কিভাবে তৈরি করে? শিবের চিত্রও বানিয়ে থাকে। তিনি হলেন স্টার। ওঁনারও রূপ তৈরি করা হয়। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর তো হলেন সূক্ষ্ম। যেমন মানুষের তৈরি করে তেমনভাবে তো শঙ্করের তৈরি করতে পারে না। কারণ ওনার হাড়-মাংসের শরীর তো নেই। আমরা তো বোঝানোর জন্য এরকম স্কুল (চিত্র) বানিয়ে থাকি। কিন্তু তোমরাও দেখে থাকো যে উনি হলেন সূক্ষ্ম। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রের ক্লাস -- ১৩-৭-৬৮

মানুষ দুটি জিনিসকে অবশ্যই চায়। এক হলো শান্তি দ্বিতীয় হলো সুখ। বিশ্বের শান্তি অথবা নিজের শান্তি। বিশ্বে সুখ অথবা নিজের সুখের ইচ্ছে থাকে মানুষের। তাই জিজ্ঞাসা করতে হবে যে এখন অশান্তি রয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই কখনো শান্তি ছিল! কিন্তু তা কবে, কীভাবে হয়, অশান্তি কেন হলো, তা কারোরই জানা নেই, কারণ ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। তোমরা শান্তি ও

সুখের জন্য সকলকে অত্যন্ত সুন্দর (সঠিক) রাস্তা বলে দাও। সেইজন্য শুনে তাদের খুশি হয়, কিন্তু যখন শোনে যে পবিত্র হতে হবে তখন শীতল হয়ে যায়। এই বিকার হল সকলের শত্রু আর আবার সকলের প্রিয়ও। একে ত্যাগ করতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। নামও হলো বিষ। তবুও ছাড়ে না। তোমরা কতো মাথা খাটাও তবুও হেরে যাও। সব হলো পবিত্রতারই কথা। এতে অনেকেই ফেল করে যায়। কোনো কন্যাকে দেখলে তখন আকর্ষণ হয়। ক্রোধ বা লোভ বা মোহের আকর্ষণ হয় না। কাম হলো মহাশত্রু। এর উপরে বিজয়প্রাপ্ত করা মহাবীরের কাজ। দেহ-অভিমানের পরে প্রথমে কাম-বিকারই আসে। এর উপরে বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। যারা পবিত্র তাদেরকে অপবিত্র কামুক মানুষেরা নমন করে। বলে যে আমরা হলাম বিকারী, তোমরা হলে নির্বিকারী। এমন বলে না যে আমরা ক্রোধী, লোভী.....। সমস্ত কথাই বিকারের। বিবাহ করেই বিকারের জন্য। বাবা মায়ের এই চিন্তা থাকে ছেলে বড় হলে টাকা পয়সা দেবে; বিকারেও যাবে। বিকারে না গেলে তখন ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হয় যে এরা(দেবতারা) সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। তোমাদের কাছে এইম অবজেক্ট সম্মুখে রয়েছে। নর থেকে নারায়ণ, রাজার-রাজা হতে হবে। চিত্র সামনে রয়েছে। একে সংসঙ্গ বলা হয় না। এ হলো পাঠশালা। প্রকৃত সংসঙ্গ সত্য-পিতার সঙ্গে তখনই হয় যখন সম্মুখে বসে রাজযোগ শেখাবেন। সত্যের সঙ্গ চাই। তিনি গীতার জ্ঞান প্রদান করেন অর্থাৎ রাজযোগ শেখান। বাবা কোনো গীতা শোনান না। মানুষ মনে করে নাম হলো গীতা পাঠশালা তাহলে গিয়ে গীতা শুনি, এত আকর্ষণ থাকে। এ হলো প্রকৃত গীতা পাঠশালা। যেখানে এক সেকেন্ডে সদগতি হেল্‌থ(স্বাস্থ্য), ওয়েল্‌থ(সম্পদ) আর হ্যাপিনেস(খুশী) পাওয়া যায়। তাহলে জিজ্ঞাসা করো প্রকৃত গীতা পাঠশালা কেন লেখে? কেবল গীতা পাঠশালা লেখা কমন (সাধারণ) হয়ে যায়। প্রকৃত (সত্যিকারের) শব্দ পড়লে আকর্ষণ হতে পারে সম্ভবতঃ মিথ্যাও হয়। তাই প্রকৃত শব্দটি অবশ্যই লিখতে হবে। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে, পতিত দুনিয়া কলিযুগকে বলা হয়ে থাকে। সত্যযুগে ঐনারা পবিত্র ছিলেন। কিভাবে হয়েছেন সেটাই শেখানো হয়। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান। না হলে পড়াবেন কিভাবে? এই যাত্রা বুঝবে সে-ই যারা কল্প-পূর্বে বুঝেছে। ভক্তিমার্গে কাদায় (পাঁকে) আটকে রয়েছে। ভক্তির আড়ম্বর অনেক। এ তো কিছুই নয়। কেবল স্মৃতিতে রাখো এখন ফিরে যেতে হবে। পবিত্র হয়ে যেতে হবে। তার জন্য স্মরণে থাকতে হবে। বাবা যে স্বর্গের মালিক বানান তাকে স্মরণ করতে পারো না! মুখ্য কথা হলো এটাই। সকলেই বলে এতেই পরিশ্রম। বাচ্চারা ভাষণ তো ভালই করে কিন্তু যোগে থেকে বোঝালে তখন ফলও ভালো হবে। স্মরণে তোমাদের শক্তিপ্রাপ্ত হয়। সত্যোপধান হলে তবেই সত্যোপধান বিশ্বের মালিক হবে। স্মরণকে নেষ্ঠা (ধ্যানে স্থির হয়ে বসা) বলবে নাকি! আমরা আধাঘন্টা একভাবে বসে থাকি, এটা ভুল। বাবা বলেন স্মরণে থাকো, সামনে বসে শেখানোর দরকার নেই। অসীম জগতের বাবাকে অতি ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে, কারণ তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য দিয়ে থাকেন। স্মরণের দ্বারা খুশির পারদ চড়ে থাকা উচিত। অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভূত হবে। বাবা বলেন -- তোমাদের এই জীবন অতি মূল্যবান, একে সুস্থ রাখতে হবে। যত বাঁচবে ততই সম্পদ নিতে পারবে। সম্পূর্ণ সম্পদ তখনই পাব যখন আমরা সত্যোপধান হয়ে যাব। মুরলীতেও শক্তি রয়েছে। তলোয়ারে ধার থাকে, তাই না! তোমাদের মধ্যেও স্মরণের ধার থাকলে তবেই তলোয়ার তীক্ষ্ণ হবে। জ্ঞানে এত ধার নেই সেইজন্য কারোর প্রভাব পড়ে না। পুনরায় তাদের কল্যাণের জন্য বাবাকে আসতে হয়। যখন তোমরা স্মরণের দ্বারা তীক্ষ্ণতা ভরবে তখন আবার বিদ্বান, আচার্য প্রভুতিদের সঠিক তীর লাগবে, সেইজন্য বাবা বলেন -- চাট রাখো। অনেকেই বলে থাকে যে বাবাকে অনেক স্মরণ করে কিন্তু মুখ খোলে না। তোমরা স্মরণে থাকো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। আচ্ছা! বাচ্চারা, গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ঘরে থেকেও রুহানী সেবা করতে হবে। পবিত্র হতে হবে আর বানাতে হবে।।

২) এই জলজ্যান্ত নরকে থেকেও অসীম জগতের বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- নিজের সর্ব বিশেষত্ব গুলিকে কার্যে ব্যবহার করে, সেগুলির বিস্তার করা সিদ্ধি-স্বরূপ ভব যত অধিক মাত্রায় নিজের বিশেষত্ব গুলিকে মন্সা (মনের) সেবা বা বাণী আর কর্ম সেবায় ব্যবহার করা হবে ততই সেই বিশেষত্বই বিস্তার পেতে থাকবে। সেবায় ব্যবহার করা অর্থাৎ একটি বীজ থেকে অনেক ফল প্রকট করা। এই শ্রেষ্ঠ জীবনে জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে যে বিশেষতা প্রাপ্ত হয়েছে সে'সবগুলিকে কেবল বীজরূপে রেখো না, সেবার ধরনীতে লাগিয়ে দাও, তবেই ফলস্বরূপ অর্থাৎ সিদ্ধিস্বরূপের অনুভব করবে।

স্নোগানঃ:- বিস্তারকে না দেখে, সার-কে দেখো আর নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করে নাও -- এটাই হলো তীর পুরুষার্থ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এটাই হল সেই সঙ্গম যুগ, যখন আত্মা আর পরমাত্মার সঙ্গম (মিলন) হয়, সঙ্গুর একবারই এসে বাচ্চাদেরকে সত্য জ্ঞান শুনিয়ে, সত্য বলতে শেখান”

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের অবস্থা (স্থিতি) ফার্স্ট ক্লাস থাকে?

*উত্তরঃ - যাদের বুদ্ধিতে থাকে যে এই সবকিছু হল বাবার। প্রতি কদমে যারা শ্রীমত নেয়, সম্পূর্ণ ত্যাগী বাচ্চাদের অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস থাকে। যাত্রা অনেক দীর্ঘ তাই শ্রেষ্ঠ বাবার থেকে শ্রেষ্ঠ মং নিতে থাকবে।

*প্রশ্নঃ - মুরলী শোনার সময় কোন্ বাচ্চাদের অসীম সুখ অনুভূত হয়?

*উত্তরঃ - যারা মনে করে আমরা শিববাবার মুরলী শুনছি। এই মুরলী শিববাবা ব্রহ্মা তনের দ্বারা শোনাচ্ছেন। অতিপ্রিয় বাবা আমাদেরকে সদা সুখী, মানব থেকে দেবতা বানানোর জন্য এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। মুরলী শোনার সময় এই স্মৃতি থাকলে সুখ অনুভূত হবে।

*গীতঃ- প্রীতম এসে মিলিত হও...

ওম্ শান্তি । এই দুঃখী প্রাণ তো দুঃখধামেই হয়। সুখী জীবাত্মারা সুখধামে থাকে। সকল ভক্তদের প্রীতম হলেন এক, যাঁকে স্মরণ করা হয়। তাঁকেই প্রীতম বলা হয়। যখন দুঃখ হয় তখন স্মরণ করে। এসব কে বসে বোঝাচ্ছেন? সত্যিকারের প্রীতম। সত্য বাবা, সত্য টিচার, সত্য সঙ্গুর... সকলের প্রীতম হলেন তিনি এক। কিন্তু প্রীতম কখন আসেন, এটা কেউ জানেনা। প্রীতম নিজে এসে তাঁর ভক্তদের, নিজের বাচ্চাদেরকে বলছেন যে আমি আসিই সঙ্গম যুগে কেবল একবারের জন্য। আমার আসা আর যাওয়ার মাঝে যেটুকু সময় থাকে একেই সঙ্গম বলা হয়। অন্য সকল আত্মারা তো অনেকবার জন্ম মরণে আসে, আমি একবারই আসি। আমি সঙ্গুরও হলাম এক। বাকি গুরু তো অনেক আছে। তাদেরকে সঙ্গুর বলা হবে না। কেননা তারা কোনো সত্য কথা বলে না, তারা সত্য পরমাত্মাকে জানেই না। যে সত্যকে জেনে যাবে সে সর্বদা সত্যই বলবে। এই সঙ্গুর হলেনই সত্যবাদী সত্যিকারের সঙ্গুর। সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক নিজে এসে বলছেন যে আমি সঙ্গম যুগে আসি। আমার আয়ু এতটুকু। যতটা সময় আমি আসি, পতিতদেরকে পবিত্র করে তবেই ফিরে যাই। যখন থেকে আমার জন্ম হয়েছে, তখন থেকে আমি সহজ রাজযোগ শেখানো শুরু করি তারপর যখন শিথিয়ে সম্পূর্ণ করি তখন পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায় আর আমি চলে যাই। ব্যস্, আমি এতটা সময়ের জন্যই আসি। শাস্ত্রে তো কোনও টাইম বলা নেই। শিববাবা কখন জন্ম নেন, কতদিন ভারতে থাকেন, এটা বাবা নিজে বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি আসিই সঙ্গমযুগে। সঙ্গমযুগের আদি, সঙ্গম যুগের অন্ত মানে আমার আসার আদি আর যাওয়ার অন্ত। বাদবাকি মধ্যক্ষণে আমি বসে রাজযোগ শেখাই। বাবা নিজেই বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি এনার বাণপ্রস্থ অবস্থাতে আসি - পরের দেশে আর পরের শরীরে, তাই আমি অতিথি হলাম তাই না। আমি হলাম এই রাবণের দুনিয়াতে অতিথি। এই সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক। বাবা আসেনই রাবণ রাজ্যের বিনাশ করে রামরাজ্য স্থাপন করতে। শাস্ত্রে কাল্পনিক গল্প কথা লিখে দিয়েছে। প্রতি বছর রাবণ দহন করতে থাকে। সমগ্র সৃষ্টি এইসময় যেন লক্ষা। কেবল শ্রীলক্ষা-কে লক্ষা বলা হয় না। এই সমগ্র সৃষ্টি হল রাবণের থাকার স্থান বা শোকবাটিকা। সবাই হল দুঃখী। বাবা বলেন যে আমি একে অশোক বাটিকা বা হেভেন বানাতে আসি। হেভেন এ সব ধর্ম তো থাকে না। সেখানে ছিল একটাই ধর্ম যা এখন নেই। এখন পুনরায় দেবতা বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি। সবাই তো শিখবে না। আমি ভারতেই আসি। ভারতেই স্বর্গ হয়। খ্রীষ্টানরাও হেভেনকে স্বীকার করে। তারা বলে যে, লেস্ট ফর হেভেনলি অ্যাবোড (“left for the heavenly abode”) গডফাদারের কাছে গেছে। এছাড়া হেভেন সম্বন্ধে

তারা কিছুই জানে না। হেভেন হলো আলাদা জিনিস। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি কবে আর কিভাবে আসি, এসে ত্রিকালদর্শী বানাই। ত্রিকালদর্শী আর কেউ হয় না। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে আমিই জানি। এখন কলিযুগের বিনাশ হবেই। তার পূর্বাভাসও এখন দেখা যাচ্ছে। সময় হল সেই সঙ্গমের সময়। অ্যাক্যুরেট টাইম কিছু বলতে পারবে না। তবে হ্যাঁ রাজধানী সম্পূর্ণ রূপে স্থাপন হয়ে যাবে, বাচ্চারা কর্মজীতি স্থিতি প্রাপ্ত করবে তখন জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। আমিও আমার পবিত্র করার পাট সম্পূর্ণ করেই যাবো। দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করা - এটা আমার পাট। ভারতবাসীরা এসব কিছুই জানে না। এখন শিবরাত্রি পালন করে তো অবশ্যই শিববাবা কোনও কার্য করে গেছেন। তারা আবার কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এ তো সাধারণ ভুল, দেখতে পাওয়া যায়। শিবপুরাণ ইত্যাদি কোনও শাস্ত্রেও এটা নেই যে শিববাবা এসে রাজযোগ শেখান। বাস্তবে প্রত্যেক ধর্মের একটা করে শাস্ত্র আছে। দেবতা ধর্মেরও একটা শাস্ত্র হওয়া

চাই। কিন্তু তার রচয়িতা কে হবে? এতেই বিভ্রমে পড়ে গেছে।

বাবা বোঝান যে, আমাকে অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করতে হয়। ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলা হয়। অনেকের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল, তার মধ্যে অনেকেই ভাগিনী হয়ে গেছে। রিপ্সেসও সাথে সাথে হতে থাকে। তাছাড়া দেখা গেছে যে নাম পরিবর্তন করে কোনো লাভ হয় না। তারা তো ভুলেই যায়। বাস্তবে তোমাদেরকে যোগ লাগাতে হবে বাবার সাথে। নাম শরীরের হয়ে থাকে। আত্মার তো কোনো নাম নেই। আত্মা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। প্রত্যেক জন্মে নাম রূপ দেশ কাল সব বদলে যায়। ড্রামাতে কারো একবার যে পার্ট মিলেছে, সেই রূপে দ্বিতীয় বার আর কখনোই পার্ট প্লে করতে পারবে না। সেই পার্ট আবার ৫ হাজার বছর পরে প্লে করবে। এইরকম নয় যে কৃষ্ণ সেই নাম রূপে আবারও আসতে পারে। না। এ তো তোমরা জানো যে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয়টা নেয় তো ফিচার ইত্যাদি আগের সাথে পরের কখনোই মিলবে না। ৫ তন্ত্রের অনুসারে ফিচার্স বদলে যেতে থাকে। কতো কতো ফিচার্স রয়েছে। কিন্তু সেসবই আগে থেকেই ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। নতুন কিছুই তৈরী হয় না। এখন শিবরাত্রি পালিত হয়। তাহলে নিশ্চয়ই শিব এসেছেন। তিনিই হলেন সমগ্র জগতের প্রীতম। লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাধা-কৃষ্ণ বা ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদিরা প্রীতম নন। গড ফাদারই হলেন প্রীতম। বাবা তো অবশ্যই অবিনাশী সম্পদ দেন, সেইজন্য বাবাকে এত ভালো লাগে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, কেননা আমার থেকে তোমরা অবিনাশী সম্পদ পেয়ে থাকো। বাচ্চারা জানে যে, এই পড়াশোনার আধারে আমরা গিয়ে সূর্যবংশী দেবতা বা চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় হবো। বাস্তবে সকল ভারতবাসীর ধর্ম একটাই হওয়া উচিত। কিন্তু দেবতা ধর্মের নাম বদলে দিয়ে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। কারণ সেই দৈবী গুণ নেই। এখন বাবা বসে (সেইসব দৈবী গুণ) ধারণ করান। বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরী হয়ে যাও। তোমরা পরমাত্মা নো। পরমাত্মা তো এক, শিব। তিনি সকলের প্রীতম একবারই সঙ্গমযুগে আসেন। এই সঙ্গমযুগ খুব ছোট। সকল ধর্মের বিনাশ হবে। ব্রাহ্মণ কুলও ফিরে যাবে, কারণ তাদেরকে আবার দৈবী কুলে ট্রান্সফার হতে হবে। বাস্তবে এ হলো পড়াশোনা। তুলনা করে দেখা যেতে পারে - ওটা হলো বিষয় বিকারের বিষ আর এ হলো অমৃত। এটা তো হলো মানবকে দেবতা বানানোর পাঠশালা। আত্মাতে যে খাদ পড়েছে, একেবারে ঝুটা বানিয়ে দিয়েছে। তাকে বাবা এসে হীরের মতো বানিয়ে দেন। শিব রাত্রি বলা হয়। রাত্রিতে শিব এসেছেন। কিন্তু কীভাবে এসেছেন, কার গর্ভে এসেছেন? অথবা কোন্ শরীরে প্রবেশ করেছেন? গর্ভে তো আসেন না। তাঁকে শরীরের লোন নিতে হয়। তিনি এসে নিশ্চয়ই নরককে স্বর্গ বানাবেন। কিন্তু কখন আর কীভাবে এসেছেন, একথা কারো জানা নেই। শাস্ত্র তো অনেক পড়ে কিন্তু মুক্তি-জীবনমুক্তি তো কেউ পায় না আরোই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সেটা তো সবাইকেই অবশ্যই হতে হবে। সকল মানুষকে স্টেজে অবশ্যই হাজির হতে হবে। বাবা আসেনই অন্তিমে। তাঁরই মহিমা সকলে গায় যে, তোমরাইমগতি মতই তুমিই জানো। তোমার মধ্যে কী জ্ঞান আছে কীভাবে তুমি সঙ্গতি করো, সে তো তুমিই জানো। সুতরাং তিনি তো অবশ্যই শ্রীমৎ প্রদান করতে আসবেন, তাই না! কিন্তু কীভাবে আসেন, কোন্ শরীরে আসেন, সে'কথা কেউ জানে না। তিনি স্বয়ং বলেন, আমাকে সাধারণ তনে আসতে হয়। আমাকে ব্রহ্মা নামও অবশ্যই রাখতে হবে। নাহলে ব্রাহ্মণ কী করে তৈরী হবে! ব্রহ্মা কোথা থেকে আসবে? উপর থেকে তো আসবে না! তিনি হলেন সূক্ষ্মলোকবাসী অব্যক্ত, সম্পূর্ণ ব্রহ্মা। এখানে তো অবশ্যই ব্যক্ততে এসে রচনা রচিত করতে হয়। আমরা আমাদের অনুভব থেকে বলতে পারি। এত সময়ের জন্য আসেন আর ফিরে যান। বাবা বলেন, আমিও ড্রামাতে বাঁধা রয়েছি আর আমার পার্টও কেবল একবারেরই। এই জগতে যদিও খুব উপদ্রব হতেই থাকে। সেই সময় মানুষ ভগবানকে কতো ডাকতে থাকে। কিন্তু আমাকে তো আমার সময়েই আসতে হবে আর আমি আসিও বাণপ্রস্থ অবস্থাতে। এই জ্ঞান তো অনেক সহজ। কিন্তু অবস্থা জমানোতে অনেক পরিশ্রম রয়েছে। সেইজন্য বলবো লক্ষ্য অনেক উঁচু। বাবা হলেন নলেজফুল, সেই কারণে তিনি অবশ্যই বাচ্চাদেরকে নলেজ দিয়েছেন, তবেই তো তাঁর উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় - তোমার গতি মতি তুমিই জানো।

বাবা বলেন আমার কাছে যে সুখ শান্তির ঐশ্বর্য আছে, তা আমি বাচ্চাদেরকে দিয়ে থাকি। এই যে মাতাদের উপরে অত্যাচার ইত্যাদি হয়ে থাকে, এও ড্রামাতে রয়েছে, তবেই তো পাপের ঘড়া ভরবে। কল্প কল্প ধরে এই রকমই রিপিট হয়ে থাকে। এই সব কথাও তোমরা এখন জানো, তারপর ভুলে যাবে। এই জ্ঞান সত্যযুগে থাকে না। যদি থাকতো তবে পরম্পরা অনুসারে চলতো। সেখানে তো প্রালব্ধ রয়েছে যা এখনকার পুরুষার্থের দ্বারা পেয়ে থাকে। এখানকার পুরুষার্থ করা আত্মারা ওখানে থাকে, অন্য কোনো আত্মারা সেখানে থাকে না, যাদের জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। এটাও জানা আছে যে, অতি বিরলই কেউ কেউ এই মার্গে আসে। অনেকেই খুব ভালো খুব ভালো বলে। মনে করো বিদেশে কোনো বিখ্যাত মানুষ এই পথে এলেন, বুঝতেও পারে। কিন্তু তারা যদি ভাঙিতে থাকে তাহলেও কি বুঝবে? বলবে কথা গুলো তো সবই ঠিকই, কিন্তু পবিত্র থাকা সম্ভব নয়। আরে এত এত (ভাইবোন) জন তো পবিত্র থাকে। বিবাহ করে একসাথে থেকেও পবিত্র থাকলে তো তাদের প্রাপ্তিও অনেক বেশী হবে। এটাও হল রেস। জাগতিক রেস-এ প্রথম নম্বর হলে ৪-৫ লাখ পাওয়া

যায়। এখানে তো ২১ জন্মের জন্য পুরো রাজত্বই প্রাপ্ত হয়। এটা কি কম কথা! এই মুরলী তো সব বাচ্চাদের কাছে যাবে। টেপ রেকর্ডারেও শুনবে। তারা বলবে - শিববাবা ব্রহ্মা শরীরের দ্বারা মুরলী শোনাচ্ছেন অথবা ব্রহ্মাকুমারীরা শোনাতে তো বলবে শিববাবার মুরলী শোনাচ্ছে তো বুদ্ধি একদম সেখানে যাওয়া চাই। সেই সুখ অন্তরে অনুভব করতে হবে। অতিপ্রিয় বাবা আমাদেরকে সদা সুখী মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন, তাই তাকে অনেক বেশী স্মরণ করতে হবে। কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না। ত্যাগও সম্পূর্ণ করতে হবে। এই সবকিছু বাবার, এই অবস্থা ফাস্ট ক্লাস রাখতে হবে। অনেক বাচ্চাই আছে যারা শ্রীমত নিতে থাকে। শ্রীমতে অবশ্যই কল্যাণই হবে। এই মতও হলো অনেক উচ্চ (শ্রেষ্ঠ)। যাত্রাও অনেক দীর্ঘ তারপর তোমরা আর এই মৃত্যুলোকে আসবে না। সত্যযুগ হলই অমরলোক।

সেইদিন বাবা খুব ভালো ভাবে বুঝিয়েছিলেন যে সেখানে তোমরা মরবে না। খুশী-খুশীতে এক শরীর ত্যাগ করে নতুন ধারণ করবে। সাপের উদাহরণ রয়েছে তোমাদের জন্য। ভ্রমরীর উদাহরণও রয়েছে। কচ্ছপের উদাহরণও তোমাদের জন্য। সল্ল্যাসীরা তো কপি করেছে। ভ্রমরীর উদাহরণটা খুব ভালো। বিষ্ঠার কিটগুলিকে জ্ঞানের ভোঁ-ভোঁ করে পরিস্থানের পরি বানিয়ে দাও তোমরা। এখন খুব ভালো করে পুরুষার্থ করতে হবে। উঁচুপদ বা ভালো নম্বর নিতে হবে তাই পরিশ্রমও করতে হবে। কাজকারবার যা করবার করো, সেই সময়ের জন্য ছাড় রয়েছে। তারপরও সময় অনেক পাওয়া যায়। নিজের যোগের চার্ট দেখতে হবে, কেননা মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

বাবা বাচ্চাদেরকে বারংবার বোঝাচ্ছেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা, ভুল করেও এইরকম অতি মিষ্টি অতিপ্রিয় বাবাকে বা সাজনকে ডিভোর্স দেবে না, এতটা মহামুখ কেউ হবে না। কিন্তু মায়া বানিয়ে দেয়। এখন তোমরা পরবর্তী কালে এটাও দেখতে পাবে যে, যারা সমর্পিত হয়ে খুব ভালো সেবা করতো তাদেরকেও মায়া কিরকম সব অবস্থা করে দেয়। কেননা শ্রীমতকে ছেড়ে দেয়। এইজন্য বাবা বলছেন এইরকম বড়-র থেকেও বড় মহামুখ হয়ো না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার দ্বারা যে সুখ শান্তির খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে সেইসব সকলকে দান করতে হবে। জ্ঞানের দ্বারা নিজের স্থিতিকে একরস রাখার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

২) দৈবীগুণ ধারণ করার জন্য দেহের বোধকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরী হয়ে এক প্রীতমকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- বিশেষত্বের বীজের দ্বারা সন্তুষ্টতারূপী ফল প্রাপ্তকারী বিশেষ আত্মা ভব এই বিশেষ যুগে বিশেষত্বের বীজের সবথেকে শ্রেষ্ঠ ফল হল “সন্তুষ্টতা”। সন্তুষ্ট থাকা আর সবাইকে সন্তুষ্ট করা - এটাই হল বিশেষ আত্মার লক্ষণ। এইজন্য বিশেষত্বের বীজ বা বরদানকে সর্ব শক্তির জল সিঞ্চন করো, তবে বীজ ফলদায়ক হয়ে উঠবে। নাহলে তো বিস্তার হওয়া বৃক্ষও সময় সময়ে আগত তুফানে নত হতে হতে ভেঙে পড়ে। অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা খুশী বা আত্মিক নেশা আর থাকবে না। তাই বিধিপূর্বক শক্তিশালী বীজকে ফলদায়ক বানাও।

স্নোগান:- অনুভূতির প্রসাদ বিতরণ করে অসমর্থকে সমর্থ বানিয়ে দেওয়া - এটাই হল সবথেকে বড় পূণ্য কর্ম।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে স্মরণ করার খুশীতে মেহনত করো, কেননা তোমাদেরকে সত্যিকারের সোনা হতে হবে”

*প্রশ্নঃ - ভালো পুরুষার্থীদের লক্ষণ কেমন হবে?

*উত্তরঃ - যারা ভালো পুরুষার্থী হবে, তারা প্রতিটি কদম শ্রীমং অনুসারে চলবে। সর্বদা শ্রীমং অনুসারে যারা চলে তারাই উঁচু পদ পেয়ে থাকে। বাবা বাচ্চাদেরকে শ্রীমং অনুসারে চলতে কেন বলেন? কারণ তিনিই হলেন একমাত্র সত্যিকারের প্রিয়তম। বাকি সকলে হলো তাঁর প্রিয়তমা।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি'র অর্থ তো নতুন এবং পুরানো দুনিয়ার বাচ্চারা বুঝেছে। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে আমরা সব আত্মারা হলাম পরমাত্মার সন্তান । পরমাত্মা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ আর অত্যন্ত প্রিয় থেকেও প্রিয় সকলের প্রিয়তম । বাচ্চাদেরকে জ্ঞান আর ভক্তির রহস্য তো বোঝানো হয়েছে। জ্ঞান মানে হলো দিন, সত্যযুগ-এতা, ভক্তি মানে রাত, দ্বাপর আর কলিযুগ। ভারতেরই কথা। অন্য ধর্ম গুলির সাথে তোমাদের বেশী কানেকশন নেই, ৮৪ জন্ম তোমরাই ভোগ করো। সবার প্রথমে তোমরা ভারতবাসীরাই এসেছো। ৮৪ জন্মের চক্র হলো তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের জন্য। এই রকম কেউ বলবে না যে - ইসলামী, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা ৮৪ জন্ম নেয়, ভারতবাসীই নেয়। ভারতই হলো অবিনাশী খন্ড, এর কখনো বিনাশ হবে না, অন্য সব খন্ড গুলির বিনাশ হয়ে যায় । ভারতই হলো সবথেকে উচ্চ থেকেও উচ্চ । ভারত খন্ডই স্বর্গ হয়ে ওঠে আর অন্য কোনো খন্ড হয় না। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে - নতুন দুনিয়া সত্যযুগে ভারতই থাকবে। ভারতকে স্বর্গ বলা হয়। ভারতবাসীই আবার ৮৪ জন্ম নেয়। অবশেষে নরকবাসী হয়ে যায়। তারপর ভারতবাসীই আবার স্বর্গবাসী হবে। এই সময় সবাই হলো নরকবাসী। এরপর আর অন্য সব খন্ডের বিনাশ হয়ে যাবে, বাকি ভারতই থাকবে। ভারত খণ্ডের মহিমা হলো অপরমঅপার। এমনিতে পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা আর গীতার মহিমা হলো অপরমঅপার, কিন্তু অবশ্যই সত্যিকারের গীতার। এখন বাবা তোমাদেরকে রাজযোগ শেখান। এটা হলো গীতার পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। ভারতই এরপর পুরুষোত্তম হবে। এখন সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই। সেই রাজ্যও নেই। তাই সেই যুগও নেই। বাবা-ই বুঝিয়েছেন যে - এই ভুলও ড্রামাতেই রয়েছে। গীতাতে তারা শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। যখন ভক্তি মার্গ শুরু হবে তখন সবার প্রথমে গীতাই থাকবে। এখন এই গীতা ইত্যাদি সব শাস্ত্র বিনষ্ট হয়ে যায় । বাকি কেবল দেবী-দেবতা ধর্মই থাকবে। তবে এমন নয় যে তার সাথে গীতা ভাগবত ইত্যাদিও থাকবে। না। প্রালঙ্ পায় হয়ে গেলো, সন্নতি হয়ে গেলো, তাহলে তখন শাস্ত্র ইত্যাদির তো আর দরকার নেই। সত্যযুগে কোনো গুরুও থাকবে না, কোনো শাস্ত্রও থাকবে না। এই সময় তো অনেক গুরু রয়েছে ভক্তি শেখানোর জন্য। সন্নতি প্রদানকারী হলেন একমাত্র রুহানী বাবা, যার মহিমা হলো অপরমঅপার। ওঁনাকেই অলমাইটি অথরিটি বলা হয় । ভারতবাসী সবচেয়ে বেশি ভুল যেটা করে, তা হলো বলে থাকে যে তিনি হলেন অন্তর্যামী। সকলের মনের কথা জানতে পারেন। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি কারো মনের কথা জানি না। আমার কাজ হলো পতিতদেরকে পবিত্র বানানো। এছাড়া আমি অন্তর্যামী নই। 'সব হলো ভক্তি মার্গের উল্টো মহিমা। আমাকে আহ্বানই করে পতিত দুনিয়াতে। আর আমি একবারই আসি, যখন পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাতে হবে। মানুষের এটা জানা নেই যে, এই যে পুরানো দুনিয়া, সেটা নতুন থেকে পুরানো কখন হয়ে যায় পুরানো থেকে নতুন কখন তৈরী হয়। প্রতিটি জিনিস সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে অবশ্যই আসবে। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। বালক প্রথমে সতোপ্রধান, তারপর যুবা, বৃদ্ধ হয় অর্থাৎ রজঃ, তমঃ-তে আসে। শরীর বৃদ্ধ হলে তারপর শরীর ত্যাগ করে ছোট বাচ্চা হয়ে জন্মায়। দুনিয়াও নতুন থেকে পুরানো হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, নতুন দুনিয়াতে ভারত কত সুমহান (উচ্চ) ছিল। ভারতের মহিমা হলো অপরমঅপার। এত ধনবান, সুখী, পবিত্র আর কোনো খন্ড নেই। এখন সতোপ্রধান দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। ত্রিমূর্তিতেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে দেখানো হয়েছে। তার অর্থ কেউই বোঝে না। বাস্তবে বলা উচিত ত্রিমূর্তি শিব, ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা নয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে ক্রিয়েট কে করেছে... উচ্চ থেকেও উচ্চ শিব বাবা। বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ, শংকর দেবতায় নমঃ, শিব পরমাত্মায় নমঃ। তবে তো তিনি উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন। তিনি হলেন রচয়িতা। মানুষ গেয়েও থাকে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের স্থাপনা করেন, তারপর পরমাত্মা বাবার দ্বারা অবিনাশী ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । তারপর তিনি নিজে বসে ব্রাহ্মণদেরকে পড়ান, কেননা তিনি বাবাও, সুপ্রিম টিচারও। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি কীভাবে আবর্তিত হয় সে'সব বসে তিনি বোঝান। তিনিই হলেন নলেজফুল। এছাড়া এমন নয় যে, তিনি জানিজননহার। সেটাও হলো ভুল। ভক্তি মার্গে কেউই তাঁর বায়োগ্রাফি, তাঁর অক্যুপেশনকে জানে না। তাহলে তো সেটা যেন পুতুল খেলাই হয়ে যায়। কলকাতায় কতো কতো পুতুল পূজা হয়ে থাকে।

তারপর সে' গুলোর পূজা করে খাইয়ে-দাইয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। শিব বাবা হলেন মোস্ট বিলাভেড। বাবা বলেন আমার মাটির লিঙ্গ বানিয়ে পূজা ইত্যাদি করে তারপর ভেঙেচুরে দেয়। সকালে বানায় আর রাতে ভেঙে ফেলে। এ'সব হলো ভক্তি মার্গ, অন্ধ শ্রদ্ধার পূজা। মানুষ গেয়েও থাকে, তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী। বাবা বলেন, আমি হলাম সর্বদা পূজ্য। আমি এসে কেবল পতিতদেরকে পবিত্র বানাই। ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য প্রদান করি। ভক্তি মার্গে হলো অল্প কালের সুখ, যাকে সন্ন্যাসীরা কাক বিষ্ঠা সমান সুখ বলে থাকে। সন্ন্যাসীরা ঘর পরিবারকে ত্যাগ করে দেয়। সেটা হলো সীমিত গভীর সন্ন্যাস। হঠযোগী তারা। ভগবানকে তো তারা জানেই না। তারা ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ব্রহ্ম তো ভগবান নয়। ভগবান হলেন এক, যিনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা। ব্রহ্ম হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের থাকার স্থান। সেটা হলো ব্রহ্মান্ড, সুইট হোম। সেখান থেকে আমরা আত্মারা এখানে পার্ট প্লে করতে আসি। আত্মা বলে আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। ৮৪ জন্মও ভারতবাসীদেরই। যারা অনেক ভক্তি করেছে, তারাই আবার জ্ঞানও বেশী গ্রহণ করবে। বাবা বলেন বাচ্চারা, গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলো। তোমরা সব আত্মারা হলে প্রিয়তমা, এক পরমাত্মা প্রিয়তমের। দ্বাপর থেকে শুরু করে তোমরা আমাকে স্মরণ করে আসছো। দুঃখের সময় আত্মা বাবাকে স্মরণ করে। এটা হলোই দুঃখধাম। আত্মারা আসলে হলো প্রকৃত শান্তিধামের নিবাসী। পরে আসে সুখধামে। তারপর আমরা ৮৪ জন্ম নিই। "আমরাই সে, তারাই আমরা", এর অর্থও তোমাদেরকে বুঝিয়েছি। তারা বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা পরমাত্মাই আত্মা। এখন বাবা বোঝান যে, আত্মাই পরমাত্মা কীকরে হতে পারে? পরমাত্মা তো হলেন এক। ওঁনার সন্তান হলো সকলে। সাধু সন্ত ইত্যাদিরা 'হম সো' (আমরাই সেই) এর রং অর্থ বলে দেয়। এখন বাবা এর অর্থ বুঝিয়েছেন যে, 'হম সো' এর অর্থই হলো - আমরা আত্মারা সত্যযুগে সেই দেবী দেবতা ছিলাম, আবার(হম সো) আমরাই সেই ক্ষত্রিয়, আমরাই সেই বৈশ্য, আমরাই সেই শূদ্র হই। এখন আবার আমরাই সেই ব্রাহ্মণ হয়েছি, আমরাই সেই দেবতা হওয়ার জন্য। এটাই হলো যথার্থ অর্থ। ওই অর্থ হলো সম্পূর্ণ রং

। বাবা বলেন মানুষ রাবণের মতে চলে কতো মিথ্যুক হয়ে গেছে। সেইজন্য বলা হয়ে থাকে - "মিথ্যা মায়া মিথ্যা এ কায়া..." সত্যযুগে এই রকম বলবে না। সেটা হলো সত্য খন্ড। সেখানে মিথ্যার নামটুকুও থাকে না। এখানে আবার সত্যের নামটুকুও নেই। ওই আটাতে যতটুকু নুন দেওয়া হয় ততটুকুই। সত্যযুগে হলো দেবী গুণ সম্পন্ন মানব। তাদের হলো দেবতা ধর্ম। পরে আরও অনেক অনেক ধর্মের উৎপত্তি হয়। তাহলে দ্বৈত হলে গেল না? দ্বাপর থেকে আসুরিক রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায়। সত্যযুগে তো রাবণ রাজ্যই নেই, তাই বিকারও থাকতে পারে না। তারা হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী। রাম সীতাকে ১৪ কলা সম্পন্ন বলা যায়। রামের হাতে বাণ কেন দেওয়া হয়েছে? এটাও কেউ জানে না। হিংসার তো কোনো ব্যাপারই নেই। তোমরা হলে গডলী স্টুডেন্ট, তাহলে তিনি ফাদারও হলেন। স্টুডেন্ট থাকলে তিনি তাহলে টিচার। তারপর তিনি বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ তোমাদেরকে সঙ্গতি প্রদান করে স্বর্গে নিয়ে যান, তাহলে তিনি সন্স্কর। বাবা, টিচার, গুরু তিন প্রকারই হয়ে গেলেন। তোমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছে, তাহলে তোমাদের কতখানি খুশী হওয়া উচিত। বাচ্চারা তোমরা জানো যে এখন হলো রাবণ রাজ্য। রাবণ ভারতের সবথেকে বড় শত্রু। এই নলেজও বাচ্চারা তোমাদেরকে নলেজফুল বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। সেই বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। জ্ঞান সাগরের কাছ থেকে তোমরা বাদল ভরে নিয়ে গিয়ে বর্ষা করে থাকো। জ্ঞান গঙ্গা হলে তোমরা, তোমাদেরই মহিমা রয়েছে। বাকি জলের গঙ্গাতে স্নান করার ফলে পবিত্র তো কেউই হতে পারে না। নোংরা অপরিষ্কৃত জলে স্নান করেও মনে করে আমরা পবিত্র হয়ে যাবো। ঋণার জলকেও তারা অনেক মহত্ব দিয়ে থাকে। এই সবই হলো ভক্তি মার্গ। সত্যযুগ ত্রেতাতে ভক্তি হয় না। সে'সব হলো নির্বিকারী দুনিয়া।

বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে এখন পবিত্র বানাতে এসেছি। এই এক জন্ম আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও, তবে তোমরা সতোগ্রহণ হয়ে যাবে। আমিই হলাম পতিত-পাবন। যত বেশি সম্ভব স্মরণের যাত্রাকে বাড়াতে থাকো। মুখে শিব বাবা শিব বাবা বলার প্রয়োজন নেই। প্রিয়তমা যেমন প্রীতমকে স্মরণ করে, একবার দেখলো, বুদ্ধিতে তার কথাই স্মরণ থাকবে। ভক্তিতে যে যাকে স্মরণ করে, যার পূজা করে তার সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। কিন্তু সে'সব হলো অল্প কালের জন্য। ভক্তির থেকে নীচেই নেমে এসেছে। এখন তো মৃত্যু সামনে উপস্থিত। হায়-হায় এর পরেই জয়জয়কার হবে। ভারতেই রক্তের নদী বইবে। এখন সবাই ভোগপ্রধান হয়ে গেছে, এরপর সবাইকে সতোগ্রহণ হতে হবে। কিন্তু হবে তারাই যারা কল্প পূর্বে দেবতা হয়েছিল। তারাই এসে বাবার থেকে সম্পদের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবে। ভক্তি যদি কম করে থাকে, তবে জ্ঞানও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারবে না। তারপর প্রজাতে নম্বর ক্রমানুসারে পদ পাবে। ভালো পুরুষার্থী প্রতিটি কদম শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো পদ পাবে। ম্যানার্সও ভালো হওয়া চাই। দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। সেটাই তারপর ২১ জন্ম চলবে। এখন হলো সকলের আসুরিক গুণ, কারণ এটা তো হলো পুরানো দুনিয়া। বাচ্চারা তোমাদেরকে

ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিও বোঝানো হয়েছে। এই সময় বাবা বলেন বাচ্চারা স্মরণের অনেক পরিশ্রম যদি করো, তবে তোমরা সত্যিকারের সোনা হয়ে যাবে। সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ, সত্যিকারের সোনা। তারপর ত্রেতাতে রূপোর এলয় (খাদ) পড়ে, ফলে কলা কম হয়ে যাবে। এখন তো কোনো কলাই নেই। যখন এই রকম অবস্থা হয়ে যায়, তখন বাবা আসেন। এও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। তোমরা তো হলে অ্যাক্টরস। তোমরা জানো যে, আমরা এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছি। পার্টধারী যদি ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তে না জানে, তবে তাকে নির্বুদ্ধিতা বলা হবে। অসীম জগতের বাবা বলেন, সকলে কতখানি নির্বোধ হয়ে গেছে। এখন তো তোমাদেরকে সুবুদ্ধিসম্পন্ন হীরের মতো হতে হবে। তারপর রাবণ এসে কড়ি তুল্য বানিয়ে দেবে। এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে। সবাইকে মশার ঝাঁকের মতো নিয়ে যাই। তোমাদের এইম অক্জেক্ট সামনে রয়েছে। এই রকম হলে তখন তোমরা স্বর্গবাসী হবে। তোমরা বি. কে. রা এই পুরুষার্থ করছে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তোমাপ্রধান হওয়ার কারণে এও বোঝে না যে এত সব বি. কে. যখন রয়েছে, তবে তো নিশ্চয়ই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও থাকবেন। ব্রাহ্মণ হলো শীর্ষ (শিখা)। ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা। চিত্রতে ব্রাহ্মণকে, শিবকে সরিয়ে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ এখন ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে তুলছে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান সাগরের থেকে বাদল ভরে জ্ঞান বর্ষা করতে হবে। যতবেশী সম্ভব স্মরণের যাত্রাকে বাড়াতে হবে। স্মরণের দ্বারাই সত্যিকারের সোনা হতে হবে।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো ম্যানার্স আর দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সত্যথন্ডে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত সৎ হতে হবে।

বরদানঃ:- বিশেষত্বকে দেখার চশমা প'রে সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসা বিশ্ব পরিবর্তক ভব
একে অপরের সাথে সম্বন্ধ সম্পর্কে আসার সময় পরস্পরের বিশেষত্বকে দেখো। বিশেষত্ব দেখারই দৃষ্টি ধারণ করো। আজকাল যেমন চশমা পরার ফ্যাশনও যেমন আবার প্রয়োজনও, তেমনি বিশেষত্বকে দেখার চশমা প'রো। অন্য কিছু আর চোখে পড়বে না। যেমন লাল চশমা পরলে সবুজও লালই দেখায়, তো বিশেষত্বের চশমার দ্বারা আবর্জনাকে না দেখে কমলকে দেখলে বিশ্ব পরিবর্তনের বিশেষ কার্যের নিমিত্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- পরচিন্তন আর প্রদর্শন এর ধূলোর থেকে সর্বদা দূরে থাকো, তবে দাগহীন অমূল্য হীরা হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - অমৃত বেলায় শান্ত, শুদ্ধ বায়ুমন্ডলে তোমরা দেহ সহ সব কিছু ভুলে আমাদের স্মরণ করো, সেই সময় খুব ভালো স্মরণ থাকে”

*প্রশ্নঃ - বাবার শক্তি প্রাপ্ত করার জন্য বাচ্চারা তোমরা কি এমন ভালো কর্ম করে থাকো?

*উত্তরঃ - সবথেকে ভালো কর্ম হলো বাবার কাছে নিজের সবকিছু (তন-মন-ধন) অর্পণ করা। যখন তোমরা সবকিছু অর্পিত করে দেবে তখন বাবা তোমাদেরকে রিটার্নে এতো শক্তি দেবেন, যার দ্বারা তোমরা সমগ্র বিশ্বের উপর সুখ-শান্তির অটল অখন্ড রাজত্ব করতে পারবে।

*প্রশ্নঃ - বাবা কীরকম সেবা বাচ্চাদেরকে শিখিয়েছেন যা কিনা কোনো মানুষ শেখাতে পারবে না?

*উত্তরঃ - আত্মিক সেবা। তোমরা আত্মাদেরকে বিকারের অসুখ থেকে মুক্ত করার জন্য জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগিয়ে থাকো। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সমাজসেবী। সাধারণ মানুষ শরীরের সেবা করে কিন্তু জ্ঞান ইঞ্জেকশন দিয়ে আত্মার জ্যোতি সदा প্রজ্বল্যমান বানাতে পারে না। এই সেবা বাবা-ই বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছেন।

ওম্ শান্তি । এটা তো বোঝানো হয়েছে যে মানুষকে কখনও ভাগবান বলা যাবে না। এটা হল মনুষ্য সৃষ্টি আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর থাকেন সূক্ষ্ম লোকে। শিববাবা হলেন আত্মাদের অবিনাশী বাবা। বিনাশী শরীরের বাবা তো বিনাশী হয়। এটা তো সবাই জানে। জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমাদের এই বিনাশী শরীরের বাবা কে? আত্মাদের বাবা কে? আত্মা জানে যে - তিনি পরমধামে থাকেন। বাচ্চারা, তোমাদের দেহ-অভিমানী কে বানিয়েছেন? যিনি দেহ রচনা করেছেন, তিনি। এখন দেহী-অভিমানী কে বানাচ্ছেন? যিনি হলেন আত্মাদের অবিনাশী বাবা। অবিনাশী মানে যাঁর কোনো আদি-মধ্য-অন্ত নেই। যদি আত্মার আর পরমাত্মার আদি-মধ্য-অন্ত বলে থাকে তাহলে রচনার বিষয়ে সংশয় উঠবে। তাকে বলা যায় অবিনাশী আত্মা, অবিনাশী পরমাত্মা। আত্মার নাম হল আত্মা। অবশ্যই আত্মা নিজেকে জানে যে আমি হলাম আত্মা। আমি আত্মা, আমাকে দুঃখী কোরো না। আমি হলাম পাপাত্মা - এটা আত্মাই বলে। স্বর্গে এই শব্দটি আত্মা কখনোই বলবে না। এইসময়েই আত্মা পতিত হয়ে যায়, সেই আত্মাই আবার পাবন হয়। পতিত আত্মারাই পবিত্র আত্মার মহিমা করে। যে সমস্ত মনুষ্যাত্মারা আছে তাদেরকে পূর্ণজন্ম তো অবশ্যই নিতে হবে। এইসব হল নতুন কথা। বাবা আদেশ করছেন - উঠতে-বসতে আমাকে স্মরণ করো। পূর্বে তোমরা পূজারী ছিলে। শিবায় নমঃ বলতে। এখন বাবা বলছেন তোমরা পূজারীরা নমস্কার তো অনেকবার করেছো। এখন তোমাদেরকে মালিক পূজ্য বানাচ্ছি। যে পূজ্য হয়, সে কখনো নমস্কার করে না। পূজারী নমঃ অথবা নমস্কার বলে। নমস্কারের অর্থই হল নমন করা। কাঁধ অবশ্যই একটু ঝোঁকাবে। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে নমস্কার করার দরকার নেই। না লক্ষ্মী-নারায়ণ নমঃ, না বিষ্ণু দেবতাকে নমঃ, না শংকর দেবতাকে নমঃ। এই শব্দটি হল পূজারীভাবের। এখন তো তোমাদেরকে সমগ্র সৃষ্টির মালিক হতে হবে। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বলেও থাকে যে তিনি হলেন সর্ব সমর্থ। কালেরও কাল, অকাল মূর্তি। সৃষ্টির রচয়িতা। জ্যোতির্বিবিন্দু স্বরূপ। পূর্বে তাঁর খুব মহিমা করতে, তারপর বলে দিতে সর্বব্যাপী, কুকুর বিড়াল সবার মধ্যে আছেন, তখন সকল মহিমা সমাপ্ত হয়ে যায়। এই সময় সব মানুষই হল পাপাত্মা তাহলে জন্তু-জানোয়ারের আবার কি মহিমা হবে। সব কথা মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। আত্মা বলে যে - আমি হলাম আত্মা, এটা হল আমার শরীর। যেরকম আত্মা হল বিন্দু স্বরূপ সেইরকমই পরমাত্মাও হলেন বিন্দু স্বরূপ। তিনিও বলেন যে - আমি পতিতদেরকে পাবন বানতে সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। এখানে এসে বাচ্চাদেরকে ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়ে সেবা করি। আমি হলাম আধ্যাত্মিক সমাজসেবী। বাচ্চারা তোমাদেরকেও আধ্যাত্মিক সেবা করতে শেখাই। অন্যেরা সবাই তো জাগতিক শরীরের সেবা করতে শেখায়। তোমাদের হল আত্মিক সেবা, তখন বলা হবে জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দিয়েছেন... সত্যিকারের সঙ্গুরু তিনি একজনই। তিনিই হলেন অথরিটি। তিনি এসে সকল আত্মাদেরকে ইনজেকশন দিয়ে থাকেন। আত্মার মধ্যেই বিকারের অসুখ আছে। এই জ্ঞানের ইঞ্জেকশন আর কারোর কাছে নেই। আত্মা পতিত হয় নাকি শরীর, যাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে? পাঁচ বিকারের কঠিন অসুখ হয়েছে। এর জন্য ইঞ্জেকশন জ্ঞান সাগর বাবা ছাড়া আর কারো কাছে নেই। বাবা এসে আত্মাদের সাথে কথা বলছেন যে হে আত্মারা, তোমাদের জ্যোতি সदा প্রজ্বল্যমান ছিল, তারপর মায়া এসে আর উপরে ছায়া ফেলে দেয়। ছায়া ফেলে দিতে দিতে তোমাদেরকে ধোঁয়াশাময় বুদ্ধির বনিয়ে দেয়। এছাড়া কোনও যুধিষ্ঠির বা ধৃতরাষ্ট্রের কথা নেই। এসব হল রাবণের বিষয়।

বাবা বলছেন - আমি আসি সাধারণ রীতিতে। আমাকে কোনও বিরল বা ব্যতিক্রমী আত্মাই জানতে পারবে। শিব জয়ন্তী

হল আলাদা, কৃষ্ণ জয়ন্তী হল আলাদা। পরমপিতা পরমাত্মা শিবকে শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক করতে পারবে না। তিনি হলেন নিরাকার, আর ইনি হলেন সাকার। বাবা বলছেন - আমি হলাম নিরাকার, আমার মহিমাও গাইতে থাকে - হে পতিত-পাবন এসে এই ভারতকে পুনরায় সত্যযুগী দৈবী রাজস্থান বানাও। কোনও এক সময় দৈবী রাজস্থান ছিল। এখন নেই। পুনরায় কে স্থাপন করবে? পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। এখন হল পতিত প্রজার উপর প্রজার রাজ্য, এর নামই হল কবরস্থান। মায়া একদম শেষ করে দিয়েছে। এখন তোমাদেরকে দেহের সাথে দেহের সকল সম্বন্ধকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করতে করতেও করো। যখনই সময় পাবে আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো। এই একটাই যুক্তি তোমাদেরকে বলে থাকি। সবথেকে বেশী তোমরা অমৃতবেলায় আমাকে স্মরণ করতে পারবে কেননা সেই সময় বাতাবরণ শান্ত ও শুদ্ধ থাকে। ওই সময় না চোর চুরি করে আর না কোনও পাপ কর্ম হয়, না কেউ বিকারে যায়। শোয়ার সময় সবাই শুরু করে। সেই সময়টাকে বলা হয় ঘোর তমোপ্রধান রাত। এখন বাবা বলছেন - বাচ্চারা পাস্ট ইজ পাস্ট। ভক্তিমার্গের খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে এটা হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। এই প্রশ্ন উঠতেই পারেনা যে সৃষ্টির বৃদ্ধি কিভাবে হবে। বৃদ্ধি তো হতেই থাকবে। যে আত্মারা উপরে আছে, তাদেরকে নীচে আসতেই হবে। যখন সবাই এসে যাবে তখন বিনাশ শুরু হবে। তারপর নশ্বরের ক্রমানুসারে সবাইকে যেতেই হবে। গাইড সবার সামনে থাকে তাই না।

বাবাকে বলা হয় মুক্তিদাতা, পতিত-পাবন। পবন দুনিয়া হলই স্বর্গ। বাবা ছাড়া স্বর্গ কেউ রচনা করতে পারবে না। এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে ভারতকে তন-মন-ধন দিয়ে সেবা করছো। গান্ধীজিও চাইতেন, কিন্তু করতে পারেন নি। ডামার ভবিতব্য এরকমই ছিল। যেটা পাস্ট হয়ে গেছে। পতিত রাজাদের রাজ্য শেষ হওয়ারই ছিল তাই তাদের নাম চিহ্ন সব সমাপ্ত হয়ে গেল। তাদের সম্পত্তিরও নামটুকু নেই। তারাও জানতো যে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন। কিন্তু এটা কেউ জানেনা যে তাদেরকে এইরকম কে বানিয়েছেন? অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে, বাবা ছাড়া অন্যকেউ এত শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার দিতে পারবে না। এসব কথা কোনও শাস্ত্রে নেই। গীতাতে আছে কিন্তু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। পান্ডব আর কৌরব দুজনেরই রাজস্ব দেখিয়েছে। কিন্তু এখানে দুজনের রাজস্ব নেই। এখন বাবা পুনরায় স্থাপন করছেন। বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্বগামী হওয়া চাই। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। আমরা সুইট হোমের অধিবাসী। তারা তো বলে দেয় যে অমুক ব্যক্তি ওপারে নির্বাণে গেছে বা জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে অথবা মোক্ষ লাভ করছে। ভারতবাসীদের স্বর্গ অতিমিষ্টি লাগে, তাই তারা বলে অমুক স্বর্গলোক গমন করেছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে মোক্ষ তো কেউ পেতে পারেনা। সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন এক বাবা-ই। তিনি অবশ্যই সবাইকে সুখই দেবেন। এক নির্বাণধামে বসে আছেন, আর এক দুঃখ ভোগ করবে, এটা বাবা সহন করতে পারেন না। বাবা হলেন পতিত-পাবন। এক হল মুক্তিধাম পাবন, অন্যটি হল জীবন মুক্তিধাম পাবন। পুনরায় দ্বাপরের পর থেকে সবাই পতিত হয়ে যায়। পাঁচ তন্ত্র ইত্যাদি সব তমোপ্রধান হয়ে যায় পুনরায় বাবা এসে পাবন করেন তারপর সেখানকার পবিত্র তন্ত্রের দ্বারা তোমাদের শরীর গৌর অর্থাৎ সুন্দর হয়ে যাবে। সেখানে প্রাকৃতিক বিউটি (সৌন্দর্য) থাকে। সেই সৌন্দর্য সকলকে আকর্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সবাই কিভাবে আকৃষ্ট হয়। নামই তাহলে হবে না কেন। পরমাত্মার অনেক মহিমা করতে থাকে, অকালমূর্তি... তাঁকেই আবার নুড়ি কাঁকড়ের মধ্যে রয়েছে বলে দিয়েছে। বাবাকে কেউই জানেনা, যখন বাবা আসেন তখন এসে বোঝান। লৌকিক বাবাও যখন বাচ্চা রচনা করেন তখন বাবার বায়োগ্রাফি ছেলে জানতে পারে। বাবা না বললে বাচ্চারা বাবার বায়োগ্রাফি কিভাবে জানতে পারবে? এখন বাবা বলছেন যে লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করতে হলে তো পরিশ্রম করতেই হবে। আমাদের লক্ষ অনেক শ্রেষ্ঠ, আমদানীও অনেক হবে। সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। পবিত্র রাজস্থান ছিল সেটাই এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। সবাই বিকারী হয়ে গেছে। এটা হলই আসুরিক দুনিয়া। অনেক করাপশান লেগেই আছে। রাজস্ব করার জন্য তো শক্তি চাই। ঈশ্বরীয় শক্তি তো তাদের কাছে নেই। প্রজার উপর প্রজার রাজ্য চলছেন, যে দান-পুণ্য ভালো কর্ম করে তাদেরই রাজপরিবারে জন্ম হয়। সেই কর্মের মধ্যে শক্তি থাকে। এখন তোমরা তো অনেক শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো। তোমরা নিজেদের সবকিছু (তন-মন-ধন) শিববাবাকে অর্পণ করে দাও, তাই শিববাবাকেও বাচ্চাদের সামনে সবকিছু অর্পণ করতে হয়। তোমরা তাঁর থেকে শক্তি ধারণ করে সুখ শান্তির অখন্ড অনড় রাজ্য পরিচালনা করে থাকো। প্রজাদের মধ্যে তো কোনও শক্তি নেই। এমন বলবে না যে ধন দান করেছে তাই কর্মফল স্বরূপ এম.এল.এ ইত্যাদি হয়েছে। ধন দান করলে ধনবান ঘরে জন্ম হয়। এখন তো কোনও রাজা নেই। এখন বাবা তোমাদেরকে কতো শক্তি প্রদান করছেন। তোমরা বলো যে আমরা নারায়ণকে বরণ করবো। আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। এসব হল নতুন নতুন কথা। নারদের কাহিনী এই সময়ের। রামায়ণ ইত্যাদিও এইসময়কার কথা। সত্যযুগ ত্রেতাতে কোনও শাস্ত্র থাকবে না। সকল শাস্ত্রের সাথে এখন থেকেই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কল্পবৃক্ষের চিত্রে দেখবে মঠ পথ সব শেষ দিকে আসে। মুখ্য হল ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেবতা বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ... ব্রাহ্মণদের টিকি

প্রচলিত আছে। এই ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সবথেকে উঁচুতে যার আবার শাস্ত্রে বর্ণনা নেই। বিরাট রূপ থেকেও ব্রাহ্মণদের সরিয়ে দিয়েছে। ড্রামাতে এইরকমই নির্ধারিত আছে। দুনিয়ার মানুষ এটা জানে না যে ভক্তি নিচে নামিয়ে দেয়। বলে দেয় যে ভক্তি করলে ভগবান প্রাপ্ত হয়। অনেক চিংকার করে, দুঃখের সময় স্মরণ করে। সেটা তো তোমরা অনুভবী। সেখানে দুঃখের কথা নেই, এখানে সকলের মধ্যে ক্রোধ আছে, একে-অপরকে গালি দিতে থাকে।

এখন তোমরা শিবায় নমঃ বলবে না। শিবাবা তো হলেন তোমাদের বাবা তাই না। বাবাকে সর্বব্যাপী বলার কারণ ব্রাদারহুড সমাপ্ত হয়ে যায়। ভারতে তো খুব ভালো বলে - হিন্দু চীনি ভাই ভাই, চীনি মুসলিম ভাই ভাই। ভাই ভাই তো আছে তাই না। এক বাবার বাচ্চা। এইসময় তোমরা জানো যে আমরা হলাম এক বাবার সন্তান। এই ব্রাহ্মণদের বংশাবলী (সিজরা = বংশলতিকা) পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। এই ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে দেবী দেবতা ধর্ম বেরিয়ে আসে। দেবী দেবতা ধর্ম থেকে ঋত্রিয় ধর্ম। ঋত্রিয় থেকে আবার ইসলাম ধর্ম বের হবে... তাদেরও বংশলতিকা রয়েছে। তারপর বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বের হবে। এই ভাবে বের হতে হতে এত বড় ঝড় হয়ে গেছে। এটা হল অসীম জগতের বংশলতিকা, আর সেটা হল জাগতিক। এই বিস্তারিত বিষয় যার ধারণা হবে না তার জন্য বাবা সহজ যুক্তি বলে দিচ্ছেন যে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, তাহলেও স্বর্গে অবশ্যই আসবে। এছাড়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে পুরুষার্থ করতে হবে। এটা তো বাচ্চারা তোমরা জানো, শিবাবাও তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এই বাবাও বোঝাচ্ছেন। তিনি তোমার আমার বুদ্ধিতে আছেন। যদিও আমি শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছি, কিন্তু এটাও জানি যে এইসব পড়ে কখনো ভগবানকে পাওয়া যায় না। বাবা বোঝাচ্ছেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা শিবাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো। বাবা তুমি খুব মিষ্টি, সব তোমারই চমৎকারিত্ব! (কামাল) এইরকম ভাবে বাবার মহিমা করতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের ঈশ্বরীয় লটারী প্রাপ্ত হয়েছে। এখন জ্ঞান আর যোগের পরিশ্রম করতে হবে। এতে অবর্ণনীয় উপহার প্রাপ্ত হয় তাই পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে, আমরা নিজেদের সুইট হোমে ফিরে যাচ্ছি, এই স্মৃতিতে থাকলে খুশীর পারদ সদা উর্ধ্বগামী থাকবে।

২) অতীত-কে অতীত করে এই অন্তিম জন্মে বাবাকে পবিত্রতার সহায়তা করতে হবে। তন-মন-ধন দিয়ে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে।

বরদানঃ:- সকল পুরানো খাতাগুলিকে সংকল্প আর সংস্কারের রূপ থেকেও নির্মূল করে অন্তর্মুখী ভব বাপদাদা বাচ্চাদের সমস্ত খাতাগুলিকে এখন সাফ দেখতে চাইছেন। একটুখানিও পুরানো খাতা অর্থাৎ বহির্মুখী হওয়ার খাতা সংকল্প বা সংস্কার রূপেও যেন না থাকে। সদা সর্ব বন্ধনমুক্ত আর যোগযুক্ত - একেই অন্তর্মুখী বলা হয় এইজন্য সেবা অনেক করো কিন্তু বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী হয়ে করো। অন্তর্মুখী হয়ে চেহারার দ্বারা বাবার নাম উজ্জ্বল করো, সমস্ত আত্মারা যেন বাবার হয়ে যায় - এইরকম প্রসন্নচিত্ত বানাও।

স্নোগানঃ:- নিজের পরিবর্তন দ্বারা সংকল্প, বাণী, সম্বন্ধ, সম্পর্কে সফলতা প্রাপ্ত করাই হল সফলতা মূর্তি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পরশমণির মত বুদ্ধিযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য, বাবা যা বুঝিয়ে দেন তা ভালো করে বুঝতে হবে, নিজের মধ্যে তা ধারণ করে অন্যদেরকে ধারণ করতে হবে"

*প্রশ্ন:- কোন রহস্যটি অত্যন্ত গুপ্ত ও গোপনীয় আর তাই তা ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন?

*উত্তর:- নিরাকার বাবা কীভাবে সকলের মাতা পিতা হয়ে ওঠেন, তিনি এই সৃষ্টির রচনা কীভাবে করেন - এসবই অত্যন্ত গোপনীয় এবং গুপ্ত রহস্য। মাতা ব্যতীত নিরাকার পিতা, এই সৃষ্টি রচনা করতে পারেন না। কীভাবে তিনি শরীর ধারণ করে, তাতে প্রবেশ করে, তাঁর মুখ দ্বারা সন্তানদেরকে অ্যাডপ্ট করেন (কোলে তুলে নেন), এই ব্রহ্মা আমাদের পিতা এবং মাতা উভয়ই - এই তথ্য ভালোভাবে বুঝে তা মনে (স্মৃতিতে) রাখতে হবে।

*গীত:- তুমিই মাতা, পিতাও তো তুমিই....

ওম্ শান্তি। যাকে মাতা পিতা বলা, অবশ্যই তোমরা তাকে বাবাই তো বলবে। ইনি তো মাতা ও পিতা কস্মাইন্ড রূপে রয়েছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কথা বোঝা খুবই শক্ত কিন্তু এই কথাটাই বোঝা সবচেয়ে বেশি দরকার। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা - যাকে পিতা বলা হয়, তাঁকে যে মাতাও বলা যায় - এ বড় বিচিত্র আশ্চর্যজনক কথা। পরমপিতা পরমাত্মা যখন মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করবেন - তো মাতা অবশ্য প্রয়োজন। এই বড় গোপন রহস্য যা কারোরই বুদ্ধিতে বোধগম্য হয় না। তিনি হলেন সকলের পিতা, মাতাও অবশ্যই দরকার। পরমপিতা পরমাত্মা তো নিরাকার - তাহলে মা কে হবেন? বিবাহ তো করেননি। এই রহস্য খুব ভালো করে বুঝতে হবে। নতুন নতুন বাচ্চারা তো এ'কথা বুঝতে পারবে না। পুরাতন বাচ্চাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই একথা বুঝতে পারে আর মনে রাখতে পারে। মা বাবার স্মৃতিতে বাচ্চারাই তো থাকবে, তাই না। ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণকেও বলা হয় মাতা-পিতা... রাধাকৃষ্ণকেও বলে মাতা-পিতা... তাঁরা তো রাজকুমার রাজকুমারী ছিলেন। কোনো অবঝুও তাদেরকে মাতা-পিতা বলবে না। লোকের তো অভ্যাস হয়ে গেছে এ কথা বলার। কিন্তু একথা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষ্মী-নারায়ণকে শুধুমাত্র তাঁদের সন্তানেরাই মাতা পিতা বলে ডাকবে... মানুষ মনে করে যাদের কাছে অগাধ ধনসম্পত্তি রয়েছে, মহল ইত্যাদি রয়েছে - তারা স্বর্গের সুখ পায়। তাঁদের সন্তানেরা বলবে যে - আমাদের বাবা-মায়ের কাছে অনেক সুখ রয়েছে। নিশ্চয়ই আগের জন্মে কিছু সংকল্প করেছিল। আচ্ছা এই যে গায়ন রয়েছে যে - তুমি মাতা পিতা.... পরমপিতা পরমাত্মা হলেন রচয়িতা, তিনি তো একজনই। আমরা সকলে সেই নিরাকারের সন্তান, তাই আমরা আত্মারা সকলেই নিরাকার। কিন্তু নিরাকার কিভাবে এই সৃষ্টি রচনা করবেন? মাতা ব্যতীত এই সৃষ্টির রচনা করা সম্ভব নয়। এই সৃষ্টি রচনা করা এক অতি বিচিত্র ব্যাপার। পরমপিতা এই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তিনি পুরাতন দুনিয়াতে এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, কিন্তু কিভাবে রচনা করেন - এ বড় জটিল গুপ্ত বিষয় - এখানে নিরাকারকে মাতা-পিতা বলা হয়। বাবা নিজে এসে বুঝিয়ে দেন যে - আমি বাচ্চাদেরকে অ্যাডপ্ট করে কোলে তুলে নিই। এখানে কোন জাগতিক গর্ভজাত সন্তানের কথাই নেই। এত বিপুল সংখ্যক সন্তান গর্ভজাত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাবা বলেন যে - আমি এই ব্রহ্মার শরীরকে ধারণ করে, ঐর মুখের দ্বারা বাচ্চাদেরকে অ্যাডপ্ট করি। তাই ব্রহ্মা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা - পিতা এবং মাতা উভয়ই। তাঁর মুখের দ্বারাই বাচ্চাদেরকে অ্যাডাপ্ট করি। এইভাবে বাচ্চাদেরকে অ্যাডাপ্ট করা - এ শুধুমাত্র বাবাই করতে পারেন। সন্ন্যাসীরা তো তা করতে পারেন না। সন্ন্যাসীদের কাছে থাকে জিজ্ঞাসু অনুসরণকারী এবং তাদের শিষ্যগণ। কিন্তু এখানে রচনার কথা হচ্ছে। সুতরাং শিব বাবা এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন এবং মুখ বংশাবলী সন্তান রচনা করেন, তারা বলে - তুমি মাতা পিতা... সুতরাং এই ব্রহ্মা যে মাতা তা এইভাবে প্রমাণিত হল। শিববাবা ঐনার মধ্যে প্রবেশ করে রচনা করেন। যেহেতু প্রজাপিতা বৃদ্ধ তাহলে মাতাও বৃদ্ধ হবেন। এখন বাচ্চাদেরকে তাদের মাতা পিতাকে স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মা বাবার কাছে তো কোনো সম্পত্তি নেই। তোমরা জানো যে তোমরা বাপদাদার উত্তরাধিকারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার থেকে তোমাদেরকে কোনো সম্পত্তি, কোনো উত্তরাধিকার নিতে হবে না। এই দাদাও (ব্রহ্মা) শিব বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পেয়ে থাকেন। ঐনাকে দাদাও বলে আবার মাতাও বলে। না হলে মাতা পিতা কীভাবে প্রমাণিত হবে। মাতা পিতা ব্যতীত সন্তানদের জন্ম কীভাবে সম্ভব - এ বড়ই রহস্যময় বুঝে নেওয়ার বিষয় আর মনে রাখার মতো কথা। বাচ্চারা বলে - শিববাবা তুমি তো পিতা, আমরা এই ব্রহ্মা মাতার দ্বারা জন্মগ্রহণ করেছি। তখন উত্তরাধিকারও স্মরণে থাকে। স্মরণ শুধুমাত্র ওই শিব বাবাকেই করতে হবে। জ্ঞানের মাধ্যমে তোমরা এ'কথা বুঝতে পারো যে, কীভাবে বাবা এই পতিত দুনিয়াতে আসেন। বাবা বলেন - আমি যার

মধ্যে প্রবেশ করি, সে আমার সন্তানও বটে, তোমাদের বাবাও বটে আবার অন্যদিকে মাতাও বটে। তোমরা হলে সন্তান। সুতরাং বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, মাতাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার পাবে না। নিরন্তর সেই এক নিরাকার পিতাকে স্মরণ করতে হবে। আর এই শরীরকে ভুলে যেতে হবে - এ সকল জ্ঞানের গোপন বিষয়, যা ভালো করে বুঝতে হবে।

বাবা পুরাতন দুনিয়াতে এসে নতুন দুনিয়া রচনা করেন। পুরাতনের সমাপ্তি করেন। না হলে কে তা করবে? গায়ন রয়েছে যে শংকর দ্বারা পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয় - ড্রামাতে তা নির্ধারিত রয়েছে, সেই কারণে প্রচলিত গায়নে এর উল্লেখ রয়েছে। বাম্ভারা, তোমরা জানো যে আমাদের জন্য নতুন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বিনাশের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি চরমে পৌঁছেছে। তোমরা এত সংখ্যক রয়েছে, সকলেই রাজত্বপদ প্রাপ্ত করছো। এমন নয় যে অন্ধশ্রদ্ধার জন্য মেনে নিয়েছে। কেউ বলল যে, রামের সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। লোকে বলল - সত্যি! যখন কোন কথা বুঝতে না পারবে তাহলে তা বোঝার চেষ্টা করো। না হলে চিরকাল অবুঝই থেকে যাবে। ভক্তি মার্গে স্বল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। ভক্তির ফল সেই জন্মেই অথবা অন্য জন্মে, স্বল্পকালের জন্য প্রাপ্ত হয়। লোকে যখন তীর্থযাত্রায় যায়, কিছু সময়ের জন্য পবিত্র জীবন যাপন করে, পাপ করে না। তখন তারা দান ধ্যান করে পুণ্য অর্জন করে, একে কাক বিষ্ঠার সমান সুখ বলা হয়। বাম্ভারা, এই কথা শুধুমাত্র তোমরাই বুঝতে পারো, কারণ তোমরা বানর থেকে পরিবর্তিত হয়ে মন্দিরে পূজন যোগ্য হয়ে ওঠো। সত্যযুগে তোমরা পরশবুদ্ধি ছিলে, পারসনাথিনীর রাজত্ব ছিল। সোনার মহল ছিল। এখন তো শুধুই পাথর। পরশবুদ্ধি থেকে পাথরবুদ্ধি কে বানায়? ৫ বিকাররূপী রাবণ। যখন সকলেই প্রস্তুত বুদ্ধি হয়ে যায় তখন, পরশবুদ্ধি করে তোলার জন্য বাবা নিজে আসেন। কত সহজে বাবা বুঝিয়ে দেন, বীজ আর বৃক্ষের কাহিনী। বাবা বিস্তারিতভাবে বোঝাতে থাকেন আর বোঝাবেন ও। সংক্ষেপে বাবা এটুকুই বলেন যে শুধু বাবাকে স্মরণ করো যাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। মাতাকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। বাবা বলেন বাম্ভারা আমাকে স্মরণ করো। সুতরাং বাম্ভারা মায়ের থেকে জন্মগ্রহণ তো অবশ্যই করেছে। বাম্ভারা জন্মগ্রহণ করেছে পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। তাই এই মায়ের প্রতিও মোহ ত্যাগ করো, সকল দেহধারীর থেকেও মোহ ত্যাগ করো। কারণ এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন বাম্ভারা বুঝে গেছে যে, আমরা আত্মারা আত্মিক পিতার সন্তান, অতঃপর এখন দেহধারী মাতা পিতারও সন্তান হয়েছি। এই অসীম জগতের পিতা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। ভারত তো একসময় স্বর্গই ছিল। এই শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন, এখন আর নয়। অসীম জগতের পিতা এখন বুঝিয়ে দেন - তোমরা প্রতিটি জন্মে সীমিত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে থাকো। নরকের উত্তরাধিকার আরো সীমিত। স্বর্গের উত্তরাধিকার সীমিত নয়, তা অসীমিত, কারণ তা প্রাপ্ত হয় অসীমিত পিতার কাছ থেকে যিনি সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং সেখানে অন্য কোনো ধর্মও থাকে না। সীমিত উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি শুরু হয় দ্বাপর যুগ থেকে। সত্যযুগে অসীমিত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা সেই প্রালব্ধ ভোগ করো। ওখানে তোমরা অসীমিত (বেহদ) বাদশাহী ভোগ করো। যথা রাজা রানী তথা প্রজা। প্রজাও বলে যে আমরা সমগ্র সৃষ্টির মালিক। এখন প্রজারা এরকম বলতে পারেনা যে, আমরা সমগ্র সৃষ্টির মালিক। এখন তো সমস্ত কিছুই শ্রেণীবিভক্ত। একদল অন্যদেরকে বলে যে আমাদের জলের সীমারেখার ভেতরে ওরা আসতে পারবে না কারণ এই অংশ আমাদের। ওখানে প্রজাও বলবে যে আমরা বিশ্বের মালিক। আমাদের মহারাজা মহারানী লক্ষ্মী-নারায়ণও বিশ্বের মালিক। এখন আমরা জানি যে সত্যযুগে একটি মাত্র রাজ্য থাকবে। তা হল অসীমিত বাদশাহীর রাজত্ব। ভারত সত্যযুগে কিরকম ছিল তা কারোর বুদ্ধিতে আসতেই পারে না। বাম্ভারা তোমরা এখন এই শিক্ষা পাও যে, অসীমিত পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। আমরা বলছি অর্থাৎ আমরা অবশ্যই নিচ্ছি। অসীমের পিতা হলেন এই স্বর্গের রচয়িতা। গায়নও রয়েছে যে ২১ বংশ ধরে রাজত্ব ভাগ্য পায়। বংশ পরম্পরা কেন বলা হয়? তার কারণ সত্যযুগে জীবনকাল সমাপ্ত করে, বৃদ্ধ হয়ে তারপর দেহ ত্যাগ করে, ওখানে অকালমৃত্যু হয় না। মাতাগণ কখনোই বিধবা হন না, চিংকার ক্রন্দন ওখানে হয় না। এখানে কতো আত্ননাদ কান্নাকাটি হতে থাকে। ওখানে শিশুদের ক্রন্দনের প্রয়োজন নেই। এখানে বাম্ভাদেরকে কাঁদানো হয় যাতে তাদের মুখ বড় হয়। ওখানে এইরকম কোনো প্রয়োজনই নেই। এখন এ কথা তো সমস্ত বাম্ভারাই বুঝতে পারে যে, আমরা এখন অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি যা আমরা কল্প পূর্বেও প্রাপ্ত করেছিলাম। ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। নিরন্তর বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে, তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। মন্মনাভব - এই কথার অর্থ কত সহজ। গীতা যতই মিথ্যে হোক না কেন তাতে কিছু না কিছু তো সত্যি অবশ্যই রয়েছে। বাবা বলেন যে - আমাকে, অর্থাৎ নিজের পিতাকে স্মরণ করো। শ্রীকৃষ্ণ কখনোই এমন বলেন না যে - আমাকে স্মরণ করো, তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে। পরমাত্মা সমস্ত আত্মাদেরকে বলেন যে, এখন সমস্ত আত্মাদেরকে মশার পালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আমার কাছে আসতে হবে। সুতরাং আত্মা অবশ্যই পরমাত্মা পিতাকেই অনুসরণ করবে। শ্রীকৃষ্ণ কখনো এমন বলবে না যে আমাকে স্মরণ করো। তাঁর নাম তো কৃষ্ণ। কোনো আত্মাই

একথা বলতে পারেনা, কারণ সমস্ত আত্মারাই একে অপরের ভাই। এ তো শুধুমাত্র বাবাই বলেন যে - আমি নিরাকার পরমাত্মা, আমার নাম হলো শিব। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তা কি করে বলবেন, তিনি তো শরীরধারী। শিব বাবার নিজের কোন শরীর নেই। শিববাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদেরও প্রথমে কোনো শরীর ছিল না, তোমরা ছিলে নিরাকার আত্মা, তারপর তোমরা শরীর ধারণ করেছো। এখন তোমাদের মধ্যে এই সম্পূর্ণ ড্রামার আদি মধ্য এবং স্মৃতি জাগরিত হয়েছে। বাবা এই সমগ্র সৃষ্টি কিভাবে, কখন আর কেন রচনা করেন? সৃষ্টি তো রয়েছে। গায়নও রয়েছে যে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা করা হয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই পুরাতন সৃষ্টি থেকেই নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। বলা হয় যে মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হলো। বাবা বলেন - আমি, তোমাদেরকে এই পড়ার মাধ্যমে মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করি। তোমরা পূজনীয় দেবতা ছিলে, তারপর এখন পূজারী হয়ে গেছো। মানুষ তো বুঝতে পারে না যে ৮৪ জন্ম কিভাবে নেওয়া যায় সম্ভব। প্রত্যেকেই কি ৮৪ জন্মগ্রহণ করবে? সৃষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতেই থাকে। তবে কিভাবে সকলেই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করবে? তবে নিশ্চয়ই যারা পরে আসবে তারা কম সংখ্যক জন্মগ্রহণ করবে। ২৫ - ৫০ বছরের মধ্যে ৮৪ টি জন্ম কিভাবে নেওয়া যায়? এ হলো স্বদর্শন চক্র। ওরা এই স্বদর্শন চক্রকে একটি অগ্নির রূপ দিয়ে দিয়েছে। আত্মারা, এখন তোমাদের এই স্মৃতি পুনরায় ফিরে এসেছে যে আমরা ৮৪ জন্ম কেমন ভাবে ভোগ করেছিলাম। এখন এই চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে, পুনরায় ড্রামা রিপিট হবে। সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম অবশ্যই থাকবে যা এখন লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে।

মানুষ বলে, হে গডফাদার দয়া করো। তখন বাবা বলেন - আচ্ছা, তোমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখী করে দিই। বাবার কাজই হল সকলকে সুখী করা, সেই কারণেই আমি কল্প কল্প ধরে আসি, এসে ভারতকে হীরে তুল্য করে গড়ে তুলি। অত্যন্ত সুখী করে তুলি। বাকি সকলকেই মুক্তিধামে পাঠিয়ে দিই। ভক্তরা ভগবানের সাথে মিলন করে সুখী হতে চায়, আনন্দ লাভ করতে চায়, কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো বলে যে সুখ কাক বিষ্ঠা সমান আর তারা এটাও বলে যে তারা আর ফিরে এসে এই ড্রামাতে ভূমিকা পালন করতে চায় না। তারা মুক্তি পেতে চায়। মুক্তি তো কেউই পাবে না। এ হলো পূর্বনির্ধারিত অবিনাশী ড্রামা। বাচ্চারা, সমগ্র সৃষ্টির ইতিহাস ভূগোল এখন তোমরাই জানো যে, এ সমস্ত কিভাবে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানকেই স্বদর্শন চক্র বলা হয়। এই যে দেখানো হয় যে স্বদর্শন চক্র দিয়ে কারোর মাথা কেটে দেওয়া হল। কংস বধের নাটক দেখানো হয়। কিন্তু এসব প্রকৃত সত্য নয়। এখানে হিংসার কোনো ব্যাপারই নেই। এ তো হলো পড়াশোনা। পড়াশুনা করতে হবে, বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য কারো হত্যা করার দরকার আছে কি? সেসব হলো সীমিত জাগতিক উত্তরাধিকার আর এ তো হল অসীম পিতার থেকে অসীমিত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা। গীতাতে যুদ্ধ ইত্যাদির কত কথা লেখা আছে। সেসব কিছুই হয়নি। বাস্তবে পান্ডবদের যুদ্ধ কারোর সাথেই হয়নি। বাচ্চারা, তোমরা প্রকৃতপক্ষে যোগবলের মাধ্যমে, অসীম অনন্ত পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো নতুন দুনিয়ার জন্য। এতে যুদ্ধ ইত্যাদির কোন ব্যাপারই নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য, বাবা আর অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করবে না।

২) বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকতে হবে। আমরা পূজনীয় ছিলাম, অতঃপর পূজারী হয়ে ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছি, পুনরায় এই ড্রামা রিপিট হবে, আমাদেরকে পূজারী থেকে পূজনীয় হতে হবে - এই স্মৃতিই হল স্বদর্শন চক্র।

বরদানঃ:-

সমানতার দ্বারা সমীপতার সীট নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে আসা বিজয়ী রত্ন হও

সময়ের সমীপতার সাথে সাথে এখন নিজেকে বাবার সমান বানাও। সংকল্প, বাণী, কর্ম, সংস্কার এবং সেবা এসব কিছুতে বাবার মতো হয়ে ওঠো অর্থাৎ বাবার সমীপে এসো। প্রত্যেক সংকল্পে বাবার সঙ্গের, সহযোগের এবং স্নেহের অনুভব করো। সর্বদা বাবার সাথে এবং বাবার হাতে নিজের হাত - এই অনুভূতিতে থাকো, তবে ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে পারবে। নিরন্তর স্মরণ আর সম্পূর্ণ স্নেহ শুধুমাত্র বাবার সাথে যদি থাকে, তবে বিজয়মালার বিজয়ী রত্ন হয়ে যাবে। এখনো সুযোগ রয়েছে, টু লেট (দেরী হয়ে যাওয়া) এর বোর্ড এখনো লাগানো হয়নি।

স্লোগান:- সুখদাতা হয়ে অনেক আত্মাদেরকে দুঃখ এবং অশান্তি থেকে মুক্ত করার সেবা করাই হল সুখদেব হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এক মন্মনাভব এর মহামন্ত্র দ্বারা তোমরা সুবুদ্ধি সম্পন্ন হও, এই মন্ত্র সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেয়”

*প্রশ্ন:- সম্পূর্ণ জ্ঞানের সার কি, মন্মনাভব যারা থাকে তাদের নিদর্শন কি হবে?

*উত্তর:- সম্পূর্ণ জ্ঞানের সার হলো, এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের, ঘরে (পরমধাম) ফিরে যেতে হবে। এই অপবিত্র ছিঃ ছিঃ দুনিয়া ত্যাগ করে নিজ ধামে ফিরতে হবে। যদি এই কথা স্মরণে থাকে তবেই হল মন্মনাভব। মন্মনাভব স্বরূপে থাকা বাচ্চারা সদা জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে থাকবে। তারা বাবার সাথে মিষ্টি-মিষ্টি রুহরিহান আন্তরিক বার্তালাপ (রুহরিহান) করবে।

*প্রশ্ন:- কোন্ স্বভাবের বশীভূত আত্মা বাবার স্মরণে থাকতে পারে না?

*উত্তর:- যদি খারাপ চিত্র ইত্যাদি দেখার, খারাপ খবর পড়ার স্বভাব হয় তবে বাবার স্মরণে থাকতে পারবে না। সিনেমা হলো নরকের দ্বার, যা বৃত্তি খারাপ করে দেয়।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বোঝাতে তাদের হয়, যার বোধ কম থাকে। তোমরা এখন অত্যন্ত সুবুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছো, তোমরা বুঝেছো যে, উনি হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা, অসীম জগতের শিক্ষাও প্রদান করেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে নলেজ থাকা উচিত যে এরপর বাবা আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়েও যাবেন। কারণ বাবা জানেন যে এ'হল পুরানো অপবিত্র ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এই পুরানো দুনিয়া থেকে আমি বাচ্চাদেরকে পরমধাম ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। বাবা বোঝান এখানে বসে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই চিন্তন অবশ্যই চলে - অহো! উনি হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা, আমাদের উঁচু শিক্ষা প্রদান করেন। সম্পূর্ণ রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে দেন। এই সব স্মরণ করাও হল মন্মনাভব। এসব তোমাদের চাটে আসতে পারে। এ কথা তো খুব সহজ। অন্য কিছু যদি নাও করো, কিন্তু উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণে থাকা উচিত। ওয়াল্ডারফুল জিনিসকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। তোমরা বুঝেছো বাবাকে স্মরণ করলে, পড়াশোনা করলে আমরা পুনরায় বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। এই কথা বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করা উচিত। যেখানেই বসে থাকো বাসে কিম্বা ট্রেনে, বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে। সর্বপ্রথমে তো বাচ্চাদের বাবা চাই। তোমরা জানো আমরা আত্মা, আমাদের আত্মিক পিতা হলেন অসীম জগতের পিতা। সহজ স্মৃতির জন্য বাবা যুক্তি বলে দেন। মামেকম্ স্মরণ করো, তবে অর্ধেক কল্পের তোমাদের যে বিকর্ম আছে, সেসব যোগের অগ্নির দ্বারা ভস্ম হয়ে যাবে। জন্ম জন্মান্তর অনেক যন্তু তপ ইত্যাদি করেছে। ভক্তিমার্গের মানুষ জানেনা যে এইসব কেন করে। এর দ্বারা প্রাপ্তি কি হবে। মন্দিরে যায়, কত ভক্তি করে, তাদের ধারণা পরম্পরা ধরে চলে আসছে। শাস্ত্রের উদ্দেশ্যেও বলবে পরম্পরা ধরে চলে আসছে। কিন্তু মানুষ জানেনা যে, স্বর্গে তো শাস্ত্র থাকে না। তারা ভাবে সৃষ্টির শুরু থেকে এইসব চলে আসছে। তারা না কাউকে বলতে পারে যে অসীম জগতের বাবা কে। এখানে দৈহিক পিতা বা দৈহিক টিচার তো নেই। দেহের জগতে টিচারের কাছে তো তোমরা পড়েছো। সেই পড়াশোনা করেই চাকরী বাকরী ইত্যাদি করে, উপার্জন করে। তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবা হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা, তাঁর কেউ পিতা নেই এবং উনি হলেন অসীম জগতের টিচার। তাঁর কেউ টিচার নেই। এই দেবতাদের কে পড়িয়েছে, অবশ্যই স্মরণে আসা উচিত তাইনা ! এ'হল মন্মনাভব। এই পড়াশোনা তো কোথাও পড়ানো হয় না। বাবা হলেন স্বয়ং নলেজফুল। তাঁকে কি কেউ পড়িয়েছে ? উনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ এবং চৈতন্য স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। চৈতন্য হওয়ার কারণে মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত রহস্য বলে দেন। অন্তের সময়ে এসে আদি কালের জ্ঞান বলে দেন এবং বলেন হে বাচ্চারা যে দেহে আমি বিরাজিত, তার দ্বারা আমি আদি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সব কিছু শোনাই। অন্তের সময়ের কথা পরে বুঝিয়ে দেব। তোমরা ভবিষ্যতে বুঝবে যে, এখন হলো অন্তের সময়, কারণ সেই সময় তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে এবং এমন সীন দেখবে যে পুরানো দুনিয়া বিনাশ তো হবেই। এই কথা নতুন নয়। অনেক বার দেখা এবং দেখতেই থাকবে। কল্প পূর্বে রাজস্ব নিয়েছিল পরে হারিয়েছে এখন পুনরায় প্রাপ্ত করছে। বাবা আমাদের পড়ান। তোমরা বুঝতে পেরেছো আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম, পরে ৮৪ জন্ম নিয়েছি, পুনরায় বাবা বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য সেই জ্ঞান দিচ্ছেন। তোমরা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারো যে, টিচারও হলেন এই বাবাই। যদি বাবা স্মরণে না আসেন তবে টিচারকে স্মরণ করো। টিচারকে কখনও ভুলবে কি? টিচারের কাছে তো পড়া পড়তেই থাকো। যদিও মায়া অমনোযোগী বানিয়ে দেয় যে তোমরা বুঝতে পারো না। মায়া চোখে ধুলো দিয়ে দেয়। আমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন, সে কথা একেবারে ভুলে যাও তখন। বাবা প্রতিটি কথা বুঝিয়ে দেন। এ'হল অসীম জগতের বাবার

বোঝানো জ্ঞান। ও'সব হলো জাগতিক বিষয়। বাচ্চারা, এই অসীম জগতের নলেজ বাবা কল্প কল্প তোমাদের প্রদান করেন। যদি বেশি পড়তে না পারো তবে বাবা রূপে তাঁকে স্মরণ করো। তাঁর কেউ পিতা নেই, উনি হলেন সকলের পিতা। কিন্তু সবাই তাঁর সন্তান। কেউ বলতে পারবে কি শিববাবা কার সন্তান ? উনি হলেন অসীম জগতের পিতা। বাচ্চারা বোঝে আমরা অসীম জগতের বাবার আপন হয়েছি। আমাদের এই পড়াশোনাও ওয়ান্ডারফুল এবং আমরা ব্রাহ্মনরাই পড়া করি। দেবতা বা ঋগ্বেদ, বৈশ্য, শূদ্ররা এই পড়া করতে পারে না। বাবার এই নলেজ একেবারে পৃথক। তোমরা ব্যতীত কেউ বুঝবে না। বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকে যে, আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হই। এখন উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য খুব পুরুষার্থ করতে হবে। এমন নয় স্বর্গে তো সবাই আসবে। যদি জ্ঞান ও যোগের ধারণা না হয় তবে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না।

বাবা বলেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে। দেখতে হবে কাউকে দুঃখ দিই না তো ? আমরা হলাম সুখদাতার সন্তান। সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে। মন, বাণী, কর্মে কাউকে দুঃখ দেবে না। এই সময় তোমরা যে পড়াশোনা করছো, তার দ্বারা ফুলে পরিণত হচ্ছে। এই উপার্জন তোমাদের সঙ্গে যাবে, এর জন্য কোনও বই ইত্যাদি পড়ার দরকার নেই। জাগতিক পড়াশোনায় অনেক বই ইত্যাদি পড়তে হয়। বাবার এই নলেজ সবচেয়ে পৃথক এবং খুব সহজও। কিন্তু সবই হল গুপ্ত। তোমরা ব্যতীত কেউ বুঝবে না যে, এরা কি পড়াশোনা করে। এ হলো ওয়ান্ডারফুল পড়াশোনা। বাবা বলেন কখনও অ্যাবসেন্ট হবে না। পড়াশোনা কখনও ত্যাগ করবে না। বাবার কাছে সকলের রেজিস্টার আসে। তা দেখেই বাবা বুঝতে পারেন কে ১০ মাস অ্যাবসেন্ট ছিল, কে ৬ মাস অ্যাবসেন্ট ছিল। কেউ আবার চলতে চলতে পড়াশোনা ত্যাগ করে দেয়। এ'হলো খুবই ওয়ান্ডারফুল বিষয়। এমন ওয়ান্ডারফুল বিষয় আর কিছু হয় না। কল্প কল্প বাচ্চারা তোমাদের সাথে এমন বাবা এসে মিলিত হন। তোমরা বাচ্চারা জানো সাকার বাবা তো পুনর্জন্মে আসেন। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করেন ততত্বম্ (তোমরাও তাই), এ হল খেলা, তাইনা। খেলা কখনও ভুলতে নেই। খেলা সদা স্মরণে থাকে।

বাবা বোঝান এক তো এই দুনিয়া হলো নরক এবং তার চেয়েও বিশেষ ভাবে এই বায়োস্কোপ (সিনেমা) হলো নরক। সেখানে গেলে বৃত্তি খারাপ হয়ে যায়। খবরের কাগজে কোনও সুন্দর চিত্র ইত্যাদি দেখলে সেই দিকেই বুদ্ধি যায় - খুব সুন্দর চিত্র, পুরস্কার পাওয়া উচিত, এমন চিত্র চলছে। এমন চিত্র দেখবে কেন ! বুদ্ধিতে বোধ আছে যে, সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তোমরা শুধু আমাকে স্মরণ করো। এমন কিছু দেখবে না, তা নিয়ে চিন্তনও করবে না। এ তো পুরানো দুনিয়ার অপবিত্র শরীর, সেসব দেখে কি হবে। একমাত্র বাবাকে দেখতে হবে। বাবা বলেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা লক্ষ্য খুবই উচ্চ। মায়া কোনো অংশে কম নয়। মায়ার কতো জৌলুস দেখো। ওই দিকে সায়েন্স আর এই দিকে তোমাদের সাইলেন্স। তারা চায় মুক্তি প্রাপ্ত হোক। এখানে তোমাদের মূল্য লক্ষ্য হলো জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করা। জীবনমুক্তি পাওয়ার পথ কেউ বলে দিতে পারে না। সন্ন্যাসী ইত্যাদি কেউ এই নলেজ প্রদান করতে পারে না। কাউকে বোঝাতে পারে না যে, গৃহস্থ থেকে পবিত্র হতে হবে। এ'কথা একমাত্র বাবা এসে বোঝান। ভক্তি মার্গে সময় নষ্ট হয়েছে। কত ভুল হয়েছে। ভুল করতে করতে ভোলা অর্থাৎ বিস্মৃত হয়েছে। এই লাস্ট জন্ম হল ১০০ শতাংশ ভুল করার। বুদ্ধি একটুও কাজ করে না। এখন বাবা তোমাদেরকে বোঝান, তখন তোমরা বুঝতে পারো। এখন তোমরা সব বুঝছো তাই অন্যদেরও বোঝাও। খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকে তোমাদের। এ'হল ওয়ান্ডার - শিব বাবার কোনো বাবা নেই, কোনো টিচার নেই। শিখলেন কোথায় ! মানুষ ওয়ান্ডার অনুভব করবে। অনেকে বোঝে নিশ্চয়ই এনার (ব্রহ্মা বাবার) কেউ গুরু আছে। যদি ইনিও গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকতেন তবে গুরুর আরও অনেক শিষ্য থাকা উচিত। শুধুমাত্র একটি শিষ্য কেন থাকবে। গুরুর অনেক শিষ্য থাকে। আগা খানের অনেক শিষ্য। গুরুর প্রতি তাদের কতখানি রিগার্ড আছে। তাকে হীরে দিয়ে ওজন করে। তোমরা কি দিয়ে ওজন করবে? বাবা তো হলেন সবচেয়ে সুপ্রিম। তাঁর কত ওজন হবে? তোমরা কি করবে ! ওজন করলে কত হবে? কোনও জিনিসের দ্বারা হবে কি ? শিববাবা তো হলেন বিন্দু। আজকাল অনেকে ওজন করে। কেউ স্বর্ণ দিয়ে, কেউ রৌপ্য দিয়ে, প্ল্যাটিনাম দিয়েও করে। সোনার চেয়েও বেশি দামি। এখন বাবা বোঝান দৈহিক গুরু তো তোমাদের সদগতি দেন না। সদগতি প্রদান করেন একমাত্র বাবা, তাঁকে কি দিয়ে ওজন করবে? মানুষ তো শুধুমাত্র ভগবান ভগবান বলেই থাকে। কিন্তু এ'কথা জানে না যে তিনি হলেন বাবা এবং টিচারও। কত সাধারণ ভাবে বসে আছেন। বাচ্চাদের মুখ দেখার জন্য একটু উঁচুতে বসেন। সহযোগী বাচ্চাদের ছাড়া বাবা স্থাপনা করবেন কীভাবে। যে বেশি সহযোগিতা করবে তাকে অবশ্যই বাবা ভালোবাসবেন। লৌকিকেও এক সন্তান ২ হাজার উপার্জন করে, অন্যজন ১ হাজার, তো বাবার স্নেহ কার প্রতি থাকবে? কিন্তু আজকালকার বাচ্চারা বাবার খবর রাখে কোথায়? অসীম জগতের বাবাও দেখেন অমুক অমুক বাচ্চারা খুব ভালো সহযোগিতা করে। বাচ্চাদেরকে দেখে বাবা খুশী হন। আত্মা খুশী হয়। কল্প-কল্প আমি আসি এবং বাচ্চাদের

দেখে খুশী হই। জানি কল্প-কল্প তারা ই আমার সহযোগী। বাবার স্নেহ এভাবেই কল্প-কল্পের জন্য ফিঙ্গ হয়ে যায়। যেখানেই বসে থাকো বুদ্ধিতে এই স্মৃতি রাখো যে, বাবা হলেন আমাদের পিতা, টিচার এবং গুরু। এক বাবা আমাদের সব কিছু। তবেই তো সবাই তাঁকে স্মরণ করে। সত্য যুগে কেউ স্মরণ করবে না কারণ ২১ জন্মের জন্য বাবা ভব সাগর পার করিয়ে দেন। এমন ভাবে স্মরণ করে বাচ্চাদের খুশীতে থাকা উচিত। খুশীর অনুভব হওয়া উচিত যে আমরা এমন বাবার সার্ভিস করি। সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে থাকি। উনি হলেন অসীম জগতের বাবা। একমাত্র বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। বাবা আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়েও যান। এমন ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে সর্বব্যাপী বলতে পারবে না। বাবা বলেছেন বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশক্তি। তারা শেষ হয়ে যাবে, তোমরা বিজয় লাভ করবে। তোমরা রাজধানী স্থাপন করছো। আত্মাদের পিতা বসে আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। অতএব এমন ওয়ান্ডারফুল কথা সবাইকে বলা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সুখদাতার সন্তান আমরা, সবাইকে আমাদের সুখ দিতে হবে। মন-বাণী-কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না।

২) পড়াশোনা এবং টিচার দুইই হলো ওয়ান্ডারফুল। এমন ওয়ান্ডারফুল পড়াশোনা কখনও মিস করবে না। অ্যাবসেন্ট হবে না।

বরদানঃ:- প্রতিদিন সর্বদা স্ব উৎসাহে থেকে এবং সর্বজনকে উৎসাহ প্রদান করে এমন রুহানী সেবাধারী ভব বাপদাদা সব রুহানী সেবাধারী বাচ্চাদেরকে স্নেহের এই উপহার প্রদান করেন যে "বাচ্চারা প্রতিদিন স্ব উৎসাহে থাকো এবং সর্বজনকে উৎসাহ প্রদান করার উৎসব পালন করো।" এতে সংস্কার মিলনের, সংস্কার পরিবর্তনের যা পরিশ্রম করতে হয় তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এই উৎসব সदा উদযাপন করো তো সমস্ত সমস্যা গুলির অবসান হয়ে যাবে। তখন সময়ও দিতে হবে না, শক্তিও ব্যবহার করতে হবে না। খুশীতে নাচতে থাকা, উড়তে থাকা ফরিস্তা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যে ড্রামার রহস্য বুঝে নাথিং নিউ এর পাঠ পাকা করে সে-ই হল নিশ্চিন্ত সম্রাট (বেফিকর বাদশাহ)।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নম্বর ওয়ান হওয়ার জন্য গুণমূর্ত হয়ে গুণের দান করে মহাদানী হও"

আজ অসীম জগতের মাতা-পিতা চতুর্দিকের বিশেষ বাচ্চাদের দেখছিলেন। কি বিশেষত্ব দেখেছিলেন? চিরন্তন জ্ঞানী, অটল স্বরাজ্য অধিকারী, অখন্ড নির্বিঘ্ন, অখন্ড যোগী, অখন্ড মহাদানী এমন বিশেষ আত্মা কোটি কোটির মধ্যে কেউ কেউ হয়েছে। জ্ঞানী, যোগী, মহাদানী সবাই হয়েছে কিন্তু অখন্ড কেউ কেউ হয়েছে। যারা নিরন্তর, অটল আর অখন্ড তারাই বিজয়মালার বিজয়ী দানা। সঙ্গমযুগে সব বাচ্চাকে বাপদাদা 'অটল-অখন্ড ভব'-র বরদান দিয়েছেন, কিন্তু বরদানকে জীবনে ধারণ করার ক্ষেত্রে তোমরা নম্বর অনুক্রমে হয়ে গেছ। নম্বর ওয়ান হওয়ার জন্য সবচাইতে সহজ বিধি হলো অখন্ড মহাদানী হও। অখন্ড মহাদানী অর্থাৎ নিরন্তর সহজ সেবানারী, কারণ যা সহজ সেটাই নিরন্তর হতে পারে। সুতরাং অখন্ড সেবানারী অর্থাৎ অখন্ড মহাদানী। দাতার বাচ্চা তোমরা, সমুদয় ভাঙারে সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মা। সম্পন্ন হওয়ার নির্দেশন অখন্ড মহাদানী হওয়া। এক সেকেন্ডও দান দেওয়া ব্যতীত থাকতে পারে না। দ্বাপর থেকে অনেক ভক্ত আত্মাও দানী হয়েছে কিন্তু তারা যত বড় দানীই হোক না কেন শাস্ত্র ভাঙারের দানী হয়নি। বিনাশী ঐশ্বর্য কিংবা বিনাশী বস্তুর দানী হয়। তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা এখন সঙ্গমে শাস্ত্র এবং অখন্ড মহাদানী হও। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো অখন্ড মহাদানী হয়েছে? নাকি সময় অনুসারে দানী হয়েছে? নাকি চান্স অনুসারে দানী হয়েছে?

অখন্ড মহাদানী সদা তিন প্রকারে দান করতে বিজি থাকে। প্রথমতঃ, মন্সা দ্বারা শক্তি দেওয়ার দান, দ্বিতীয়তঃ, বাণী দ্বারা জ্ঞানের দান, তৃতীয়তঃ, কর্ম দ্বারা গুণের দান। এই তিন প্রকারের দান যে দিতে পারে সে সহজভাবে মহাদানী হতে পারে। রেজাল্ট দেখা গেছে তোমাদের মেজরিটি বাণী দ্বারা জ্ঞান দান করো। মন্সা দ্বারা শক্তির দান যথাশক্তি করো আর কর্ম দ্বারা গুণ দান যারা করো তারা সংখ্যায় অনেক কম। বর্তমান সময়ে অজ্ঞানী আত্মা হোক বা ব্রাহ্মণ আত্মা উভয়ের গুণ দানের প্রয়োজন আছে। বর্তমান সময়ে এই বিধি নিজের জন্য এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্য প্রবলভাবে তীব্র করে তোলা।

এই দিব্য গুণ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রভু-প্রসাদ। এই প্রসাদ খুব করে বিতরণ করো। যেমন, কারও সঙ্গে যখন দেখা-সাক্ষাৎ হয় তখন স্নেহের নিদর্শন হিসেবে একে অপরকে স্থূল টোলি খাওয়াও তো না, ঠিক সেভাবেই একে অপরকে এই গুণের টোলি খাওয়াও। এই বিধিতে সঙ্গমযুগের যে লক্ষ্য "ফরিস্তা, সেই দেবতা" সেটা সহজে সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাবে। এই প্র্যাক্টিস নিরন্তর স্মৃতিতে বজায় রাখ, আমি দাতার বাচ্চা অখন্ড মহাদানী আত্মা। যে কোনো আত্মা তা' সে অজ্ঞানী হোক বা ব্রাহ্মণ হোক, তোমাদের কিন্তু দিতে হবে। ব্রাহ্মণ আত্মাদের তো প্রথম থেকেই জ্ঞান আছে, কিন্তু দু প্রকারে দাতা হতে পারো।

১) যে আত্মার যে শক্তির আবশ্যিকতা আছে সেই আত্মাকে মন্সা দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধ বৃত্তি, ভাইব্রেশন দ্বারা শক্তির দান অর্থাৎ সহযোগ দাও।

২) কর্ম দ্বারা জীবনে সদা নিজে গুণমূর্ত হয়ে, প্রত্যক্ষ স্যাম্পল হয়ে সহজভাবে গুণ ধারণে অন্যদের সহযোগ দাও। একেই বলে, গুণ দান। দানের অর্থই হলো সহযোগ দেওয়া। আজকাল ব্রাহ্মণ আত্মারাও শোনার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে চায়। যে কোনো কাউকে যদি শক্তি ধারণ করার বা গুণ ধারণ করার শিক্ষা দিতে চাও তাহলে কেউ হৃদয় দিয়ে ভাবে, কেউ বলে এমন ধারণামূর্ত কে হয়েছে? সুতরাং সবাই দেখতে চায় কিন্তু শুনতে চায় না। তোমরা পরস্পর এভাবে বলো তো না যে - কে হয়েছে, সবাইকে দেখে নিয়েছি...। যখন কোনো পরিস্থিতি আসে তোমরা বলো - ঠিক আছে, এখনো পর্যন্ত কেউ তৈরি হয়নি, সব চলবে। কিন্তু এই বোল অসাবধানতার, যথার্থ নয়। যথার্থ কী? ফলো ব্রহ্মা বাবা। যেভাবে ব্রহ্মা বাবা নিজেকে নিজে সদা এক্সাম্পল বানিয়েছেন, সদা নিদর্শন হিসেবে এই লক্ষ্যকে উপস্থাপিত করেছেন — যে নিজে থেকে এগিয়ে এসে দায়িত্ব পালন করে সে অর্জুন অর্থাৎ যে নিজেকে নিমিত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ বানায় সেই অর্জুন অর্থাৎ সর্বাগ্রগণ্য নম্বরের হয়। যদি ফলো ফাদার করতে হয় তাহলে অন্যকে দেখে তৈরি হলে নম্বর ওয়ান হতে পারবে না। নম্বরক্রমে হয়ে যাবে।

নম্বর ওয়ান আত্মার লক্ষণ হলো সব ধরনের শ্রেষ্ঠ কার্যে আমাকে নিমিত্ত হয়ে অন্যদের সিম্পল করার জন্য স্যাম্পল হতে হবে। অন্যকে দেখা, হতে পারে তা' বড়কে দেখা বা ছোটকে অথবা যারা তোমার সমান তাদের দেখা কিন্তু অন্যকে দেখে তৈরি হওয়া মানে এটা – প্রথমে এ' এ' হবে তখন আমি হবো, সুতরাং নম্বর ওয়ান সে হয়ে গেল তো না যে হবে! তাহলে তো আপনা থেকে তুমি নিজেই নম্বরক্রমে এসে গেলে। অতএব, অখন্ড মহাদানী আত্মা সদা প্রতিটা সেকেন্ড তিন মহাদানের মধ্যে থেকে কোনো না কোনো দান দেওয়ায় নিজেকে বিজি রাখে। যেমন সময় সেই অনুযায়ী সেবাতে সদা নিয়োজিত থাকে। ব্যর্থ দেখা, শোনা বা করার কোনো ফুরসতই তাদের নেই। তোমরা মহাদানী হয়েছ? এখন এটা আন্ডারলাইন করো। যদি মাঝে মাঝেই দাতাভাব খন্ডিত হয় তাহলে খন্ডন হওয়াকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। বর্তমান সময়ে নিজেদের মধ্যে বিশেষ কর্ম দ্বারা গুণদাতা হওয়ার আবশ্যকতা আছে। প্রত্যেকে সঙ্কল্প করো, আমাকে সদা গুণমূর্ত হয়ে সবাইকে গুণমূর্ত হওয়ার বিশেষ কর্তব্য করতেই হবে। সুতরাং নিজের এবং অন্য সকলের দুর্বলতা সমাপ্ত করার এই বিধিতে প্রত্যেকে নিজেকে নিমিত্ত উত্তম নম্বর মনে করে অগ্রচালিত হও। জ্ঞান তো অনেক আছে, এখন সমস্ত গুণ ইমার্জ করো, সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার আর অন্যদের সর্বগুণসম্পন্ন করানোর এক্সাম্পল হও। আচ্ছা!

অখন্ড সকল যোগী তু আত্মাকে, সদা গুণমূর্ত সকল আত্মাকে, প্রতিটা সঙ্কল্প প্রতিটা সেকেন্ড মহাদানী অথবা মহাসহযোগী সকল বিশেষ আত্মাকে, যারা সদা নিজে শ্রেষ্ঠত্বের স্যাম্পল এবং সহজ সিম্পল এক্সাম্পল হয়ে অন্যদের প্রেরণা দেয়, সদা নিজেকে নিমিত্ত নম্বর ওয়ান মনে করে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়, বাবা সমান সেই সকল আত্মাকে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদী জানকীর সাথে সাক্ষাৎকার — (অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি পরিভ্রমণের সমাচার শুনিয়েছেন এবং সকলের তরফে স্মরণ জানিয়েছেন) সকলের স্মরণ পৌঁছে গেছে। চতুর্দিকে বাচ্চারা সদা বাবার সামনে আছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো যখনই স্মরণ করে তখনই বাবার সমীপ আর সাথেই অনুভব করে। হৃদয় থেকে বলে বাবা আর দিলারাম হাজির। সেইজন্যই বলা হয় 'হজুর হাজির, হাজিরা হজুর' (সদাই উপস্থিত)। তোমরা যেমনই হও, যেখানেই থাকো তিনি কিন্তু সবখানেই প্রত্যেকের কাছে হাজির হয়ে যান; সেইজন্যই হাজিরা হজুর হয়ে আছেন। স্নেহের এই বিধি লোকে জানতে পারে না। এটা ব্রাহ্মণ আত্মারাই জানে। অনুভাবী এই অনুভবকে জানে। তুমি বিশেষ আত্মা তো বটেই, কন্সাইন্ড তো না। আলাদা হতেই পারো না। লোকে বলে, যদিকে তাকাই সেদিকে শুধুই তুমি আর তুমি, তোমরা বলো যা কিছু করি, যেখানে যাই বাবা সাথেই আছেন অর্থাৎ শুধু তুমি আর তুমি আছ। যেভাবে কর্তব্য তোমাদের সাথে আছে সেভাবে সব কর্তব্য করানোর মালিকও সদা সাথে আছেন। সেইজন্য গাওয়া হয়েছে করণকরাবনহার। তাহলে কন্সাইন্ড হয়ে গেলে তো না — করণহার আর করাবনহার। সুতরাং তোমাদের সবার স্থিতি কী? কন্সাইন্ড, তাই না। করণকরাবনহার, করণহার-এর সাথে আছেনই, করাবনহার আলাদা নেই। একেই কন্সাইন্ড স্থিতি বলা হয়ে থাকে। সবাই তোমরা ভালোভাবেই নিজের নিজের পার্ট প্লে করছ। অনেক আত্মার সামনে তোমরা স্যাম্পল, সিম্পল বানানোর। এ'রকম লাগে তো না। কঠিনকে সহজ বানানো সেটাই ফলো ফাদার করা। এরকমই তো, তাই না। পার্ট প্লে ভালো করেছ তো না। যেখানেই থাক, বিশেষ পার্টধারী বিশেষভাবে পার্ট প্লে না করে থাকতে পারে না। এটা ড্রামায় লিপিবদ্ধ আছে। আচ্ছা। পরিক্রমা করা খুব ভালো। পরিক্রমা করেছ তারপরে সুইট হোমে এসে গেছ। সেবার পরিক্রমা অনেক আত্মাদের জন্য বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিক্রমা। সব ঠিক আছে তো না? শুধুই ভালো আর ভালো। ড্রামার ভবিষ্য অবশ্যই টানে। এমনকি, তুমি হয়তো এখানে থাকতে চাও কিন্তু ড্রামায় নেই তাহলে কী করবে? ভাবলেও যেতে হবে কারণ সেবার ভবিষ্য, সুতরাং সেবার ভবিষ্য নিজের কার্য করায়। আসা আর যাওয়া এটাই তো বিধি। আচ্ছা। সংগঠন ভালো।

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার :-

১) পরমাত্ম-ভালোবাসা অনুভব করার জন্য দুঃখের তরঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হও

বাপদাদা সঙ্গমে অনেক রঙ্গভাণ্ডার দিয়েছেন, সেই সব রঙ্গভাণ্ডারের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ রঙ্গভাণ্ডার হলো সদা খুশির ভান্ডার। তো এই খুশির ভান্ডার সদা সাথে থাকে? যে পরিস্থিতিই আসুক কিন্তু খুশি যেতে পারে না। যখন পরিস্থিতি দুঃখের তরঙ্গ নিয়ে আসে তখনও খুশি থাকো, নাকি অল্পস্বল্প তরঙ্গ এসে যায়? কেননা, সঙ্গমে রয়েছে তো না। সুতরাং একদিকে দুঃখধাম, অন্যদিকে সুখধাম। তাইতো দুঃখের তরঙ্গের অনেক পরিস্থিতি সামনে আসবে কিন্তু নিজের ভিতরে সেই দুঃখের তরঙ্গ যেন দুঃখী না করে। যেমন, গরমের সময় গরম তো হবে তাই না, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করা সেটা নিজের উপরে। সুতরাং দুঃখের বিষয় সামনে আসবে কিন্তু হৃদয়ে যেন তার প্রভাব না পড়ে। সেইজন্য বলা হয়ে

থাকে স্বতন্ত্র হয়েও প্রভুর প্রিয়। সুতরাং দুঃখের তরঙ্গ থেকে যখন স্বতন্ত্র থাকবে তখনই প্রভুর প্রিয় হবে। যত স্বতন্ত্রতা ততই প্রিয়। নিজে নিজেকে দেখ, কতটা স্বতন্ত্র হয়েছ? যত স্বতন্ত্র হতে থাকবে ততই সহজভাবে পরমাত্ম-ভালোবাসা

অনুভব করবে। অতএব, প্রতিদিন চেক করো কতটা পৃথক থেকেছ, কতটা প্রিয় থেকেছ। কারণ এই ভালোবাসা পরমাত্ম-ভালোবাসা যা আর কোনও যুগে প্রাপ্ত হতে পারে না। যতটা প্রাপ্ত করতে চাও ততটা এখনই করতে হবে। এখন নয় তো কখনও হতে পারে না। তাছাড়া, এই পরমাত্ম-ভালোবাসা প্রাপ্তির সময় কত অল্প! সুতরাং অল্প সময়ে অনেক অনুভব করতে হবে। তাহলে করছ তো? দুনিয়ার লোকে খুশির জন্য কত সময়, সম্পত্তি খরচ করে আর তোমাদের তো সহজভাবে অবিনাশী খুশির ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে। কিছু খরচ করেছ কি? খুশির সামনে খরচ করার বস্তু কী বা আছে যা দেবে? সুতরাং খুশির গীত গাইতে থাকো — যা পাওয়ার ছিল তাপেয়ে গেছি। পেয়ে গেছ তো না? তাইতো তোমরা যখন কোনো বস্তু পাও তখন খুশিতে নাচতে থাকো। অন্যদের সাথেও এই খুশি ভাগ করে নাও। যত বিলিয়ে দিতে থাকো ততই বেড়ে যায়, কারণ দুনিয়াতে তো দুঃখ সবসময়ের আর তোমাদের কাছে খুশিই সবসময়ের। সুতরাং দুঃখীকে খুশি দেওয়া, এটা সবচাইতে বড় থেকেও বড় পুণ্য। তো সবাই তোমরা নির্বিলম্ব হয়ে সামনে উড়ছ নাকি ছোট বিলম্ব তোমাদের থামিয়ে দেয়? বিলম্বের কাজই হলো আসা আর তোমাদের কাজ হলো বিজয় প্রাপ্ত করা। যখন বিলম্ব নিজের কার্য ভালো করে করছে তো তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান নিজেদের বিজয়-কার্যে সদা সফল থাকো। সদা এটা স্মরণে রাখো যে, আমরা বিলম্ব বিনাশক আত্মা। বিলম্ব-বিনাশকের যে স্মরণিক আছে প্র্যাকটিক্যালি তার অনুভব করছ তো না। আচ্ছা।

২) অচল স্থিতি বানানোর জন্য মাস্টার সর্বশক্তিমানের টাইটেল স্মৃতিতে রাখো

নিজেকে সদা সর্ব ভাঙারে পরিপূর্ণ অর্থাৎ সম্পন্ন আত্মা অনুভব করো?

কারণ যে সম্পন্ন হয় তার নিদর্শন — সে অনড় হবে, অস্থিরতায় আসবে না। যত খালি হয় ততই অস্থিরতা। সুতরাং যে কোনো চঞ্চলতা তা' সঙ্কল্প দ্বারা হোক কিংবা বাণী দ্বারা, অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা, কোনও প্রকার চঞ্চলতা যদি হয় তাহলে এটাই প্রমান হয় যে খাজানায় সম্পন্ন নয়। সঙ্কল্পেও, স্বপ্নেও অনড়। কারণ যেমন-যেমন মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপের স্মৃতি ইমার্জ হবে এই অস্থিরতা ততই মর্জ হতে থাকবে। সুতরাং মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতি প্রত্যক্ষ রূপে ইমার্জ হতে হবে। যেমন, শরীরের অক্যুপেশন ইমার্জ থাকে, মর্জ হয় না, তেমনই ব্রাহ্মণ জীবনের এই অক্যুপেশন যেন ইমার্জ রূপে থাকে। অতএব, চেক করো, ইমার্জ থাকে নাকি মর্জ থাকে? যদি ইমার্জ থাকে তাহলে তার নিদর্শন হবে সব কর্মে সেই নেশা থাকবে এবং অন্যদেরও অনুভব হবে যে, এ' শক্তিশালী আত্মা। সুতরাং বলা হয় চঞ্চলতার ঊর্ধ্বে অটল স্থিতি। অচলঘর তোমাদের স্মরণিক। সুতরাং নিজের অক্যুপেশন সদা স্মরণে রাখো, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, কারণ আজকাল সব আত্মা অতি দুর্বল, সেইজন্য দুর্বল আত্মাদের শক্তি চাই। কে দেবে শক্তি? যে নিজে মাস্টার সর্বশক্তিমান হবে। কোনও আত্মার সাথে যদি দেখা-সাক্ষাৎ হয় তাহলে সে নিজের কথা কী বলবে? দুর্বলতার কথাই বলে তো না? যা করতে চায় তা' করতে পারে না তো তার প্রমান হলো সে দুর্বল আর তোমরা যে সঙ্কল্প করো তা' কর্মে নিয়ে আসতে পারো। সুতরাং মাস্টার সর্বশক্তিমানের লক্ষণ হলো সঙ্কল্প আর কর্ম দুইই সমান হবে। এমন নয় যে সঙ্কল্প খুব শ্রেষ্ঠ হবে আর সেই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প অনুযায়ী কর্ম করতে পারলে না, একে মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা হবে না। সুতরাং চেক করো, যে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প উৎপন্ন হয় তা' কর্ম পর্যন্ত আসে নাকি আসতে পারে না? মাস্টার সর্বশক্তিমানের লক্ষণ হলো - যখন যে শক্তি প্রয়োজন হবে সেই সময় সেই শক্তি যেন কার্যে আসে। তো এরকম হয় নাকি আহ্বান করো, কিছুক্ষণ পরে আসে? যখন কোনো পরিস্থিতি পুরো হয়ে যায়, আর তারপরে স্মৃতিতে আসে এভাবে নয়, এভাবে করা উচিত ছিল, তো তাকে বলা হয়ে থাকে প্রয়োজনের সময় কাজে আসেনি। যেভাবে, স্থূল কর্মেন্দ্রিয় অর্ডারে চলতে পারে, হাতকে যখন চাও, যেখানে চাও সেখানে চালনা করতে পারো, ঠিক সেভাবেই এই সূক্ষ্ম শক্তি এতটা কন্ট্রোলে হোক যাতে যে সময় যে শক্তি চাও কাজে লাগাতে পারো। সুতরাং এরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে তোমাদের? এমন তো ভাবো না যে, এটা করতে চাইনি কিন্তু তবুও হয়ে গেছে। তাহলে নিজের কন্ট্রোলিং পাওয়ার চেক করতে করতে নিরন্তর শক্তিশালী হও। সবাই তোমরা উড়তি কলার নাকি কেউ উত্তরণ কলার কেউ উড়তি কলার? নাকি কখনো উড়তি, কখনো উত্তরণ, কখনো চলায়মান কলা হয়ে যায়? বদল হয় নাকি একরসে এগিয়ে যেতে থাকো? কোনো বিলম্ব যদি আসে তবে কত সময়ে বিজয়ী হও? টাইম লাগে? কেননা, তোমরা তো নলেজফুল, তাই না। তো বিলম্বেরও নলেজ আছে তোমাদের। যখন নলেজের শক্তি তোমরা প্রয়োগ করবে বিলম্ব আঘাত করতে পারবে না বরং হার মানবে। একেই বলে, মাস্টার সর্বশক্তিমান। সুতরাং অমৃতবেলা থেকে এই অক্যুপেশন ইমার্জ করো আর তারপরে সারাদিন চেক করো। আচ্ছা।

বরদান:- সহনশক্তির কবচ পরে, তোমার সম্পূর্ণ স্টেজ বরণ করে বিদ্বজিত ভব
নিজের সম্পূর্ণ স্টেজকে বরণ করা অর্থাৎ প্রাপ্ত করার জন্য অসতর্কতার মন-মর্জি ছেড়ে সহনশক্তিতে
মজবুত হও। সহনশক্তিই সব বিদ্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার কবচ। যে এই কবচ পরে না সে কমজোর হয়ে
যায়। তারপর বাবার কথা বাবাকেই শোনায়, কখনো প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, কখনো হতোদ্যম
হয়ে যায়। এখন এই ওঠা-নামার সিঁড়ি ছেড়ে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় যদি থাকো তবে সম্পূর্ণ স্টেজ নিকটে
এসে যাবে।

স্লোগান:- স্মরণ আর সেবার শক্তি দ্বারা অনেক আত্মার প্রতি কৃপা করাই উদারচিত্ত হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, এ হলো তোমাদের অমূল্য জীবন, তোমাদের ঈশ্বরীয় কুল হলো অতীব শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের অ্যাডপ্ট (দত্তক) করেছেন, সেই নেশাতেই থাকো"

*প্রশ্ন:- শরীরের বোধ ছিল হয়ে যায় - এর জন্য কোন্ অভ্যাসের আবশ্যকতা রয়েছে?

*উত্তর:- চলতে-ফিরতে অভ্যাস করো যে আমি হলাম এই শরীরে অল্প সময়ের জন্য নিমিত্ত মাত্র রয়েছে। যেমন বাবা অল্প সময়ের জন্য শরীরে এসেছেন তেমনই আমরা আত্মারাও শ্রীমতানুসারে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার জন্য এই শরীর ধারণ করেছি। বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলে এই দেহ বোধ ছিল হয়ে যাবে, একেই বলা হয়ে থাকে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। ২) অমৃতবেলায় উঠে বাবার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো তাতেও দেহ বোধ সমাপ্ত হতে থাকবে।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । ঈশ্বর হলেনই অদ্বিতীয়, যিনি আবার বাবাও। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে আত্মার রূপ এত বড় কোনো লিঙ্গ নয়। আত্মা তো অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মতন, ব্রুকুটির মধ্যভাগে থাকে। এত বড় কোনো জ্যোতির্লিঙ্গ নয় যা মন্দিরে রাখা হয়ে থাকে। যেমন আত্মা তেমনই পরমাত্মা বাবাও। আত্মার রূপ মানুষের মতন নয়। আত্মা তো মানুষের শরীরের আধার নেবে। আত্মাই সব কিছু করে। সমস্ত সংস্কার আত্মাতেই রয়েছে। আত্মা হলো স্টার। আত্মাই ভালো মন্দ সংস্কার অনুসারে জন্ম নিয়ে থাকে। তাই এই কথাগুলিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। মন্দিরে শিবলিঙ্গ রাখা রয়েছে, সেইজন্য বোঝানোর জন্য আমরাও শিবলিঙ্গ দেখিয়ে থাকি। এঁনার নাম হলো শিব, নাম ব্যতীত কোন বস্তুই হয় না। কিছু না কিছু আকার রয়েছে। বাবা হলেন পরমধাম-নিবাসী। পরমাত্মা বাবা বলে থাকেন - যেমন আত্মা শরীরে থাকে তেমনই আমাকেও আসতে হয়, নরককে স্বর্গে পরিণত করার জন্য। বাবার মহিমা হলো সবথেকে আলাদা। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো, তোমরা আত্মারা এসেছো এখানে (নিজের) ভূমিকা পালন করতে। এ হলো অসীমের অনাদি, অবিনাশী ড্রামা, এর কখনো বিনাশ হয় না। এ আবর্তিত (ঘুরতেই) হতেই থাকে। রচয়িতা বাবাও এক, রচনাও এক। এ হলো অসীম জগতের সৃষ্টিচক্র। যার ৪টি যুগ রয়েছে। দ্বিতীয় হলো কল্পের সঙ্গমযুগ, যেখানে বাবা এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন। এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন স্মৃতি এসেছে যে আমরা সমস্ত বাচ্চারাই হলাম পরমধাম-নিবাসী। এই কর্মক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে এসেছি। এই অসীম জগতের ড্রামাকে পুনরাবৃত্ত হতে হবে। বাবা হলেন অসীম জগতের মালিক। ওই বাবার অপার মহিমা রয়েছে। এমন মহিমা আর কারোর নেই। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তিনি হলেন সকলের বাবা। আমি ভিনদেশী (অপরের) রাবণের দুনিয়ায় এসেছি। একদিকে হলো আসরীক-গুণ সম্পন্ন সম্প্রদায়। অন্যদিকে হলো দৈবী-গুণসম্পন্ন সম্প্রদায়। একে কংসপুত্রীও বলা হয়ে থাকে। কংস অসুরকে বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা বলা হয়ে থাকে। এখন বাবা এসেছেন দেবতা বানাতে আর সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, আর কারোর এই শক্তি নেই। বাবাই বসে বাচ্চাদের শিক্ষা দিয়ে দৈবীগুণ ধারণ করান। এ হলো বাবারই কর্তব্য। বাবা বলেন যখন সকলেই তমোপ্রধান হয়ে যায়, আমাকে ভুলে যায়, না কেবল ভুলে যায় উপরন্তু আমাকে পাথর-মাটির টুকরোর মধ্যে ফেলে দেয়। এত গ্লানি করে, তবেই তো আমি আসি। আমার মতন গ্লানি আর কারোর করে না, তবেই তো আমি এসে তোমাদের লিবারেটর (মুক্তিদাতা) হই। সকলকে মশার ঝাঁকের মতন নিয়ে যাব। আর কেউই এমন বলতে পারেনা যে মন্বনাভব, আমাকে অর্থাৎ নিজের পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। শ্রীকৃষ্ণ তো এমন বলতে পারেনা। পরমাত্মার মহিমা তো বাচ্চারা জানে। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর সুখের সাগর। তারপর দ্বিতীয় নান্দ্বারে হলো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা কে করবে? শ্রীকৃষ্ণ কি? পরমপিতা পরমাত্মা শিব বসে বুঝিয়ে থাকেন যে সর্বপ্রথমে আমার ব্রাহ্মণ চাই। তাই ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ মুখ-বংশাবলী রচনা করে থাকি। ওরা হলো গর্ভজাত। এখন সঙ্গমে তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। বাবা এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত করেন। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় কুলের। ঈশ্বর হলেন নিরাকার, ব্রহ্মা হলেন সাকারী। বাবা সর্বপ্রথমে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা তৈরি করেন। দেবতার পর ক্ষত্রিয়..... এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। তারপর এর থেকে অন্য ধর্ম বেরিয়ে আসে। মূল হলো ভারত, এই ভারত হলো অবিনাশী খন্ড, যেখানে বাবা এসে স্বর্গ রচনা করেন। তিনি বাবাও, শিক্ষকও, আবার সঙ্গরও। তাহলে ওঁনাকে সর্বব্যাপী কিভাবে বলা যেতে পারে? উনি তো হলেন তোমাদের বাবা। এই দুনিয়ায় তোমরা ব্রাহ্মণেরা ছাড়া আর কেউই ত্রিকালদর্শী হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা মনে করো পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আমরা পরমধামে বাস করি। তারপর

নশ্বরের ক্রমানুসারে কর্মক্ষেত্রে আসি। তারপর পরে আমরাই ফিরে যাই। সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিতে হবে।

বাবা বুঝিয়ে থাকেন - তোমরা কত জন্ম নিয়েছো আর কীভাবে বর্ণে এসেছো। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত, এ হলো তোমাদের অমূল্য জীবন যখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট (দত্তক) করেন। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সেইজন্য স্বয়ং-ই এসে স্বর্গের মালিকও বানিয়ে দেন। এখন সমগ্র বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা - এ তো বাবারই কাজ। বাবা বলেন আমার ভূমিকা হলো, আমি পুনরায় তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি, যার দ্বারা তোমরা এভারহেলদি হয়ে যাবে। যেভাবে দেবতা হয়েছিলে, পুনরায় এখন রিপিট হয়ে থাকে। এই চারাগাছ(স্যাপলিং) রোপন হচ্ছে। বাবা হলেন বাগানের মালি, ওঁনার দ্বারা কলম লাগানো হচ্ছে। বাবা সম্মুখে বসে বোঝান - আমার আদরের বাচ্চারা, অনেক সময়ের জন্য আলাদা হয়ে যাওয়া বাচ্চারা, স্মরণে রয়েছে তো, তাই না ! -- আমি তোমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম। তারপর তোমরা ৮৪ র চক্র ঘুরে এখন আবার মিলিত হয়েছো। এখন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের অবশ্যই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোমরা চাও বা না চাও, অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। প্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম হয়েছে, তারপর রাবণ রাজ্য হয়েছে। দৈবী রাজ্যের পর পবিত্রতা তো চলে গেছে, সেইজন্য এক মুকুটধারী হয়ে গেছে, এখন প্রজার উপর প্রজার রাজ্য, তারপর দৈবী রাজ্যের স্থাপনা হতে চলেছে। আসুরীও রাজ্যের বিনাশের জন্য এই রুদ্র যন্ত্র থেকে এই বিনাশের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। তোমরা পতিত সৃষ্টিতে রাজ্য করবে নাকি ! না তা করবে না। এখন হলো সঙ্গম। সত্যযুগে তো এরকম বলবে না। বাচ্চারা এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো। করান (করাবনহার) কে ? শ্রীমৎ প্রদানকারী সমর্থ। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হলেনই একমাত্র বাবা। তিনিই ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করাছেন। বাবা বলেন - আমি হলাম ভারতের মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট (সবচেয়ে আন্তোকারী সেবক)। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। সেখানে যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা, সকলেই সুখী থাকে। ন্যাচারাল বিউটি থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখো, কত সুন্দর। হেভেনলি গডফাদার হলেন হেভেনের(স্বর্গের) স্থপতি। সমগ্র দুনিয়ায় গীতার উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানবাচ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো বলতে পারেনা যে মন্মনাভব, মামেকম্ স্মরণ করো তবেই বিকর্ম ভল্লীভূত হবে। আর কোনো উপায়ও নেই। গঙ্গা তো পতিত-পাবনী নয়। সে কি বলবে নাকি যে মামেকম্ স্মরণ করো ! না তা বলবে না। এ তো একমাত্র বাবাই বসে বুঝিয়ে থাকেন। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। বাবাই হলেন সকলের সদগতি দাতা। ওঁনার মন্দিরও আছে। দ্বাপর থেকে সমস্ত স্মারক-চিহ্ন নির্মাণ শুরু হয়ে থাকে। সোমনাথের মন্দির রয়েছে, কিন্তু সে কি করে গেছে -- তা কেউ জানে না। ওরা তো শিব-শঙ্করকে মিলিয়ে দেয়। এখন কোথায় শিব হলেন পরমধাম-নিবাসী আর কোথায় শংকর হলেন সুক্ষ্মলোক-নিবাসী। কিছুই বোঝেনা। বাবা বলেন - যত বেদ-শাস্ত্রাদি পড়ুক, জপ-তপ করুক, আমার সাথে কিন্তু মিলিত হতে পারে না। অবশ্যই আমি ভাবনার ভাড়া দিয়ে থাকি। কিন্তু ওরা তো অখন্ড জ্যোতি ব্রহ্মকেই পরমাত্মা মনে করে নেয়। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হতে পারে কিন্তু তা থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। কাউকে হনুমানের, কাউকে গণেশের সাক্ষাৎকার করিয়ে থাকি, সে তো আমি অল্প সময়ের জন্য মনোকামনা পূর্ণ করে থাকি। অল্প সময়ের জন্য খুশি তো থাকে। কিন্তু তবুও সকলকে তমোপ্রধান হতেই হবে। চাইলে সারাদিন গিয়ে গঙ্গায় বসে থাকুক তবুও সকলকে তমোপ্রধান তো হতেই হবে।

বাবা বলেন বাচ্চারা পবিত্র হও তবেই ২১ জন্মের জন্য পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আর কোনো সংসঙ্গ নেই যেখানে এত প্রাপ্তি হয়। বাবাই এসে রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন, তাহলে কতখানি শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত? পড়ার প্রতি ধ্যান দিতে হবে। বাবা শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ মত দিয়ে থাকেন। শ্রীমতে ভারতকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে। তোমাদের ড্রামার রহস্যকে ভালোভাবে বুঝতে হবে আর পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থ করে এরকম সুযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে আমরা বাবার সাথে স্বর্গ স্থাপন করতে এসেছি। আমরা ওখানকার বাসিন্দা। এই শরীরে আমরা নিমিত্ত মাত্র, অল্পসময়ের জন্য। বাবাও অল্পসময়ের জন্য এসেছেন, এই শরীর-বোধ (অভিমান) ভেঙে যাওয়া উচিত। নিজের বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো একেই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন, আমি এসেছি সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এখন তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে ভোরবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করো। ওঁনার সঙ্গে কথা বোলো। তোমরা জানো আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি। তারপর দৈবী সন্তান, আবার ঋত্রিয় সন্তান হয়ে যাবে। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করে দেন। বসে বসে বাবার মহিমা করো। বাবা তুমি তো চমৎকার করে দিয়েছো। প্রতি কল্পে এসে আমাদের পড়াও। তোমার জ্ঞান বড় বিস্ময়ের। স্বর্গ কত বিস্ময়ের। ওটা হল লৌকিক বিস্ময় (সম্পদ আশ্চর্য), এ হলো বাবার স্থাপন করা বিস্ময়। বাবা এসেছেন শ্রীকৃষ্ণপূরী স্থাপন করতে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রালব্ধ কোথা থেকে পেয়েছে? বাবার থেকে। জগদম্বা বা জগৎ-পিতার সঙ্গে বাচ্চারাও থাকবে। উনি হলেন ব্রাহ্মণ, জগদম্বা তো হলেন ব্রাহ্মণী। তিনি হলেন কামধেনু। সকলের মনোকামনা পূর্ণ করে দেন। এই জগদম্বাই

পুনরায় স্বর্গের মহারানী হন। কত আশ্চর্য রহস্যময়। এই বাবা আপন স্থিতি পাকা করার জন্য বিভিন্ন রকমের যুক্তি বলতে থাকেন। রাত জাগো, বাবাকে স্মরণ করো তাহলে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। যদি পুরুষার্থ পুরোপুরি হয় তখন স্মরণও টিকে থাকবে। পাশ উইথ অনার হতে হবে। ৮ জনেরই স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়। সকলেই বলে - আমরা লক্ষীনারায়ণ-কে বরণ করবো, তাহলে পাশ করে দেখাতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো বাঁদরের মতো স্বভাব নেই তো? তা বের করে দিতে থাকো। দেখো, সারা দিনে কাউকে দুঃখ দিইনি তো? বাবা হলেন সকলকে সুখ প্রদানকারী। বাচ্চাদেরকেও এরকমই হতে হবে। বোল এবং কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। সত্যিকারের পথ বলে দিতে হবে। ওটা হলো লৌকিক বাবার উত্তরাধিকার। এ হলো অসীম জগতের বাবার উত্তরাধিকার, সে তো যে পাবে সে-ই বলবে। যারা এই ধর্মের হবে তাদের তৎক্ষণাৎ টাচিং হবে।

বাবা বলেন, পুনরায় দৈবী ধর্ম স্থাপন করতে, আমি ব্রহ্মার শরীরে আসি। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি এরপর দেবতা হতে হবে। প্রথমে সূক্ষ্মলোকে গিয়ে তারপর শান্তিধামে যাবে। সেখান থেকে পুনরায় নতুন দুনিয়ায়, গর্ভ-মহলে আসবে। এখানে গর্ভ-জেলে আসে। একে বলে মিথ্যা মায়া মিথ্যা কায়া.... বাবা বলেন ধর্মের কত গ্লানি করেছে, শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু শিব কখন এসেছেন, কার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তা কেউ জানে না। অবশ্যই কোনো শরীরে এসে, নরককে স্বর্গে পরিণত করেছিলেন, তাই না ! বাবা বাচ্চাদের অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন আর রায় দেন - নিজের চার্ট তৈরি করো। সারাদিনে কতখানি সময় বাবাকে স্মরণ করেছো। ভোর বেলায় উঠে বাবাকে, উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। আমরা অসীম জগতের বাবার সাথে এসেছি গুপ্তবেশে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। যাওয়ার পূর্বে নিজের রাজধানী অবশ্যই স্থাপন করতে হবে। এখন তোমরা রয়েছে সঙ্গমে। বাকি সমগ্র দুনিয়াই রয়েছে কলিমুগে। তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ। বাবা বাচ্চাদের জন্য সওগাত (উপহার) নিয়ে আসেন - মুক্তি ও জীবনমুক্তির। সত্যযুগে ভারত জীবনমুক্ত ছিল, বাকি সব আত্মারা মুক্তিধামে ছিল। বাবা হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন, অবশ্যই সেইজন্য উপযুক্তও স্বয়ংই করবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা এই নেশায় থাকতে হবে যে আমরা বাবার সাথে স্বর্গের স্থাপনায় নিমিত্ত হয়েছি। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন।

২) বাবার সমান সুখ প্রদানকারী হতে হবে। কখনো কাউকে দুঃখী করা উচিত নয়। সকলকে সত্যিকারের রাস্তা বলে দিতে হবে। নিজের উন্নতির জন্য নিজের চার্ট রাখতে হবে।

বরদানঃ:- নিমিত্ত আর নম্রচিত্তের বিশেষত্বের দ্বারা সেবায় দ্রুত আর প্রথম স্থানাধিকারী সফলতা-মূর্তি ভব সেবায় এগিয়ে যাওয়ার সময় যদি নিমিত্ত এবং নম্র চিত্তের বিশেষত্ব স্মৃতিতে থাকে, তাহলেই সফলতার স্বরূপ হয়ে উঠবে। যেমন সেবার জন্য ছোট্টাছুটি করার বিষয়ে হুঁশিয়ার তেমনি এই দুই বিশেষত্বতেও হুঁশিয়ার হও। এর দ্বারাই সেবায় দ্রুত এবং প্রথমে (ফাস্ট ও ফাস্ট) যাবে। ব্রাহ্মণ জীবনের মর্যাদার গণ্ডির মধ্যে থেকে, নিজেকে রুহানি সেবাধারী মনে করে সেবা করো তাহলেই সফলতা-মূর্তি হয়ে যাবে। পরিশ্রম করতে হবে না।

স্নোগানঃ:- যিনি বুদ্ধির দ্বারা সর্বদা জ্ঞানরত্ন ধারণ করেন তিনিই হলেন সত্যিকারের হোলিহংস।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে মহান ভাগ্যশালী বাচ্চা, কারণ তোমাদের সম্মুখে স্বয়ং বাবা বসে আছেন, উঁনি তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন"

*প্রশ্ন:- ভক্তি মার্গের কোন্ সংস্কার বাচ্চারা এখন তোমাদের মধ্যে থাকতে পারে না, কেন?

*উত্তর:- ভক্তি মার্গে যে দেবী অথবা দেবতার কাছে যাবে তার থেকে কিছু না কিছু চাইতেই থাকো। কারোর কাছে ধন চাইবে, কারোর কাছে পুত্র চাইবে। এই চাওয়ার সংস্কার এখন বাচ্চারা তোমাদের সংস্কারে থাকতে পারে না। কারণ বাবা সঙ্গমে তোমাদেরকে কামধেনু বানিয়েছেন। তোমরা বাবার সমান সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করো। তোমরা নিজের প্রতি কোনো আশা রাখতে পারো না। তোমরা জানো যে ফল প্রদানকারী হলেন এক দাতা বাবা-ই, যাকে স্মরণ করার ফলে সকল প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয়ে যায়, সেইজন্য চাওয়ার সংস্কার সমাপ্ত হয়ে যায়।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ । এখন ভালোভাবে বুঝে তারপর বোঝানোর জন্য এক গীতা শাস্ত্রই আছে। শাস্ত্র তো বানিয়েছে মানুষ। কিন্তু রাজযোগ মানুষ শেখায় না। বাবা বলেন আমি ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসী হারানিধি বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। হারানিধির অর্থ তো বুঝিয়েছি যে তোমরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়ে আবার এসে মিলিত হয়েছো। ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমরা মিলিত হয়েছিলে আর তোমরা এসে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হয়েছিলে। বাবা ডাইরেক্ট বলেন। ওই গীতা পাঠী ইত্যাদিরা এই কথা বলবে না। বাবা ডাইরেক্ট বুঝিয়ে গিয়েছিলেন তারপর ভক্তি মার্গ থেকে শাস্ত্র বানাতে শুরু করে। এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয়েছে। তারপর বাবা এসেছেন এ কথা বাচ্চাদেরকে বলেন। কোন্ বাচ্চাদের? বলেন বিশেষতঃ তোমাদের আর সাধারণ ভাবে সমগ্র দুনিয়াকে। এখন তোমরা সম্মুখে রয়েছো। বাবা বসে তোমাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এই রাজযোগ তোমাদের আর কেউ শেখাতে পারবে না। বাবা-ই প্রথমে যোগ শিখিয়েছিলেন, এখন আবার শেখাচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা আবারও রাজাদের রাজা হবে আর কেউই স্বর্গের মালিক বানাতে পারবে না। আমি তোমাদের বাবা এসেছি আবারও তোমাদের রাজযোগ শেখাতে। আচ্ছা এখন বাবা তোমাদের কল্পবৃক্ষের উপরে বোঝাচ্ছেন। এটা ব্যাখ্যা করাও অনেক আবশ্যিক। একে কল্প-বৃক্ষ বলা হয়। বাবা বলেন এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ হল কল্প বৃক্ষ। ওই গীতা শোনান যারা তারা বলে যে ভগবান এটা বলেছিলেন আর তোমরা বলবে ভগবান এটা বলছেন। এ হল মনুষ্য সৃষ্টির রূপী বৃক্ষ। এতে কোনো সবজি, ফল, আম ইত্যাদি থাকে না। ঐ সবজি, ফলের যে বৃক্ষ হয় তার বীজ থাকে নীচে, বৃক্ষ হয় উপরে। এর বীজ উপরে আর বৃক্ষ নীচে হয়। মানুষ বলেও থাকে যে ঈশ্বর আমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন অর্থাৎ বাবা সন্তান দিয়েছেন। বাবা ধন সম্পদ দিয়েছেন। বাবা আপনি আমাদের সকল দুঃখ দূর করুন। বাবা, বাবা বলতেই থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্মুখে গিয়ে ওনাদের থেকেও চাইতে থাকে, মহালক্ষ্মী আমাকে ধন-সম্পদ দাও। এই সকল কিছুই হল চাওয়ার সংস্কার। জগৎ অম্বার থেকে কেউ পুত্র চাইবে তো কেউ বলবে আমাদের অসুখ দূর করো। লক্ষ্মীর সামনে এরূপ আশা রাখবে না, ওনার থেকে কেবল ধন সম্পদ চাইতে থাকে। এটা তো তোমরা জানো - জগৎ অম্বা-ই হলেন লক্ষ্মী, তাই আবারও ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত করে আবার জগৎ অম্বা হন। বৃক্ষের চিত্রে দেখো জগৎ অম্বা বসে আছেন। তিনি আবার মহারানী হবেন অবশ্যই, তোমরা বাচ্চারাও রাজধানীতে আসবে। তোমরা কল্প বৃক্ষের নীচে বসে আছো। সঙ্গমে ফাউন্ডেশন তৈরি করছো। তোমরা কামধেনুর বাচ্চারা সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করছো। তোমরা হলে ভারত মাতার শক্তি সেনা, এতে পাল্‌বরাও আছে।

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে স্মরণ এক বাবাকেই করতে হবে। দাতা হলেন এক বাবা-ই। যদি তোমরা কারোর ভক্তিও করো বা কাউকে স্মরণ করো কিন্তু ফল প্রদানকারী হলেন এক দাতাই। তিনিই সবকিছু প্রদান করেন। ভক্তিমার্গে তোমরা শ্রী নারায়ণের, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করো, কৃষ্ণকে দোলায় দোলাতে থাকো, ভালোও বাসো। ওনার থেকে তোমরা কি চাইবে। তোমরা চাও আমরা ওনার রাজধানীতে যাবো অথবা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের মতো সন্তান যেন হয়। গায়নও করে ভজো রাধে গোবিন্দ চলো বৃন্দাবন। যেখানে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলে, বৈকুণ্ঠে। সে সময়ে কোনো অপ্রাপ্তি ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যকে অনেক স্মরণ করে। ভারতে যখন শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য ছিল তখন আর অন্য কোনো রাজ্য ছিল না। এখন বাবা এসেছেন, বলেন চলো কৃষ্ণপূরীতে, গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হও অথবা রাধার স্বামী হও। বিষয়টি হল একই। ওখানে বিষ

পাওয়া যায় না। ওখানে হলই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এখন তোমরা হলে স্টুডেন্ট, পঠন-পাঠন করছো নর থেকে নারায়ণ, বেগার থেকে প্রিন্স হওয়ার জন্য। যদি এখানে কেউ কোটিপতি হয়, ৫০ কোটি থাকে, কিন্তু তোমাদের সামনে ওরা হল গরীব। কারণ ওদের এইসব ধন-সম্পত্তি মাটিতে মিশে যাবে। কিছুই সাথে যাবে না। খালি হাতে যাবে। তোমরা তো হাত ভর্তি করে যাও ২১ জন্মের জন্য। এখন তোমরা রাজযোগ শিখছো। তারপর সত্যযুগে গিয়ে রাজত্ব করবে। তোমরা পুনর্জন্ম নিয়ে বর্ণ গুলির মধ্যে আসতে থাকো। সত্যযুগে ১৬ কলা, ত্রেতাতে ১৪ কলা। এরপর ভক্তি মার্গ শুরু হয়, তখন ইব্রাহিম, বুদ্ধি আসতে থাকে। খ্রিস্টের ৩ হাজার বছর আগে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন সম্পূর্ণ বৃষ্ণ জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করেছে। এখন তোমরা কল্পবৃক্ষের নীচে বসে আছো। একে বলা হয় কল্পের সঙ্গম বা কলিযুগ আর সত্যযুগের সঙ্গম। সত্যযুগের পরে ত্রেতা, তারপর ত্রেতার পরে দ্বাপর আর কলিযুগে সঙ্গম। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। মাঝে সঙ্গম অবশ্যই চাই। কল্পের সঙ্গমযুগে বলে বা আসেন। তারা কল্প শব্দটিকে বদলে দিয়ে যুগে-যুগে লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন আমি নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলাম জ্ঞানের সাগর। ভারতেই শিব জয়ন্তীর এত খ্যাতি। শ্রীকৃষ্ণ তো জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। তোমার বলা আমরা স্বর্গে শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলিত হবো। বাবা বলেন, ভক্তি মার্গে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার আমি তোমাদেরকে করাই। কৃষ্ণ জয়ন্তীতে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে তাকে দোলনায় দোলনায়, পূজা করে থাকে। তারা যেন সত্যি সত্যি শ্রীকৃষ্ণকে দেখে। সাক্ষাৎকার হবে, কৃষ্ণের চিত্র থাকলে সেটাকে বুকে টেনে নেবে। ভক্তিমার্গেও আমি (ভক্তদেরকে) সহায়তা করি। আমি হলাম দাতা। লক্ষ্মীর পূজা করে, সেটা তো হলো পাথরের মূর্তি। পাথরের মূর্তি কি দেবে? দিতে তো সেই আমাকেই হবে। সাক্ষাৎকারও আমিই করাই। ও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, পরমপিতা পরমাত্মার আদেশে প্রতিটি পাতা নড়ে, কেননা তারা মনে করে যে প্রতিটি পাতায় পাতায় ভগবান রয়েছেন। ভগবান কি প্রতিটি পাতায় পাতায় বসে হুকুম করবেন? এ তো হলো একটা রচিত হওয়া ড্রামা। এখন তোমরা যেমন অ্যাক্ট করছো, সেই রকমই পরের কল্পেও করবে। যা কিছু শ্যুটিং শ্যুট হয়েছে সেটাই চলবে। হাতে এতটুকুও এদিক ওদিক হওয়ার নয়। ড্রামা কেও খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে। বাবা বোঝান যে, অসীম সুখ কল্প কল্প ধরে ভারত পেয়ে আসছে। কিন্তু যরা ব্রাহ্মণ হবে তারাই বর্ণের আসবে। ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। তারপর অন্যদের জন্ম পরপর ক্রমান্বয়ে হতে থাকে। কতো ছোট ছোট মঠ পথ পন্থা রয়েছে। তাদেরও হয়ত মহিমা রয়েছে, কারণ তারা পবিত্র থাকে। স্বর্গের রচয়িতা তো হলেন বাবাই, আর অন্য কোনো মানুষ স্বর্গ রচনা করবে নাকি! আর তারপর রাজযোগই বা কে শেখাবে?

এখন তোমরা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য তোমরা রাজযোগ শিখছো। পুরুষার্থ সব সময় লক্ষ্যকে উঁচু রেখে করা উচিত। তোমরা বলে থাকো যে, শ্রীকৃষ্ণের মতো যেন সন্তান হয়, শ্রীকৃষ্ণের মতো যেন পতি হয়। শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ হয়, তারপর শ্রীকৃষ্ণের মতো কেন বলে? তোমাদের তো বলা উচিত নারায়ণের মতো যেন পতি হয়। নারদও বলেছিল যে আমি লক্ষ্মীকে বরণ করবো। রাধার কথা তো বলে না। বাবা বোঝান যে, তোমাদেরকে কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে। তাই খুব পুরুষার্থ করো। সেটা হলো শ্রীকৃষ্ণের দৈবী কুল। কংসের হলো আসুরিক কুল। তোমরা এখন হলে সঙ্গমে। শূদ্র সম্প্রদায়কে তো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বলা যাবে না। যাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না তারা হলো শূদ্র বর্ণের। এসব হলো ভারতের কথা। ভারতই স্বর্গ হয় তারপর ভারতই নরকে পরিণত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও ৮৪ জন্ম নিয়ে রজঃ তমঃ-তে আসতেই হবে। যখন কিনা তাদেরকেও চক্রে আসতে হয় তাহলে বুদ্ধ ইত্যাদিরা কীভাবে নির্বাণধামে ফিরে যেতে পারে? কেউ কেউ তো বলে দেয় যে, কৃষ্ণ হলো সর্বব্যাপী, যে দিকেই তাকাই কৃষ্ণই কৃষ্ণ। রামের ভক্ত বলবে রাম সর্বব্যাপী। তারা কৃষ্ণকে মানবে না। বাবার কাছে একজন রাধাপন্থী আসতেন। বলতেন - রাধেই রাধে... রাধে সর্বত্র বিরাজমান (হাজিরাহুজুর)। তোমার মধ্যে আমার মধ্যে রাধাই রাধা। গণেশ এর পূজারী বলবে তোমার মধ্যে আমার মধ্যে গণেশই গণেশ রয়েছে। খ্রীষ্টানরা আবার বলবে খ্রিস্ট হলেন গড অফ সন। আরে খ্রিস্ট নিজেই যখন সন ছিলেন তাহলে তোমরা কার সন? অনেক রকমের মত মতান্তর। কেউই তার ফলে রাস্তা খুঁজে পায় না। কেবল মাথা ছোঁয়াতে থাকে, বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে। মুক্তি আর জীবনমুক্তি ভগবানই তো দেবেন তাই না? তাদের (অন্যদের) থেকে আমরা কী চাইব? কারোরই তা জানা নেই। বাবাকে না জানার কারণে নির্ধন (অনাথ) হয়ে গেছে। তারপর ধনী (পিতা) এসে তাঁর বানান। মানুষ কত ধাক্কা খেতে থাকে। মনে করে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাবে। বাবা বলেন, আমি আসি নিজের সময় মতো। তা সে যে যতই ডাকুক না কেন, আমি আসিই সঙ্গমে। একবারই ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে সবাইকে শান্তিতে পাঠিয়ে দিই। তারপর নব্বয় ক্রমান্বয়ে নিজের নিজের সময় মতো আসতে থাকে। যারা দেবী-দেবতা ছিল, সেই সব আত্মারাই বসে আছে, পুনরায় তারা রাজ্য ভাগ্য নিচ্ছে। এখন তো দেবী-দেবতা ধর্ম নেই। সবাই নিজেদেরকে হিন্দু বলতে শুরু করে দিয়েছে। ড্রামা অনুসারে এই রকমই হওয়ার। যা কিছু হয়ে গেছে সেসবই আবার রিপিট হবে। তারপর এই রকম ভাবে আমরা চক্রে আসবো, এতগুলো জন্ম নেবো। হিসাব করো। কোন্ ধর্মের লোকেরা কত জন্ম নেবে? কল্প বৃক্ষের উপরে বোঝানো খুব

সহজ। আপনিই মানুষের মনে টাচ হবে যে, কারো প্রেরণাতেই এই বিনাশ অগ্নি প্রজ্জ্বলনের জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে। ইউরোপবাসী যাদব বম্বস বানাতে থাকে। তারাও বলে আমাদেরকে কোথাও কেউ একটা প্রেরণা দিচ্ছে যেন। আমরা জানি যে, এর দ্বারা আমরা আমাদেরই কুলের বিনাশ করবো। তা না চাইলেও মৃত্যুর সরঞ্জাম তারা বানিয়ে চলেছে। ধীরে-ধীরে প্রভাব পড়বে। ধীরে-ধীরে গাছ বড় হতে থাকে না? কেউ আবার কাঁটার থেকে কলি, কেউ আবার ফুল হয়ে ওঠে। কোনো কোনো ফুলও আবার ঝড় ঝাপটার কবলে পড়ে, তখন নুইয়ে পড়ে। বাবা বলেন প্রত্যেক কল্পেই এই রকমই আশ্চর্যবৎ শান্তি, কান্তি...। এখন বাবা স্বয়ং বলছেন, আমার কাছে আসক্তি, ব্রহ্মাকুমারী বনস্তি, কথস্তি আর তারপর অহো মম মায়া... ভালো ভালো বাচ্চাদেরকে খেয়ে ফেলন্তি। যত দিন যাবে দেখবে কীভাবে ভালো ভালো বাচ্চারা শেষ হয়ে যায়।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, যা পাস্ট হয়ে গেছে সেটাই এখন প্রজেন্ট। তারপর ভক্তিমার্গে শাস্ত্র বানাবে। এই ড্রামা এই রকমই বানানো হয়েছে। এখন বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা সকল বেদ শাস্ত্রের সার বোঝাচ্ছেন। যে ধর্ম স্থাপন করে তার নামেই শাস্ত্র বানানো হয়। তাকে ধর্মশাস্ত্র বলা হয়। দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র হলো একমাত্র গীতা। প্রত্যেক ধর্মের একটি শাস্ত্র থাকা উচিত। শ্রীমৎ ভাগবত গীতা সেই অর্থে একেবারে ঠিক। ভগবানুবাচ (ভগবানের উক্তি বা বাণী) এটি। ভগবান আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। এটা হলো সবথেকে প্রাচীন ধর্ম। প্রত্যেক ধর্মের নিজের নিজের শাস্ত্র রয়েছে আর তারা তা পড়েও থাকে। এখন তোমরা দেবতা হতে এসেছো, কিন্তু তোমাদের শাস্ত্র পড়ার দরকার নেই, সেখানে (সত্যযুগে) শাস্ত্র থাকে না। এই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাহলে গীতা কোথা এলো? দ্বাপরে বসে বসে মানুষ রচনা করেছে। যে গীতা এখন আছে সেই গীতা আবার খোঁজ করে বের করা হবে। যেমন কল্প পূর্বে বানানো হয়েছিল, সেই রকমই এই শাস্ত্র তৈরী হবে। ভক্তিমার্গের সব সামগ্রী তৈরী হতে থাকবে।

বাবা বোঝান যে, আমার হারানিধি বাচ্চারা আমি তোমাদের পিতা, আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে রাজযোগ শিখছো, যার দ্বারা কলিযুগকে সত্যযুগ বানাতে হবে। তারা তো কল্পের আয় অনেক লম্বা বানিয়ে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে। মানুষ তার ফলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ড্রামা অনুসারে বাচ্চারা তোমাদেরকেই অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবা অনেক যুক্তি বলে দিয়েছেন, কেবল বাবাকে স্মরণ করো, চার্ট রাখো। খাবার প্রস্তুত করার সময়ও স্মরণে থাকো। রান্না করার সময় স্বামী বা সন্তানের কথা যদি মনে পড়ে, তাহলে বাবার স্মরণ হতে পারবে না! এ হলো তোমাদের কাজ। বাবা বুদ্ধির সিঁড়ি দেন, তারপর তুমি চড়ে বা না চড়াও, এ হলো তোমার কর্ম। যত স্মরণ করবে ততই সিঁড়ি চড়ে থাকবে। নাহলে তো এত সুখ পাবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পরে আবার এসে মিলিত হওয়া বাচ্চাদেরকে নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুসারে মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার। মিষ্টি মিষ্টি আত্মাদের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কৃষ্ণপূরীতে যাওয়ার জন্য খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হবে। শূদ্রত্বের সংস্কার গুলিকে পরিবর্তন করে পাঙ্ক ব্রাহ্মণ হতে হবে।

২) বুদ্ধিবলের দ্বারা স্মরণের সিঁড়িতে চড়ে হবে। সিঁড়ি চড়লেই অপার সুখের অনুভব হবে।

বরদানঃ:- অ্যাটেনশন আর চেকিং এর বিধির দ্বারা ব্যর্থের খাতাকে সমাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব ব্রাহ্মণ জীবনে ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ বোল, ব্যর্থ কর্ম অনেক সময়কে ব্যর্থ নষ্ট করে দেয়। যতখানি উপার্জন করতে চাও, করতে পারো না। ব্যর্থের খাতা সমর্থ বানাতে দেয় না। সেইজন্য সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমি হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান। শক্তি যদি থাকে তবে যে কর্ম করতে চাও করতে পারো। কেবল বারে বারে অ্যাটেনশন দাও। যেমন ক্লাসের সময় বা অমৃতবেলার স্মরণের সময় অ্যাটেনশন দিয়ে থাকো, সেই রকমই মাঝে মাঝে অ্যাটেনশন আর চেকিং এর বিধিকে গ্রহণ করে নাও, তাহলে ব্যর্থের খাতা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- রাজঋষি হতে হলে তবে ব্রাহ্মণ আত্মাদের আশীর্বাদের দ্বারা নিজের স্থিতিকে নির্বিঘ্ন বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;